পশ্চিমের যাত্রী

(ইউরো

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মিত্র-ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩৫৬, খ্রীষ্টাব্দ ১৯৪৯

চার টাকা

শ্রীষষ্ঠীচরণ সেন কর্তৃক ৩২-ই ল্যান্সডাউন রোড, পি. বি. প্রেসে মুদ্রিত
ও শ্রীগজেন্দ্র মিত্র কর্তৃক মিত্র-ঘোষ হইতে প্রকাশিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাধ্যক্ষ

এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর-শিক্ষাবিভাগের মুখ্যাধিষ্ঠাতা

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

এম-এ, বি-এল্, ডি-লিট্, বার-অ্যাট্-ল, এম্-এল্-এ

মহাশয়ের করকমলে

সাদর সমর্পণ

দোলপূর্ণিমা
১৩৪৫ বঙ্গাব্দ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

দ্বিতীয় সংস্করণের

প্রকাশকের নিবেদন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "পশ্চিমের যাত্রী" নামে ইউরোপ-ভ্রমণের কথা, ১৩৪২ সালের "প্রবাসী" পত্রিকায় ও ১৩৪২-১৩৪৪ সালের "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম হইতে চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত "প্রবাসী"তে বাহির হয়। পুস্তকাকারে এই ভ্রমণ-কাহিনী পুনর্মুদ্রিত হইয়া ১৩৪৫ সালে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে পৃথক্ মুদ্রিত হইয়া ও প্রথম প্রকাশের সময়ে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে ইহা বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল; আশা করি, ভ্রমণ-কাহিনীর দ্বিতীয় সংস্করণ-ও পূর্বের-ই মত সমাদৃত হইবে।

মহালয়া
১৩।৬।২০০৬
১৯৪৯

মিত্র-ঘোষ
কলিকাতা

পশ্চিমের যাত্রী

(ইউরোপ, ১৯৩৫)

[১]

বোম্বাইয়ের পথে—বোম্বাই

ইঞ্জিনের বাঁশী বাজ্‌ল, বন্ধুদের বিদায়-কলরবের মধ্যে ট্রেন ছাড়্‌ল। স্ত্রী আর পুত্র-কন্যারা গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছিল; লোক-জন হৈ-চৈ দেখে এরা সকলেই একটু ভ'ড়্‌কে গিয়েছে, কিন্তু ছেলে-মেয়েরা বাবার গলার ফুলের মালা পেয়ে মহা খুশী, তারা তাদের মায়ের পাশে নানা আত্মীয়-বন্ধু আর চেনা-অচেনা লোকের ভীড়ের একটা পাশে গাড়ীর কাছেই প্লাটফর্মের উপরে একধারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে'; প্রণামের পালা একটু আগেই শেষ হ'য়েছে। ভীড়ের মধ্যে বহু হাতে রুমাল নাড়া, আধ-সেকেণ্ডের মধ্যেই কারও মুখ আর চেনা যায় না, তবু স্টেশনের তীব্র আলোর মধ্যে বিস্তর রুমাল ন'ড়্‌ছে—শেষ মুহূর্ত্তটুকু পর্য্যন্ত প্রিয়জনকে ছুঁয়ে থাকবার কি অব্যক্ত আকুলি-বিকুলি থেকে বিদায় কালে এই রুমাল-নাড়ার রীতির উদ্ভব! স্টেশনের আলোকিত লোহার বিরাট্ গহ্বর থেকে বাইরের খোলা মাঠের মধ্যে ট্রেন-অজগর ফোঁস্‌-ফোঁস্ ক'রতে-ক'রতে, গজ্‌রাতে-গজ্‌রাতে বেরিয়ে' প'ড়্‌ল; এখনও খানিকটা পথ বিজলীর আলোয় উজ্জ্বল—স্টেশনের ভিতরকার আলোক-কুণ্ড থেকে যেন কতকগুলো আলোর ফিন্‌কি ছিট্‌কে' বেরিয়ে' এসে আলোক-স্তম্ভগুলির মাথায় মাথায় জ্ব'ল্‌ছে।

তেরো বচ্ছর পরে আবার পশ্চিম-যাত্রা। তখন যে আশা-আকাঙ্ক্ষা যে

উৎসাহ নিয়ে গিয়েছিলুম, এখনও তার অনেকটা আছে, কিন্তু জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে, দৃষ্টি-কোণও কোনও-কোনও বিষয়ে কতকটা ব'দ্‌লে গিয়েছে। ইউরোপে নানা রকমের উপদ্রব উলট-পালট চ'লেছে, তার দু-একটা জনশ্রুতি খবরের-কাগজে আমাদের কাছে পৌঁছায়। সত্য-সত্য কি ঘ'টছে তা সেখানে থেকে না দেখ্‌লে বুঝতে পারা যাবে না ; কিন্তু সব 'তলিয়ে' বোঝ্‌বার জন্য সময় আমার কোথায়? আমার প্রধান উদ্দেশ্য, আবার এক যুগ পরে ইউরোপের জ্ঞান-তপস্বীদের সংস্পর্শে আর একটু আসি, তাঁদের অনুপ্রাণনায় নবীন উৎসাহে নিজের কাজে আবার লেগে যাই ; আর, সঙ্গে-সঙ্গে, যে বিচিত্র আর অপ্রতিহত ভাবে মানুষ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আপনাকে প্রকাশ কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছে আর ক'র্‌ছে, তার সামান্য কিছু পরিচয় সংগ্রহ ক'রে আসি। রসিক আর পণ্ডিতদের সঙ্গ আর সাহচর্য্য ; মিউজিয়ম, আর্ট-গ্যালারী প্রভৃতি সংগ্রহ-শালা ; আর বাইরের প্রবহমান জীবন-স্রোত—এই তিনেরই টান আগেকার মতন এবারও আমায় বাইরে টেনেছে। সুস্থ জীবন, সুন্দর জীবন, সুখী জীবন, শান্তিময় জীবন পাবার জন্য পশ্চিম কি ক'র্‌ছে? তার করার মধ্যে কতটুকু বা সার্থকতা এসেছে, এই চার-পাঁচ মাস ধ'রে পশ্চিমের জীবনে অবগাহন ক'রে তার একটা পরিচয়ের আকাংক্ষা নিয়ে চ'লেছি ; আমাদের অবস্থার সব দিক বিচার ক'রে, ইউরোপের এই চেষ্টার ভিতর আমাদের জন্য কোনও বাণী, কোনও আশার কথা আছে কিনা, সে বিষয়েও প্রণিধান ক'রে দেখ্‌বারও ইচ্ছা আছে। সমগ্র মানব-জাতির রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক উদ্ধারের জন্য ইউরোপের কোথাও-কোথাও চেষ্টা হ'চ্ছে, এই রকমটাও শোনা যাচ্ছে। এইরূপ বিশ্বহিতৈষণা ইউরোপে কতটা আছে, সেটা দেখ্‌তেও ইচ্ছা হয়। যাক্‌—পাঁচ মাস পরে ঘরে ফির্‌বার সময়ে এ-সব বিচার কর্‌বার অবকাশ মিল্‌বে।

বী-এন্‌-আর ;—নাগপুর হ'য়ে বোম্বাই মেল। ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ২০শে মে

তারিখে আমার যাত্রা শুরু হ'ল। বোম্বাইয়ে গিয়ে জাহাজ ধ'র্‌বো, ১৯৩৫ সাল ২৩শে মে তারিখে। গাড়ীতে ভীড় নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর তিনটী নীচের বেঞ্চে আমরা তিনজন যাত্রী। আর এক জন খড়্গপুরে নেমে গেল—এক মাদ্রাজী; দামী ইংরিজি পোষাকের বহরে আর ইংরিজি কেতার অনুকারী মার্জিত ধরণের কথাবার্তায় সে যে বড় চাকুরে', সম্ভবতঃ বিলেত-ফেরত—তার পরিচয় একটু দিয়ে গেল। বোম্বাই-যাত্রী আমাদের তিন জনের মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালযের বিজ্ঞান-মন্দিরের রসায়ন-বিভাগের গবেষক-পদাধিকৃত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বর্ধন; দ্বিতীয়টী (পরে আলাপে এর পরিচয় জেনে নিলুম), তাতা-লোহা-কোম্পানীর একজন কর্মচারী,—দক্ষিণ ভারতে পালঘাট-অঞ্চলে বাড়ী, একটী তমিল ব্রাহ্মণ ছোকরা—অয়্যঙ্গর্‌—নিজের আপিসের কাজে বোম্বাই চ'লেছে। আর তৃতীয় জন আমি।

সন্ধ্যা সাতটায় আমাদের গাড়ী ছাড়ে। রাত একটার দিকে কি একটা স্টেশনে অন্য কামরায় জায়গা না পেয়ে একটী বাঙালী পরিবার আমাদের কামরায় উঠ্‌লেন—ছেলে-পুলে মেয়ে-পুরুষে আট-নয় জন হবে, আর সঙ্গে পাহাড়-পরিমাণ মাল-পত্র। ভোর চারটায় ঝারসুগুড়া স্টেশনে এঁরা নেমে গেলেন। রাতে যেমন ঘুমের ব্যাঘাত একটু হ'য়েছিল, ভোরে বিহার-উড়িষ্যা আর মধ্য-প্রদেশের পূর্ব-অঞ্চলের শালের বন দেখে মনটা তেমনি খুশী হ'য়ে গেল। অসমতল জমী, মাঝে মাঝে ঢিবি, আর ক্রমাগত শাল-গাছ, বিরাট্‌ সু-উচ্চ প্রৌঢ় বনস্পতি থেকে ছোটো-ছোটো ঝোপ, সব অবস্থার শাল-গাছ। বোধ হয়, এইখানটা সরকারী তরফ থেকে শাল-গাছ পুতে বন ক'রে রাখা হয়। অনাদি-কালের অরণ্য ব'লে এ অঞ্চলটাকে মনে হ'ল না। মাঝে-মাঝে কোল-জাতীয় ছেলেরা লেংটি প'রে গোরু-মোষ নিয়ে বেরিয়েছে। দুই-একটা পাহাড়ে' নদী চ'লেছে ঝির-ঝির ক'রে, তাতে জায়গাটা আরও মনোরম

হ’য়েছে। সকাল বেলায় সোনালী রোদ্দুর উঠ্‌ল, ট্রেনের জানাল্লা দিয়ে বাইরের জগৎটা যেন আজকালকার শহুরে’ সভ্যতা যখন জন্মায়নি, তখনকার দিনের সেই তরুণ জগৎ ব’লে বোধ হ’তে লাগ্‌ল। বিশেষ ক’রে, কোল জা’তের এই-সব অর্ধ-উলংগ ছেলে-পুলে থাকায়, চিত্রটাকে যেন আদিম যুগের ক’রে তুলেছিল। রায়গড় স্টেশন এল, স্টেশনে গাড়ী অল্প খানিকক্ষণ দাঁড়াল’, স্টেশনে লোক-জন বেশী নেই; তবে খোলা প্লাটফর্মের বাইরে, একটা কুয়োর ধারে দেখা গেল, গায়ে ময়লা কালো ছিটের কোট, মাথায় কালো ফেল্টের টুপী, আর পরণে ময়লা সাদা ঢিলে ইজের, খোঁচা-খোঁচা দাড়ী একমুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে’ আছে এক পশ্চিমা, খুব সম্ভব রেলের ঠিকেদার, কি ঠিকেদারের লোক হবে; আর তার পাশে র’য়েছে একজন কোল যুবক। এই যুবকটাকে দেখে চোখ জুড়িয়ে’ গেল—তার চেহারায় এমন সুন্দর একটা চিত্রের সৃষ্টি ক’রেছিল, যে কি আর ব’ল্‌বো! চমৎকার সুঠাম চেহারা, যেন কালো পাথরে কোঁদা; কোমরে লাল রঙের একখানা কাপড়, হাঁটুর অনেকখানি উপরে কাপড়ের শেষ; অজণ্টার রাজপুত্রের আর রাজার কোমরে যে কাপড আঁকা আছে, তারই মত বহরের; কোনও কোল-গাঁয়ে তাঁতে হিন্দু তাঁতী বা মুসলমান জোলা, অথবা কোনও কোল মেয়ে, হাতে-কাটা সূতোয় এই মোটা খাদি কাপড় বুনেছে। সুগঠিত পায়ের পেশী, পায়ের দাবনার পেশী-গুলিও সুপুষ্ট, সুপরিস্ফুট; দুই কালো রঙের পায়ের মাঝ দিয়ে কোমরের লাল কাপড়ের একটা ভাগ একটুখানি কোঁচার মতন ঝুল্‌ছে, হাঁটু পর্য্যন্ত; মাথা উঁচু ক’রে যুবক দাঁড়িয়ে’; দুই হাতে দুই কাঁসার বালা, তাতে তার গায়ের চমৎকার কালো রঙ আরও ফুটে উঠেছে; ডান হাতে একটা লাঠি, গলায় কতকগুলা রঙীন পুঁতির মালা, কাঁধে একখানা কালো হ’লদে আর অন্য রঙে রঙীন চাদর বা গামছার মতন, মুখের ভাব সরলতা মাখানো; মাথায় বাব্‌রী চুল কাঁধ পর্য্যন্ত এসে নেমেছে। একটা কাঁসা কি পিতলের চক্‌চকে’

ফিতার আকারের আঙটা মাথার চারদিক বেড় দিয়ে তার ঝাঁকড়া কালো চুলকে আট্‌কে ঠিক ক'রে রেখে দিয়েছে। এই সরল সুন্দর বেশে কোল যুবকটীকে পশ্চিমে' ঠিকেদারের পাশে কত না সুন্দর দেখাচ্ছিল! ছোকরা যেন একেবারে সেই আর্য্য-পূর্ব যুগ থেকে সরাসরি এই ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নেমে এসেছে, তার আদিযুগের সমস্ত রোমান্স, সমস্ত সরল ঋজু সহজ-সুন্দর মানবিকতার আব-হাওয়া নিয়ে—আর্য্য আর দ্রাবিড়দের ভারতে পদার্পণ কর্‌বার আগে যে কোল-জাতির দ্বারা ভারতীয় জীবন-যাত্রা-পদ্ধতি আর ভারতীয় সভ্যতার পত্তন হ'য়েছিল সেই কোল-জাতির আদিম যুগের মূর্তিমান্‌ প্রতীক-স্বরূপ ঐ কোল-যুবকটীকে আমার মনে হ'তে লাগ্‌ল। বাস্তবিক, যুবকটীকে দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে' গেল। মিনিট কতকের মধ্যে গাড়ী আবার রওনা হ'ল, আর প্রাচীন যুগের এই চিত্র আমার চোখের সামনে থেকে চিরতরে অন্তর্হিত হল। প্রাচীন জগৎ, প্রাচীন জীবন-যাত্রার পদ্ধতি, এ-সব চিরকালের জন্য চ'লে গিয়েছে, তার জন্য দুঃখ ক'রে লাভ নেই—যেটুকু দুঃখ বা আক্ষেপ করা যায়, সেটুকু এই জন্য যে, একটা সুন্দর জিনিস চ'লে গেল ব'লে। অবশ্য, অতীতের রোমান্স-এর জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানময় জগৎকে ছাড়্‌তে আমি প্রস্তুত নই; তবু, অতীতের জীবনের রসবত্তাকে, তার সারল্যকে, যদি আধুনিক জীবনের নীরসতার মধ্যে কপটতার মধ্যে ফুটিয়ে' তুল্‌তে পারি, তবেই অতীতের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা সার্থক হবে।

দিন যত বেড়ে চ'ল্‌ল, সূর্য্যদেবের প্রকোপও তত বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল। বর্ধন মহাশয় আর আমি উভয়ে পূর্বে পরিচিত ছিলুম না, ট্রেনে প্রথম পরিচয়, আমরা উভয়ে এক যাত্রার যাত্রী; একই জাহাজে আমাদের গতি। তিনি ক'ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র; বিজ্ঞানে এখানকার ডী-এস্‌-সী, আর পরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েরও ডী-এস্‌-সী মর্য্যাদা সংগ্রহ ক'রে এনেছেন। কিন্তু এখনও কোথাও পাকা কাজে ব'স্‌তে পারেন নি। এবার রসায়নের

একটা বিশেষ বিষয় নিয়ে গবেষণা কর্‌বার জন্য ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাসবিহারী ঘোষ বৃত্তি নিয়ে' এক বছরের মতন তিনি লণ্ডনে চ'লেছেন। তিনি একটু গভীর-গম্ভীর প্রকৃতির লোক, সাঁয়ত্রিশ-আটত্রিশ বৎসর বয়স, অকৃতদার, একটু অতি মাত্রায় অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী;—আজকাল আত্মবিস্মৃত আত্মবিক্রীত বাঙালী হিন্দু সমাজে oriental, oriental শব্দ আউড়ে' ইউরোপের মুখে ঝাল খেয়ে সাবেক সেকেলে ঢঙের দিশী জিনিসের ভিতরের আর্ট-এর কদর কর্‌বার যে একটা হিড়িক উঠেছে, যেটা অনেক সময়ে একটা অসহ্যও ন্যাকামি ভিন্ন আর কিছু নয়, আর যেটাকে 'প্রাচ্যামি' আখ্যা আমার এক বন্ধু দিয়েছেন, সেই 'প্রাচ্যামি'র কোনও ধার বর্ধন-মহাশয় ধারেন না, অথচ তাঁর সরল সাদাসিধে ধরণ-ধারণ, দেশী চাল-চলনের দিকে তাঁর সহজ পক্ষপাতিত্ব, আমার বেশ লাগল।

ইউরোপে যাচ্ছি, ট্রেনে আবার এই গরমে বিলিতি খানা খেয়ে অর্থ নষ্ট ক'রে মরি কেন? স্থির ক'রলুম, ভুঙ্গারগড় ষ্টেশনে যে হিন্দু ভোজনাগার আছে আমরা সেখানে নিরামিষ ভাত ডাল খাবো। ট্রেনে বিলেত-যাত্রী আর একজন বাঙালী বন্ধুর সঙ্গে পরে দেখা, তিনি ভীত হ'য়ে ব'ল্‌লেন, 'মশাই, যাচ্ছেন বিদেশে, এ সব দিশী হোটেলের খাওয়া খেলে কলেরা হ'য়ে মারা যাবেন।' আমাদের এই বন্ধুটীর কোন অপরাধ নাই; আমরা সাধারণতঃ একটু শিক্ষিতাভিমানী, একটু আলোক-প্রাপ্ত, আর তার উপর একটু বিদেশাগত ভাগ্যবান্ হ'লে, স্বজাতির রীতি-নীতির থেকে এবং বহু ক্ষেত্রে সম্ভব হ'লে স্বজাতীয় লোকেদের থেকে পালিয়ে' পালিয়ে' বেড়াই—বিশেষ একটু আত্মকেন্দ্রী ভাবও মনের মধ্যে আসে; তাই অনেক সময়ে যখন ক'ল্‌কাতা থেকে স্বদেশের পল্লীগ্রামে যাই, তখন ম্যালেরিয়ার ভয়ে সঙ্গে নিয়ে যাই হয় সোডা, নয় ডাব; অথচ ভুলে যাই যে, সেখানেও সেখানকারই জল খেয়ে স্বাস্থ্য বজায় রেখে আরও পাঁচজন ভদ্র-সন্তান বাস ক'র্‌ছে। যাক্,

বিলাসপুরে তড়্‌বড়ে' বাঙলা বলে এমন একজন অ-বাঙালী ছেলে, পশ্চিমা হ'তে পারে, মারহাট্টি হ'তে পারে, দু-জনের জন্য নিরামিষ খাবারের অর্ডার নিয়ে গেল। ডুঙ্গারগড়ে চাকরে থালায় ক'রে খাবার দিয়ে গেল—পরিষ্কার সুরভি আতপ চা'লের ভাত, খান চারেক লাল আটার রুটী, আর আট-নয়টা আলুমিনিয়মের বাটী ক'রে ঘী, দাল, টক, আচার, তিন-চার রকমের ভাজ্জী, তরকারী, দই, চিনি, পায়েস আর পাপর দিয়ে' গেল। এক টাকা ক'রে নিলে, আমরা পরিতৃপ্তির সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা ক'রলুম।

'ভুক্ত্বা রাজবদ্ আচরেৎ' ;—ভীষণ গরম, সব কাঠের জানালাগুলি ফেলে দিয়ে গাড়ীর কামরা অন্ধকার ক'রে মনে ক'র্‌লুম, একটু ঘুমিয়ে' গ্রীষ্মকালের দিন-চর্য্যা ক'র্‌বো, কিন্তু অগ্নি-সখা পবনদেব এখন সূর্য্য-সখা হ'য়ে দেখা দিলেন। কি ভীষণ তপ্ত হাওয়া। জানালার পাখী ভেদ ক'রে চ'ল্‌তে লাগ্‌ল—যেন আগুনের হলকা বইছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তেমনি ধূলো। ঘুম দূরে থাক্, প্রাণ যেন আই-ঢাই ক'র্‌তে লাগ্‌ল। সারা দুপুর আর বিকাল ধ'রে এই লূ চ'ল্‌ল। বিছানা-পত্র এমন তেতে উঠ্‌ল যে অনেক রাত পর্য্যন্ত গরম ছিল।

বিকালে ওয়ার্ধা স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াল'। আমাদের কামরায় ইতিমধ্যে দুজন ইংরেজ বা আংগ্লো-ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিন-চালক উঠেছে, একজন আধ-বুড়ো, লম্বা-চওড়া জবরদস্ত চেহারার লোক, অন্য জন ছোকরা, রোগ পাতলা। আধ-বুড়ো লোকটী বর্দ্ধন-মহাশয়ের সঙ্গে ভাব ক'রে নিলে—মুখপাতে বাঙালী জাতির সুখ্যাতি ক'রে—সাহেব কবে বছরখানেক ক'ল্‌কাতায় ছিল, তখন লক্ষ্য ক'রেছিল যে ভারতবর্ষের সব জা'তের চেয়ে বাঙালীরাই বেশী educated, clever, acute। ওয়ার্ধা থেকে গাড়ী ছেড়ে দিতে এই ইঞ্জিনওয়ালা সাহেবটা আমাদের ব'ললে, 'মিস্টার গ্যাণ্ডি এই গাড়ীতে চ'লেছেন, ইঞ্জিনের পিছনেই যে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীখানা আছে, সদলে

তাতে উঠেছেন।' গান্ধীজীর সঙ্গে আমরা এক ট্রেনে সহযাত্রী। তাঁর দর্শন তো একবার পাওয়া চাই! সাহেব ব'ল্‌লে—'আমিও আগের স্টেশনে গাড়ী থাম্‌লে তাঁকে দেখ্‌তে যাবো।'

খাকীর হাফ-প্যান্ট আর কামিজ প'রে ট্রেনে উঠেছিলুম, রাত্রে ঘুমানোর জন্য লুঙ্গী পরি, তার পর গরমের তাড়ায় আর লুঙ্গী ছেড়ে হাফ-প্যান্ট প'র্‌তে প্রাণ চায়নি। লুঙ্গী বছর তিরিশ-পঁয়ত্রিশ হ'ল, বর্মা আর মালয় দেশ থেকে বাঙালী মুসলমান খালাসী আর বর্মা-প্রবাসী অন্য শ্রেণীর লোকেদের অবলম্বন ক'রে বাঙলা দেশে ঢুকেছে। লুঙ্গী সমস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সাধারণ পোষাক, বর্মীদের lounggyi 'লৌঙ্‌গ্যী', মালয় যবদ্বীপের sarong 'সারোঙ্‌', শ্যামীদের কম্বুজীয়দের phanom 'ফানুম', একই জিনিস। আমার মনে হয়, ক্রমে লুঙ্গী ভারতবর্ষের পোষাক হ'য়ে দাঁড়াবে—অন্ততঃ ঘরোয়া পোষাক হ'য়ে; তবে তার কিছু দেরী আছে। মেয়েদের মধ্যে, সাড়ীর বদলে লুঙ্গীর মত কাপড় পরার রীতি প্রাচীন ভারতেও ছিল—প্রাচীন শিল্পে এর অনেক নিদর্শন আছে। গা-ঢাকা সাড়ী এসে এই প্রাচীন লুঙ্গীর ধরণে কাপড় পরাকে অপ্রচলিত ক'রে দিয়েছে। লুঙ্গী এখন পুরুষের পোষাক হ'য়ে, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ঘুরে, আবার বাঙ্‌লা দেশে ফিরে আস্‌ছে। যাক, এখনও লুঙ্গী বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকের সামাজিক পোষাক হয়নি। মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো, বড়ো বাক্‌স থেকে ধুতী বা'র করবার সুবিধা নেই, অগত্যা লুঙ্গী ছেড়ে ফেলে, খাকীর শর্ট্‌ আর শার্ট প'রে নিলুন। তাঁর সঙ্গে একটু কথা কইবারও ছিল।

আমি ভারতবর্ষে রোমান অক্ষর চালানোর পক্ষে; তবে আমার মনে হয়, উপস্থিত দেশের লোকে রোমান অক্ষর চট্‌ ক'রে নিতে চাইবে না। দেশের সামনে বিষয়টার অবতারণা একটুখানি ক'রে রাখতে চাই ব'লে, হালে আমি একটা বাঙলা প্রবন্ধ লিখি, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র গত বৎসরের

পূজার সংখ্যায় সেটা প্রকাশিত হয়; আর ক'ল্‌কাতার গত ডিসেম্বর মাসে যে প্রবাসী-বাঙালী-সাহিত্য-সম্মেলন হ'য়েছিল, তার সভাপতি স্তর শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দৃষ্টি সেই প্রবন্ধটা আকর্ষণ করে. তিনি তিনি তাঁর অভিভাষণে ভারতে রোমান-লিপি প্রচলনের পক্ষে কিছু বলেন। তারপরে আমি ইংরিজিতে এই বিষয়ে একটা বড় প্রবন্ধ লিখেছি। রোমান অক্ষর ভারতবর্ষের ভাষার জন্মে চলা উচিত কিনা, সে বিষয়ে গান্ধীজীর কাছেও কেউ-কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু তিনি এ-বিষয়ে খোলাখুলি মত তখনও দেননি। এদিকে ইন্দোরে গত এপ্রিল মাসে গান্ধীজীর সভাপতিত্বে যে নিখিল-ভারত-হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন হয়, তাতে নাগরী অক্ষরের সংস্কার কর্‌বার জন্য একটা সমিতি গঠিত হয়, আমাকেও সেই সমিতির অন্যতম সদস্য ক'রেছে। সে বিষয়ে ক'ল্‌কাতায় ইতিমধ্যে আমাদের দুটো অধিবেশনও আমার বাড়ীতে হ'য়ে গিয়েছে। রোমান বর্ণমালা চালাতে না পার্‌লে, দেবনাগরী গ্রহণ কর্‌বার পক্ষেও আমার পূরো মত আছে। মোট কথা, সংযুক্ত-রাষ্ট্রময় ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য, এক বর্ণমালা হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং সে-জন্য আলোচনা, বিচার-বিবেচনা কর্‌বার সময় এসেছে। দেবনাগরী-লিপি-সুধার-সমিতির সভ্য-হিসেবে, আর সব সদস্যদের কাছে, তার প্রধান সভাপতি বিধায় গান্ধীজীর কাছে, আমার রোমান-লিপি বিষয়ক ইংরিজি প্রবন্ধ পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে আমি বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। তবুও, স্বয়ং মহাত্মাজীর হাতে ঐ প্রবন্ধ আর এক খণ্ড দেবার লোভ সংবরণ ক'র্‌তে পার্‌লুম না। গত বার হরিজন-সেবার জন্য টাকা তুল্‌তে যখন মহাত্মাজী ক'ল্‌কাতায় আসেন, তখন তিনি দেশবন্ধুর কন্যা শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবীর পরিচালিত ব্রজমাধুরী-সংঘের বাঙলা কীর্তন শুন্‌তে দেশবন্ধুর জামাতা শ্রীযুক্ত সুধীর রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আসেন। বাঙলা কীর্তনের কথা আর অর্থ, দুই-ই গানের সময়ে বুঝ্‌তে সুবিধা হবে ব'লে,

আমি নাগরী অক্ষরে বাঙলা গানগুলি লিখে দিই, আর তার পাশে হিন্দী অক্ষরে অনুবাদ একটা ক'রে দিই, তাতে মহাত্মাজীর পক্ষে কীর্তনের রস-গ্রহণে সাহায্য হ'য়েছিল। রোমান-লিপি নিয়ে গাড়ীতে মহাত্মাজীর সঙ্গে কোনও আলাপ-আলোচনার সুবিধা যদি হয়, সেটাও একটা লোভনীয় বিষয় ছিল। যাক্ ;—পরের ছোটো একটা স্টেশনে গাড়ী থাম্‌তে, আমি মহাত্মাজীর গাডীতে গিয়ে হাজির হ'লুম। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর একটা কোণে মহাত্মাজী ব'সে নিবিষ্ট-চিত্তে সুতো কাট্‌ছেন। তাঁর সাম্‌নের বেঞ্চে মহাত্মাজীর পত্নী কস্তুরী-বাঈ ব'সে পাখা ক'র্‌ছেন, আর তাঁর সঙ্গে দুই-একটা কথা কইছেন। বাইরে প্লাটফর্মে আর গাডীর ভিতরে, কোথা থেকে খুব ভীড় হ'য়ে গিয়েছে। মহাত্মাজী সুতো কাট্‌তে-কাটতে মাথা না তুলে একটু জোর গলায় মাঝে-মাঝে ব'ল্‌ছেন—'হরিজনোঁ-কে লিয়ে জো কুছ হো,'দে-দেনা ; এক পৈসা দো পৈসে, জৈসী শক্তি হো, দেনা চাহিয়ে।' মহাত্মাজীর দবীর-খাস বা সেক্রেটারি মহাদেব দেশাই, আর অন্য কতকগুলি অনুচর আর সাথী র'য়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন সুইট্‌সর্‌লাণ্ড্-বাসী, প্রৌঢ়, আর একটী মার্কিন যুবক। আমি মহাত্মাজীকে নিবিষ্ট-চিত্তে সুতো কাটতে দেখে, কাছে দাঁড়িয়ে', খানিকক্ষণ অপেক্ষা ক'র্‌লুম। এর মধ্যে গাডী ছেড়ে দিলে। তারপর দেশাই-মশাইকে আহ্বান ক'রে, গান্ধীজীকে দেবার জন্য আমার প্রবন্ধের একখানি 'প্রতি' তাঁর হাতে দিলুম। তারপর, গান্ধীজী ইতিমধ্যে আমার দিকে তাকিয়ে' দেখ্‌তে, আমি হিন্দীতে তাঁকে বিনীত নমস্কার জানিয়ে', ইন্দোর হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষ্যে গঠিত নাগরী-লিপি-সুধার-সমিতির কথা ব'ল্‌লুম, আর সময়-মত রোমান-লিপি-বিষয়ক প্রবন্ধটী প'ড়্‌তে তাঁকে অনুরোধ ক'র্‌লুম। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহ-শালা দর্শন কালে, বহুকাল পূর্বে, আর ব্রজ-মাধুরী-সংঘের কীর্তনের পদ আর তার হিন্দী অনুবাদ সম্পর্কে, তাঁর সঙ্গে পূর্বে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল, সে কথা জানালুম। কীর্তনের

অনুবাদের কথা তাঁর স্মরণে ছিল, তিনি সে বিষয়ে উল্লেখ ক'র্লেন, শ্রীযুক্তা অপর্ণাদেবীদের কুশল জিজ্ঞাসা ক'র্লেন। আমার ইউরোপ-যাত্রার কারণ তাঁকে ব'ললুম, আমি লণ্ডনে ধ্বনি-তত্ত্ব-সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে আর রোমে 'প্রাচ্য-বিদ্যা-সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে ক'ল্কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যাচ্ছি; আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মাতৃভাষা-শিক্ষা ও ভাষাগত-বিরোধ সমীক্ষা কর্বারও ইচ্ছা যে আছে, সে-কথাও তাঁকে ব'ল্লুম। তিনি শিষ্টতার সঙ্গে আমার উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা ক'র্লেন। অন্য অন্য জায়গার মধ্যে ভিয়েনা যাবারও ইচ্ছে আছে শুনে তিনি ব'ল্লেন, 'য়দি সুভাষ-সে সাক্ষাৎ হোয়, তো উসে কহ দেনা কি উসকী চিট্‌ঠী-কা জবাব হম্ দে চুকে; ঔর জল্‌দ্ আরাম হো জানা, ঐসা রহনে-সে চলেগা নহীঁ।' রোমান-লিপি সম্বন্ধে তিনি ব'ল্লেন যে আমার বিচার ও সিদ্ধান্ত তিনি মন দিয়ে প'ড়ে দেখ্‌বেন। আর আমার প্রবন্ধের আরও কতকগুলি প্রতি দেশাই মহাশয়ের নিকট জমা দিতে ব'লে দিলেন।

তারপর, যতটা সূতো কাটা হ'য়েছিল সেটুকু জড়িয়ে' রাখার জন্য দেশাইয়ের হাতে দিয়ে আমার প্রবন্ধটা নিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। তার পরে সেটা রেখে দিয়ে, আবার টেকো নিয়ে সূতো কাট্‌তে লেগে গেলেন। মহাত্মাজীর সঙ্গের সুইস ভদ্রলোকটীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি ইংরিজি বলেন, তবে ফরাসী তাঁর মাতৃভাষা—বহুদিন পরে জাত্ ফরাসী-বলিয়ে' মানুষ পেয়ে, এই ভাষাটা একটু ঝালিয়ে' নেবার লোভ ছাড়্‌তে পার্লুম না। মহাত্মাজীর একজন ভক্ত এই লোকটী, তাঁরই কাজে যোগ দিয়েছেন, বিহার-প্রদেশেও কিছুকাল কাটিয়ে' এসেছেন। ইনি ইউরোপ ফির্ছেন আমাদের সঙ্গে, Conte Rosso 'কন্তে রস্‌সো' ব'লে ইটালীয় জাহাজেই যাবেন। পরের স্টেশনে গাড়ী থাম্‌লে, মহাত্মাজীকে প্রণাম ক'রে চ'লে এলুম। তার পরে, একটু রা'তে, রা'ত ন'টা আন্দাজ, আর একটা স্টেশনে গান্ধীজীর খোঁজ নিতে

যাই, তখন দেখি, যদিও তাঁর খোলা জানালার ধারে প্লাটফর্মের উপরে খুব ভীড় জ'মেছে, তিনি তাঁর কোণটীতে কাঠের পাটাতনের উপর কুঁক্‌ড়ে-সুঁক্‌ড়ে শুয়ে' ঘুমোচ্ছেন, ভীড়ের হৈ-চৈয়েতে তাঁর কোন অসুবিধা হ'চ্ছে ব'লে মনে হ'ল না ;—আর সবাই ব'সে-ব'সে ঢুলছে।

রা'তটা কেটে গেল। ভোরের দিকে পশ্চিম-ঘাটের সহ্যাদ্রির পাহাড়-অঞ্চল দিয়ে ট্রেন যাবার সময়ে গরমটা অনেক কম বোধ হ'ল।

বোম্বাইয়ে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিঙ্‌ কোম্পানীর মালিক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় উঠ্‌লুম—তাঁর ছোটো ভাই প্রবোধ-বাবু আমায় নিতে এসেছিলেন।

১৯২২ সালে বিলেত থেকে ফির্‌বার সময় শেষ বোম্বাই দেখা। এবার বোম্বাই বেশ চমৎকার লাগ্‌ল। বাড়ীগুলো ক'ল্‌কাতার বাড়ীর তুলনায় যেন ফঙ্গবেনে' লাগ্‌ছিল ; কিন্তু গাছের, বিশেষতঃ সমুদ্রের ধারে না'রকল-গাছের, আর বাগানে আর রাস্তার ধারে নানা রকমের ফুলের গাছের প্রাচুর্য্যে, শহরটা বড়ই সুন্দর বোধ হ'ল।

বোম্বাইয়ে প্রিন্স-অভ্‌-ওয়েল্‌স্‌ মিউজিয়ম্‌ দেখা হয়নি, এবার সেটা ভালো ক'রে দেখে এলুম। জাপানী আর অন্য-অন্য শিল্প-সংগ্রহ নিয়েই মিউজিয়মের কদর। জমশেদপুরের তাতা-কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্যর জমশেদজী তাতার পুত্র স্যর রতন তাতার সংগ্রহকে আধার ক'রে এই মিউজিয়ম্‌ গ'ড়ে উঠেছে। খানকতক সুন্দর-সুন্দর ইউরোপীয় চিত্র এই সংগ্রহে আছে, প্রাচীন ও আধুনিক, এবং মূল্যবান্‌। গুটিকতক আধুনিক ইউরোপীয় ভাস্কর্য্যও আছে। জাপানী lacquer বা কাঠের উপর গালার রঙের কাজের কতকগুলি সুন্দর নিদর্শন আছে। জাপানী হাতীর-দাঁতের কাজের মধ্যে, একটী জিনিস আমার চমৎকার লাগ্‌ল। খুব বড়ো এক টুকরো হাতীর-দাঁত কেটে এক খণ্ডেই দুটী মূর্তি করা হ'য়েছে ; একটী পুরুষ, যুবক যোদ্ধা, বীর-দর্পে হাতে বর্ষা নিয়ে

দাঁড়িয়ে', সামনে থেকে শত্রু যেন আক্রমণ ক'র্‌তে আস্‌ছে, তাকে রুখ্‌বে, নয় প্রাণ দেবে; তার সাম্‌নে, গা ঘেঁষে, একটী তরুণী—বোধ হয় যুবকের স্ত্রী বা প্রেমাস্পদ—আসন্ন বিপদে বীরাঙ্গনা প্রিয়তমের পাশে এসে নিজের যোগ্য স্থান নিয়েছে; স্ত্রীলোকটার মূর্তি কাটা হয়েছে হাঁটু পেতে বসিয়ে', যোদ্ধার সাম্‌নে, ডান হাতে খাপ-শুদ্ধ তলোয়ার ধ'রে র'য়েছে। এই মূর্তিটী আমায় মুগ্ধ ক'রে দিলে। মিসরের আর আসিরিয়ার প্রাচীন ভাস্কর্য্যের অল্প কতকগুলি নিদর্শন আছে। আর প্রাচীন জিনিসের মধ্যে আছে, দক্ষিণ-আরবের অধুনা-লুপ্ত হিম্‌য়ারী-জাতির শিলা-লেখ কতকগুলি। ভারতীয় ভাস্কর্য্যের খুব লক্ষণীয় নিদর্শন বড়ো নেই, তবে উল্লেখযোগ্য—সিন্ধুপ্রদেশে প্রাপ্ত কতকগুলি পোড়া-মাটীর বৌদ্ধ মূর্তি, আর অন্য জায়গায় পাওয়া গুপ্ত-যুগের সশক্তিক বরুণ দেবের খোদিত-চিত্র-মূর্তি একটা। সব চেয়ে লক্ষণীয়, বাদামী গুহা থেকে আনা চারখানি বেশ বড়ো আকারের খোদিত চিত্র,—দুটীতে কৈলাস পর্বতে অবস্থিত গণ, ঋষি আর অপ্সরোবেষ্টিত, নন্দি-সহিত হর-পার্বতীর মূর্তি, একটীতে নারায়ণের অনন্ত-শয়ন মূর্তি, আর একটীতে চতুর্মুখ ব্রহ্মার মূর্তি। মিউজিয়মের আর একটী মূল্যবান্ সংগ্রহ—প্রাচীন অর্থাৎ মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রকরদের চিত্রের নিদর্শন। রাজপুত, মোগল ছবি তো আছেই; তা ছাড়া, আর কোথাও যা পাওয়া যাবে না, দক্ষিণী মুসলমানী চিত্র, আর মারহাট্টা আমলে আঁকা চিত্র আর নক্‌শা। এই মিউজিয়মের বিজ্ঞান-বিভাগের সংগ্রহ ততটা বড়ো নয়—তবে জীবতত্ত্ব-বিষয়ক সংগ্রহগুলি চিত্তাকর্ষক। মোটের উপর, মিউজিয়ম দেখে ঘণ্টা দেড়েক বেশ কাটানো গেল। বিজাপুরের মুসলমান বাস্তু-রীতিতে তৈরী মিউজিয়মের বাড়ীটা বড়োই সুন্দর লাগ্‌ল।

বোম্বাই শহর ভারতবর্ষে এক বিষয়ে অদ্বিতীয়—এটার মত 'আন্তর্জাতিক' শহর আর আমাদের দেশে নাই। ভারতের সব জাতি তো আছেই; যদিও স্থানটা মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত, তবুও এখানে গুজরাটীদের রাজত্ব ব'ল্‌লেই চলে,

ভাটিয়া আর পারসীদের প্রভাব এর কারণ। পাহারাওয়ালারা মারহাট্টা, এখানে ক'লকাতার মত বাইরের প্রদেশ থেকে পাহারাওয়ালা আমদানী করা হয়নি ; কালো, বেঁটে-খাটো, কিন্তু বেশ মজবুত চেহারার মারহাট্টা পাহারা-ওয়ালা, মাথায় হ'লদে রঙের ছোটো-ছোটো বাঁধা পাগড়ীর মতন টুপি, গায়ে কালো পোষাক, হাঁটু পর্য্যন্ত পা-জামা, পায়ে চামড়ার চপ্পল, দেখে মনে খুব শ্রদ্ধা হয় না। কুলী আর 'কামগার' লোকেরাও বেশীর ভাগ মারহাট্টা, কিন্তু উত্তর-ভারতের 'ভৈয়া' বা হিন্দুস্থানী, আর পাঞ্জাবীও কম নয়। বাঙালী হাজার তিনেক আছে শুনলুম, কিছু ব্যবসার কাজে, কিছু ছোটো-বড়ো চাকরীতে, কিছু সোনা-রূপার কাজে। শেষোক্ত শিল্পে বাঙালী কারিগরের নাম-যশ এখানে খুব। ভারতীয় সব জা'ত ছাড়া, ভারতের বাইরের এত জা'ত বুঝি বা ক'লকাতায়ও নেই—আর সংখ্যায়ও অনেক। আরমানী, ঈরানী, ইহুদী, আরব তো যেখানে সেখানে।

বোম্বাইয়ে বোধ হয় হোটেলের আর রেস্তোরাঁর সংখ্যা ক'লকাতার চেয়ে ঢের বেশী। হিন্দুদের 'উপহার-গৃহ'র—অর্থাৎ ভোজনাগারের—অন্ত নেই। এই সব উপহার-গৃহে তেলে-ভাজা বা ঘিয়ে-ভাজা পকোড়ী, সেমুই, বেগুনী, ফুলুরী, পাউরুটী, বিস্কুট, চা বিক্রী হয়—সাধারণ বহু লোক এই-সব জায়গায় দিনের একটা বড়ো খাওয়া সারে। রেস্তোরাঁর আধিক্য আর তার ব্যবস্থা থেকে, শহরের সমাজের একটু পরিস্থিতি টের পাওয়া যায়। আমার মনে হয় যে, হোটেলে গিয়ে ভাত খেয়ে আসে এমন লোকের সংখ্যা বোম্বাইয়ে বেড়ে গিয়েছে। বারো তেরো বছর আগে যখন বোম্বাই দেখি, তখন যতদূর স্মরণ হ'চ্ছে, এই-সব হিন্দু 'উপহার-গৃহ' কেবল চা আর জল-খাবারই দিত, ভাত-তরকারীর ব্যবস্থা এ-সব হোটেলে ছিল না। এবার দেখ্‌লুম, প্রায় আধা-আধি 'উপহার-গৃহ'র উপরে বড়ো-বড়ো গুজরাটী বা নাগরী অক্ষরে লেখা—'রাইস-প্লেট', অর্থাৎ এক থাল ভাত-তরকারীও মিল্‌বে। বোম্বাইয়েও

ক’লকাতার মতন মেয়ের চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশী—ঘরবাসীর চেয়ে পরবাসী লোকই বেশী, সুতরাং হোটেলের আবশ্যকতা বেড়ে যাচ্ছে। মারহাট্টী গুজরাটী সমাজে হোটেলের প্রভাব কতটা, তা লক্ষ্য ক’রে দেখ্‌বার সময় আর সুযোগ আমায় হয়নি। তবে ক’লকাতায় আমাদের বাঙালী জীবনে যে এর প্রভাব আস্‌ছে, তা নিঃসন্দেহ। জা’ত-পা’ত, ছোঁওয়া-লেপা, সকড়ী-এঁটোর বিচার হোটেলের প্রসাদে উঠে যাচ্ছে। খাওয়ায় আর জা’ত নেই, এ বোধ এখন শিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর মজ্জাগত হ’য়ে গিয়েছে, এই বছর পঁচিশ-তিরিশের মধ্যেই। ক’ল্‌কাতার হোটেল-রেস্তোরাঁর সঙ্গে-সঙ্গে সামাজিক আব-হাওয়াও ব’দ্‌লে যাচ্ছে। দেখা যায়, পাড়াগাঁ থেকে দেশের সামাজিক পারিপার্শ্বিক ছেড়ে যারা সপরিবারে ক’ল্‌কাতায় বাস ক’র্‌ছে, তাদের জীবনেই হোটেলের প্রভাবটা বেশী। আগে ভদ্র বাঙালী হিন্দুবাড়ীর মেয়েরা, বাইরের লোকের সাম্‌নে খাওয়াটাকে অশিষ্টতা মনে ক’র্‌তেন, ঘরেও নিজেদের মধ্যে না হ’লে খেতে চাইতেন না। এখন কোথাও-কোথাও দেখা যাচ্ছে, মা লক্ষ্মীরা (এরা নিতান্ত গেরস্থ-ঘরেরই মেয়ে, Firpo ফ্যর্পো বা চীনা হোটেলে যেতে অভ্যস্ত উচ্চশিক্ষিত ভাগ্যবান্ বা ‘অভিজাত’ সম্প্রদায়ের নয়) স্বামী বা ভাই বা cousin-এর সঙ্গে চপ্‌-কাট্‌লেটের দোকানে খেতে ঢুক্‌ছেন, টেবিল সব ভর্‌তি, সদলে দাঁড়িয়ে’ অপেক্ষা ক’র্‌ছেন, লোক উঠে গেলেই খালি টেবিল দখল ক’র্‌বেন। কে একজন ভোজন-রসিক ব্রাহ্মণ ব’লেছিলেন, ‘মুসলমানী খানা, সদ্‌-ব্রাহ্মণে পাকাবে, আর ভালো ক’রে ইংরেজী কায়দায় টেবিলে সাজিয়ে’ খাওয়া যাবে—এই হ’চ্ছে ভোজন-সুখের চরম।’ টেবিলে খাওয়াটা কিছু খারাপ নয়,—কিন্তু তার জন্য পাঁয়তারা কর্‌তে হয় অনেক, আর খরচাও অনেক, শস্তায় সার্‌তে গেলে গোবর-নিকানো মেঝেয় খাওয়ার চেয়ে বড়ো পরিষ্কার হয় না। হোটেলের টেবিল এখন ক’লকাতায় বাঙালী হিন্দুর সামাজিক ভোজেও ঢুকেছে ; জাপানী কাগজের রোল্—এর বিক্রীও

এতে বেড়ে গিয়াছে, কারণ দুশো পাঁচশো লোককে সামাজিক নিমন্ত্রণে টেবিলে বসিয়ে’ খাওয়াতে হ’লে, টেবিল-ক্লথের বদলে এই-ই সুবিধার।

বাঙলাদেশের অল্প যে কয়টী সুসন্তান ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে’ নিজেদের একটা স্থান ক’রে নিয়ে সমস্ত বাঙালী জাতির সামনে উজ্জ্বল আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত হ’য়েছেন, বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। ইনি ক’লকাতায় বালীগঞ্জে আমাদের হিন্দুস্থান-পল্লীতে বাড়ী কিনেছেন, প্রতিবেশী-বিধায় বোম্বাইয়ে এঁর এখানেই উঠি। এঁদের বাড়ী হুগলী জেলায়। বোম্বাই হেন শহরে, আর পশ্চিম-ভারতে সর্বত্র, ইঞ্জিনিয়ারিঙ কাজে ইনি একচ্ছত্রতা অর্জন ক’রেছেন। নর্মদা নদীর উপর দিয়ে সম্প্রতি সাঁকো তৈরী হ’ল, তা এঁরই হাত দিয়ে। এটা একটা বিরাট্ কাজ; আরও কত বড়ো বড়ো কাজ হাতে নিয়েছেন। এঁর যেমন উপার্জন, সৎকাজে আর দুঃখ-মোচনে এঁর তেমনি দানও আছে। এঁর জীবনের কথা আলস্যে-ধরা বাঙালী ছেলেদের প্রাণে নূতন শক্তি, নব অনুপ্রেরণা আনতে পারে। ক’লকাতায় গঙ্গার উপর দিয়ে যে নূতন সাঁকো হবে, ইনি ক’লকাতার শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারিঙ-কোম্পানীগুলির সঙ্গে একজোট হ’য়ে সেই কাজটী হাতে নেবার চেষ্টা ক’রছেন; এ বিষয়ে তাঁর সাফল্য আর কৃতিত্ব লাভ, প্রত্যেক বাঙালীর পক্ষে কাম্য আর প্রার্থনীয় হবে।

[২]

ভেনিসের পথে

জাহাজে চড়্‌বার আগে দশটার সময়ে আমাদের হাজিরা দিতে হবে ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য, এই রকম একটা পত্র জাহাজ-কোম্পানীর তরফ থেকে আমাদের দিয়েছিল। বুধবার ২৩শে মে, যথা সময়ে—প্রবোধ-বাবু তাঁদের

গাড়ী ক'রে আমাকে জাহাজ-ঘাটায় পৌঁছে দিলেন। বোম্বাই বন্দরের কর্তারা বাক্স-পিছু এক টাকা ক'রে মাশুল নিলে। মালগুলো এক কুলির হেফাজৎ ক'রে দিলুম—সে-ই আমার ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে তবে তার মজুরী নেবে, তার নম্বরটা দেখে রাখ্লুম; তার পরে প্রবোধ-বাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ডাক্তারের ঘরে ঢুকলুম। 'পইঠেল "যাত্রী," নাহি নিসারা।' বোম্বাই বন্দরে বসন্ত হ'চ্ছিল, তাই টীকা না নিলে কাউকে বোম্বাই ছাড়্তে দেবে না, এ খবর আমাদের আগেই দেওয়া হ'য়েছিল। আমি যে টীকা নিয়েছি তার বিজ্ঞাপক পত্র ক'লকাতার মিউনিসিপ্যালিটি থেকে সঙ্গে ক'রে এনেছিলুম, সেইটে দেখে, আর নাড়ী টিপে, ডাক্তার আমায় ছেড়ে দিলে। তারপরে পাথরের তৈরী বিরাট্ Ballard Pier ব্যালার্ড-পিয়ার-এর লাগাও জাহাজ—Conte Rosso 'কন্তে রস্সো।' পাসপোর্ট দেখিয়ে' জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা গেল।

জাহাজখানা মস্ত। আমার জলপথে ভ্রমণ বেশী হয়নি, তবে ইংরেজদের, ফরাসীদের আর ডচেদের, আর গ্রীকদের আর জাপানীদের জাহাজে চ'ড়েছি। ইটালিয়ানদের এই জাহাজটা মস্ত বড়, ১৭,০০০ টনের উপর। ইটালি (ত্রিয়েস্ত, ভেনিস বা জেনোয়া) থেকে বোম্বাই, কলম্বো, সিঙ্গাপুর, শাঙহাই যাতায়াত করে, হাজার যাত্রী নিয়ে যায়, এরূপ বিরাট ব্যাপার। প্রথম শ্রেণী আছে, দ্বিতীয় শ্রেণী আছে, ডেক আছে; আর তৃতীয় শ্রেণীকে এরা একটু মোলায়েম ক'রে নাম দিয়েছে, Classe Seconda Economica অর্থাৎ 'শস্তার দ্বিতীয় শ্রেণী'—এটা গরীব Snobdom-কে একটু তোয়াজ করা। Shakspere শেক্স্পিয়র যে ব'লেছিলেন What's in a name ইত্যাদি—তিনি রসিক, হুঁশিয়ার আর জ্ঞানী পুরুষ হ'য়েও, এখানে ভুল ক'রেছিলেন: আমাদের চোদ্দ আনা মারামারি তো নাম নিয়েই।

পঁচিশ পাউণ্ড—তিন-শো চল্লিশ টাকা আন্দাজ—খরচ ক'রে বোম্বাই

থেকে ভেনিস্ পর্য্যন্ত একখানি এই ‘শস্তার দ্বিতীয় শ্রেণী’র টিকিট কিনেছি। এই শ্রেণীতে দু-শোর উপরে যাত্রী যাচ্ছে। বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়্বার দিন—বুধবার বেলা দশটা থেকে একটা পর্য্যন্ত—জাহাজের মধ্যে সব যেন বিশৃঙ্খলা। প্রথম শ্রেণীর ডেক হ’ল সব শ্রেণীর যাত্রীদের আড্ডা, জমায়েৎ হবার স্থান। জাহাজ-ঘাটায় জাহাজের সামনে কতকগুলি যাত্রীর আত্মীয় আস্বার অনুমতি পেয়েছে; আবার কেউ-কেউ জাহাজের উপরেও এসেছেন। জাহাজের উপরে, নীচে, তর-বেতর লোক। গতবারের চেয়ে এবার দেখলুম, ভারতীয় মেয়েদের সংখ্যা খুব বেশী—যাত্রী, আর যাত্রীদের আত্মীয়-বন্ধু। সকলেই সাড়ী-পরা, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদে, চলনে-বলনে ইউরোপীয় মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চ’ল্বার চেষ্টা কোথাও-কোথাও যেন একটু বেশী রকম প্রকট ব’লে মনে হ’ল। কতকগুলি ভারতীয় মেয়ের পোষাকের শালীনতা, দেশী সাড়ীর সুন্দর রুচিময় বর্ণ-সমাবেশ, বড়ো মিষ্টি লাগ্‌ল—তাদের কমনীয়তা, নারী-সুলভ কোমলতাকে যেন আরও সুন্দর ক’রে তুলেছিল। কিন্তু হাল ফ্যাশনের—অর্থাৎ পারসী আর সিন্ধী রেশমের কাপড়ওয়ালাদের পরিকল্পিত ফ্যাশনের—গাউনের অনুকারী নানা বিদেশী, জাপানী, ফরাসী চিত্র-বিচিত্র করা সিল্কের উদ্ভট উৎকট পাড় আর আঁচলা-ওয়ালা সাড়ীর চলও কম নয়। আমাদের পুরাতন ছাঁদের বেনারসী, ছাপা গরদ, মারহাট্টি সাড়ী, ঢাকাই সাড়ীগুলির পাশে, এগুলোকে দেখে মনে হয়, যেন ঠোঁটে-গালে-মুখে রঙ-মাখা খুব সপ্রতিভ চালাক চতুর চট্‌পটে’ চুল-বুলে’ মেয়ে, আমাদের গৃহস্থ ঘরের কুমারী, বউ আর গৃহিণীদের পাশে দাঁড়িয়ে,’ উপর-চটকে বা আল্‌গা-চটকে তাদের নিষ্প্রভ ক’রে দিচ্ছে, অথবা দেবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা ক’র্‌ছে।

এই জাহাজের প্রথম শ্রেণীতে ভারতবর্ষের দুই-একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যাচ্ছেন। শ্রীযুক্ত জবাহরলাল নেহরুর পত্নী কমলা নেহরু চিকিৎসার জন্য চ’লেছেন, সঙ্গে আছেন তাঁর চিকিৎসক ডাক্তার অটল। বিখ্যাত

মাড়োয়ারী ধনকুবের ও দাতা শ্রীযুক্ত ঘনশ্যামদাস বিড়লা আছেন, সঙ্গে তাঁর কতকগুলি বন্ধু ও আত্মীয়। দুই-একজন রাজা-রাজড়াও আছেন। জাহাজ ছাড়্‌বার হৈ-চৈয়ের মধ্যে, জরী আর লাল-সবুজ-সাদা জগজগা লাগানো ফুলের মালার বোঝা গলায় বহু ভারতীয় ব্যক্তি ঘুরে' বেড়াচ্ছেন, এই রকম মালা-গলায় দু-চারজন ইউরোপীয়ও আছেন। একটা জিনিস চোখে লাগ্‌তে দেরী হয় না,—সাধারণতঃ ইউরোপীয় পুরুষদের পাশে আমাদের ভারতীয় পুরুষদের—বিশেষতঃ একটু বয়স্ক যাঁরা তাঁদের—কি রকম পেট-মোটা, অসৌষ্ঠবপূর্ণ চেহারার দেখায়। আমার মনে হয়, চিন্তা-ব্যাধি, আর ব্যায়ামের অভাব-ই এ রকমটা হবার কারণ। দু-চারজন ভারতীয় তরুণ আর নবযুবক অবশ্য আছে, তাদের বেশ লম্বা ছিপছিপে গড়ন আর বুদ্ধিশ্রীমণ্ডিত মুখ দেখ্‌লে, অমনিই মনে একটা আনন্দ আসে। এ রকম বাঙালীও একটী-দুটী আছে।

জাহাজ ছাড়বার পূর্বেই, বাঙালী চেহারা বেছে-বেছে দু-তিন জনের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লুম। দুই জায়গায় ঠ'ক্‌লুম—একজন মালয়ালী, আর একজন তেলুগু, চেহারা দেখে তাদের জন্মভূমি কোন্ প্রদেশে এটা স্থির ক'রতে না পার্‌লেও, আলাপ জ'মতে দেরী হ'ল না। বিদেশে থেকে বহু অভিজ্ঞতার ফলে আমার একটা দৃঢ় ধারণা দাঁড়িয়ে' গিয়েছে—এক রকমের পোষাকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ লোককে, বিশেষতঃ শিক্ষিত লোককে, ধরা মুস্কিল—যে, সে কোন্ প্রদেশের লোক; কখনও-কখনও ধরা একেবারে অসম্ভব। অবশ্য, কতকগুলি extreme type চরম বা অন্তিম রূপের কথা আলাদা—যেমন, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, সীমান্তের পাঠান, গুরখা, বা খাসিয়া, আর কোল-জাতির লোক। সাধারণতঃ আরব, ঈরানী, পাঠান, এদের ভারতীয় ব'লে ভুল হয় না। কিন্তু বাঙালী ব'লে মালাবারীকে ভুল হয়, গুজরাটী বা পাঞ্জাবীকে বাঙালী ব'লে ভুল হয়, হিন্দুস্থানীকে দক্ষিণী ব'লে ভুল হয়। এর

থেকে বোঝা যায় যে, আমাদের বাহ্য আকার-গত বা দৈহিক সৌষ্ঠব-গত একটা সাধারণ ভারতীয়তা আছে।

ইটালিয়ানদের জাহাজে। খালাসীরা, জাহাজের খানসামা আর চাকরেরা, সব ইটালীয়, খালি ধোপারা চীনে', মেথররা ভারতীয়, আর শুন্‌লুম বয়লারের আগুনে কয়লা দেয় যারা, সেই stoker স্টোকারদের কতকগুলি হ'চ্ছে পাঠান। খালাসীগুলো খুব মজবুত চেহারার লোক, একটু বেঁটে মোটা-সোটা ষণ্ডামার্ক আকারের, গায়ের রঙ অনেকের আমাদের মাঝামাঝি রঙের (অর্থাৎ না উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, না শ্যামবর্ণ) ভারতীয়ের মতই, গায়ের রঙে দুই-একজন ইটালীয় যাত্রীকে একটু ফর্সা-ধরণের ভারতবাসী থেকে পৃথক কর্‌বার জো নেই। খানসামা আর ক্যাবিনের চাকররা সাধারণতঃ রোগা পাতলা, অপেক্ষাকৃত বেঁটে চেহারার।

মোটের উপর এদের ব্যবস্থা ভাল। ইটালিয়ানরা আগে অত্যন্ত নোংরা, কুড়ে' আর অকেজো জাত ব'লে পরিচিত ছিল; এরা কথার ঠিক রাখ্‌তে পার্‌ত না। মুস্‌সোলিনী এসে এই জা'তকে চাবুক মেরে চাঙ্গা ক'রে তুলেছেন। আগে ইটালিয়ানদের যাত্রী-জাহাজ ছিল না; দেখ্‌তে-দেখ্‌তে এই কয় বছরে ইটালিয়ান যাত্রী-জাহাজগুলি খুব লোকপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে। আর সব জাহাজের চেয়ে শীগ্‌গির নিয়ে যায়, ভালো খাওয়ায়, আর শস্তা; লোকপ্রিয় হবে না কেন? ইংরেজের জাহাজে, P. & O. পী-এণ্ড-ও প্রভৃতিতে, জাহাজ কোম্পানী কোনও অভদ্রতা না ক'রলেও, ও-সব জাহাজে রাজার জা'ত ইংরেজের একাধিপত্য; ভারতীয়দের বাধো-বাধো ঠেকে; রাজপুরুষ বা রাজার মেজাজের ইংরেজ যাত্রীদের পক্ষে, ভারতীয় প্রজার সঙ্গে সমান সমানকে যেমন তেমনি ব্যবহার করা, ধাতে সয় না। আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অবশ্য কখনও খারাপ হয়নি, তবে অন্য ভারতীয় যাত্রীদের সঙ্গে খিটিমিটি হবার কথা শুনেছি। পক্ষান্তরে, ইউরোপের ইটালিয়ান বা

অন্য জা'তের সঙ্গে আমাদের রাজা-প্রজার সম্বন্ধ নেই ; আর তাদের মধ্যে ইউরোপীয় ব'লে একটু অহমিকা-ভাব থাক্‌লেও, তারা প্রকৃতিতে ইংরেজদের বিপরীত ; অর্থাৎ দিল্‌-খোলা মিশুক জাত ব'লে, তারা প্রায়ই আমাদের সঙ্গে মেলামেশা ক'র্‌তে প্রস্তুত থাকে। ইংরেজ ছাড়া, জাপানী, ডচ, ইটালীয়, ফরাসী—এতগুলো জাতের যাত্রী-জাহাজ চ'ল্‌ছে ; প্রতিযোগিতার বাজারে মানুষকে ভদ্র ক'রে দেয়। ভারতীয় যাত্রীদের মধ্যে যারা হিন্দু, তাদের অনেকে নিরামিষাশী ; তাই এরা ঘটা ক'রে বাইরে প্রচার করে, নিরামিষ-ভোজীদের জন্য এদের ভালো ব্যবস্থা আছে। মোটের উপর, ইটালিয়ান লাইন ভারতবাসীদের কাছে প্রিয় হ'য়ে উঠেছে ব'লে মনে হ'ল।

আমাদের এই জাহাজটী একটী ক্ষুদ্র জগৎ—বিশেষ ক'রে এই শস্তার সেকণ্ড ক্লাস। প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে বোধ হয় এত বেশী জা'তের আর এত রকমারী লোক নেই। প্রথম, ইউরোপীয় ধরা যাক ; ইটালিয়ান মেয়ে আর পুরুষ আছে অনেকগুলি ; ইংরেজ আছে ; ডচ আছে, জর্মান, নরউইজীয়, হুঙ্গেরিয়ন, ফরাসী আছে। আমেরিকান-ও আছে। চীনা আছে অনেক ; আর ভারতীয়দের মধ্যে গুজরাটী, মারহাট্টী, পাঞ্জাবী, তমিল, কানাড়ী, মালয়ালী, বাঙালী, আসামী, হিন্দুস্থানী। স্মোকিঙ্‌-রুম বা সাধারণ বৈঠকখানায়, যেখানে যাত্রীরা চুরুট খায়, তাস খেলে, কিছু পান করে, গল্প-গুজব করে, চিঠি লেখে, বই পড়ে, সেখানটা, আর তিনটে খোলা ডেক্‌, আমাদের জন্য আছে। সেখানে একটু ঘুরে ফিরে বেড়ালেই, নানা ভাষার ঝঙ্কার কানে আসে। ইটালীয় যাত্রী আর খালাসীরা ইটালীয় ভাষা ব'লছে ; ভাষাটী স্বরবর্ণের বাহুল্যে এমনি-ই মোলায়েম যে যতই তড়বড় ক'রে বলুক না কেন, এর পূর্ণতা আর মিষ্টতা যায় না। ফরাসীর মিঠে আওয়াজও কানে আসছে। আমেরিকানের ইয়াংকী-সুলভ নাকী সুরে বলা ইংরিজি কর্ণপীড়া উৎপাদন ক'র্‌ছে। গুটিকতক ডচ আর জর্মান পরিবার চ'লেছে, তাদের বয়স্ক পুরুষ আর মেয়েরা, আর

ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা ডচ আর জর্মান ব'লছে। সপরিবারে কতকগুলি চীনা যাত্রী চ'লেছে, তারা প্রায়ই এক কোণে নিজেদের মধ্যেই থাকে.—আপসে তারা উত্তর-চীনায় অথবা ইংরেজীতে কথা কয়, ইংরেজীতে কয় কারণ চীনারা আবার অনেকে পরস্পরের প্রাদেশিক ভাষা বোঝে না, আমাদেরই মতন। এ ছাড়া, বাঙলা, হিন্দী বা হিন্দুস্থানী, তমিল, গুজরাটী, মারহাট্টীও শোনা যায়। একেবারে ইহুদী পুরাণোক্ত বাবেল-এর আকাশগামী স্তম্ভ আর কি! কিন্তু, এতগুলি ভাষা হ'লে কি হয়,—সব ভাষা ছাপিয়ে', একটী ভাষার-ই জয়-জয়কার দেখা যাচ্ছে; সেটা হ'চ্ছে ইংরিজি ভাষা। ইংরিজি যে একমাত্র আন্তর্জাতিক ভাষা, বিশ্বসভ্যতার, বিশ্বমানবের প্রথম ও প্রধান ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইংরিজি এখন আর কেবল ইংরেজের সম্পত্তি নয়। জাহাজের সমস্ত ছাপা বা টাইপ করা নোটিস বিজ্ঞাপন প্রভৃতিতে ইটালিয়ানের পাশে ইংরিজিকেও একটা স্থান দিতে হ'য়েছে; প্রায়ই সেটা ইটালিয়ানের তুল্য-মূল্য। রোজানা খানার ফিরিস্তি, menu, রোজ-রোজ জাহাজেই ছাপানো হয়; দুপুরের খাওয়ায় আর সাঁঝের খাওয়ায় কি কি পদ দেবে,—তা সেটা ছাপানো হ'চ্ছে, একদিকে ইটালিয়ানে, অন্যদিকে ইংরিজিতে। জাহাজের খানসামারা, চাকরেরা, সকলেই অল্প বিস্তর ইংরিজি বলে। খালাসীরা সেখানে ব'সে ছুটির সময়টায় আড্ডা দিচ্ছে, সেখানে তাদের মধ্যে দুই-এক বচন ইংরিজি শুনেছি। রাত্রে যাত্রীদের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হ'চ্ছে, সমস্ত ইংরিজিকে আশ্রয় ক'রে। বিভিন্ন জা'তের লোকে পরস্পরে কথা কইছে, বেশীর ভাগই ইংরিজিতে। ইংরিজিকে বর্জন ক'রে কেবল হিন্দী দিয়ে ভারতের ঐক্য বিধান করা কঠিন হবে—কখনও-কখনও আমার মনে হয়, অসম্ভব হবে। কারণ ওদিকে যতই হিন্দীর (বা হিন্দুস্থানীর) বজ্র আঁটুনি দেবার চেষ্টা মহাত্মাজী করুন না কেন, ভিতরে-ভিতরে ইংরিজির প্রভাব ঢুকে, সব ভাষাকে—তাদের কথ্য রূপকে—ইংরিজির রসে ভরপূর ক'রে দিচ্ছে; হিন্দীর

বস্ত্র আঁটুনি ইংরিজীর সামনে ফস্‌কা গেরো হ’য়েই দাঁড়াবে। আমাদের কি ভালো লাগে না-লাগে সে কথা নয়, ব্যাপারটা কোন্ দিকে গতি নিচ্ছে সেইটাই বিচার্য্য। আধুনিক সভ্যতা মানেই ইংরিজি—একে বাদ দিয়ে আর চলে না ;—আধুনিক সভ্যতার দেবী পায়ে হেঁটে চলেন না, তাঁর বাহনকে খুশী মনে আবাহন না করি, বর্জন ক’র্‌তে পারি না।

এত বিভিন্ন জা’তের লোক, কিন্তু অতি সহজেই এরা তিনটী মুখ্য ভাগে প’ড়ে গিয়েছে—ইউরোপীয়, ভারতীয়, চীনা ; তিনটী বিভিন্ন সভ্যতার নিজ-নিজ কোঠা বা কামরা বা কোটরে যেন যে যার জায়গা ক’রে নিয়েছে। পৃথিবীতে এখন চারটে বিভিন্ন আর বিশিষ্ট সভ্যতা বা সংস্কৃতি বিদ্যমান ; গ্রীক আর রোমান সভ্যতার আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত, জর্মানিক আর শ্লাব জাতির কর্ম্মশক্তি আর ভাবুকতা দ্বারা পরিপুষ্ট ইউরোপীয় সভ্যতা ; মুসলমান সভ্যতা ; ভারতের মিশ্র আর্য্য-অনার্য্য বা হিন্দু সভ্যতা ; আর চীনা সভ্যতা। মুসলমান সভ্যতাকে গ্রীক বা হেল্লেনিক সভ্যতার উপর আরবের ধর্ম্মের প্রভাবের ফল ব’ল্‌তে পারা যায়, ইউরোপীয় সভ্যতারই একটা গ্রাম্য বা প্রান্তিক সংস্করণ একে বলা চলে। হিন্দু সভ্যতা আর চীনা সভ্যতা একটু স্বতন্ত্র ; চীনের উপর হিন্দু মনের ছাপ প’ড়েছে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিতর দিয়ে ; কিন্তু চীনা সভ্যতা মুখ্যতঃ বস্তু-তান্ত্রিক ; হিন্দু পরে যেমন ভাব-বিলাসী বা ভাব-প্রবণ হ’য়ে দাঁড়ায়, চীনা সভ্যতা কখনও সে রকমটা হয়নি। যাক্, এখন কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতারই জয়-জয়কার। মুসলমানী সভ্যতা আরবের মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে সর্বত্রই ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে মিশে যাবার চেষ্টা ক’র্‌ছে ; তুর্কে, ঈরানে, এমন-কি আরব-ভাষী মিসরেও সেই রকমটা দেখা যাচ্ছে। ভারতের মুসলমান হ’চ্ছে চোদ্দ আনার উপর ভারতীয়, অল্প দু আনা যেটুকু সে আরব থেকে তার ইসলাম থেকে পেয়েছে সেটুকুও আবার ঈরানের আর ভারতের রঙে র’ঙে গিয়েছে। ভারতীয় আর চীনা সভ্যতার উপর

ইউরোপের প্রভাব এখন ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান। তবুও বহুদিনের ইতিহাস, বহুদিনের সংস্কার,—চীন আর ভারত একেবারে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে চাচ্ছে না, কিন্তু হেরে আস্‌ছে ;—সবস্বান্ত হ'য়ে যাবার পূর্বে, এই দুই প্রাচীন জাতি চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ছে, কতটা আপস সম্ভব। একটু তলিয়ে' দেখ্‌লেই স্বীকার ক'র্‌তে হবে, আমাদের বাস্তব-জগতে তো বটেই, ভাব-জগতেও এবং এই ভাব-জগতের প্রধান প্রকাশ সামাজিক জীবনেও, আমাদের এই অবস্থা দ্রুত এসে প'ড়েছে। জাহাজে বা অন্যত্র ইউরোপীয়দের সঙ্গে আমাদের অবাধ মেলামেশার নানা অন্তরায় থাকায়, বাধা পাওয়ার দরুন আমাদের মধ্যে আত্মরক্ষার পক্ষে সহায়ক কূর্ম-বৃত্তি একটু এসে যাচ্ছে ; গায়ের রঙ, ধর্ম, সামাজিক রীতি-নীতি, মানসিক প্রবণতা,—আর সব চেয়ে বড়ো কথা, আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হরিজন, এই-সব কারণেই ইউরোপিয়ান্ আমাদের সঙ্গে মিশ্‌তে পারে না ; আমাদের দু-চারজন, আত্মবিস্মৃত হ'য়ে খুঁড়িয়ে' বড়ো লোক হ'তে চেষ্টা ক'রে, শেষটায় ঘা খেয়ে ফিরে আসে, মোটের উপর আমরা অনেকটা আলাদাই থেকে যাই, ঈসপের মাটীর হাঁড়ি আর পিতলের হাঁড়ীর গল্পের মাটীর হাঁড়ীর মতন আমরা স'রে থেকেই ভালো থাকি।

চীনা আর ভারতীয়ে বেশ মিল হওয়া উচিত, কিন্তু তাও যেন ততটা হয় না। যেটুকু হয়, তা প্রাচীন কিছুকে অবলম্বন ক'রে নয়—বৌদ্ধ চীনা আর ভারতীয়ের মিল সেটা নয়। সেটা হচ্ছে ইউরোপীয়-মনোভাব-প্রাপ্ত, ইউরোপের চাপে ক্লিষ্ট দুই আধুনিক এশিয়াটিক জাতির দেশ-হিতৈষণা দ্বারা (ক্বচিৎ বিশ্ব-মানবের প্রতি প্রীতি দ্বারা) অনুপ্রাণিত শিক্ষিত দুই-চারিজনের ভাব-সম্মেলন। চীনের সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির ঐক্য নেই ; বৌদ্ধধর্মের সূত্রে যে যোগটুকু ছিল, যুগ-ধর্মের ফলে সে যোগ-সূত্র প্রায় ছিঁড়ে গিয়েছে। ভাষা, ঐতিহ্য-বোধ, বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতি আমাদের প্রতিস্পন্দন, সবই আলাদা। চীনের ভাষা, মনোভাব, ঐতিহ্য বুঝে', তার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লে, বন্ধুতা ক'রলে,

একটা আধিমানসিক মৈত্রী ও আত্মীয়তা-বোধ আস্‌তে পারে, সেটা হয় তো খুব গভীর জিনিস হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। যেমন, প্রাচীন কালে ২০০০৷১৫০০৷১০০০ বছর আগে ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গে চীন ভারতকে কল্যাণ-মিত্র ক'রে বরণ ক'রে নেয়, ভারতের সঙ্গে তার আত্মিক যোগ-সাধন ঘটে। কিন্তু আজকাল আর সেটা কতদূর হ'তে পার্‌বে ? এই জাহাজে যে চীনারা যাচ্ছে, তারা আলাদা ব'সে থাকে। ইউরোপীয় মেয়েদের সঙ্গে সাড়ী-পরা ভারতীয় মেয়েদের কোথাও-কোথাও আলাপ, কথা-বার্তা হ'চ্ছে দেখ্‌ছি ; কিন্তু লম্বা-গাউন-পরা চীনা মেয়ে যারা যাচ্ছে, তাদের কারো সঙ্গে ভারতীয় বা ইউরোপীয় মেয়ের আলাপ হ'তে দেখিনি। আমাদের ক্যাবিনে আমরা চার-জন যাচ্ছি—কানপুর থেকে একটী তেওয়ারী ব্রাহ্মণ ছোকরা, বাপ অবসর-প্রাপ্ত আই-এম-এস ডাক্তার, ছেলেটী যাচ্ছে বিলেতে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিঙ্‌ প'ড়্‌তে ; একটী পাঞ্জাবী হিন্দু ছোকরা, এর বাপ মা ইউরোপে বেড়াতে যাচ্ছেন, তাঁরা আছেন সেকণ্ড ক্লাসে, এ সঙ্গে যাচ্ছে ; আর আমি ; এই তিন-জন ভারতীয় ; আর একটী চীনে ছোকরা, কাণ্টন থেকে লণ্ডনে অর্থ-নীতি পড়তে যাচ্ছে। চীনা ভাষা আর সাহিত্য সম্বন্ধে আমি খোঁজ রাখি, নিজের নামটা চীনা অক্ষরে লিখ্‌তে পারি, তার পরিচয় পেয়ে, এর মনে আমার সম্বন্ধে একটা আত্মীয়তা-বোধ এসে গিয়েছে। একদিন ছেলেটী তার স্বজাতীয়দের মধ্যে ব'সে আছে, হাতে একখানি চীনা পত্রিকা ; সেখানি তার কাছ থেকে নিয়ে উল্‌টে-পাল্‌টে দেখ্‌তে লাগলুম, পরিচিত চীনা অক্ষরও দু-চারটে ধরা গেল ; পত্রিকাখানির ছবি দেখে আর রোমান অক্ষরে লেখা ইউরোপীয় নামের ছড়াছড়ি দেখে বুঝ্‌লুম, এটাতে আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ আছে ; চীনা ভাষা আর সাহিত্যে আমার interest বা প্রীতি আছে দেখে, অন্য চীনাগুলি একটু সচেতন হ'য়ে উঠ্‌ল—কিন্তু হায়, এ বিষয়ে আমার পুঁজি এত কম যে ভদ্র ভাবে বেশী আলাপ করা চলে না। তবুও

আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই ভাবের পরিচয় থাক্‌লে, অর্থাৎ সংস্কৃতি-গত পরিচয় একটু গভীরতর হ'লে, মিলটা আরও অন্তরঙ্গ হ'তে পার্‌ত।

ইউরোপের বিভিন্ন-ভাষা-ভাষী জাতির আর বিভিন্ন শাসনের অধীন লোকেরা কিন্তু এক; কথাটা ঘুরিয়ে' ব'ল্‌লে বলা যায়, নানা ভাষায় আর বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হ'লেও ইউরোপে একটী জাতি আর একটীমাত্র সংস্কৃতি বিদ্যমান। তাই ইউরোপিয়ানরা ভারতীয় বা চীনার সাম্‌নে এক। এশিয়ার ভারতীয়, চীনা, আরব, এরা এক নয়,—বিভিন্ন ভাষার দরুনও বটে, বিভিন্ন সংস্কৃতির জন্যও বটে; তাই ইউরোপের সামনে আমরা এক নই—বিক্ষিপ্ত, বহু।

জগতের গতি যে ভাবে চ'লেছে, তাতে মনে হয়, কোনও কিছু এসে যদি এশিয়ার সকলকে এক ক'র্‌তে পারে তা সেটা হবে ইউরোপীয় সংস্কৃতি। কারণ এই ইউরোপীয় সংস্কৃতি হ'য়েছে এখন সর্বগ্রাসী; চীনের, ভারতের, ইস্লামের সংস্কৃতিতে বড়ো যা কিছু আছে, তাও এর দৃষ্টি এড়াচ্ছে না, তাকেও নিয়ে হজম ক'রে নিজের পুষ্টি-সাধনে এই সভ্যতা যত্নবান্‌;—সেই হেতু একে আমরা আর ইউরোপের গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ ক'রে না রেখে, 'ইউরোপীয় সভ্যতা' নাম না দিয়ে, 'আধুনিক সভ্যতা' বা 'বিশ্ব-সভ্যতা' নাম দিতে পারি; এতে ক'রে আমাদের আত্মসম্মান একেবারে যাবে না, কারণ আমাদের মনে এই বোধ থাক্‌বে যে এই বিশ্ব-সভ্যতায় আমাদের আহৃত উপাদানও আছে, চীনেরও তেমনি এতে শরীকানি স্বত্ব থাক্‌বে—যদিও এর ছাঁচটা প্রাচীন গ্রীক আর রোমান, আর ফ্রেঞ্চ জর্মান ইটালিয়ান্‌ ইংরেজ স্পেনীয় রুষ প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপের কতকগুলি জা'তের দ্বারা ঢালা হ'য়েছে। আমাদের ভারতীয় সভ্যতা, এই বিশ্ব-সভ্যতার প্রাদেশিক রূপ না হোক্‌, বিশ্ব-সভ্যতার আর আমাদের দেশের জলবায়ু ইতিহাস মনোভাব থেকে উৎপন্ন ভারতীয় সভ্যতার একটী মিশ্রণে পর্য্যবসিত হবে।

বিশ্ব-সভ্যতার যে রূপ, যে দিক্ বা যে আদর্শ জাহাজের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিভাত হ'চ্ছে, তার মূল সূত্র হ'চ্চে—eat, drink and be merry, অর্থাৎ 'খাও পিও, ঔর আনন্দ করো' নয়, 'হল্লা মচা কর মৌজ করো'। অবশ্য জাহাজ আধ্যাত্মিক বা আধিমানসিক সাধনার জায়গা নয়। বিশ্ব-সভ্যতার দুটো দিক আছে—শিশ্নোদর-পরায়ণতার দিক্ বা ইন্দ্রিয়ের দিক্, আবার অতীন্দ্রিয় বা ভাব-জগতের বা আধ্যাত্মিক জগতের সাধনার দিক্। মানসিক সাধনা এই দুইয়ের মধ্যকার সংযোগ-শৃঙ্খল। ইন্দ্রিয় আর অতীন্দ্রিয় এই দুইয়ের মধ্যে আমাদের হিন্দু জীবন বা হিন্দু আদর্শ একটা সমন্বয় করবার চেষ্টা ক'রেছিল, এবং আমার মনে হয়, ক'রতে সমর্থও হ'য়েছিল। দৈনন্দিন জীবনে লোক-চক্ষে দুটো দিকেরই পূর্ণ প্রকাশ থাকা দরকার; যেমন বাড়ীতে আর সব ব্যবস্থার সঙ্গে-সঙ্গে একটা ঠাকুরঘর থাকা দরকার, যার দ্বারা অহরহ অতীন্দ্রিয় জগতের কথা, বিশ্ব-প্রপঞ্চের মধ্যে নিহিত রহস্যের বা শাশ্বত সত্তার কথা, আমাদের চোখের সামনে থাকতে পারে। বিশ্ব-সভ্যতায় এই Sense of Mystery, এই রহস্য সম্বন্ধে সচেতন-ভাব, এখন দুর্লভ বস্তু হ'য়ে প'ড়ছে। ইউরোপ বা আমেরিকায় কোথাও সহৃদয় ভাবুক লোকের অভাব ঘটে নি, কিন্তু সাধারণ লোকে জীবনে তার আবশ্যকতা আর অনুভব ক'রছে না। খ্রীষ্টান ধর্ম দ্বারা এদিকে কিছু আর হ'ল না—রোমান কাথলিক ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠানের ঘটা একটা মোহ এনে মন-প্রাণকে আবিষ্ট ক'রে দেয় বটে, কিন্তু কোনও খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের Theology বা ঈশ্বরবাদ, বিশ্ব-প্রপঞ্চের গভীরতম রহস্য আমরা যে-ভাবে দেখি সে-ভাবের রহস্য-বোধের পরিপোষক নয়। আমার মনে হয়, এদিক্ থেকে বিশ্ব-সভ্যতাকে ভারতবর্ষের দেবার কিছু আছে; বিশ্ব-সভ্যতা সে জিনিস নেবে কিনা, নিতে পারবে কিনা; নিয়ে, বিশ্বমানবের জীবনে তাকে কার্য্যকর ক'রে সার্থক ক'রে তুলতে পারবে কিনা,—সে আলাদা কথা। কিন্তু একটা আশার কথা—বিশ্ব-সভ্যতায় প্রধান চিন্তানেতা যাঁরা (আমি রুষদেশকে বাদ দিয়ে

ব’লছি, কারণ সেখানকার সম্বন্ধে রকমারি খবর আমরা পাচ্ছি, ঠিক ব্যাপারটা কি তা আমরা জানি না), তাঁরা প্রায় সকলেই জীবনের পূর্ণতার জন্য এইরূপ রহস্য-বোধের আবশ্যকতা উপলব্ধি ক’রেছেন, এবং কিসে জনসাধারণের মধ্যে আধিভৌতিক আর আধিমানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে-সঙ্গে এই আধ্যাত্মিক বোধ বা অনুভূতি আন্‌তে পারেন, আর তার আনুষঙ্গিক দৈনন্দিন জীবনের উন্নতি ক’র্‌তে পারেন, তার জন্যও চেষ্টিত হ’চ্ছেন।

তথা-কথিত শস্তার দ্বিতীয় শ্রেণী, অর্থাৎ সত্যকার তৃতীয় শ্রেণী হ’লেও জাহাজে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালো, এবং প্রচুর। অবশ্য ফার্স্ট ক্লাসের মত অত বেশী পদ দেয় না, কিন্তু যা দেয় তা যথেষ্ট। চার বেলা খাওয়া; সকালে ৭টা থেকে ৯টা পর্য্যন্ত বালভোগ—চা, কফি, চকলেট, যা চাই; পরিজ; রকমারি ডিম; হ্যাম, বেকন; রুটী, কেক, মাখন, মার্মালেড বা ফলের মোরব্বা; দুপুরে ১২টা—১টায় মধ্যাহ্নভোগ—৪।৫টা পদ; বিকালে সাড়ে-চারটেয় চা, সঙ্গে অনুপান রুটী মাখন কেক মার্মালেড জ্যাম; আবার রাত্রে ৭টা—৮টায় নৈশ ভোজ, ৫।৬টা পদ। এ ছাড়া, ইচ্ছা হ’লে নিজের পয়সা খরচ ক’রে যখন-তখন রকমারি পানীয় সেবা চ’লছে। জাহাজে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও আছে; গ্রামোফোন হরদম চলছে, কোনও রাত্রে যন্ত্র-সঙ্গীত, কোনও রাত্রে বা জুয়াখেলার ঘুঁটি ফেলে কাঠের-ঘোড়া ঠেলে ঠেলে ঘোড়-দৌড়, আর এই দৌড়ের উপরে বাজী রাখা; ডেকের উপরে, খোলা ডেকে প্রায় সারাদিন চার-জন ক’রে লোক deck quoit খেলছে—দু-দলে তিনটে-তিনটে ছটা ক’রে চাকার আকারে কাঠের ঘুঁটি, লম্বা লাঠির মাথায় কাঠ দিয়ে তৈরী এক রকম একটা ব্যাট দিয়ে ঠেলে দেয়, ডেকের কাঠের পাটাতনের উপর ঘ’ষ্‌ড়ে-ঘ’ষ্‌ড়ে ঘুঁটি চ’লে যায় কতকগুলি বিভিন্ন নম্বর দেওয়া ঘরে, নম্বর অনুসারে খেলোয়াড় দান পায়।

এমনি এদের জীবন কিছু মন্দ নয়। কিন্তু এই জাহাজে একটা নাচিয়ে’

আর নাচুনীর দল যাচ্ছে, তারাই কতকটা উপদ্রব আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। এই দলে হঙ্গেরীয় আছে, জর্মান, ইটালীয়, রুষ, আমেরিকান, অনেক জা'তের লোক আছে। জনকতক কম-বয়সী হঙ্গেরিয়ান নাচুনী মেয়ে জাহাজের কতকগুলি খুদে' অফিসার, উঁচুদরের খানসামা আর জনকতক যাত্রীকে নাচিয়ে' বেড়াচ্ছে—তাদের দ্বারাই এখানে-ওখানে-সেখানে, অনভ্যস্ত ভারতীয় চোখে যা বেলেল্লাগিরি ব'লে লাগ্ছে, সর্বদা তাই ঘ'ট্ছে। ইউরোপে, উত্তর-ইউরোপের জর্মান স্কাণ্ডিনেভিয়ান প্রভৃতি Nordic 'নর্ডিক' জাতি-সুলভ blonde অর্থাৎ সুগৌর চেহারার একটা আদর আছে—নীল চোখ, সোনালী চুল, লম্বা ছিপছিপে চেহারা। কালো চুলওয়ালা মেয়ে আর পুরুষদের কাছে এই সোনালী চুল একটা কাম্য বস্তু; অনেকে তাই রঙ ক'রে চুল সোনালী ক'রে নেয়। নর্ডিক-জাতের ছোটো ছেলেপুলেদের মাথায় চুল অনেক সময়ে সাদা হয়, flaxen বা শণের রঙের চুল একে বলে; বড় হ'লে এই শণের নুড়ো চুল, সোনালী হ'য়ে যায়। হঙ্গেরীয় নাচুনী জনকয়েক হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড লাগিয়ে' চুল সাদা ক'রে বেড়াচ্ছে। এদের পোষাক-আষাক, চলনের ঢঙ, সমস্ত দেখে, এরা কি শ্রেণীর মেয়ে তা বুঝ্তে বেশী দেরী লাগে না। আমাদের সেকণ্ড-ইকনমিক ক্লাসে সাঁতার কেটে নাইবার জন্য একটা চৌবাচ্চা ক'রে দিয়েছে। একটা খোলা ডেকের অর্দ্ধেকটা নিয়ে, কাঠের পাটাতন জুড়ে একটা খুব বড়ো বাক্স বা সিন্দুক হ'য়েছে, এটা প্রায় এক-মানুষ সমান উঁচু, আর এতে ঘেঁষাঘেঁষি না ক'রে কুড়ি-পঁচিশজন লোক দাঁড়াতে পারে; এই সিন্দুকটার ঢাকনা নেই; এইটেই হ'ল চৌবাচ্চা; এইটের ভিতরে একপ্রস্থ খুব মোটা তেরপল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে, আর তারপরে পাইপে ক'রে সমুদ্রের জল এনে এটা ভরতী করা হ'য়েছে। এই হ'ল swimming pool বা সাঁতারের চৌবাচ্চা; গরমের দিন, সারাদিনই প্রায় সাঁতারের পোষাক প'রে মেয়ে পুরুষ এই জলে দাপাদাপি মাতামাতি ক'র্ছে; দেহের সৌষ্ঠব দেখাবার

অবকাশ প্রচুর এতে ; কিন্তু এই নাচুনীর দল, আর তাদের অনুগত পুরুষেরা, আর অন্য মেয়ে পুরুষ যাত্রী জনকতক, স্নানের ব্যাপারটীকে একটু অশোভন ক'রে তোলে। অবশ্য ইউরোপীয় জীবনে এ জিনিস খুবই সাধারণ, তাই এদের কারও চোখে তেমন লাগে না।

জাহাজে ছোট ছেলেমেয়ে গুটিকতক আছে ; তাদের মধ্যে একটী চীনে' খোকা, আর একটী নরউইজীয় খুকী, এদের দেখ্‌লে সবাই আদর করে। চীনে' শিশুটী পাঁচ-ছয় মাসের মাত্র, টেবো-টেবো গাল, মোটা-সোটা, চোখ নয় যেন দুটী রেখা টানা ; কোলে নিতে চাইলেই কোলে আসে ; ইটালিয়ান খালাসী, ভারতীয় মেয়ে যারা যাচ্ছে তারা, আর অন্য যাত্রী, সবাই পেলেই একটু আদর করে। একটী ছোট চীনে' মেয়ে এর ঝি বা আয়ার মতন আছে। খোকাকে কোলে নিয়ে সে ডেকে উঠ্‌লেই হয়। নরউইজীয় খুকীটী একটী আন্তর্জাতিক শিশু ; এর বাপ নরউইজীয়, মা রুষ ; বাপ আর মায়ের ভাষা আলাদা আলাদা, কিন্তু দু-জনেই ইংরিজি-ই বলে ; শিশুটীও তার বাপ মায়ের কাছে কেবল ইংরিজি শিখ্‌ছে। বাপ মা, দুজনেই অতি সুন্দর চেহারার—বাপ একেবারে খাঁটী Nordic নর্ডিক বা উত্তর-ইউরোপীয় ঢঙের, দীর্ঘ-কায়, ছিপ-ছিপে গড়ন, সোনালী চুল, নীল চোখ, সুন্দর মুখশ্রী ; মা-টীও তেমনি দীর্ঘাকৃতি, তম্বঙ্গী,—স্বামী স্ত্রী দু-জনের চেহারায় মানিয়েছে সুন্দর ; আর ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয়, খুব সুখী স্বামী-স্ত্রী এরা ; মেয়েটীও তেমনি ফুটফুটে ; বছর-খানেক কি বছর-দেড়েক বয়সের হবে। মেয়েটীর নাম Rita রীতা—ট'ল্‌তে-ট'লতে ডেক দিয়ে যখন চলাফেরা করে, তখন সকলেই ওকে কোলে ক'রে চট্‌কাতে, আদর ক'র্‌তে চায়। আমি কাগজে জন্তু-জানোয়ারের ছবি এঁকে দিয়ে এর সঙ্গে একদিন ভাব ক'রে ফেল্‌লুম ; তখন আর ছাড়্‌বেনা, খালি বলে, আরও এঁকে দাও। কতকগুলি রুষ মেয়ে মেয়ে আর পুরুষও যাচ্ছে, এরাও বোধ হয় নাচের দলের। সাধারণতঃ এরা প্রত্যেকে তিনটে চারটে ক'রে

ভাষা জানে, কাজেই একটু পরিচয় না হ'লে কে কোন্ জাতীয় তা বোঝা যায় না। এদের বিষয়ে জান্‌তে, এদের সঙ্গে ভাব ক'রতে অবশ্য ইচ্ছা হয়, কিন্তু এরা যে শ্রেণীর, যে স্তরের লোক, তাতে এদের সঙ্গে মিশ্‌তে একটু বাধো-বাধো লাগ্‌ছে।

জাহাজের এই সেকণ্ড ইকনমিক্ শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে লক্ষণীয় মানুষ প্রায় কেউই নেই। অতি মোটা এক রোমান কাথলিক পাদ্রি যাচ্ছে; এই গরমে সর্বাঙ্গ একটা কালো রঙের পশমের কাপড়ের বৃহদায়তন আলখাল্লায় ঢেকে স্মোকিঙ-রুমের একটা কোণে ব'সে থাকে। লোকটা কি ক'রে পাদ্রির কাজ চালায় তা জান্‌তে কৌতূহল হয়; চোখে মুখে জ্যোতি নেই, নোংরা, অনেকদিন অন্তর কামানোর দরুন মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ী। গলায় একটা শিকল, তা থেকে এরূপ রূপোয় তৈরী ছোটো ক্রুশ, তাতে যীশুর মূর্তি। পাদ্রিটী জা'তে পোলীয় শুনে, আলাপ ক'র্‌লুম—ফরাসীতে; ইংরিজি জানে না; এর সঙ্গে আবার কথা কওয়াও মুস্কিল, কারণ এর মুখ-গহ্বর থেকে অর্ধেক কথাই বা'র হয় না;—কথা কইছে, না ঢুল্‌ছে যেন। প্রসঙ্গতঃ ব'লেও রাখি, মোটা লোক, চেয়ারে ব'সে-ব'সে বদন ব্যাদান ক'রে প্রায় সারাক্ষণ একে ঘুমোতেই দেখা যায়। আমার প্রশ্নের উত্তরে জানালেন, তিনি 'গাঁশ্যুরী' অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়াতে পাদ্রির কাজ কর্‌েন, পঁচিশ বছর সে-দেশে কাটিয়েছেন, এবার পাঁচ বছর পরে দেশে ফির্‌ছেন। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান কত; আর রোমান-কাথলিকই বা কত, তা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন। আমি ব'ললুম যে ভারতবর্ষে এখন খ্রীষ্টান বড়ো একটা কেউ হয় না, তবে যারা হ'য়েছে তাদের মধ্যে যারা একটু শিক্ষিত তারা সাধারণতঃ প্রটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়েরই হ'য়ে থাকে, আর গরীব অশিক্ষিত যারা আগে থেকেই, পোর্তুগীসদের আমল থেকে, খ্রীষ্টান হ'য়েছিল, তারাই কাথলিক র'য়ে গিয়েছে। পাদ্রি তাতে একটু হেসে ব'ললে—'হুঁ, প্রটেস্টাণ্ট হ'লে অনেক সুবিধা।' আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম—

'তার মানে?' পাদ্রি আমার দিকে তাকিয়ে', চোখ মট্‌কে ব'ল্‌লে—'প্রটেস্টাণ্টদের মধ্যে ডাইভোর্সের সুবিধা আছে।' এই-সব বিষয়ে পাদ্রি-বাবা ব'সে-ব'সে ভাবেন তা হ'লে। তবে গাঁধীজীর খোঁজ নিলে,—কথায় বোঝা গেল, তাঁর প্রতি খুব শ্রদ্ধা আছে।

আর একটী কাথলিক পাদ্রি যাচ্ছে, বয়সে ছোকরা ; আর একজন কাথলিক সন্ন্যাসিনী ; এরা দু-জনে ইটালিয়ান। পোলীয় পাদ্রিটী আমায় ব'ল্‌লে যে, ছোকরা পাদ্রিটী গিয়েছিল জাপানে, সেখানে এত বেশী মন দিয়ে জাপানী ভাষা প'ড়্‌তে আরম্ভ ক'রে দিলে যে তার শরীর খারাপ হ'য়ে গেল, এখন দেশে ফির্‌ছে শরীর ভেঙে যাওয়ার দরুন ; এই ব'লে, লোকটা অকারণ হাস্‌তে লাগ্‌ল।

জন-চারেক ইংরেজ চ'লেছে, ৩৫ থেকে ৩৮ কি ৪০ এর মধ্যে বয়স, এরা বোধ হয় ভারতবর্ষেই বিভিন্ন স্থানে কাজ করে, অল্প-স্বল্প হিন্দুস্থানী সবাই জানে—এরা এক টেবিলেই ব'সে খায়, আর কারও সঙ্গে বড় মেশে না।

মোটের উপরে, খুব উঁচু দরের বিদেশী কারও সঙ্গে আলাপ হ'ল না। এই শস্তার দ্বিতীয় শ্রেণীর হাওয়াটাও উঁচু দরের নয়। এক লম্বা-চওড়া অস্ট্রিয়ানের কাছ থেকে ভিয়েনার খবর নিচ্ছিলুম। সে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, 'জর্মান জানেন কি, যে ভিয়েনায় যাচ্ছেন?' আমি জর্মানে ব'ললুম, 'অল্প একটু জর্মান বলি, একটু পড়ি, কাজ চালিয়ে' নেবো।' তখন সে আমায় ব'ললে, 'দেখুন, আমি ভিয়েনার নাড়ী-নক্ষত্র সব জানি ; কেউ আপনাদের মধ্যে যদি যায়-টায়, আমায় খবর দেবেন।' কথা আর এগোল' না, ভাবলুম, এ পাণ্ডাগিরি ক'র্‌তে চায় নাকি? মহাত্মাজীর ভক্ত সেই সুইস্ ফরাসীটীর সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা ক'র্‌লুম, কিন্তু ভদ্রলোক বেশীক্ষণ সময় নিজের লেখা নিয়েই থাকেন (গাঁধীজীর সম্বন্ধে কিছু বই লিখ্‌ছেন না কি?), আর খুব বিশেষ মিশুক লোক ব'লে মনে হ'ল না।

আমেরিকান ছোকরা যেটী গাঁধীজীর কাজ থেকে আস্‌ছে সেটী একটু মুখচোরা মানুষ, তবে আশা হয়, তার সঙ্গে কথা ক'য়ে কিছু আনন্দ আর কিঞ্চিৎ তথ্য হয় তো পাবো। আর বাকী সব তাস-পেটা, নাচ-গান, বিয়ার বা কক্‌টেল খাওয়া, এই-সব নিয়েই আছে। সুন্দর চেহারার তরুণ-তরুণীর অভাব নেই; আবার ষণ্ডামার্ক গুণ্ডা আর দুবলা-পাতলা গাঁটকাটা চেহারারও দু-চার জন আছে, তারাও আপসের মধ্যে খুব জমিয়ে' হৈ-চৈ ক'রতে-ক'রতে চ'লেছে।

একটী জর্মান-সুইস্‌ ভদ্রলোক যাচ্ছেন, শুনলুম ইনিও গাঁধীজীর ভক্ত হ'য়ে ভারতবর্ষে ছিলেন। লোকটীকে বোম্বাইয়ে দেখি; মাঝারী চেহারা, আর কতকটা Uncle Sam-এর মত দাড়ী—Uncle Sam-এর দাড়ীর চেয়ে একটু বেশ লম্বা দাড়ী। শুন্‌লুম, লোকটী ভালো ফোটোগ্রাফর, ভারতবর্ষ থেকে নানা রকমের বহু শত ছবি তুলে নিয়ে যাচ্ছে, হয় তো কোনও বই প্রকাশ ক'র্‌বে। কতটা আধ্যাত্মিকতার মালিক এ, তা বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে এক রাত্রে এর ধরণ দেখে, আমরা জন-কয়েক ভারতীয় বেশ একটু মজা অনুভব করি। পাশার দান ফেলে, সেই দান ধ'রে-ধ'রে ছ'টা কাঠের-ঘোড়াকে নিয়ে রেস খেলা হ'চ্ছে, যাত্রীদের অনেকে এক-একটা ঘোড়ার উপর এক শিলিঙ্‌ ক'রে টিকিট ধ'রে বাজী খেল্‌ছে। তিন-তিন বার খেলা হ'ল; যাদের নম্বরের ঘোড়া, পাশার দানের জোরে আগে উতরে গেল, তাদের মধ্যে সব টিকিটের টাকাটা (জাহাজের খানসামাদের জন্য শতকরা দশ ক'রে কেটে নিয়ে) বেঁটে দেওয়া হ'ল। ভাবে বুঝ্‌লুম, দাড়ীওয়ালা জর্মান-সুইসটীর বড় সাধ, একবার সে-ও একটা ঘোড়ার নম্বর ধরে। কিন্তু কোনও কারণে সে বড্ড ইতস্ততঃ ক'র্‌তে লাগ্‌ল, টিকিট কিনি, কি না কিনি; যেন একটা অনুচিত কাজ ক'র্‌তে যাচ্ছে। এই ভাবে টিকিটের টেবিলের কাছে একবার ক'রে যায়, আবার কি ভেবে হ'ঠে আসে। তার এই অনিশ্চিত ভাব, আর সঙ্গে-সঙ্গে একদাড়ী

মুখের মধ্যে সংশয় আর লোভ মেশানো এক অপূর্ব ভঙ্গী, এটা আমাদের ক'জনের কাছে বড়োই মজার লাগ্‌ছিল। দু-দুটো রেস সে এই ভাবে টিকিট না কিনে কাটিয়ে' দিলে, কিন্তু যখন দেখ্‌লে যে প্রথম দুটো রেসে যারা জিত্‌লে তারা এক শিলিঙ্‌ বা তিন লিরা দিয়ে একবার ৩৫ লিরা, একবার ২৭ লিরা ক'রে জিত্‌লে, তখন তৃতীয় রেসের বেলা সে আর থাক্‌তে পারলে না, দম্‌কা একখানা টিকিট কিনে ফেল্‌লে। বোধ হয় তার দিকে চেয়ে আমাদের হাসিটা আর বাঙলা আর হিন্দীতে আমাদের মন্তব্যটা একটু জোরেই হ'চ্ছিল, তাই সে আমাদের দিকে একটু চেয়ে মিট-মিট ক'রে তাকাতেও লাগ্‌ল। শেষে এই রেসের ফল যখন জানানো হ'ল, তখন দেখা গেল, তার ঘোড়া প্রথম দ্বিতীয় বা তৃতীয় কিছুই হয় নি, তার পয়সাটা নষ্ট-ই হ'য়েছে। আমাদের হাসির মধ্যেও তার জন্য একটু দুঃখ হ'চ্ছিল।

ইকনমিক-সেকণ্ডের ভারতীয় যাত্রীদের মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ফেলা যায়—এক, যাঁরা বয়সে বৃদ্ধ, মাতব্বর, বিলেতে যাচ্ছেন বেড়াতে বা দেখ্‌তে, সঙ্গে-সঙ্গে কোনও বিষয়ে নোতুন আলো পেতে—এ রকম জন দু তিন আছেন; তার পর আমাদের মতন, আধা-বয়সের, হয়তো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে চ'লেছি, ইউরোপের হাল-চাল অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে একটু পর্য্যালোচনা ক'রে দেখাও যাবে; আর, তিন—নানা বয়সের ছাত্র, যারা পরীক্ষা দেবে—তা অতি তরুণ থেকে আধ-বুড়ো পর্য্যন্ত, ইউনিভার্সিটির ছোটো-খাটো ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা থেকে, বিজ্ঞান কি চিকিৎসা-শাস্ত্র কি অর্থনীতিতে উচ্চ কোটির গবেষণা ক'রে নাম করা যাঁদের উদ্দেশ্য। মেয়েদের মধ্যে কতকগুলি ছাত্রী-পদবাচ্য, আর বাকী স্বামী বা পিতা বা ভ্রাতার সঙ্গে ইউরোপে তীর্থ-দর্শনে চ'লেছেন। এঁদের মধ্যে, ভারতীয় যাত্রীদের সভায় দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লোকেদেরই পসার বেশী, কারণ এরা বেশীর ভাগ-ই 'পারদর্শী'—অর্থাৎ কিনা সাগর-পারের দেশ দর্শন ক'রে এসেছেন। আমাদের এই দলে ব'সে-ব'সে

আড্ডা দেওয়া, রাজা-উজীর মারা হয় খুব; কিন্তু খুব গভীর কথা উঁচু কথা নিয়ে জটলা করার স্থান এই শস্তার সেকণ্ড-ক্লাসের বৈঠকগুলি ঠিক নয়। এখানে বড়ো দরের সমস্যা নিয়ে ওজনদার মন্তব্য হয় না—তবে দিল-খোলা হাসি আর জীবনের নানা বিষয় অবলম্বন ক'রে টিপ্পনী-কাটা আছে।

একটা বিষয়ে আমরা ভারতীয় যাত্রীরা বেশ আরামের সঙ্গে চ'লেছি,—এই জাহাজের মধ্যে পোষাকের কড়াক্কড় নেই। ইউরোপের লোকেরা অনেক বিষয়ে বেশ সংস্কার-মুক্ত, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তারা বড়ো-ই গতানুগতিকতার অনুসরণ ক'রৃত। বিগত লড়াইয়ে তাদের মধ্যে পরিচ্ছদ-বিষয়ে কতকগুলি উন্নতি এনে দিয়েছে, শর্ট বা হাফ্-প্যাণ্ট বা 'কাছ' তার মধ্যে একটী, নরম কলার আর একটী। পোষাক্-বিষয়ে কানুন মেনে চ'ল্‌তেই হবে, না হ'লে সেটাকে অমার্জনীয় সামাজিক পাপ ব'লে ধরা হবে, এ-রকম ধারণা এখনও ইংরেজের মধ্যে কিছু-কিছু আছে। পোষাকের কড়াকড়ি নিয়ম বজায় রাখা, বিশেষতঃ সন্ধ্যার নিমন্ত্রণ-সভায়, অভিজাত বা পদস্থ ইংরেজের কাছে তার জাতি-ধর্মের এক অপরিহর্তব্য নিশানা। ইংরেজ ফৌজী অফিসার, বা বড়ো পদের অন্য কর্মচারী, স্বদেশে বিদেশে যেখানেই হোক্ না কেন, দু-তিন জন একত্র থাক্‌লেই, আর তার জন্য লড়াই হাঙ্গামা-হুজ্জুতের মতন অন্য কোনও বাধা না ঘ'ট্‌লে, ঈভনিঙ্-ড্রেসের ফোঁটা আর ছাপ সর্বাঙ্গে মেখে তবে নৈশ ভোজে ব'স্‌বে—নইলে জা'ত যাবে। সর্বাঙ্গে বিভূতি মেখে, ফোঁটা কেটে ছাপ মেরে, খালি ভারতীয় গোঁড়া হিঁদুই ব'সে থাকে না; এই ছাপ-ফোঁটা-বিভূতি, কাপড়-চোপড়ের কড়াকড়ি নিয়মকে আশ্রয় ক'রে অন্য জা'ত বা অন্য ধর্মের লোকেদের মধ্যেও দোর্দণ্ড-প্রতাপে—বোধ হয় আমাদের ছাপ-ফোঁটা-বিভূতির চেয়ে আরও জোরের সঙ্গে—রাজত্ব ক'রৃছে। বিগত মহাযুদ্ধ এসে এ-সব অনেকটা উল্টে-পাল্টে ক'রে দিলে। কম কাপড়ের, আর কাপড়-চোপড় বিষয়ে একটু ঢিলে-ঢালা ভাবে

চলার সুবিধা আর আরাম সকলেই বুঝ্‌লে। ইউরোপেও বড্ড বেশী কাপুড়ে' হ'য়ে থাকার বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন দেখা দিয়েছে ; এমন কি একেবারে 'বিবস্ত্র হ'য়ে কিছুকাল দল-বদ্ধ ভাবে কোনও বনের উপকণ্ঠে বাস করার রেওয়াজও ইউরোপে এসে যাচ্ছে। এই Nudism বা নগ্নতা-চর্য্যা জর্মানিতে খুবই প্রকট ; অনেক সাধারণ গৃহস্থ আর রুচিবাগীশের কাছে এটা একটা আতঙ্কের কথা হ'য়ে উঠেছে। মেয়ে-পুরুষের নাইবার পোষাকে এখন এই Nudism যেন একটু প্রচ্ছন্ন-ভাবে এসে গিয়েছে। The cult of the body—শরীর-সাধন—এই ধূয়া, এখন এই-সব মত আর চর্য্যার পিছনে বিদ্যমান ; এর জন্য প্রাচীন গ্রীক জাতির দোহাইও পাড়া হয়। যাক্‌, ও-সব হচ্ছে গভীর কথা ; আমরা আপাততঃ এই জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে, আরব-সাগরে আর লোহিত-সাগরে, হাফ-প্যাণ্ট বা পাতলুন, কামিজ বা গেঞ্জি, আর মোজা না প'রে খালি পায়ে চপ্পল বা চটি বা ক্যাম্বিসের জুতো প'রে, পরম আরামে আছি। প্রায় সব ইউরোপীয় এই alfresco পোষাক প'রে দিন-রাত কাটাচ্ছে ; খালি পায়ে চটি ; শর্ট বা পেণ্ট্‌লেনের উপরে হাত-কাটা গলা-খোলা কামিজ— ব্যস্‌, এই পোষাকেও ডিনার খেতে পর্য্যন্ত ইংরেজ, জর্মান, ইটালিয়ান, ভারতীয়, কারো বাধ্‌ছে না। ইংরেজের জাহাজ হ'লে পোষাকে এতটা ঢিলা-ঢালা হওয়া বোধ হয় ঘ'ট্‌ত না। এই গরমে ডেকের উপরেও কলার টাই এঁটে অন্ততঃ দুটো জামা—একটা কামিজ একটা কোট—গায়ে চড়িয়ে', মোজা আর ফিতে-আঁটা জুতো পায়ে প'রে, ব'সে-ব'সে ঘামতে হ'ত, আর ক্যাবিনের ভিতরে গরমে এই রকম পোষাকে মূর্চ্ছা যাবার মতন অবস্থা হ'ত। আমাদেরই শ্রেণীতে একজন স্কচ পাদ্রি চ'লেছেন, গলায় উল্টো কলার পরা। প্রথম রাত্রে নৈশ-ভোজের টেবিলে এলেন full canonicals চড়িয়ে'— কালো কোট প্রভৃতি, সব যেমনটী দস্তুর তেমনটী প'রে। কিন্তু তিনি একা প'ড়ে গেলেন। তার পর থেকে তিনি লাউঞ্জ্‌-সুট প'রেই আসেন।

খ্রীষ্টানীর সহিত ব্রিটিশ আভিজাত্য দুই-ই বজায় রাখ্‌বার সাধু চেষ্টা তিনি ক'রেছিলেন, কিন্তু 'জমানা বিগড় গয়া'—অবস্থা তাঁকেও মেনে নিতে হ'ল। ভূমধ্য-সাগরে পৌঁছোলে পরে পোষাক-বিষয়ে এই রাম-রাজত্ব আমাদের থাক্‌বে কি না, জানিনা। কিন্তু ভূমধ্য-সাগরে একটু ঠাণ্ডা প'ড়্‌বে, তখন আর টাই কোট লাগাতে কষ্ট নেই।

ভারতীয়দের মধ্যে দু-জন ভদ্রলোক চলেছেন, আসাম জোড়হাট থেকে। এঁদের একজন হ'চ্ছেন আসামের সুপরিচিত কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুক্ত কুলধর চলিহা, অন্য জন জোড়হাট-অঞ্চলের জমীদার শ্রীযুক্ত গুণগোবিন্দ দত্ত। কুলধর-বাবুর গলায় অসুখ, তাঁর জোরে কথা-বলার শক্তি ক'মে গিয়েছে, তার চিকিৎসা কর্‌বার জন্য, আর একটু ইউরোপ দেখ্‌বার জন্য, তিনি যাচ্ছেন। তাঁর বন্ধুরও উদ্দেশ্য, একটু ইউরোপ দেখা। ভিয়েনাতে এঁর চিকিৎসা হবে। ভারতের রোগীদের চিকিৎসার জন্য ইউরোপে ভিয়েনা একটা প্রধান স্থান হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। কুলধর-বাবু আর তাঁর সঙ্গী যখন বোম্বাইয়ে জাহাজে উঠ্‌লেন, ধুতী পাঞ্জাবী পরেই উঠ্‌লেন। সে জন্য কেউ অবশ্য কিছু গ্রাহ্যই করেনি, আর আমরা অনেকেই প্রশংসার দৃষ্টিতেই দেখেছি। চলিহা-মহাশয়ের সঙ্গে আমি হিন্দীতে আলাপ শুরু ক'র্‌লুম, তিনিও বেশ হিন্দীতে উত্তর দিলেন। পরে যখন শুন্‌লুম তিনি আসাম থেকে আস্‌ছেন, তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে বাঙলাতেই কথা-বার্তা চ'ল্‌ছে; ইনি দেশাত্মবোধ-যুক্ত, সমীক্ষা-শীল, এঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে সুখ আছে।

বাঙালীদের মধ্যে আছেন আমাদের মুখুজ্যে—এই ভদ্রলোক, ভারতীয়-অভারতীয় সকলকে নিয়ে বেশ জমিয়ে' চ'লেছেন। ক'লকাতায় বাড়ী, মোটর-কারের কারবার করেন, পুরাতন গাড়ী ইংলাণ্ড থেকে কিনে ক'লকাতায় আনিয়ে' বিক্রী করেন। মাঝে-মাঝে বিলেতে যেতে হয়। গোল-গাল নাদুস-নুদুস চেহারা, চাল-চলনে কথাবার্তায় এমন একটা ভদ্রতা আর হৃদ্যতা,

এমন একটা দিল-খোলা ভাব আছে, যে সবাই এঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এদিকে খুব হুঁশিয়ার লোক, অনেক কিছুর খবর রাখেন, গল্প-গুজবে হাসি-ঠাট্টা-মস্করাতেও কম নন। উপরে খোলা ডেকে deck quoit খেলার সর্দার ইনি—ইটালিয়ান, গ্রীক, ইংরেজ, ভারতীয়, জর্মান, সবাই প্রায় সারাদিন এই খেলা খেল্‌ছে—জাহাজে ব্যায়াম ক'রে খিদে কর্‌বার একমাত্র উপায়; খেলুড়েদের মধ্যে মুখুজ্যেই প্রধান। আমরা এক টেবিলেই খেতে বসি, সেখানে মুখুজ্যে আসর জমিয়ে' রাখেন। মুখুজ্যের চেহারায় আর মুখেতে বাঙলা 'তরুণী'-ফিল্‌ম্-এর 'মান্‌কে'র মত একটু ছেলে-মানুষী-মাখা সারল্য থাকায়, ভদ্র-লোককে চট্ ক'রে সকলকার প্রিয় ক'রে তোলে। এ রকম সহযাত্রী পাওয়া আনন্দের কথা। আর একজন বাঙালী যাচ্ছেন—সেন-মহাশয়। ইনি তেরো বৎসর পূর্বে প্রথম বিলেত যান, আমিও সে সময়ে লণ্ডনে ছিলুম। সাম-সময়িক আর দু-চার জনের কথা তুলে আমাদের প্রথম আলাপ জ'ম্‌ল। সেন-মহাশয় ক'লকাতার কাস্টম্‌স্ বা চুঙ্গী বিভাগে কাজ করেন; বেশ পড়াশুনো আছে, রস-বোধ আছে, বিগত মহাযুদ্ধে ছিলেন, অনেক কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ তাঁর হ'য়েছে; সব্বাইয়ের সঙ্গে বেশ মেশেন, নানান্ বিষয়ে রকমারি খবর তিনি আমাদের দেন, আর মাঝে-মাঝে বেশ পাকা মন্তব্য করেন। ইনি বেশী বাজে বকেন না; কিন্তু এঁর সঙ্গে আলাপ করাটাও বেশ উপভোগ্য। বাঙালী যাত্রীদের মধ্যে ইনি আমাদের একটী মস্ত asset বা পুঁজী স্বরূপ। আর একজন আছেন, বেশ সদালাপী, বিলেতে থেকে একাউণ্টেন্সী বা হিসাব-বিদ্যা পড়েন, ছুটিতে দেশে এসেছিলেন, আবার ফির্‌ছেন: ইনি একটু ভোজন-বিলাসী, মুখুজ্যে-মশাই এঁর নাম দিয়েছেন 'ব্যারন-অভ্-গ্যাস্ট্রনমি,' সংক্ষেপে 'ব্যারন'।

একটা বিষয় দেখে বেশ আনন্দ হয়—deck quoit খেলায় ভারতীয়েরা পুরো দস্তুর যোগ দিয়েছে। শরীর-চালনায় ভারতীয়েরা কাতর, এই রকম

একটা কথা শোনা যেত’; কিন্তু সারা দিন ধ’রে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়েরাই এই খেলার আসর সর-গরম রেখেছে, বিশেষতঃ জন কয়েক বাঙালী, মারহাট্টী আর দক্ষিণী ছেলে। একজন গ্রীক ছোকরা, জন কতক ইটালিয়ান, মাঝে-মাঝে জন কতক রুষ, জর্মান, কচিৎ কখনও একজন ইংরেজ—এদেরও খেলতে দেখা যায়। এতে ভারতীয়দের সম্বন্ধে লোকের ধারণা ভালো-ই হয়।

অন্য জা’তের লোকেরা একটু চুপ-চাপ ক’রেই চ’লেছে—হয় ঘুমুচ্ছে, নয় ডেক-চেয়ারে ব’সে-ব’সে বই নিয়ে প’ড়ছে। লাহোর থেকে একজন ধনী চামড়ার-ব্যবসায়ী যাচ্ছেন, তিনি স্কুলে কখনও পড়েন নি, ইংরিজি-উর্দু অভিধান নিয়ে ব’সে-ব’সে নিজের ইংরিজির পুঁজী বাড়াচ্ছেন। ভদ্রলোকের এই প্রশংসনীয় অধ্যবসায় দেখে, তাঁর ব্যবসাও যে বেশ বাড়-বাড়ন্ত তা সহজেই বোঝা যায়। পাঞ্জাবী তরুণ স্বামী-স্ত্রী দুজন যাচ্ছেন; পাঞ্জাবী হিন্দু, মেয়েটীর বয়স আঠার-কুড়ি হবে, খুব সুশ্রী দেখ্‌তে, স্বামীটীর বয়স পঁচিশ-ত্রিশের মধ্যে; ধরণ-ধারণ দেখে মনে হয়, নূতন বিবাহিত; এরা নিজেদের নিয়েই মশগুল, এদের চাল-চলন দেখে আমাদের দ্বারা এদের নামকরণ হয়েছে ‘কপোত-কপোতী’ বা love-birds।

২৩শে মে বোম্বাই ছেড়েছি, ৩০শে সুয়েজের খাল দিয়ে পোর্ট-সাইদ, আর ৩রা জুন ভেনিস। জাহাজের পর্বটা এই ভাবেই শেষ হবে ব’লে মনে হয়—ব’সে-ব’সে নানান্ জা’তের মেয়ে পুরুষের দৈনন্দিন জীবন-পদ্ধতি দেখা, যদিও তার সবটা সুন্দর বা শোভন নয়; আর নানা বিষয়ে চিন্তা করা, আর খেয়াল দেখা।

এ কয়দিন সমুদ্র আর আকাশ চমৎকার ছিল, জাহাজ একটুও দোলে নি, আমরা যেন পুখুরের উপর দিয়ে এসেছি। বর্ধন-মহাশয় এক সাধক মহাপুরুষের ভক্ত; তাঁর বিশ্বাস, এই মহাপুরুষটী তাঁকে আশীর্বাদ ক’রেছিলেন ব’লেই সমুদ্রে ঝড়-ঝাপটা হয় নি। মহাপুরুষটী আমাদের ‘বিরিঞ্চি বাবা’র একই আখড়ার নয় তো?

[৩]

ভেনিস্—ভিয়েনার পথে

জলপথের যাত্রা প্রথম কয়দিন একটু ভালো-ই লাগে। মহাসাগরের হাওয়ায় যেন স্থলের কর্ম-ব্যস্ততাকে উড়িয়ে' নিয়ে যায়, আমরা একটু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু মাটীর সঙ্গে আমাদের নাড়ীর টান, দিন-কতক একটু আরাম উপভোগ কর্‌বার পরে আবার শুখ্‌নো ডাঙার জন্য প্রাণ আই-ঢাই ক'র্‌তে থাকে। রাত আট্‌টার পরে জাহাজ পোর্ট-সাইদে পৌঁছুল'। আমরা আশা ক'র্‌ছিলুম যে জাহাজ-ঘাটায় জাহাজ ভিড়্‌বে, আমরা বিনা ঝঞ্ঝাটে ডাঙায় নাম্‌বো। তা হ'ল না, জাহাজ নঙ্গর ক'র্‌লে শহর থেকে দূরে, জলের মধ্যে-ই। লাঞ্চে ক'রে শহরে যেতে হবে, অবশ্য জাহাজ-কোম্পানীর নিখরচার লাঞ্চ। প্রথম বার যারা ইউরোপ যাচ্ছে, ছেলে-ছোকরার দল, তারা উৎসাহ ক'রে শহর দেখ্‌তে বেরুল'। পোর্ট-সাইদ আগে আমার দু'বার দেখা, কোনও বৈচিত্র্য নেই—তাই আমি রাত্রে আর নাম্‌লুম না। যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা কিছু খরচ ক'রে ফির্‌লেন—খামখা আধা-অন্ধকার রাস্তায় ট্যাক্সি বা ঘোড়ার-গাড়ী ক'রে খানিক ঘুরে', আর আরব ভোজনশালায় কিছু খেয়ে।

পোর্ট-সাইদ ছেড়ে, ব্রিন্দিসি-মুখো হ'য়ে জাহাজ চ'ল্‌ল। দুদিন পরে ব্রিন্দিসি পৌঁছুবার কথা। এখন যা একঘেয়ে' লাগ্‌ছে,: জাহাজের এই জীবন পূর্ববৎ চ'লেছে। একটা ছোটো ঘটনাতে হঠাৎ একদিন ইউরোপের লোকেদের মজ্জাগত বর্ণ-বিদ্বেষ প্রকাশ পেলে। এই রকম একটা বর্ণ-বিদ্বেষ, বা বিদ্বেষাভাস, গৌরবর্ণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বত্রই অল্প-বিস্তর বিদ্যমান। একটু কালো রঙের একটী মাদ্রাজী ছোকরা, রীতা ব'লে যে ছোট্টো নরউইজীয়-রুষীয় খুকীটীর কথা আগে ব'লেছি, তাকে একটু বেশী ক'রে কোলে নেয়,

আদর করে। এটা রীতার মায়ের পছন্দ হয় না—যতদিন গোরা রঙের ভারত-বর্ষীয়েরা কিংবা চীনারা খুকীকে আদর ক'রছিল, ততদিন কোনও কথা কেউ বলে নি। কিন্তু একটা কালো রঙের ভারতীয়কে তার শিশু মেয়েকে আদর ক'রতে দেখে, সে নাকি শুনিয়ে'-শুনিয়ে' একদিন বলে—'কালা আদমী যা আমার খুকীকে কোলে করে, বা আদর করে, সেটা আমি পছন্দ করি না।' এই কথা শোনার পর থেকে আমরা এদের একটু পাশ কাটিয়ে'ই চ'লতুম। মাদ্রাজী ছেলেটী আমাদের মহলে একদিন খুব উষ্মা প্রকাশ ক'রলে, শ্বেতকায় জাতির সম্বন্ধে কতকগুলি স-কারণ আর অ-কারণ গালি-গালাজ ক'রলে; তবে তাদের শ্রুতিপথের বাইরে, এই সুবুদ্ধিটুকু তার ছিল।

গ্রীসের ধার দিয়ে আমাদের জাহাজ চ'ল্‌ল—ডান দিকে ক্রীট-দ্বীপের অংশ, আর পরে ইওনীয় দ্বীপ-পুঞ্জের কতকগুলির পাহাড়ে' তীর-ভূমি দেখা গেল। এই খানটায় আমার এক বন্ধুর খেয়াল-মতন তাঁর অনুরোধ পালন ক'রলুম, গ্রীস আর ইটালীর মাঝে, তাঁর রচা একখানি বাঙলা কবিতার বই তাঁর হ'য়ে অর্ঘ্য-স্বরূপ জলে ফেলে দিয়ে, ভূমধ্য-সাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কাছে নিবেদন ক'রলুম। বইখানিতে তিনি ইংরিজিতে লিখে দিয়েছিলেন—To the Mediterranean, Mother of Modern Civilisation : গ্রীস আর রোমের অমর সংস্কৃতির কাছে, এবং গ্রীস আর রোমের ধাত্রী-স্বরূপ ভূমধ্য-সাগরকে হব্য-বাহন বা নৈবেদ্য-বাহন ক'রে, জনগণ-মন-অধিনায়ক মানব-ভাগ্য-বিধাতার নিকটে তাঁর এই পূজোপায়ন প্রেরিত হ'ল; সমুদ্রের জলে বই ভেসে তলিয়ে' গেল, দু-দিনেই লোনা জলের মধ্যে কাগজের বইয়ের পরি-সমাপ্তি হবে—কিন্তু বন্ধুবরের এই অভিনব অর্চনার অন্তর্নিহিত ভাবটী আমার বেশ লাগ্‌ল।

২রা জুন সকাল সাড়ে-আট্‌টায় ব্রিন্দিসিতে আমাদের জাহাজ ধ'রলে। শহরে নেমে, তার পাথরে-মোড়া সড়কগুলি ধ'রে খানিক ঘুরে এলুম। একটা

বাজারে দেখ্লুম, খুব ফল বিক্রী হ'চ্ছে। টকটকে' লাল চেরি'-ফল-ই বেশী। জাহাজে ফিরে এসে কতকগুলি চিঠি পেলুম—বাড়ীর চিঠি, ইউরোপের দু'চার জন বন্ধুর চিঠি,—ভেনিস্ থেকে জাহাজ-কোম্পানী ভদ্রতা ক'রে ব্রিন্দিসিতে সব যাত্রীর চিঠি পাঠিয়ে' দিয়েছে।

৩রা জুন সকালে আমরা ভেনিসে পৌছুলুম। সেই পরিচিত Lido লিদো-দ্বীপ—এখন সেখানে বিস্তর বাড়ী-ঘর হ'য়েছে; তার পরে নীলাম্বু-চুম্বিত-পদ প্রাসাদ-মালিনী সাগর-বধূ ভেনিস-নগরী—সকালের মিষ্টি রোদ্দুরে উদ্ভাসিত হ'য়ে দেখা দিলে। পূর্ব-পরিচিত San Marco সান মার্কোর গির্জার Campanile 'কাম্পানিলে' বা ঘড়িঘর, প্রাচীন চুঙ্গী-দপ্তর, Madonna della Salute 'মাদোন্না-দেল্লা-সালুতে'র গির্জার বৃহৎ গুম্বজ, এ-সব দৃষ্টিগোচর হ'ল। ভেনিসের বন্দরে দেখা গেল—চার-পাঁচ খানা ফরাসী মানোয়ারী জাহাজ নঙ্গর ক'রে র'য়েছে; এদের সাদা রঙের বিরাট লোহার খোল, আর প্রভাতের বাতাসে উড়্ছে তে-রঙা ফরাসী ঝাণ্ডার লাল-সাদা-নীল রঙ—সগৌরবে ফরাসী জাতির জয়-জয়কার ঘোষণা ক'র্ছে। সবুজ-সাদা-লাল রঙের ঝাণ্ডা উড়িয়ে' খান দুই ইটালিয়ান যুদ্ধ-জাহাজও র'য়েছে দেখা গেল।

জাহাজ ক্রমে Lloyd-Triestino লয়েড্-ত্রিয়েস্তিনোর আপিসের লাগাও জাহাজ-ঘাটায় ভিড়্ল। আমরা আগে থাক্‌তেই জিনিস-পত্র গুছিয়ে' প্রাতরাশ সেরে তৈরী হ'য়ে আছি। আমার একটা বড়ো চামড়ার বাক্স সরাসরি লণ্ডনে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে, জাহাজওয়ালাদের হাতে সেটা দিয়েছি। ছোটো দুটো লগেজ—একটা চামড়ার বাক্স, একটা কাম্বিসের থ'লে—জাহাজওয়ালারাই ডাঙায় নামিয়ে' দিয়ে কাস্টম্‌স্-আপিস পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবে, এই আশ্বাস দিয়েছে। মাল নামিয়ে', প্রায় সকলেই মতলব ক'র্ছেন, সোজা লণ্ডনের জন্য ট্রেন ধ'র্বেন। জাহাজেই পাসপোর্ট দেখে ছাপ মেরে আমাদের ডাঙায় নাম্‌বার অনুমতি দিলে। আমরা তখন একে-একে কাস্টম্‌স্-আপিসের প্রশস্ত হলে

এসে জমা হ'লুম—এই আপিস জাহাজ-ঘাটার সামনেই; পাশেই লয়েড-ত্রিয়েস্তিনোর আপিস। একটী হল-ঘরে যাত্রীদের অপেক্ষা করবার ব্যবস্থা ক'রেছে—মার্বল পাথরের মেঝে, চেয়ার-বেঞ্চি আছে; হলের এক দিকে মুসোলিনির এক বিরাট্ ছবি, আর এক দিকে ইটালির রাজার। পাশের আর একটা বড়ো হলে কাঠের সারি-সারি মাচা—এগুলির উপরে যাত্রীদের বাক্স-পেঁটরা রাখা হয়, চুঙ্গীর কেরানীরা এসে বাক্স খুলে' দেখে, কোনও জিনিসের মাশুল আদায় করবার হ'লে তা আদায় ক'রে ছাড়-স্বরূপ বাক্সের গায়ে খড়ী দিয়ে ঢেরা কেটে দেয়,—যাত্রী তখন খালাস পায়, মাল-পত্র নিয়ে চুঙ্গীখানা থেকে বেরোতে পারে। আমাদের বাক্স-টাক্স কাস্টম্স্-আপিসের হলে এসে জমা হবে, এই আশায় আমরা অপেক্ষা ক'র্তে লাগ্লুম। জাহাজ থেকে মাল গড়িয়ে' আসবার টানা গ'ড়েন-পথ ক'রে দিয়েছে দুটো—সিঁড়ির মতন ধাপ নেই, কাঠের পাটাতন দিয়ে বাক্স পেঁটরা সব ঘষড়ে'-ঘষড়ে' গড়িয়ে' এসে, নীচে জেটির উপরে প'ড়ছে, সেখানে সেগুলো মোটরে চালানো ছোটো-ছোটো গাড়ীতে বোঝাই ক'রে কাস্টম্স্-আপিসে চালান ক'রে দিচ্ছে। আমার মাল দুটোর কোনও খোঁজ নেই। আধ ঘণ্টা আধ ঘণ্টা ক'রে প্রায় ঘণ্টা দুই অতীত হয় দেখে, আমি ত্যক্ত হ'য়ে জাহাজের উপরে উঠ্লুম, আমার মালের খোঁজে। দেখি, এক জায়গায় বাক্স ট্রাঙ্ক সুট্-কেস হোল্ড্-অল টিনের পেঁটরা প্রভৃতির পাহাড় প্রমাণ গাদার মধ্যে প'ড়ে র'য়েছে। অতি কষ্টে দুটোকে বা'র ক'রে নীচে চালান ক'রে দিলুম—তখন মাল কাস্টম্স্-আপিসে পরীক্ষার জন্য এসে গেল।

আমাদের সঙ্গে একটী মহারাষ্ট্রীয় ডাক্তার যাচ্ছিলেন—ডাক্তার শ্রীযুক্ত ম. র. চোলকর; এঁর সঙ্গে খুব আলাপ হ'য়েছিল। পঞ্চাশের উপরে বয়স, টাক মাথা, সদালাপী, প্রসন্ন হাসি মুখে লেগেই আছে; নাগপুরে ডাক্তারী

করেন, ভিয়েনা যাচ্ছেন দুই-একটী হাঁসপাতালের কাজ দেখ্‌বার জন্য; সারা পথ একখানি জর্মান ব্যাকরণ নিয়ে জর্মানের চর্চা ক'রতে-ক'রতে চ'লেছেন। ইনিও শুখ্‌নো-মুখে নিজের মালের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন,· জাহাজে উঠে এঁকেও অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রতে হয়,—পরে এঁরও জিনিস-পত্র এসে গেল। সঙ্গে ছিলেন অরুণ মিত্র ব'লে একটী বাঙালী ভদ্রলোক—বিলাতে অধ্যয়ন করেন, ইনি সোজাসুজি লণ্ডন যাবেন। আমরা তিনজনে একখানি gondola 'গন্দোলা' নৌকা ভাড়া ক'রে রেল-স্টেশনের দিকে রওনা হলুম। অরুণ-বাবু সেখানে লণ্ডনের ট্রেন ধ'রে দুপুরের মধ্যেই যাত্রা ক'রবেন, আমরা লগেজ-আপিসে আর আমাদের মাল-পত্র জমা ক'রে দিয়ে আস্‌বো—সন্ধ্যের দিকে আমাদের ভিয়েনা-গামী গাড়ী রোম থেকে আস্‌বে, সারা দিন শহরটায় একটু ঘুরে, যথা-সময়ে স্টেশনে এসে গাড়ী ধ'রবো।

জাহাজ থেকে মাল নামানোর ব্যাপারে দেখা গেল, ইটালিয়ানরা এ-সব কাজে এখনো খুব-ই ঢিলে-ঢালা, ইংরেজদের মতন চট্‌পটে' মোটে-ই হয়নি। বোম্বাইয়ে ইংরেজের শেখানো ভারতীয় কেরানী আর কুলীরা আরও দ্রুত যাত্রীদের মাল নামিয়ে' খালাস ক'রে দেয়। যাত্রীদের মাল-পত্র বাক্স-পেঁটরার প্রতি ভারতীয় কুলীদের একটা মায়া-মমতা আছে—মাথা থেকে নামানোর সময়ে, ঠেলে নিয়ে যাবার সময়ে, একটু বাঁচিয়ে' চলে; ইটালিয়ান কুলীরা, মালিক সামনে না থাক্‌লে, লা-পরওয়া হ'য়ে লগেজগুলি দুম-দাম ক'রে কাঁধ থেকে মাটীতে ফেলে দেয়, জিনিস-পত্র জখম হ'ল কি না হ'ল, সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। এই যে ভারতীয় কুলীদের একটা কোমলতা,—এটা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিরই একটী প্রকাশ-মাত্র। অন্য-অন্য ব্যাপারেও ভারত আর অন্য দেশের মধ্যে এই রকম সমস্ত বিষয়ে একটা পার্থক্য আমি লক্ষ্য ক'রেছি।

মুসোলিনির দাপটে ইটালিয়ানরা একটী বিষয়ে ভদ্র হ'চ্ছে, দেখা গেল।

গন্দোলা ভাড়া করা আগে ভেনিসে একটা বড়ো-ই 'ঘটা'র ব্যাপার ছিল—বিদেশী যাত্রী দেখ্‌লে গন্দোলার মাঝিরা অন্যায় ভাবে বেশী ভাড়া নিত, নানা রকমে যাত্রীদের 'তঙ্গ্' ক'র্‌ত। এবারে দেখ্‌লুম, 'কাস্টম্‌স্-আপিসের ঘাটে কালো কোর্তা পরা এক Fascist ফাশিস্তী পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে' আছে; গন্দোলার ভীড়কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে দিচ্ছে, আর গন্দোলাওয়ালাদের কত ভাড়া দিতে হবে তা যাত্রীদের ব'লে দিচ্ছে। আমাদের ব'লে দিলে, Ferrovia 'ফের্‌রো-ভিয়া' বা রেল-লাইন অর্থাৎ রেল-স্টেশন পর্য্যন্ত আমরা যাবো, আমাদের Treidieci 'ত্রেইদিয়েচি' অর্থাৎ তেরো লিরা দিতে হবে, পাছে আমরা বুঝ্‌তে না পারি তাই আঙুল দিয়ে ইশারা ক'রে জানালে, পাঁচ আর পাঁচ দশ আর তিনে তেরো। যাঁরা আগে ইটালিতে ভ্রমণ করেছেন, তাঁরা জানেন, এই 'একদর'-এর ব্যবস্থা কতটা আরামপ্রদ।

কতকগুলি বুড়ো লোক লগী হাতে ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে'—যাত্রী নেবার জন্য ঘাটে ভিড়্‌ছে এমন নৌকা এরা লগী দিয়ে একটু টেনে নিয়ে এল', আর যাত্রী চড়বার সময়ে হাত দিয়ে নৌকা ছুঁয়ে রইল', তার পরে মাথার টুপী ছুঁয়ে' সেলাম ক'রে দাঁড়াল'—কিঞ্চিৎ বখ্‌শীশ। এই রকম বুড়ো লোক, গরীব লোক, কিছু কাজের বা সেবার ভাব দেখিয়ে' খামখা বখ্‌শীশের দাবী ক'রে বসে—ইটালির এ রীতি এখনও বদলায়নি। এদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য দু-এক পয়সা দিতেই হয়। গন্দোলায় ক'রে চ'ল্‌লুম্—ভেনিস শহর তার প্রাসাদাবলীর সমৃদ্ধ শোভা নিয়ে পূর্ব্বেরই মত বিরাজমান; এতক্ষণ ধ'রে জাহাজ-ঘাটার রোদ্দুরে আর চুঙ্গীখানার হট্টগোলে লগেজ নিয়ে যে বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছিলুম, মেজাজ যে তিক্ত হ'য়ে উঠেছিল, এখন গন্দোলায় চ'ড়ে, বেলা সাড়ে-দশটার অপ্রখর রোদ্দুরে ভেনিসের প্রাচীন সব বাড়ীর রেখা-সুষম রৌদ্রোদ্ভাসিত সৌন্দর্য্য দেখ্‌তে-দেখ্‌তে সে ভাবটা কেটে গেল, চিত্ত প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল। যেখানে যেখানে একটা খাল আর

একটার সঙ্গে মিশেছে, মিশে খালের মোড় বা চৌরাস্তার ('চৌখালা'র) সৃষ্টি ক'রেছে, সেখানে সেখানে একটু আগে থেকেই আমাদের গন্দোলার মাঝি—হাঁক দিচ্ছে,—অন্য গন্দোলার মাঝি যাতে সাবধান হয়। ভেনিসের গন্দোলা প্রাচীন ভেনিসের এক অতি রোমান্সময় স্মৃতিচিহ্ন। একজন ক'রে দাঁড়ি পিছনে দাঁড়িয়ে' দাঁড়িয়ে' লগী দিয়ে এই নৌকা চালায়। আগে এদের খুব জমকালো পোষাক হ'ত, বিশেষতঃ অভিজাত লোকের ঘরোয়া গন্দোলা হ'লে। আজকাল ভাড়াটে' গন্দোলায় মাঝিদের এক রকম উর্দী হ'য়েছে, জাহাজের খালাসীদের মত পোষাক, সাদা ঢিলে ইজের, হাত কাটা ব্লাউসের মত সাদা জামা, আর নীল রঙের স্কন্ধ- ও পৃষ্ঠ-বস্ত্র, মাথায় নীল খালাসী টুপী। গন্দোলার গলুইয়ে একটা ক'রে ইস্পাতে-তৈরী ফলকের মতন থাকে, এগুলি গন্দোলার বিশিষ্ট অলঙ্করণ। অনেক সময়ে এই-সব ইস্পাতের ফলকে অলঙ্কার-স্বরূপ নানা রকম খোদাই বা ছেনী-কাটা কাজ থাকে; ভেনিসের ধাতু-শিল্পের খুব সুন্দর নিদর্শন এগুলি। আগে আমাদের দেশে বড়ো লোকের দরজায় প্রাচীন কালের বাহন হাতী-ঘোড়া বাঁধা থাকৃত, গাড়ী হাজির থাকৃত, এখন মোটর তৈয়ারী থাকে; ভেনিসের খালের উপর যে-সব বড়ো-বড়ো বাড়ী আছে, জলের উপরেই তাদের দরজায় গন্দোলা বাঁধা থাকে; গন্দোলা বাঁধবার জন্য লম্বা-লম্বা রঙ করা কাঠের খোঁটা বা থাম, বাড়ীর মালিকের coat of arms বা বংশের লাঞ্ছনের চিত্র দ্বারা অলঙ্কৃত,—ভেনিসের খাল-পথের ধারে-ধারে খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে' এই-সব রঙচঙে থাম, খাল-পথের শোভা বর্ধন ক'রছে।

রেল-স্টেশনে পৌঁছে, ডাক্তার চোলকর আর আমি আমাদের মালগুলি লগেজ-আপিসের হেফাজতে রেখে দিলুম, অরুণ-বাবু তাঁর গাড়ী পেয়ে তাতে চ'ড়ে ব'স্‌লেন।

সারাদিন ভেনিস শহরে পূর্ব পরিচিত সান-মার্কো অঞ্চলটায় ঘুরে' বেড়ালুম। চমৎকার লাগ্‌ল। তেরো বছরে শহরের বাহ্য রূপে বিশেষ কোনও

পরিবর্তন লক্ষ্য হ'ল না। প্রথমেই আমরা টমাস কুকের আপিসে গিয়ে ভিয়েনা পর্য্যন্ত টিকিট কিন্‌লুম—তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটের জন্য নিলে ১৩০ লিরা, অর্থাৎ প্রায় ৩৯ টাকা। আমার শহর দেখার সঙ্গী, আমাদের আ[illegible] সহযাত্রী দুজন—শ্রীযুক্ত কুলধর চলিহা ও শ্রীযুক্ত গুণগোবিন্দ দত্ত, ভেনিসের সান্-মার্কোর চত্বর, সান-মার্কোর গির্জা, অতীত কালের ভেনিসের শাসক Doge 'দোজে'-উপাধি-ধারী রাজার বাড়ী (এই 'দোজে' শব্দটা ভেনিসীয় উপভাষার শব্দ, শুদ্ধ ইটালিয়ানে এর প্রতিরূপ হ'চ্ছে duce 'দুচে'; 'দুচে' শব্দ মুস্‌সোলিনির উপাধি-স্বরূপ এখন ব্যবহৃত হয়; এ শব্দ দুটী-ই হ'চ্ছে লাতীন dux 'দুক্স্' শব্দ থেকে, 'দুক্স্' মানে নেতা—ফরাসীর duc, ইংরিজির duke)। সান-মার্কোর চত্বরের ধারে সব দোকান, আর আশে-পাশে কতকগুলি সরু-সরু রাস্তায় দোকান-পাট; এই অঞ্চলটায় বেশী ক'রে ঘোরা গেল। সান-মার্কোর গির্জা আমার অতি প্রিয়। Byzantine বিজান্তীয় বাস্তু-রীতিতে তৈরী খ্রীষ্টান ধর্মের এই মন্দিরটী Ruskin র‍্যসকিন্ প্রমুখ অনেক শিল্প-রসিককে মুগ্ধ ক'রেছে। এর ভিতরের mosaic 'মোসাইক' বা পচ্চেকারী কাজ এই রীতির চিত্র-শিল্পের এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই গির্জাটীই ঘুরে ফিরে খুব দেখা গেল।

১৯২২ সালে ভেনিসে এসে চার-পাঁচ দিন ধ'রে এই গির্জাটী বেশ ক'রে দেখে নিয়েছিলুম; এরূপ সুন্দর পরিকল্পনার দেবমন্দির দেখে আমার তৃপ্তি আর হয় না। ভিতরটায় ছাতের নীচের দিকে যেন সোনা ঢালা—সোনালী জমির উপর লাল কালো নীল রঙের কাচের কুঁচি দিয়ে বিজান্তীয় রীতিতে অঙ্কিত মোসাইক্ বা পচ্চেকারী চিত্র। মন্দিরের মধ্যকার নানা রঙীন পাথরের থাম, রঙীন পাথরের নক্সাদার মেঝে; আর উপরের দু-একটা কাচের জানালা দিয়ে সূর্য্যরশ্মি এসে, ভিতরে গম্বুজ কটার নীচে জমাট আধো-আঁধারকে যেন বড়ো বড়ো টুক্‌রো ক'রে কেটে দিয়েছে। এই মন্দির-প্রসঙ্গে ১৯২২ সালের

একটী ক্ষুদ্র ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। আগে ইটালি-দেশে ভ্রমণ-কালে দেখেছি, প্রায় সব গির্জার ভিতরে, বেশ লক্ষণীয় স্থানে একটা ক'রে ইস্তাহার থাকে—La Chiesa e la Casa di Dio : Vietato Sputare—'লা কিএজ়া এ লা কাজ়া দি দিও ; ভিএতাতো স্পুতারে'—অর্থাৎ "গির্জা হ'চ্ছে দেবতার ঘর ; থুথু-ফেলা নিষিদ্ধ।" এই সান-মার্কো গির্জাতে ব'সেই আমার অভিজ্ঞতা হয় যে, এইরূপ ইস্তাহারের আবশ্যকতা ইটালিতে ছিল,—বোধ হয়, এখনও আছে। সান-মার্কো গির্জায় একটী বিজান্তীয় যুগের Icon বা দেবতার চিত্র আছে—যীশুকে কোলে ক'রে মা-মেরীর ছবি ; এটী এই মন্দিরের একটী বড়ো জাগ্রত দেবতা। এই চিত্রের সামনে ব'সে, ১৯২২ সালের দর্শনের সময়ে একদিন দেখি, একদল পাদ্রি ব'সে খুব ঘটা ক'রে Litany বা মা-মেরীর শতনাম জপ ক'রছে। সামনা-সামনি চেয়ারে দু-সারিতে জন আষ্টেক পাদ্রি ব'সেছেন, সবুজ আর জরী-দেওয়া খুব জমকালো পোষাক প'রেছেন, পাদ্রির কালো পোষাকের উপরে। এক দল একটা লাতীন মন্ত্র স্থর ক'রে পাঠ করেন, যেমন Mater Dei 'মাতের্ দেই' অর্থাৎ "দেবমাতা" বা "ঈশ্বর-মাতা" অন্য দল তেমনি স্থরে জবাব স্বরূপ ধুয়া পাঠ করেন—Ora pro nobis 'ওরা প্রো নোবিস্' অর্থাৎ "আমাদের জন্য প্রার্থনা করো"। এইভাবে মা-মেরীর যত গুণবাচক নাম—যথা, Rosa Mystica 'রোজ়া মিস্তিকা' অর্থাৎ "দৈব-রহস্যময়ী গোলাপপুষ্প" Mater Dolorosa 'মাতের দোলোরোসা' অর্থাৎ "দুঃখময়ী বা বিষাদিনী মাতা", Turres eburnea 'তুর্‌রেস এবুর্নেআ' অর্থাৎ "গজ-দন্তময় স্তম্ভ-স্বরূপিণী" প্রভৃতি একদল পাঠ করেন, আর অন্য দল "আমাদের জন্য প্রার্থনা করো", এই ধুয়ায় উত্তর দেন। বেশ ভারিক্কে পুরুষের গলা, বিরাট্ মন্দির গম্-গম্ ক'রছে, সমবেত গীতধ্বনির প্রতিধ্বনি আসছে গির্জাকে যেন কাঁপিয়ে'। মূর্তির সামনে বাতি জ্ব'লছে, ধূপ-ধূনার গন্ধে আর ধোঁয়ায় মন্দির পরিপূর্ণ, হাত-জোড়

ক'রে ভক্ত-পূজারীর দল ব'সে আছে, হাঁটু গেড়ে—ঠিক আমাদের পূজা-বাড়ীর ভাব; আমি হিন্দু-সন্তান এই দৃশ্যটীকে বেশ উপভোগ ক'র্‌ছি, মন্দিরের দুটী থামের মাঝে একটু উঁচু স্তম্ভ-পাদ-পীঠে ব'সে; সব ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ লাগ্‌ছিল; রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মের নানা দেবতার মধ্যে, কেমন ভাবে পিতা ঈশ্বর ও পুত্র যীশুর উপরেও মাতা মেরী বা মারিয়ার পূজার প্রসার লাভ ক'রেছে, তাই ভাব্‌ছি—কেমন ক'রে সেই জগজ্জননী যাঁকে আমারা ভারতবর্ষে উমা বা দুর্গা বা কালী ব'লে পূজা করি, তিনি রোমান-কাথলিক ধর্মে মাতৃদেবী মেরীর বিগ্রহ ধারণ ক'রে ব'সেছেন তা দেখে পুলকিত হ'চ্ছি—এমন সময়ে দেখি, একটা ইটালিয়ান লোক, ময়লা কাপড়-চোপড় পরা, হাতে টুপী, বাইরে থেকে এসে, আমি যে কোণে থামের তলায় ব'সেছিলুম সেখানে দাঁড়াল'। আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকালে, তার পরে খুব আওয়াজ ক'রে গলা খাঁখার দিয়ে খানিকটা থুথু আর কফ মন্দিরের ভিতরেই মেঝেতে ফেল্‌লে। তার এই বীভৎস বর্বরতা দেখে আমি তার দিকে একটা বিষাক্ত দৃষ্টি হান্‌লুম। তাতে সে একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে, তার চার্লি-চাপ্‌লিন-মার্কা বিরাট জুতো দিয়ে থুথুটা মেঝের উপর লেপে দিলে। আমি আর সেখানে থাকতে পার্‌লুম না, সেখান থেকে স'রে গিয়ে, আর একটা কোণে গিয়ে ব'স্‌লুম। লোকটা তখন কি ভেবে চ'লে গেল।

তেরো বছর আগে ইটালির এই অবস্থা ছিল। দক্ষিণ-ইটালিতে গির্জার ইমারতে—বাইরে থেকে—আরও নোংরামি দেখেছি,—কাশীর অহল্যাবাঈ-ঘাট বা মুন্সী-ঘাট বা অন্য ঘাটের মত। (সুখের বিষয়, গঙ্গার তীরের ঘাটগুলি নোংরা করা বন্ধ ক'রতে কাশীর মিউনিসিপালিটি সচেষ্ট হ'চ্ছেন, এবার তা দেখে এলুম)। এবার কিন্তু থুথু-ফেলা-বিষয়ক ইস্তাহারটা সান-মার্কো গির্জায় দেখলুম না। বোধ হয়, মুস্‌সোলিনির হুকুমে ইটালিয়ানরা

এ বিষয়ে এখন একটু পরিষ্কার, একটু ভদ্র, একটু শ্রদ্ধাশীল হ'তে শিখ্‌ছে। আমরা কবে তা হবো?

" ভেনিস একটা Ville d'Art—অর্থাৎ শিল্প-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ নগরী। এখানকার কাচের কাজ, চামড়ার কাজ, স্থতোর লেস্‌ বা চিকন কাজ, পিতলের কাজ, আর অন্যান্য নানা মণিহারী জিনিস বিশ্ব-বিখ্যাত। দোকানের কাচের জানালায় যে-সব মনোমুগ্ধকর জিনিসের পসরা দিয়ে রেখেছে, সেগুলি থেকে চোখ ফেরানো যায় না, যেন শিল্প-দ্রব্যের প্রদর্শনী খুলে দিয়েছে। শহরটীতে ঘুর্‌লে কেবল আমাদের কাশীর কথাই মনে হয়—সরু-সরু গলি, উঁচু-উঁচু বাড়ী, দু পা যেতে-না-যেতেই একটী ক'রে দেবালয়—কাশীতে যেমন শিবালয়, ভেনিসে তেমনি গির্জা—বিস্তর বাড়ীর দেওয়ালে কুলুঙ্গীতে দেবতার মূর্তি—ভেনিসে যীশু বা মা-মেরীর মূর্তি, আর কাশীতে শিবলিঙ্গ বা মহাবীরজীর মূর্তি।

সঙ্গীদের নিয়ে বেড়াচ্ছি, মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপনের ব্যবস্থা ক'র্‌তে হবে, ডাক্তার চোলকর মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, নিরামিষাশী, আর চলিহা ও দত্ত ডাঙ্গরিয়া-দ্বয়ের হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস চ'ল্‌বে না। খুঁজে পেতে একটা ভেজিটেরিয়ান রেস্তোরাঁ বার ক'র্‌লুম। আহার বেশ হ'ল, তবে দামটা একটু বেশী নিলে ব'লে মনে হ'ল।

এইরূপে ঘুরে-ফিরে, সন্ধ্যের দিকে স্টেশনে ফিরে আসা গেল। আমাদের গাড়ী রোম থেকে আস্‌ছে—রোম, ফ্লরেন্স, বোলোঞ্ঞা, পাদোবা বা পাদুয়া, ভেনিস, উদিনে, তাবিসো, ভিল্লাখ, ভিয়েনা, তার পরে ক্রাকাউ, ভার্শাভা বা ওয়ার্স—এই হ'চ্ছে এর দৌড়; চারটে রাজ্যের ভিতর দিয়ে এই ট্রেণ যাবে। ইটালীয়, জর্‌মান, চেখ—আর পোলদেশ পর্য্যন্ত যে গাড়ীগুলি যাবে তাতে পোলীয়—এই চার ভাষাতে রেলের নোটিস লেখা। স্টেশনে আমরা গাড়ীর জন্য অপেক্ষা ক'র্‌তে লাগলুম। ইটালির অনেক রেল-স্টেশনে যাত্রীদের জন্য

আট-দশ লিরায় কাগজের বড়ো-বড়ো ঠোঙায় ক'রে আহার্য্য-দ্রব্য বিক্রী করে; গাড়ীর রেস্তোরাঁ-কার-এ খেতে গেলে অনেক দর পড়ে, এই কাগজের ঠোঙায় যে Colazione 'কোলাৎসিওনে' বা ভোজ্য পাওয়া যায়, তা খুবই ভালো—পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমি তা জানতুম; চলিহা ও দত্ত মশায়, আর আমি, এই এক-একটা ক'রে কিনে নিলুম। এতে দিয়েছিল পাউঁরুটি কয় টুকরা, পাতলা টিস্যু-পেপারে মোড়া সরু-সরু ফালি ক'রে কাটা গরম-গরম কিছু আলুভাজা, সরু-সরু ফালি ক'রে কাটা পেঁয়াজ-রসুন দেওয়া খানিকটা ইটালিয়ান সসেজ, একটু রোস্ট-করা মুরগী, এক টুকরো পনীর, এক টুকরো কেক, আর একটী আপেল, আর খড়ের আবরণে মোড়া এক বোতল ইটালিয়ান মদ—এটী লালরঙের আঙুরের-রস ছাড়া আর কিছুই নয়। স্পেন, ফ্রান্স, ইটালি, গ্রীস—ইউরোপের দক্ষিণের এই কয়টী দেশে সকলেই মদ বা আঙুরের রস খায়, কিন্তু এটা তাদের কাছে খাদ্য,—মত্ততা আন্‌বার সামগ্রী নয়। আমের রস জমিয়ে' আম-সত্ত্ব হয়, কিন্তু আঙুরের রসে আঙুর-সত্ত্ব হয় না, আঙুরের রস একটু টক হ'য়ে আল্‌কোহল-যুক্ত হ'য়ে যায়, এই যা। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এই প্রকারের মদে শত-করা ৫ থেকে ৮ ক'রে আল্‌কোহল থাকে। হুইস্কি প্রভৃতি যব-পচিয়ে' তৈরী যে-সব মদ লোকে নেসা কর্‌বার জন্য খায়, তাতে শত-করা ৬০ বা তার বেশী ক'রে আল্‌কোহল থাকে।

যাক্—আমাদের ট্রেন সাড়ে-ছটার একটু পরে ছেড়ে দিলে। আমরা চারজন ভারতীয় তো যাচ্ছি—ডাক্তার চোলকর, চলিহা-মহাশয়, দত্ত-মহাশয়, আর আমি; আর এ ছাড়া, প্লাটফর্মে দেখা হ'ল, আর তিনটী ভিয়েনা-যাত্রী ভারতীয়ের সঙ্গে, এঁরা সেকণ্ড-ক্লাসে যাচ্ছেন। জাহাজে আমার ক্যাবিনে রমেশচন্দ্র বলে একটী পাঞ্জাবী ছেলে ছিল, সে, আর তার বাপ মা চ'লেছেন। তার মা স্টেশনে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছেন, বাপ আর ছেলে লগেজের তদ্‌বিরে গিয়েছে; ভদ্রমহিলার পরনে সাড়ী, তাঁর সাড়ী দেখবার জন্য প্লাটফর্মে

বেশ একটা ভীড় জ’মে গেল। ইউরোপের কন্টিনেণ্টে এইটে প্রায়ই হয়। সাড়ী-পরা ভারতীয় মেয়েদের এরা কম দেখ্‌তে পায়—ইংলাণ্ডের লোকেদের এটা চোখ-সহা হ’য়ে গিয়েছে, কিন্তু ইংলাণ্ডের বাইরে কন্টিনেণ্টে এখনও তা হয়নি। দেহলতাকে অবলম্বন ক’রে সাড়ীর রেখা-সুষমা এদের চোখে বড়োই সুন্দর লাগে। শুনছি, হালে ইউরোপীয় মেয়েদের পোষাকেও সাড়ীর কিছু প্রভাব এসে যাচ্ছে—অনেক ফ্যাশন-রচক এখন মেয়েদের গাউনে Sari line অর্থাৎ সাড়ীর রেখা-সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে’ তোলবার চেষ্টা কর্‌ছেন।

ভেনিসের দ্বীপাবলী থেকে ইটালির মাটি পর্য্যন্ত একটা বেশ চমৎকার জাঙ্গাল-সড়ক মুস্‌সোলিনির আদেশে তৈরী হ’য়েছে। মুস্‌সোলিনির রাজত্বে আর কিছু হোক্ বা না হোক্, প্রাচীন রোমানদের অনুকরণে বড়ো-বড়ো সড়ক, সাঁকো, স্মারক-মন্দির, এই-সব খুব হ’চ্ছে। মুস্‌সোলিনির বিপক্ষে যে-সব প্রতিবাদ কচিৎ ইটালির বাইরে উত্থিত হয়, তার মধ্যে শোনা যায়, গরীব দেশ ইটালির রক্ত শোষণ ক’রে মুস্‌সোলিনি তাঁর বাদশাহী চালে পাথরের আর ব্রঞ্জের ইমারতের পর ইমারত, মূর্তির পর মূর্তি, আর সড়কের পর সড়ক বানিয়েই চ’লেছেন; যাতে প্রজার আয় হয় এমন পূর্ত-কার্য্যের দিকে নজর ততটা নেই। যা হোক্, এই সড়কটা খুব চমৎকার, আর বোধ হয় এরূপ সড়কের দরকারও ছিল। রেলের লাইনের পাশে-পাশে, সাগর-কূলের জলাভূমির উপর দিয়ে এই বিশাল রাস্তাটা গিয়েছে; এতে পদব্রজী, সাইকেল-আরোহী, মোটর-যাত্রী সব চ’লেছে। আমরা ক্রমে-ক্রমে উত্তর-ইটালির সমতল-ভূমিতে প’ড়্‌লুম, গ্রামের মধ্যে ঘেঁষাঘেঁষি ক’রে তৈরী বাড়ীর বদলে, মাঠে ক্ষেতের মধ্যে একতালা বা দোতালা চাষীর বাড়ী; সরু-সরু খাল; গমের ক্ষেত, আঙুরের ক্ষেত। খুব চমৎকার সবুজের খেলা,—কিন্তু খানিক পরেই বড্ড একঘেয়ে লাগ্‌ছিল। ট্রেনের যাত্রীরা সব ইটালীয়—খালি একপাশে সামনা-সামনি দুটী জানালার

ধারে ডাক্তার চোলকর আর আমি; চলিহা আর দত্ত মহাশয়রা অন্য কামরায়। একজন সহযাত্রিণী ছিলেন, ইটালিয়ানে একটী ছোকরার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌ছিলেন, তাই প্রথমটায় তাঁকে ইটালিয়ান বলেই মনে হ'য়েছিল; পরিচয়ে পরে জানা গেল, তিনি লাট্‌ভিয়া বা লেট্টোনিয়ার অধিবাসিনী, রিগা নগরে তাঁর বাড়ী, ভেনিসে তিনি অনেক কাল আছেন। ভার্শাভা বা ওয়ার্স' হ'য়ে সোজা রিগা যাবেন। তাঁর মাতৃভাষা হ'চ্ছে রুষ; দেশ-ভাষা ব'লে তিনি লেট্‌-ভাষাও জানেন—এ ছাড়া লিথুআনীয়, পোলীয়, জরমান, ফরাসী, ইটালীয়, এ-সব জানেন। আর কিছু পরিচয় দিলেন না। আমার সঙ্গে ফরাসীতে আর আমার ভাঙা-ভাঙা জর্‌মানে আলাপ হ'ল। ইনি ভারতবর্ষের খবরও রাখেন দেখলুম,—গান্ধীজী আর রবীন্দ্রনাথের নামও ক'র্‌লেন। চলিহা-মহাশয়দের গাড়ীতে কতকগুলি ইটালীয় ছাত্র যাচ্ছিল, তাদের সঙ্গে কথা কইবার জন্য আমায় চলিহা-মহাশয় তাঁদের কামরায় ডেকে নিয়ে গেলেন। এরা পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিভাগের ছাত্র। ফরাসীতে এদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। ১৯২২ সালে পাদুয়াতে আমি গিয়েছিলুম, পাঁচ ছয় দিন ঐ শহরে ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম-শতকীয় জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষ্যে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাক্‌বার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল।

অস্ট্রিয়ার পথে একটী স্টেশন প'ড়্‌ল, Udine 'উদিনে'। এই উদিনে শহরে পরলোক-গত পণ্ডিত L. P. Tessitori এল্‌-পী-তেস্‌সিতোরি বাস ক'র্‌তেন। আধুনিক ভারতীয়-আর্য্য ভাষাগুলি নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, তেস্‌সি-তোরি তাঁদের একজন অগ্রণী ছিলেন। ইটালিতে থেকেই ইনি সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং গুজরাট আর রাজস্থানের ভাষাগুলিতে বিশেষ প্রাবীণ্য লাভ করেন। ১৯১৪-১৯১৫ সালে তিনি বোম্বাইয়ের Indian Antiquary 'ইণ্ডিয়ান আণ্টিকোয়ারি' পত্রিকায় On the Grammar of Old Western

Rajasthani শীর্ষক একখানি অতি উপযোগী গ্রন্থ খণ্ডশঃ প্রকাশ করেন। এই পুস্তক ভারতীয় ভাষা-তত্ত্বের এক প্রামাণিক পুস্তক। তার পরে তেস্‌সিতোরি ভারতবর্ষে আসেন, গুজরাট ও রাজস্থান অঞ্চলে ভ্রমণ করেন, ঐ স্থানের নানা জৈন 'ভাণ্ডার' অর্থাৎ দেবমন্দির-সংশ্লিষ্ট গ্রন্থশালার পুঁথি আলোচনা করেন, এবং রাজস্থানী-ভাষার সাহিত্য সম্বন্ধে অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকেন। ক'ল্‌কাতার এশিয়াটিক-সোসাইটি-অভ-বেঙ্গলের তরফ থেকে ইনি দুখানি 'ডিঙ্গল' বা পুরাতন রাজস্থানী ভাষার কাব্য সম্পাদন করেন; এবং রাজস্থানী ভাষায় রচিত ভাট আর চারণদের সাহিত্যের হস্ত-লিখিত পুঁথির বিবরণী প্রকাশ করেন। গভীর পরিতাপের বিষয়, ভারতবর্ষে এসে কিছুকাল কাজ কর্‌বার পরে তেস্‌সিতোরি তরুণ বয়সেই হঠাৎ প্রাণত্যাগ করেন।

রাত্রি সাড়ে-আটটা নয়টার দিকে আমরা ইটালির পার্বত্য অঞ্চলে পৌছুলুম। এবার বেশ শীত-শীত ক'র্‌তে লাগ্‌ল। আমরা Alps আল্‌প্‌স্‌—পর্বতের মধ্যে প'ড়্‌লুম। ক্রমে ইটালির সীমান্ত অতিক্রম ক'রে, অস্‌ট্রিয়া দেশের সরহদ্দে প্রবেশ করা গেল। যথারীতি প্রথমটায় Tarvisio তার্বিসিও স্টেশনে ইটালীয় রাজপুরুষ এসে পাসপোর্ট দেখে তাতে ছাপ মেরে দিয়ে গেল। তার পরে এল Villach ভিলাখ্‌ স্টেশনে অসট্রিয়ান পাসপোর্ট-অফিসার—যাত্রীদের সঙ্গে বিশেষ ভদ্রতা প্রকাশ ক'র্‌লে। রাত্রে ট্রেনে ভীড় ছিল না, একটা পূরো বেঞ্চি দখল ক'রে দিব্যি ঘুমোতে পারা গিয়েছিল।

৪ঠা জুন মঙ্গলবার। সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি, চমৎকার দৃশ্য বাইরে—চারিদিকে সবুজ ঘাসে আর গাছ-পালায় ভরা পাহাড়, মাঝে-মাঝে গ্রাম, কাছে আর দূরে ঘন-সবুজ পাইন বা সরল গাছের বন। আকাশটা বেশ মেঘলা—দু-ই-এক পশলা বৃষ্টিও হ'য়ে গিয়েছে। একটা ছোটো স্টেশনে লোক উঠ্‌ল অনেকগুলি। এইবার জরমান ভাষার পালা। Versailles ভেয়ার্সাইয়ের সন্ধিতে যে ভাবে ইউরোপের রাজ্যগুলিকে ঢেলে সাজা হ'য়েছে, তাতে,

মোটের উপরে, ভাষা-বিশেষের প্রসার-ভূমিকেই বিশেষ রাজ্য বা দেশ ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। অবশ্য, সব ক্ষেত্রে চুল-চেরা হিসাব ক'রে যে এই রীতি অনুবর্তিত হ'য়েছে, তা নয় ;—পোলদেশ, ইংলাণ্ড আর ফ্রান্সের খুব প্রিয়পাত্র ছিল ব'লে, পোলদেশের উত্তরে লিথুআনীয়-জাতি দ্বারা অধ্যুষিত ভিল্না-অঞ্চল, আর পোলদেশের দক্ষিণ-পূর্বে রুষ-জাতির শাখা রুথেনীয় জাতির দ্বারা অধ্যুষিত Lwow লভোভ্ বা Lemberg লেম্বেয়ার্গ-অঞ্চল দখল ক'রে ব'সে আছে ; স্বয়ং ফ্রান্স, জরমান-ভাষী Elsass-Lothringen এল্সাস্-লোট্রিঙ্গেন বা Alsace-Lorraine আল্সাস্-লোরেন-অঞ্চল অধিকার ক'রেছে ; অস্ট্রিয়ান-সাম্রাজ্যের অংশীদার-বিধায় হঙ্গেরিয়ান্রা বিগত যুদ্ধের সময়ে সম্মিলিত শক্তি-সংঘের বিপক্ষে ছিল ব'লে, কতকটা হঙ্গেরীয়-অধ্যুষিত প্রদেশ চেকোশ্লোভাকিয়া আর রুমানিয়ার অধিকারে ফেলা হ'য়েছে। তবে মোটের উপরে, এখানকার অস্ট্রিয়াকে পূরা-পূরি জরমান-ভাষী অস্ট্রিয়া বলা যায়। দক্ষিণে অস্ট্রিয়ার হাতা পার হ'লেই ইটালীয়-ভাষী আর Slovene শ্লোবেন ও Yugoslav যুগোশ্লাব-ভাষীদের দেশ পড়ে। ভেনিসের ইটালীয়-ভাষার স্বর-বহুল গুঞ্জনের পরে, এখন কানে ব্যঞ্জন-বহুল জর্মানের ধ্বনি পৌঁছুতে লাগ্ল।

ভীড় বাড়ছে দেখে, ট্রেনের গোসল-কামরায় গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে' ঠিক হ'য়ে নিলুম। এর পরে একটা স্টেশনে গাড়ীতে প্রাতরাশ বিক্রী ক'র্তে এল'—স্টেশনের রেস্তোরাঁর একটী বেশ চট্পটে' ছোকরা ; পিজবোর্ডের গেলাসে ক'রে খুব গরম-গরম কফী, আর পারিসের ধরণে অর্দ্ধচন্দ্রাকার মাখনের ময়ান দিয়ে তৈরী Croissant 'ক্রোআসাঁ' রুটী। আমার কাছে অস্ট্রিয়ান টাকা ছিল না, ইটালিয়ান টাকা নিলে, আড়াই লিরা দিয়ে এক গেলাস কফি আর দুখানা রুটি নিলুম। কি চমৎকার কফি !—ভিয়েনায় পরে গিয়ে দেখলুম, অস্ট্রিয়ানরা কফি তৈরীতে সিদ্ধ-হস্ত, পারিসকেও হার মানায়।

অস্‌ট্রিয়ান কফির উৎকর্ষের একটা কারণ, এরা প্রচুর খাঁটী দুধের সর দিয়ে কফি খেতে দেয়।

এই অঞ্চলটার মধ্যে ইউরোপের আল্‌প্‌স্‌ পর্বতের শাখা বিস্তৃত হ'য়ে আছে; বাস্তবিক পক্ষে, অস্‌ট্রিয়া ও সুইট্‌জরলাণ্ড, ভৌগোলিক সংস্থান হিসাবে আর দেশে অধ্যুষিত জাতির ভাষা ও ঐতিহ্য হিসাবে, একই দেশ। জরমানির সঙ্গে সুইট্‌জরলাণ্ড (ফরাসী ও ইটালীয় অংশ বাদ দিয়ে) আর অস্‌ট্রিয়া সংযুক্ত হ'য়ে গেলে, "ভাষাই হচ্ছে জাতীয়তা" এই নীতির মর্য্যাদার রক্ষা হয়। বোধ হয়, কালে তা হবেও। পূর্বে দু-বার সুইট্‌জরলাণ্ডের মধ্য দিয়ে ট্রেনে ক'রে গিয়েছি; অস্‌ট্রিয়ার এই অংশ দেখে, খালি সুইট্‌জরলাণ্ডকেই মনে হ'তে লাগ্‌ল। সেই ঢালু পাহাড়ের গায়ে ঘাসের মধ্যে সাদা নীল হ'লদে ফুলের ঘটা, সেই ঢালু-ছাত দক্ষিণ-জরমান ছাঁদের বাড়ী, সেই দূরে উঁচু পাহাড়ের শ্রেণী, সেই ছোটো-ছোটো পাহাড়ে' নদীর ফেনিল সাদা জল তীর-বেগে বুলু-বুলু রবে প্রবাহিত। দেশটাকে এরা এমন চমৎকার ক'রে রেখেছে, যে কথায় আর কি ব'ল্‌বো। এখানে বসতি বেশী, কিন্তু দেশের সম্বন্ধে, তার বাহ্য রূপ সম্বন্ধে, সাধারণ লোকেরও মমতা-বোধ খুব। বসতি যে খুবই বেশী, তা মাঝে-মাঝে এই পাহাড়ে' পল্লীগ্রাম অঞ্চলে নানা জিনিসের যে-সব কারখানা স্থাপিত হ'য়েছে, তা থেকে বোঝা যায়।

যতই ভিয়েনার দিকে অগ্রসর হ'চ্ছি, ততই লোকের বাস বেশী ব'লে মনে হ'চ্ছে। লোকের বাস অর্থাৎ ঘর-বাড়ী যত, তার চেয়ে বেশী যেন রকমারী কারখানা। বিঘার পরে বিঘা জুড়ে বিরাট্‌ বিরাট্‌ এই-সব কারখানার ইমারত। লাল টালির ছাত, উঁচু-উঁচু চিম্‌নি। শহরতলী অংশের Villa বা বাগান-বাড়ীর শ্রেণী—রাস্তায় ট্রাম—আর শেষে বেলা ন'টার পরে ভিয়েনা স্টেশনে আমাদের ট্রেন থাম্‌ল। ইউরোপের—ইউরোপের কেন পৃথিবীর—আধুনিক সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র, লণ্ডন পারিস বের্লিন রোমের

সঙ্গে একত্র যার নাম ক'র্তে হয় সেই শিল্প-বিজ্ঞান-সঙ্গীতের পীঠস্থান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আর সুরম্য হর্ম্যাবলী, মূর্তি ইত্যাদি সাংস্কৃতিক অলঙ্করণে অতুলনীয়, বহুদিন ধরে দর্শনের জন্য আকাঙ্ক্ষিত ভিয়েনা-নগরীতে অবশেষে উপস্থিত হওয়া গেল ॥

[৪]

ভিয়েনা—ফ্রয়ড্-এর সঙ্গে দেখা

ভিয়েনার অশীতিবর্ষ-দেশীয় জ্ঞান-বৃদ্ধ আচার্য্য Sigmund Freud সীগ্মুণ্ড্ ফ্রয়ড্ (জীক্মুণ্ট্ ফ্রয়্ট্) কর্তৃক প্রবর্তিত মনস্তত্ত্ব-বাদ আজকালকার চিন্তাধারায় একটা যুগান্তর এনে দিয়েছে। এই মনস্তত্ত্ব-বাদটী কি, তা বিশেষজ্ঞরা বাঙলায়-ও সাধারণের উপযোগী ক'রে জানাবার চেষ্টা ক'রেছেন। আমি ও বিষয়ে অব্যবসায়ী, তাই অনধিকার-চর্চা ক'র্বো না। আমার বন্ধুদের মধ্যে ক'লকাতায় শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু আছেন, তিনি ক'লকাতার 'সাইকো-এনালিটিকাল সোসাইটি'-র সভাপতি, আর ফ্রয়ড্-দর্শনের অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা; আর পাটনার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রঙ্গীন হালদার-ও ফ্রয়ড্-এর মতবাদের আর একজন অভিজ্ঞ পরিপোষক। এবার ইউরোপ-ভ্রমণের কালে ভিয়েনায় আস্বো শুনে, বিশেষ নির্বন্ধ আর উৎসাহের সঙ্গে বন্ধুবর হালদার-মহাশয় আমায় ধ'র্লেন, নিশ্চয়ই যেন আমি ভিয়েনায় থাক্তে-থাক্তে একবার ফ্রয়ড্-এর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি; আমার নিজের বিশেষ আলোচ্য বিদ্যার সঙ্গে ফ্রয়ড্-এর যোগ না থাক্লেও, অন্ততঃ পক্ষে ভারতবর্ষে ফ্রয়ড্-এর যে-সমস্ত বন্ধু, অনুরাগী আর সমদ্রষ্টা আছেন, তাঁদের হ'য়েও যেন তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ক'রে আসি। আধুনিক কালের বিজ্ঞানময় দর্শন-শাস্ত্রের দিগ্গজদের মধ্যে ফ্রয়ড্ হ'চ্ছেন অন্যতম; সুতরাং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে আসাটা তো পরম আনন্দেরই কথা

হবে ; তাই ভিয়েনায় গেলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা নিশ্চয়ই ক’রবো— এই কথা শুনে, হালদার-মহাশয় বিলাত-যাত্রার দিনই গিরীন্দ্র-বাবুর কাছ থেকে ফ্রয়্ড্-এর কাছে লেখা আমার সম্বন্ধে এক পরিচয়-পত্র আমায় এনে দেন। আর তিনি বার-বার ব’লে দেন, কথা-প্রসঙ্গে যেন ফ্রয়্ড্‌কে আমি দুই-একটী গভীর তাত্ত্বিক বিষয়ে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করি।

ভিয়েনায় পৌঁছে হোটেলে উঠে দুই-একদিন পরে ফ্রয়্ড্-এর খোঁজ নিলুম। ‘পোর্টিয়ের’ বা হোটেলের দ্বারীর কাছে জান্‌লুম, ভিয়েনায় শহরের ভিতরে ফ্রয়্ড্ আর থাকেন না ; আমাদের হোটেলের কাছেই Berg-Gasse ব্যর্গ-গাস্‌সে নামের রাস্তায় একটা বাড়ীতে এখনও তাঁর চিঠিপত্র যায়-টায় বটে, কিন্তু ভিয়েনার উত্তরে Kobenzl কোবেন্‌ৎসূল পাহাড়ের কাছে শহর-তলীতে তিনি থাকেম। তিনি বৃদ্ধ, অসুস্থ, দুর্বল ; তাই কারো সঙ্গে দেখা করেন না। নিজে টেলিফোন ছোঁন না ; টেলিফোন ক’রে কোনও ফল নেই, তাঁর সেক্রেটারিদের কেউ গোড়া থেকেই সাক্ষাতের বন্দোবস্ত ক’রতে অস্বীকার ক’রবে ; বিশেষ কারণ না থাক্‌লে, তাঁর সঙ্গে দেখা করা এক রকম অসম্ভব। তাঁকে চিঠি লিখ্‌লে পরে, যদি তিনি উচিত মনে করেন তা-হ’লে দেখা ক’রতে রাজী হ’য়ে অনুকূল ভাবে লিখ্‌তে পারেন। আমি তখন গিরীন্দ্র-বাবুর পরিচয়-পত্রের সঙ্গে আমার কার্ড, কার্ডে আমার ভিয়েনার ঠিকানা, আর আমি যে তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের পক্ষ হ’তে তাঁর সঙ্গে দেখা ক’রতে আস্‌ছি, সে কথা জানিয়ে’, যবে যখন যেখানে তাঁর সুবিধা হবে, তদনুসারে দেখা ক’রতে আমি প্রস্তুত তা উল্লেখ ক’রে, খামে সব পূ’রে ডাকে ছেড়ে দিলুম, তাঁর ভিয়েনার শহরের বাড়ীর ঠিকানায়। তিন দিন পরে টেলিফোনে হোটেলে খবর এল’—আগামী কাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে-দশটায় ভিয়েনার উনিশের পল্লীতে Strasser-Gasse স্ত্রাস্‌সর-গাস্‌সে রাস্তার ৪৭ সংখ্যক বাড়ীতে তিনি সাক্ষাতের সময় ঠিক ক’রে তাঁর এক সেক্রেটারির মারফত জানাচ্ছেন।

হোটেল থেকে সোজা আধ ঘণ্টা পথ ট্রামে গিয়ে স্ত্রাস্‌সর-গাস্‌সেতে পৌঁছানো যায়। মিনিট পনর আগেই ফ্রয়্‌ড্‌-এর বাড়ীতে এসে প'ড়লুম। নির্ধারিত সময়-মত হাজির হবার জন্য রাস্তায় একটু পায়চারী করা গেল। উঁচু পাহাড়ে' পথ, বাইসিকিল চ'ড়ে যাওয়া চলে না; দু'-চার জন ছোকরাকে দেখ্‌লুম, বাইসিকিল থেকে নেমে বাইসিকিল হাতে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে, খাড়াই এতটা। দিনটা ছিল চমৎকার, ঝক্‌ঝকে' রোদ্দুর চারিদিকে, বাগানে রকমারি গাছের সবুজ, আর বড়ো-বড়ো ফুলের রঙের বাহার, নীল আকাশ, পাখীর ডাক। প্রত্যেক বাড়ীর চারি দিকে খানিকটা ক'রে বাগান, গাছ-পালা। এ অঞ্চলটায় নোতুন বসতি হ'চ্ছে—জমী মাঝে-মাঝে খালি র'য়েছে, অনেক জায়গায় নোতুন বাড়ী উঠ্‌ছে। এই সুন্দর পাহাড়ে' রাস্তায় ঢালু জমীর উপরে ফ্রয়্‌ড্‌-এর বাড়ী। অনেকটা জমী নিয়ে একটা বাগান, তার মধ্যে। রাস্তা আর বাগানের মধ্যে লোহার রেলিং, রেলিং দিয়ে বাগানের শোভা দেখা যায়। বিস্তর বড়ো-বড়ো গোলাপ ফুটে' র'য়েছে।

দশটা-পঁচিশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে' ফটকের গায়ে লাগানো বিজলী-ঘণ্টার বোতাম টিপ্‌লুম; ভিতর থেকে ঘণ্টা শুনে সুইচ্‌ টিপে ফটক খুলে দিলে। একজন ঝী বেরিয়ে' এসে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। বাড়ীর পিছন দিকের একটী প্রশস্ত দরজা দিয়ে, সরু হল্‌ পেরিয়ে' একটী বড়ো কামরায় আমায় আস্‌তে ব'ল্‌লে।

কামরাটীতে বড়ো-বড়ো জানালা—তা দিয়ে বাইরের সবুজ বাগান আর রোদ্দুর দেখা যাচ্ছে। বাঁয়ে আর সামনে জানালা, এমন একটী কোণে এক টেবিলের পাশে চেয়ারে ফ্রয়্‌ড্‌ ব'সে আছেন। ছবিতে চেহারা জানা ছিল, চিন্‌তে দেরী হ'ল না। অতি শীর্ণকায় জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, মুখখানাতে স্বাস্থ্যের জলুশ নেই, ফেকাসে' বা হ'লুদে রঙের হ'য়ে গিয়েছে; মুখে পাকা দাড়ি-গোঁফ একটু আছে। তিনি আমাকে দেখেই একটু দাঁড়িয়ে' হাত দিয়ে একখানা

চেয়ার দেখিয়ে' দিয়ে ইংরিজিতেই ব'ললেন, "ব'সো, ঐ চেয়ারে ব'সো; আমার ভারতবর্ষের বন্ধুরা কেমন আছেন?" বস্‌বার আগে ঘরের মধ্যে লক্ষ্য ক'র্‌লুম, ঘরের টেবিল কয়টী, বিশেষতঃ ফ্রয়্‌ড্‌ যে চেয়ারে ব'সে আছেন তার সামনের টেবিলটী, যাতে তিনি লেখেন-টেখেন, আর তাঁর হাতের কাছে আশে-পাশে দু-চারটী ছোটো টেবিল, আর তা ছাড়া ঘরের মধ্যে রাখা দুই-একটী কাচের আলমারী—এ-সব, নানা রকমের শিল্পময় মূর্তিতে ভরা। শিল্পের মধ্যে ছোটো আকারের কারু-শিল্পের যেন একটী সংগ্রহশালা। এইরূপ মূর্তি-শিল্পের অল্প-স্বল্প রসিক আমিও একজন, এই শিল্প-সম্ভারের মধ্যে শাকের ক্ষেতে কাঙালের বা বাঁশ-বনে ডোমের অবস্থা আমার হ'ল। নানা যুগের নানা জাতির শিল্প-দ্রব্য; প্রাচীন মিসরের দেবতাদের ব্রঞ্জে ঢালা বা নরম মর্মর পাথরের বা পোড়ামাটির ছোটো-ছোটো মূর্তি—ওসিরিস্‌, ইসিস্‌, হাথোর, বিড়ালমুখী সেখ্‌মেৎ প্রভৃতি দেবতা; গ্রীসের ছোটো-ছোটো ব্রঞ্জ-মূর্তি—হের্মেস, আফ্রোদিতে, আথেনা, আর অন্য দেবতা; প্রাচীন গ্রীসের তানাগ্রা-নগরে আর অন্যত্র প্রস্তুত পোড়ামাটির মূর্তি,—ক্রীড়া-নিরতা বা দণ্ডায়মানা তরুণী, দেবতা,—কতকগুলিকে সযত্নে কাচের আলমারীতে রাখা হ'য়েছে; গ্রীসের তানাগ্রার অনুরূপ চীনদেশের Thang থাঙ-যুগের পোড়া-মাটির মূর্তি—বাদ্যবাদন-নিরতা চীনা তরুণী, রাজপুরুষ, যোদ্ধা; চীনা ব্রঞ্জে-ঢালা বুদ্ধ মূর্তি, Wei ওয়েই যুগের, Ming মিঙ যুগের; গায়ে-ছবি-আঁকা প্রাচীন গ্রীসের কলসী, থালা, বাটি,—পোড়ামাটির, কতকগুলিতে লাল জমীর উপরে কালো রঙে আঁকা দেবতাদের লীলার বা মহাকাব্যের পাত্র-পাত্রীদের চরিত্রের চিত্র। কতকগুলিতে সাদা জমীর উপরে লাল রঙে আঁকা ছবি। জিনিসগুলির সব কয়টীই বাছা-বাছা, খাঁটি প্রাচীন জিনিস। ব্রঞ্জের মূর্তিগুলিতে সবুজ রঙের কলঙ্কা প'ড়ে, তাদের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিচ্ছে। ভারতবর্ষের দুই-একটী পিতলের মূর্তিও আছে, কিন্তু সেগুলি খুব

লক্ষণীয় নয়। টেবিলের উপরে প্রাচীন মিসরীয়, গ্রীক ও চীনা মূর্তিগুলির মাঝে আর একটী মূর্তি দেখ্‌লুম, সেটী আমার পূর্ব-পরিচিত। এটী একটী প্রায় এক বিঘত্‌ উঁচু, হাতীর-দাঁতে তৈরী, কুণ্ডলী-পাকানো শেষ-নাগের উপরে উপবিষ্ট মহাবিষ্ণু-মূর্তি—নাগের দেহ কুণ্ডলী পাকিয়ে' সিংহাসনের সৃষ্টি ক'রেছে, নাগের ফণা রাজাসনে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ বিষ্ণুর মাথার উপরে ছত্র-রূপে বিস্তৃত হ'য়ে আছে। মূর্তিটী ত্রিবাঙ্কুরের কারিগরের তৈরী। দক্ষিণ-ভারতে ভ্রমণ-কালে আমরা ত্রিবান্দ্রমে যাই, সেখানে এই রকমের একটী মূর্তি তৈরী হ'চ্ছে দেখে, পরে আমি অর্ডার দিয়ে এই মূর্তিটীই ক'রে আনাই; এত বড়ো হাতীর দাঁতের মূর্তি বাঙলা-দেশে প্রায় করে না। ফ্রয়্‌ড্‌-এর ৭৫ বর্ষ-গ্রন্থি বা জন্মোৎসবের সময়ে ক'লকাতা থেকে গিরীন্দ্র-বাবুরা তাঁকে উপহার-স্বরূপ এটী পাঠান, একটা ভালো জিনিস কিছু দিতে হবে ব'লে এটী আমার কাছ থেকে এঁরা কিনে নেন। মূল মূর্তিটী একটু সাদাসিধে ছিল, মুর্শিদাবাদের এক ভালো কারিগর দিয়ে তার আরও একটু অলঙ্করণ করা হয়, একটী চন্দন-কাঠের পীঠ তৈরী ক'রে তাতে এক সংস্কৃত লেখা খুঁদিয়ে' দেওয়া হয়। জিনিসটী পেয়ে ফ্রয়্‌ড্‌ খুব খুশী হন, আর এটী যে তাঁর ভালো লেগেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল যে তিনি তাঁর বাছা-বাছা গ্রীক মিসরী চীনা জিনিসের সঙ্গে সর্বদা চোখের সামনে এটীকেও রেখেছেন।

যাক্‌, এক বার চারিদিক তাকিয়ে' সব দেখে নিয়ে ফ্রয়্‌ড্‌-এর শিল্পগত-প্রাণতায় পরিচয় পেলুম,—আমাদের ভাব-সম্মিলনের এক ক্ষেত্র পাওয়া গেল। ফ্রয়্‌ড্‌-এর কথা-অনুসারে চেয়ারে ব'সে ব'ললুম—"ধন্যবাদ, বন্ধুরা ভাল আছেন, ডাক্তার বোস (গিরীন্দ্র-বাবু) আপনাকে তাঁর শ্রদ্ধা-নমস্কার জানিয়েছেন, আর একজন বন্ধু অধ্যাপক ‹ঙ্গীন হালদার, 'কাব্য ও নাটক সৃষ্টিতে নির্জ্ঞান ইচ্ছার প্রভাব' (The Working of an Unconscious Wish in the Creation of Poetry and Drama) সম্বন্ধে যাঁর এক প্রবন্ধ আপনাদের

পত্রিকায় বেরিয়েছে, তিনিও বিশেষ ক'রে তাঁর নমস্কার জানিয়েছেন।" তারপরে তাঁকে ব'লুলুম—"আপনি শিল্প-রাজ্যের কতকগুলি অপূর্ব সুন্দর সৃষ্টির দ্বারা পরিবেষ্টিত হ'য়ে আছেন,—মিসর, গ্রীস, চীন, ভারতবর্ষ—এই-সব প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে বাস ক'রুছেন; যদি অনুমতি করেন, আপনার সংগ্রহ একটু দেখি।" এই কথায় ফ্রয়্‌ড্‌ যেন একটু খুশী হ'লেন, হম্‌-দরদী বা সহানুভূতির লোক পেলে বাতিক-গ্রস্ত লোকেরা খুশীই হয়। তিনি ব'ল্‌লেন—"হঁ্যা, নিশ্চয়ই, আনন্দের কথা, ঘুরে-ফিরে ছাখো।" আমি জিনিস-গুলির সম্বন্ধে যথাজ্ঞান পরিচয় দিতে-দিতে, কখনও-কখনও তাকে কোনও জিনিসের প্রস্তুত-কাল জিজ্ঞাসা ক'রতে-ক'রতে, মিনিট পাঁচের মধ্যে ঘরের সংগহটী একবার দেখে নিলুম। তিনি হাতীর-দাঁতের বিষ্ণু-মূর্তিটীর দিকে আঙুল দেখিয়ে' ব'ল্‌লেন, "ওটী তোমাদের দেশের।" আমি ব'লুলুম—"ওটীকে আমি বেশ জানি—ভারতবর্ষ থেকে আপনার জন্মতিথিতে সামান্য উপহার-স্বরূপ ওটী এসেছে।"

তার পরে বসা গেল। ফ্রয়্‌ড্‌ দেখলুম কথা কইবার সময়ে ঠিক-মত কথা কইতে পারেন না, ডান হাতের আঙুল মুখের ভিতর দিয়ে দাঁতের মাড়ী টিপে-টিপে কথা কইছেন, এতে ক'রে, শুদ্ধ আর উচ্চারণ-দুরুস্ত হ'লেও, তাঁর ইংরিজি উক্তিগুলি মাঝে-মাঝে ধরা কঠিন হ'চ্ছিল। আমি ব'লুলুম—"আপনার মনস্তত্ত্ব-বাদ বোধ হয় আমাদের দেশে—বাঙলায়—যতটা প্রচারিত হ'য়েছে, যতটা আলোচিত হ'য়েছে, ততটা খুব কম দেশেই হ'য়েছে। আপনি অবশ্য ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসুর কৃতিত্ব, আর তাঁর সাইকো-আনালিটিকাল সোসাইটির কথা জানেন।" তিনি আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন—"তুমি এখন ইউরোপে কি উদ্দেশ্যে? ভ্রমণ?" আমি ব'লুলুম—"আমি লণ্ডনে যাচ্ছি,—জুলাইয়ে লণ্ডনে আর সেপ্টেম্বরে রোমে পর-পর দুইটী আন্তর্জাতিক সভা হবে, একটী ধ্বনি-তত্ত্ব সম্বন্ধে, আর একটী প্রাচ্য-

বিদ্যা সম্বন্ধে, আমি ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ সেই সভা দুটীতে যোগ দিতে যাচ্ছি। তেরো বছর আগে জরমানিতে ইটালীতে একটু ঘুরেছিলুম, কিন্তু ভিয়েনা, বুদাপেশ্‌ৎ, প্রাগ, এ তিনটী জায়গা দেখা হয়নি, তাই এদিকে এসেছি। আমার আলোচ্য বিদ্যা অবলম্বিত ব্যবসায় হ'চ্ছে ভাষা-তত্ত্ব, ব্যসন হ'চ্ছে শিল্প কলা; আপনার প্রচারিত তত্ত্ববাদ বা অন্য দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই—বন্ধু-গোষ্ঠীতে চর্চা-কালে একটু-আধটু যা ও বিষয়ে শুনেছি। শিল্প বা কলা-রস, আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রভৃতির সঙ্গে 'স্মর-তা' বা কামানুভূতির বিশেষ যোগ আছে, যা নাকি আপনার প্রাতিপাদ্য দর্শনের অন্যতম কথা, সে সম্বন্ধে বহু পূর্বে আমাদের দেশের জ্ঞানী আর সাধকেরাও সচেতন হ'য়েছিলেন; এ বিষয়ে একটী পুরাতন সংস্কৃত শ্লোক পেয়েছি, তার অনুবাদ মূলের সঙ্গে লিখে এনেছি; যদি অনুমতি করেন, সেটী প'ড়ে আপনাকে শোনাই।"

শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য থেকে 'ব্রহ্ম-সংহিতা' ব'লে একখানি বৈষ্ণব-স্তোত্রাত্মক পুঁথি বাঙলা দেশে নিয়ে আসেন, তাতে শ্রীকৃষ্ণ-স্তবের কতকগুলি শ্লোক আছে। সেগুলি আমাকে দেখান আমার ভূতপূর্ব ছাত্র ও অধুনাতন সহকর্মী শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন; তার মধ্য থেকে এই শ্লোকটা আমার কাছে একখানি খাতায় লেখা ছিল। ফ্রয়ড্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ-কালে, এই শ্লোকটী তাঁকে ভেট দেবো, ঠিক ক'রে এসেছিলুম; ফ্রয়্ড্-এর সঙ্গে সাক্ষাতের আগের রাত্রে, দেবনাগরী আর রোমান অক্ষরে শ্লোকটী নকল করি—আর তার একটী ইংরিজি অনুবাদও ক'রে ফেলি; সবটা ভাল হাতে লিখে, তলায় নাম সই ক'রে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসি—আর তাতে এই কথা ইংরিজিতে লিখে দিই, "মধ্য-যুগের বৈষ্ণব আচার্য্যের উক্তিময় শ্লোক—আচার্য্য সীগ্‌মুণ্ড ফ্রয়্ড-এর নিকটে ভেট।" শ্লোকটী প'ড়্‌লুম, ইংরিজি অনুবাদ বা ব্যাখ্যাটীও শোনালুম—

আনন্দ-চিন্ময়-রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতাম্ উপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দম্ আদি-পুরুষং তম্ অহং ভজামি॥

'আনন্দ চিৎ, ও রসের আত্মা-স্বরূপ বলিয়া যিনি 'স্মর-তা' অর্থাৎ কামভাব আশ্রয়-পূর্বক সমস্ত প্রাণিগণের চিত্তে আপনাকে প্রতিফলিত করিয়া, আপনার এই লীলা-দ্বারা অজস্র-ভাবে সমগ্র ভুবন-সমূহে বিজয়ী হইয়া আছেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।'

শুনে ফ্রয়্‌ড্‌ একটু গম্ভীর ভাবে ব'ল্‌লেন "হুঁ"। আমি ব'ল্‌লুম—"এই যে স্মর-তা, তা আদি-পুরুষ গোবিন্দেরই লীলা। একথা ব'লেছেন আমাদের দেশের ভক্ত বৈষ্ণব সাধক। আপনি কি বলেন?—আপনাকে একটা সোজা কথা জিজ্ঞাসা করি, জগতের সার বস্তু, অক্ষয় বস্তু কি? সেই সার বস্তুর সঙ্গে, অক্ষয় বস্তুর সঙ্গে, মানব-জীবনের কি সম্বন্ধ? আপনার বিচারে কী শেষ সিদ্ধান্ত আপনি ক'রেছেন?"

আমার কথা শুনে ফ্রয়্‌ড্‌ হাস্‌তে লাগ্‌লেন; ব'ল্‌লেন, "দ্যাখো, আমি যতটা বিচার ক'রে দেখেছি, তাতে কোনও অক্ষয়-বস্তুর সঙ্গে মানুষের জীবনের যোগ আমি পাইনি। এইখানেই, এই পৃথিবীতে মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে, মানুষের সমস্ত শেষ।"

আমি ব'ল্‌লুম—"তা হ'লে মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে যখন পঞ্চভূতের বিলয় ঘটে, তখন মানুষের সব-কিছুরও অবসান ঘটে? নিত্য বস্তু কি কিছুই নেই? আপনি এই যে সমস্ত শিল্প-সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবে র'য়েছেন—তার থেকে কোনও কিছুর আভাস পান না কি?" তিনি ব'ল্‌লেন—"না; আমার শক্তির অবসান হ'য়ে আস্‌ছে; আস্তে-আস্তে সব শেষ হবে।"—"তা হ'লে কবরের ওপারে কিন্তু থাকা সম্ভব মনে করেন না?"—"না; এইখানেই সব শেষ।"

আমি তখন ব'ল্‌লুম—"দেখুন, আমরা অর্থাৎ আধুনিক যুগের বেশীর ভাগ

শিক্ষিত লোকে, যখন মাথা ঘামিয়ে' জীবনের অর্থ বা'র কর্‌বার চেষ্টা করি, তখন কিছু হদিস পাই না,—ভব-সাগর একেবারে অথই লাগে, কূল-কিনারাও পাওয়া যায় না; চিন্তা ক'র্‌তে ব'স্‌লে, প্রায়ই আমরা অজ্ঞেয়-বাদী হ'য়ে দাড়াই; আবার যখন আমরা হৃদয় দিয়ে দেখি, অনুভূতির দিকে ঝুঁকি, তখন নানা রকমের ভাব-লহর চিত্তকে মথিত করে, আমরা তখন হই ভাবুক, মরমী, রসিক, বিশ্বাসী। আপনি এদিকে শিল্পরস-রসিক; ওদিকে আপনি অজ্ঞেয়-বাদী,—না নাস্তিক-বাদকেই ধ্রুব সত্য ব'লে মনে করেন?"

ফ্রয়ড্ ব'ল্‌লেন—"শিল্প, রস, আনন্দ—এ-সমস্ত দেহকেই আশ্রয় ক'রে; আমার স্থির সিদ্ধান্ত, দেহান্তে কিছুই থাকে না।" "আচ্ছা, যাঁরা বড়ো-গলায় বলেন, যে তাঁরা পরম বস্তুর বা অক্ষয় সত্যের সন্ধান পেয়েছেন; আমাদের দেশের ঋষিরা, সাধকেরা,—যেমন উপনিষদের ঋষিরা, রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের মতন সাধকেরা—তাঁরা ব'লেছেন—

> শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
> আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
> আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥—

যাঁরা স্পষ্ট ভাষায় ব'লেছেন—'আমি দেখেছি, আমি দেখেছি'—তাঁদের কথার মধ্যে এমন একটা নিষ্কপটতা আছে, যা শুনে তাঁদের বিশ্বাস ক'র্‌তে ইচ্ছা হয়; অনেক সময়ে বিশ্বাস না ক'রে পারা যায় না; সে সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?"

ফ্রয়ড্ ব'ল্‌লেন—"সব ঝুঠ হৈ; এ-সমস্ত হ'চ্ছে ভাব-প্রবণ, কল্পনা-সর্বস্ব লোকের আত্ম-প্রবঞ্চনা মাত্র। তুমি একটু ভেবে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে যে, এ-সব কিছু বিশ্বাস ক'রে নেবার মত কথা নয়।"

আমি ব'ল্‌লুম—"কিন্তু আমি আপনার কথায় নিঃসন্দেহ হ'তে পার্‌ছিনা;

আপনি দৃঢ়-মত হ'য়েছেন, কিছুই নেই ; অথচ আপনি শিল্পের মধ্যে আনন্দ পাচ্ছেন,—আর a great peace, একটা বিরাট্ শান্তি-ভাব আপনার মনে এসেছে ব'লে মনে হয়—আপনি আপনার অজ্ঞাত-সারে যেন একজন mystic হ'য়েই আছেন। আচ্ছা, আইন্‌ষ্টাইন্ এ সম্বন্ধে যে মত পোষণ করেন তা জানেন ? আমার মনে হয় আইনষ্টাইনও একজন mystic।" ফ্রয়্‌ড্ ব'ল্‌লেন—"আইনষ্টাইন কি বলেন ?" আমি ব'ল্‌লুম, "আইন্‌ষ্টাইনের কিছুই পড়িনি, তাঁর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের চর্চা কর্‌বার মত বিদ্যা-বুদ্ধি আমার নেই ; তবে রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর বয়স হ'লে, তাঁর সংবর্দ্ধনার জন্য যে Golden Book of Tagore সঙ্কলিত হয়, তাতে আইন্‌ষ্টাইন যেটুকু লিখেছেন, তা থেকে মনে হয়, তিনি ব'ল্‌তে চান, মানুষ চন্দ্র-সূর্য্যের মত এক অ-দৃষ্ট নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়েই চ'লেছে, তার নিজের ইচ্ছা ব'লে কিছু নেই ; তাঁর কথার ভাবে মনে হয়, এই অ-দৃষ্ট শক্তি সম্বন্ধে তাঁর যে ধারণা, তা ঈশ্বর-বিশ্বাসী লোকের ঈশ্বর-সম্বন্ধে ধারণারই অনুরূপ। আমার মনে হয়, জীবনে এইরূপ একটা touch of mysticism—অ-দৃষ্ট বস্তু-সম্বন্ধে অনুভূতি, অথবা অনুভূতির আভাস—এটা না হ'লে মানুষ বাঁচে না। শিল্প-কলা, সঙ্গীত—আমার মনে এই mystic বস্তুরই আভাস আনে।"

ফ্রয়্‌ড্ ব'ল্‌লেন, "দ্যাখো, তুমি বোধ হয় তোমাদের দেশের লোকের মতই ভাবো, তাদের মতই কথা ব'ল্‌ছ ; কিন্তু আমি ও-রূপ অনুভূতি মানিনা ; সমস্তই emotion-এর খেলা।—আর দ্যাখো, আমাদের দেশে জরমান ভাষায় একটা কথা আছে, Gnaden-brod অর্থাৎ 'দয়ার রুটী' ; ঘোড়া বা কুকুর বুড়ো হ'য়ে গেলে, অনেক সময়ে তাদের মেরে ফেলে না,—ঘরে রেখে দেয়, আর তাদের স্বাভাবিক মৃত্যু পর্য্যন্ত চারটী ক'রে তাদের খেতে দেয় ; আমি আজ চোদ্দ বছর ধ'রে যে বেঁচে আছি সব কাজের বা'র হ'য়ে, খালি ব'সে-ব'সে এই Gnaden-brod খাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা আমার

মনে হয়—আমাদের মন স্থির ক'রে কাজ ক'রে যাওয়া উচিত ; অনেক সময়ে ব্যারিস্টার আর উকিল মোকদ্দমা হাতে নিয়েই বুঝ্‌তে পারে যে তার মামলা খারাপ, টিক্‌বে না, শেষটায় তার হার হবেই ; কিন্তু তবুও সে ল'ড়্‌তে কসুর করেনা। আমাদেরও তাই ; জীবনের সঙ্গেই সব শেষ—কিন্তু তবুও ল'ড়ে যেতে হবে, মামলা ছেড়ে দিলে চ'ল্‌বে না।"

আমি ব'ল্‌লুম—"তাহ'লে আপনি হ'চ্ছেন যথার্থ কর্মযোগী ; আমাদের গীতায় যে ব'লেছে—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন।

আর—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং, যেন সর্ব্বমিদং ততম্‌।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

(আমি সংস্কৃত বচন দুটী আউড়ে ইংরিজি ক'রে ব'ল্‌লুম)—আপনি তো তাই ; অধিকন্তু, বরং আপনার মনে কর্ম-ফলের আকাঙ্ক্ষার কথা দূরে থাক্‌, নিজের কর্ম-ফলের সঙ্গে কোনও রকম সংযোগের কথাই আপনার মনে স্থান পায় না ; তবুও কর্ম ক'রে যেতে চান। আপনার এই যথার্থ নিষ্কাম-কর্ম, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে অনস্তিত্ব-বাদ, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য আমি ক'র্‌তে পার্‌ছি না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে অন্তর্নিহিত একটা সামঞ্জস্য আছে, কিন্তু তা আমার বিচার-শক্তির অগোচর।"

আমার কথা শুনে ফ্রয়্‌ড্‌ হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

এইরূপ নানা কথায় আধ-ঘণ্টা কাল অতীত হ'ল, এগারোটা বাজ্‌তে আর মিনিট দু-চার দেরী। ফ্রয়্‌ড্‌ উঠে দাঁড়িয়ে' ব'ল্‌লেন, "তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে খুশীতে ছিলুম, কিন্তু দ্যাখো, একজন ডাক্তার আছেন, তিনি কোনও রকমে আমার এই ভাঙা শরীরখানাকে জুড়ে' তালি-দিয়ে রেখে দিয়েছেন ; এগারোটার সময়ে তাঁর আস্‌বার কথা।"

আমি তখন উঠে বিদায় নিলুম। প্রশান্ত-চিত্ত বৃদ্ধ, তাঁর অমায়িক সরল হাসি আর সত্যকার বিনয় আর সৌজন্যের সঙ্গে উঠে, আমার সঙ্গে কর-মর্দন ক'রলেন। আমি বিদায় নিয়ে চ'লে এলুম।

ভিয়েনা থেকে বুদাপেশৎ-এ পৌছানোর পরে, সেখানে Magyar 'মজর' বা 'মাগ্যার' (অর্থাৎ হুঙ্গেরীয়) ভাষার কবিদের থেকে ইংরিজি অনুবাদের একখানি বই সংগ্রহ করি। তাতে দেঝো কস্তোলান্যি Dezso Kosztolanyi নামে একজন আধুনিক কবির একটী ছোটো কবিতা পড়ি—

I believe in nothing.
If I die, I shall be nothing,
Even as before I was born
Upon this sunlit earth. Monstrous!
Soon I shall call you for the last time.
Be my good mother, O eternal darkness.

কবিতাটী প'ড়ে, ফ্রয়ড্-এর কথাই মনে হ'তে লাগ্ল।

[৫]

ভিয়েনা

ভিয়েনায় আমাদের ট্রেন পৌঁছতে, কতকগুলি ভারতীয় যুবককে স্টেশনে দেখা গেল। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আমার পূর্ব-পরিচিত—স্যার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, শ্রীমান্ অমিয়নাথ সরকার—ইনি ইটালিতে শিক্ষালাভের জন্য যান, অর্থ-শাস্ত্রে শিক্ষা সম্পূর্ণ ক'রে একটী ইটালীয় আপিসে কাজ ক'র্ছিলেন; ইটালি আর ইউরোপের অন্য দেশের ভারতীয় ছাত্রদের সভা-সমিতি প্রভৃতিতে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, ইংলাণ্ডের বাইরে

ইউরোপের ভারতীয় ছাত্র-মহলে কর্মশক্তি আর সংঘশক্তির উদ্বোধনে ইনি বিশেষ চেষ্টিত হ'য়েছিলেন ; এঁকে দেখে খুব আনন্দ হ'ল। স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অমিয় তখন ভিয়েনাতে বেড়াতে এসেছিলেন। ডাক্তার P. N. Katyar পি, এন্, কাট্যার ব'লে উত্তর-ভারতের—বোধ হয় কনৌজের--অধিবাসী একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'ল। ভিয়েনায় ইনি ডাক্তারী শিখ্ছেন, স্থানীয় ভারতীয়-পরিষদের সম্পাদক,--এঁর নাম আর ঠিকানা পেয়ে আগেই এঁকে আমি চিঠি দিয়েছিলুম, ভেনিসে এঁর চিঠির জবাবও পাই—ইনিও স্টেশনে র'য়েছেন দেখ্লুম। সুরেন্দ্র সিংহ ব'লে উত্তর-ভারতের আর একজন ডাক্তার, আর তা ছাড়া আরও দু-তিন জন ভারতীয়। ভিয়েনা স্টেশনে এতগুলি ভারতীয় এসেছিলেন, শ্রীযুক্ত জবাহরলাল নেহরুর পত্নী কমলা দেবী চিকিৎসার্থ ভিয়েনায় আস্ছেন শুনে, তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য। আমাদের এই ট্রেনেই সরাসরি তাঁরা ভেনিস থেকে আস্ছেন অনুমান ক'রে, এই ট্রেনের-ই অপেক্ষায় তাঁরা স্টেশনে সমবেত হ'য়েছিলেন। আমাদের কাছ থেকে যখন শুন্লেন যে ত্রিয়েস্ত-বন্দরে কমলা দেবী আর তাঁর চিকিৎসক ডাক্তার অটল নেমেছেন, সেখান থেকেই ট্রেনে ক'রে ভিয়েনায় আস্ছেন, আর সে ট্রেনের আস্বার আধ ঘণ্টা দেরী আছে,—তখন তাঁরা আমাদের ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে, কুলীদের ঝঞ্ঝাট থেকে আমাদের বাঁচিয়ে', হোটেল-দ্য-ফ্রাঁস ব'লে এক হোটেলে আমাদের পাঠিয়ে' দিলেন,—আর নিজেরা নেহরু-পত্নীর জন্য স্টেশনেই র'য়ে গেলেন।

Sued Bahnhof 'স্যুদ-বানহফ' বা দক্ষিণ স্টেশন থেকে শহরের একেবারে মধ্যখানে Schotten-ring 'শটেন্-রিঙ' রাস্তায় আমাদের হোটেল। মোটর ক'রে ছুটে যেতে-যেতে প্রথম দর্শনে, ভিয়েনার রাস্তার সৌধ-সমৃদ্ধি আর ভিয়েনার চত্বরের মূর্তি-সৌন্দর্য্যে চিত্ত আকৃষ্ট হ'ল। অনেকটা পারিসের মতন ; বড়ো-বড়ো বিরাট্ আকারের সব ইমারৎ ; আর বাগানে আর রাস্তার ধারে অজস্র সুন্দর-সুন্দর ব্রোঞ্জ আর পাথরের মূর্তি। সরকারী বাড়ীগুলি

এমন ভাবে তৈরী করা হ’য়েছে, যাতে দর্শন মাত্রই তাদের সৌষম্য আর গাম্ভীর্য্য দর্শকের চোখে ফুটে উঠে। তবে পারিসের তুলনায় মনে হ’চ্ছিল, এই জরমান জাতির হাতের কাজে সৌকুমার্য্যের চেয়ে শক্তির ব্যঞ্জনাই যেন একটু বেশী। বড়ো-বড়ো প্রাসাদ—রেনেসাঁস-যুগের বাস্তু-রীতি, গ্রীক আর গথিক রীতির অষ্টাদশ শতকের ও উনবিংশ শতকের অনুকৃতি-ময় বাস্তু-রীতি; পাথরের অথবা বালীর কাজ করা ইটের বাড়ী—হাওয়া বৃষ্টি আর রোদ্দুরে কালো হ’য়ে গিয়েছে; কিন্তু রেখা-সুষমায় অপূর্ব সুন্দর। অনেক বাড়ীর সদর দরজার দু-ধারে একটী-একটী ক’রে দুটী, কোথাও বা দুটী-দুটী ক’রে চারটী Atlas বা Caryatid অর্থাৎ স্তম্ভ-মূর্তি—বিরাট, বিশাল-কায় স্ফীত-পেশী শ্মশ্রুমান পুরুষ, কিম্বা দীর্ঘ-কায় পুষ্ট-দেহা নারী, অতি-মানব আকৃতির দানব বা দেবতার মতন বড়ো-বড়ো বাড়ীর ছাতের ভার মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে’ র’য়েছে। পথে যেতে-যেতে, ভিয়েনার বিখ্যাত অপেরা-হাউসের সুন্দর প্রাসাদটী বায়ে প’ড়্‌ল; আর তার পরে এল’ একটী বিরাট্ প্রাসাদ—সরু রাস্তার ধারে কাল্‌চে রঙের বাড়ী, সামনে একটু খোলা জায়গা, তার ধারে ফটক, ফটকের পাশে বিরাট্ আকারের চারটী মূর্তি-পুঞ্জ,—হাতে গদা নিয়ে, গ্রীক বীর হেরাক্লেস্ গ্রীক-পুরাণ-বর্ণিত যুদ্ধময় দুর্ধর্ষ কার্য্যাবলী ক’র্‌ছেন—মূর্তিগুলিতে প্রচণ্ড শক্তির সমাবেশ বিশেষ একটু নাটুকে’ ভাবে প্রকটিত।

আসাম থেকে আগত সহযাত্রী চলিহা ও দত্ত মহাশয়দ্বয় আমার সঙ্গে হোটেল-দ্য-ফ্রাঁসতেই উঠ্‌লেন; আর নাগপুরের ডাক্তার চোলকর গেলেন একটী pension পাঁসিঅঁতে। এই পাঁসিঅঁগুলি কম-দামের হোটেল-বিশেষ—ভদ্র-গৃহস্থ বাড়ীতে paying guest হ’য়ে থাকার মতন এখানকার ব্যবস্থা। হোটেল-দ্য-ফ্রাঁস-এ পৌছে, সেখানে একটা ইংরিজি সাইন্-বোর্ড লট্‌কানো দেখ্‌লুম—Hindustan Association of Central Europe; আর চীনা আর জরমান ভাষায় আর একটী সাইন্-বোর্ড, তা থেকে জানা গেল, সেই

হোটেলটী ঐ অঞ্চলের চীনা ছাত্রদেরও কেন্দ্র। চীনারা সাইন-বোর্ডে চীনা অক্ষর ব্যবহার ক'রে তাদের জাতীয়তা বজায় রেখেছে। ভারতীয়দের সাইন-বোর্ডে কেবল ইংরিজি,—ভারতীয় ভাষার কোনও সম্পর্ক নেই; একটা ভারতীয় ভাষার কিছু লেখা উচিৎ ছিল—তা দেবনাগরীতেই হোক্, বা রোমানেই হোক্; সাইন্-বোর্ড কতকটা decorative বা অলঙ্করণের ব্যাপার; এরূপ স্থলে দেবনাগরীই প্রশস্ততর হয়।

যাক্—ঘর-টর ঠিক ক'রে নেওয়া গেল। হোটেলটী খুব দামী নয়; তবে সব ব্যবস্থা ভালো। প্রত্যেক ঘরের দরজায় দুই প্রস্থ কপাট, ঠাণ্ডা আর গোলমাল আট্‌কাবার জন্য। ঘরের দেওয়ালে আঁটা হাত-মুখ ধোবার জায়গা, ঠাণ্ডা আর গরম দু রকমের জলের কল-সমেত। আসবাব-পত্রও ভদ্র। ঘরের ভাড়া, প্রতিদিন সাত শিলিঙ—পঁচিশ বা ছাব্বিশ অস্‌ট্রিয়ান শিলিঙে এক পাউণ্ড—আমাদের টাকা চারেক আন্দাজ। বিলে যত টাকা হবে, তার শতকরা দশ ভাগ চাকর-বাকরদের বকশীশের জন্য বেশী ক'রে ধ'রে নেবে—এই হ'চ্ছে এখানকার হোটেলের দস্তুর। খাওয়ার খরচ পৃথক্; ইচ্ছা হয়, হোটেলের লাগাও রেস্তোরাঁ আছে, সেখানে খাও, খাবার পরে নগদ দাম দাও (বা সই দাও, পরে বিলের সঙ্গে যোগ ক'রে দেবে);—ইচ্ছা হয়, বাইরে যেখানে খুশী খাও। হোটেলের ঘর ঠিক-ঠাক ক'রে নিয়ে, দত্ত ও চলিহা মহাশয়দের সঙ্গে একটু গল্প ক'রতে-ক'রতে, ডাক্তার কাট্যার প্রমুখ সকলে হোটেলে এসে আমাদের খবর নিলেন। এঁদের সকলকার সৌজন্য বাস্তবিকই হৃদয়গ্রাহী হ'ল। এঁরা নেহেরু-পত্নীকে তাঁর চিকিৎসার উপযোগী বাসায় তুলে দিয়ে তবে ফির্‌লেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ভিয়েনায় চিকিৎসার জন্য অবস্থান ক'র্‌ছিলেন, জানা ছিল। তাঁর খবর নিলুম, শুন্‌লুম তাঁর একটা অস্ত্রোপচার হ'য়ে গিয়েছে, তিনি সবেমাত্র হাঁসপাতাল থেকে বেরিয়েছেন। বহু পূর্বে ছাত্রাবস্থায় লণ্ডনে তাঁর

সঙ্গে আলাপ হ’য়েছিল, তখন তিনি সিভিল-সার্ভিসের জন্য পরীক্ষা দিচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে এবারও অবশ্য ভিয়েনাতে সাক্ষাৎ হ’য়েছিল।

এইবারে একটু শহর বেড়াতে হবে, মধ্যাহ্নাহার সেরে নিতে হবে। সঙ্গে দত্ত ও চলিহা মহাশয়দ্বয় আছেন। আমরা হোটেলের পোর্টারের কাছে খোঁজ ক’রে একটা নিরামিষ রেস্তোরাঁয় গিয়ে উঠলুম। আমাদের হোটেলের পাশের এক বড়ো রাস্তার উপর এটা ছিল। আহার্য্য নানা প্রকারের। আমরা যা বেছে নিয়ে খেলুম, তা কিন্তু বিশেষ মুখরোচক বোধ হ’ল না। খালি এদের কফিটা লাগ্‌ল চমৎকার। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রান্নার মধ্যে, বোধ হয় কেবল ইটালি আর ফ্রান্সের রান্নাতেই ভারতীয় রুচি তৃপ্ত হ’তে পারে।

তারপরে ইচ্ছামত শহর বেড়াতে বেরুলুম। কোনও শহরের সঙ্গে পরিচিত হবার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়—‘সব-দেখ্‌বো’ এই মতলব নিয়ে, সকালে আর বিকালে কখন কোথায় যাবো সব ঠিক ক’রে নিয়ে, পেশাদারী ভবঘুরেরা যে ভাবে ঘোরে—আবার এঁরা দলবদ্ধ হ’য়ে বেরোন, সঙ্গে গাইড বা পাণ্ডা নিয়ে—সে ভাবে ঘোরা নয়; এ ভাবে শহর দেখা আমার পোষায় না। আমি হাতে শহরের এক নকশা আর পকেটে একখানা গাইড-বুক, এই নিয়ে, যে দিকে দু চোখ যায় সেই ভাবে বেরিয়ে’ পড়ি, ঘুরে-ফিরে যা কিছু নজরে আসে দেখি—তা বাড়ীই হোক্, আর সংগ্রহ-শালাই হোক্, আর নগরের নরনারীর প্রবহমান জীবন-লীলাই হোক্। এইভাবে ঘুরে-ঘুরে ভিয়েনা শহরের কিছুটা, মায় শহরতলীতে Schoenbruen শ্যোনব্রুান প্রাসাদ আর বাগান, আর Cobenzl কোবেন্‌ৎস্‌ল্ পাহাড়, আট দিনে দেখে নিই। একটা দিনে আবার ভিয়েনার বাইরে Moedling ম্যোড্‌লিং আর Baden বাদেন অঞ্চলের বনস্থলীও একটু ঘুরে আসি।

ভিয়েনা শহরের কেন্দ্র হ’চ্ছে, শহরের মধ্যের একটা অংশ, তার তিন দিক্ বেড়ে Ring ‘রিঙ’ এই নামযুক্ত একটা প্রশস্ত সুন্দর রাস্তা, আর উত্তর-পূর্ব

দিকে দানুব নদীর একটী খাল। এই রাস্তাটী Schotten-Ring, Ring der 12 November (এই অংশের পুরাতন নাম ছিল Franzen Ring), Burg Ring, Opern Ring, Kaerntner Ring, Schubert Ring ও Stuben Ring—এই কয় অংশে বিভক্ত। এই রিঙ্-সড়ক আর দানবের খাল—এরই মধ্যে ভিয়েনার প্রাচীনতম অংশ; শহরের প্রাচীনতম গির্জা, রাজ-প্রাসাদ, ভিয়েনার গৌরব ও ইউরোপীয় সঙ্গীতের অন্যতম পীঠস্থান অপেরা-হাউস, প্রভৃতি অনেক প্রধান-প্রধান বাড়ী আর বাগিচা, এই অংশেই। এ ছাড়া, রিঙ্-সড়কের লাগাও বা তার খুবই কাছে-পিঠে, ভিয়েনার Rathaus 'রাৎহাউস্' বা মিউনিসিপাল আপিস, অস্‌ট্রিয়া দেশের পার্লামেণ্ট, ভিয়েনার বিশ্ববিদ্যালয়, প্রধান আদালত, বড়ো-বড়ো কয়টী মিউজিয়ম বা সংগ্রহ-শালা—এক-একটা ক'রে বিরাট প্রাসাদ আশ্রয় ক'রে আছে। রিঙ-সড়কের খানিকটা অংশের সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে, রাস্তাটা যেন ভিয়েনার বাস্তু-শিল্পের একটী প্রদর্শনী-ক্ষেত্র। ভিয়েনার মিউনিসিপাল আপিস আধুনিক কালের গথিক-রীতিতে তৈরী; ভিয়েনার পার্লামেণ্ট-বাড়ীর সামনেটা শুদ্ধ গ্রীক রীতিতে প্রস্তুত। করিন্থিয়ান ছাঁদের মাথাওয়ালা বড়ো-বড়ো সব থাম; পার্লামেণ্টের সামনে একটা ফোয়ারা, তাতে নানা অন্য মূর্তি পরিবেষ্টিত গ্রীকদেবী আথেনার এক অতি সুন্দর বৃহদাকার মূর্তি আছে;—স্থির প্রসন্ন নেত্রে, শিল্প, জ্ঞান ও শৌর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী এই কুমারী দেবী দণ্ডায়মানা, মস্তকে কিরীট, বাম হস্তে বিরাট ভল্ল, দক্ষিণ হস্তে গোলকের উপরে বিরাজমানা বিজয়মাল্য-হস্তে পক্ষযুক্তা বিজয়া দেবীর ক্ষুদ্র মূর্তি। গ্রীক দেবতারা এক আশ্চর্য্য সুন্দর কল্প-লোকের অধিবাসী, গ্রীক জাতির অসাধারণ, লোকোত্তর কল্পনার সৃষ্টি; ইউরোপীয় ও অন্য দেশীয় সভ্য ও শিক্ষিত চিত্তকে এই দেবতাদের মনোহর ও মহীয়সী কল্পনা এখনো স্বপ্নাবিষ্ট ক'রে রেখেছে। রিঙ-সড়কের এক অংশে এক দিকে পার্লামেণ্ট, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়; আর এক অংশে, রাস্তার এক ধারে বিরাট্

রাজবাটী—দেশে এখন আর রাজা নেই ; এই প্রাসাদকে অংশতঃ নৃতত্ত্ব-বিষয়ক সংগ্রহ-শালায় পরিণত করা হ'য়েছে। আর ঐ প্রাসাদের সামনেই অপর দিকে দুইটী বিরাট্ মিউজিয়ম ; এই মিউজিয়ম বাড়ী-দুইটীর মাঝে অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত সম্রাজ্ঞী Maria Theresa মারিয়া-তেরেসার মূর্তি। অধিকাংশ বাড়ী Baroque 'বারক' রীতিতে তৈরী।

শিল্প-সংগ্রহ-শালা ও নৃতত্ত্ব-বিষয়ক সংগ্রহ-শালা ভালো ক'রে দেখা গেল। শেষোক্ত সংগ্রহ-শালার পরিচালকদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার ফলে, এঁদের একজন আমায় সব খুঁটিয়ে' দেখালেন। নিগ্রো শিল্পের কতকগুলি চমৎকার জিনিস—বেনিনের ব্রঞ্জ মূর্তি—এখানে আছে। শিল্প-সংগ্রহ-শালায় মিসরীয় ও গ্রীক ভাস্কর্যের কতকগুলি বিশ্ব-বিশ্রুত নিদর্শনের সঙ্গে এবার চাক্ষুষ দর্শন হ'ল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী ইহুদী-জাতিয়া অস্ট্রিয়ান ছাত্রীর সঙ্গে পরিচয় হয়, ইংরিজি ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন ইংরিজি প্রভৃতি বিষয় প'ড়্ছে, ডক্টরেট পরীক্ষার জন্য তৈরী হ'চ্ছে। এই ছাত্রীটী বিশ্ববিদ্যালয় দেখাতে আমায় নিয়ে গেল, দুই-চার জন অধ্যাপকের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে' দিলে। এর কাছে ইহুদীদের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা গেল। ইহুদীদের অবস্থা এখন মধ্য-ইউরোপে কোনও দেশে সুবিধার নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যাকে-তাকে প্রবেশ ক'রতে দেওয়া হয় না। দরজার গোড়ায় দরওয়ানে আটকায় ; কার্ড দেখিয়ে' তবে ছাত্র-ছাত্রীদের ঢুক্তে হয়। আমার কালো রঙ্ দেখে, আর আমার পথ-প্রদর্শক ছাত্রীটীর কৈফিয়ৎ শুনে, আমাকে যেতে দিলে।

বিরাট্ ইমারৎ। বড়ো-বড়ো বারান্দা, উঁচু-উঁচু মস্ত-মস্ত সব ঘর। প্রাসাদের উপযুক্ত সিঁড়ি, প্রশস্ত সব আঙিনা। বিভিন্ন বিভাগের Seminar বা আলোচনা-গৃহ ; ছাত্রদের বিশ্রাম বা বিশ্রম্ভালাপের জন্য ঘর ; বড়ো-বড়ো সব Lecture Room বা ব্যাখ্যান-প্রকোষ্ঠ ; বিরাট্ গ্রন্থগৃহ,—তার প্রসারই বা

কি, আর ভাস্কর্য্যে অলঙ্করণে রঙীন মর্মর প্রস্তরে তার শোভাই বা কি; ছাত্রদের ব'সে অধ্যয়ন করার জন্য চমৎকার সব পাঠ-গৃহ। বিদ্যা-মন্দিরের ঐশ্বর্য্য আর জাঁক-জমক দেখে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দরভাঙা বিল্ডিঙ-এর পুরাতন অন্ধকারময় অপ্রশস্ত পাঠ-গৃহের কথা স্মরণ ক'রে, এখানকার ছাত্রদের সৌভাগ্য দেখে মনে ঈর্ষ্যা হ'ল। আবার সঙ্গে-সঙ্গে এ চিন্তাও এল'—স্বাধীন-জাতির মানুষ এরা কোথায়, আর কোথায় আমরা! এদের স্বাধীন জীবনের সর্বাঙ্গীণ সুখ-সুবিধার মধ্যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধাও তো থাক্‌বে।

কিন্তু Rift in the Lute অর্থাৎ 'দুগ্ধ কলসে গোময়-বিন্দু'ও আছে। ছেলে-মেয়েরা বারান্দায় চলা-ফেরা ক'র্‌ছে। সবাই যার যার ক্লাসে যাচ্ছে—বেশ একটা চট্-পটে' ভাব, ফুর্তির ভাবও খুব। কিন্তু প্রত্যেক লম্বা-লম্বা বারান্দায়, আর আঙিনায়, দু'চার জন ক'রে সান্ত্রী বন্দুক নিয়ে ঘুর্‌ছে। প্রাচীন হিন্দু-যুগে, বাঙলাদেশে রাজারা যখন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের গ্রাম দান ক'র্‌তেন, তখন তাম্রপট্টে গ্রামের চৌহদ্দী ইত্যাদির বর্ণনার সঙ্গে-সঙ্গে এই আশ্বাস-বাক্য থাক্‌ত, যে গ্রাম 'অ-চট-ভট-প্রবেশ' হবে—রাজার সেপাই (চট) বা চাকর (ভট), গাঁয়ে ঢুকে উৎপাত ক'র্‌বে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পাহারাওয়ালা বা সেপাইয়ের হল্লা—এটা এখনকার মত তখনও সকলের অরুচিকর ছিল। সরস্বতীর নিকেতন অ-চট-ভট-প্রবেশ হওয়া উচিত। কোথায় ভিয়েনার বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়েও atmosphere of pure study হবে—এখানে সেপাই কেন? ইহুদী ছাত্রীটী ব'ল্‌লে, ছাত্রদের মধ্যে মারামারি হয়, তাই সরকার থেকে সেপাই মোতায়েন করা হ'য়েছে, যাতে ছেলেমেয়েরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভিতরে দাঙ্গা-ফেসাদ না করে।

তারপরে সব শুনে বুঝ্‌লুম, মারামারির 'মারি'টা আর হয় না, মারাটাই হয়। হিটলারের জর্‌মানির মত, অস্ট্রিয়ার জরমানদের মধ্যেও ইহুদী-বিদ্বেষ বাড়্‌ছে। ছাত্র-ছাত্রী অর্থাৎ তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এই ইহুদী-বিদ্বেষটা নাকি

বিশেষ প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছে। অস্‌ট্রিয়ার লোক-সংখ্যার মধ্যে মাত্র শতকরা দু'জন নাকি ইহুদী; কিন্তু সংখ্যায় কম হলেও, বুদ্ধিতে, সঙ্ঘ-শক্তিতে, কৌশলে, এরা সব বিষয়ে জরমানদের, অর্থাৎ খ্রীষ্টান জরমানদের, পিছনে ফেলে যাচ্ছে। যত উচ্চ-শিক্ষা-লভ্য-ব্যবসায়ে ইহুদীদের প্রাধান্য; সরকারী চাকরীতে তাদের সংখ্যার অনুপাতে ঢের বেশী ইহুদী কাজ ক'র্‌ছে; ব্যাঙ্কের কাজ, কতকগুলি বুদ্ধিজীবী ব্যবসায়, ইহুদীদের এক-চেটে'। খ্রীষ্টান জর্‌মানরা আর এটা পছন্দ ক'র্‌ছে না। তারপরে, খ্রীষ্টান জর্‌মানদের বিশ্বাস, ইহুদীরা জর্‌মান-ভাষী হ'লেও, তাদের মনোভাব জর্‌মান নয়—তারা জর্‌মান জাতীয়তা-বোধের পরিপন্থী, তারা 'জরমানিকতা'র বিরোধী—তারা হ'চ্ছে আন্তর্জাতিকতা-বাদী। এইজন্য, এবং অর্থনৈতিক নানা কারণের জন্য, জরমানরা ইহুদীদের সন্দেহের চোখে দেখ্‌তে আরম্ভ করে এখন ক্রমে সে সন্দেহ, ভীষণ বিদ্বেষে পরিণত হ'য়েছে; বহু পুরুষ ধ'রে এরা জর্‌মানি বা অস্‌ট্রিয়ায় বাস ক'র্‌লেও, এদের আর জরমান ব'লে স্বীকার ক'রতে চাইছেনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ মনোভাব খুবই প্রকট। খ্রীষ্টান ছেলেরা ইহুদী ছাত্রদের মারপিট প্রায়ই করে; তারা ইহুদী, দোকান-পাট ক'র্‌বে, সুদে টাকা ধার দেবে—তারা কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে? মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীতেই এমন মার-ধর হ'য়েছিল যে একটা ইহুদী ছেলের চোখ কানা ক'রে দিয়েছিল। ঐ-সব ব্যাপারের পর থেকে, অস্‌ট্রিয়ান সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সেপাই বসিয়েছে, যাতে ইহুদী ছেলেরা মার না খায়। খ্রীষ্টান ছাত্রেরা এখন জোর গলায় নিজেদের Arier বা 'আর্য্য' ব'ল্‌তে আরম্ভ ক'রেছে; তারা ঘৃণ্য Semite বা ইহুদী নয়। তারা যে খাঁটি অস্‌ট্রিয়ান, পোষাকেও এইটে প্রকাশ কর্‌বার জন্য, অনেক ছেলে কলেজে আসে, অস্‌ট্রিয়ার পাহাড়ে' অঞ্চলের গাঁয়ের পুরুষদের পোষাক প'রে—শ্যাময় হরিণের চামড়ার হাফ-প্যাণ্ট-পরা, গায়ে শ্যাময় চামড়ার সেকেলে ফ্যাশানের কোট জামা, মাথায় পালখওলা টুপী, হাঁটুর নীচে পর্য্যন্ত পশমের মোজা।

সুদৃঢ় দীর্ঘকায় জরমান যুবকদের এই পোষাকে চমৎকার দেখায়—তাদের দেহের গঠনের তারিফ না ক’রে পারা যায় না। মেয়েরা তাদের ইহুদী-বিরোধিতা প্রকাশ করে, সাদা মোজা প’রে—সাদা উনী বা পশমের মোজা, জুতোর উপরে গোড়ালির কাছে জড়ানো থাকে, ঘাঘরার ঘের থেকে এই জড়ানো মোজা পর্যন্ত পায়ের খানিকটা অনাবৃত। পুরুষদের আর মেয়েদের ইহুদী-বিদ্বেষ-প্রচারক এই দুই ফ্যাশানের কথা আমার পরিচিত এই ছাত্রীটী অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে উল্লেখ ক’রছিল।

দেখে শুনে মনে হ’ল, অস্ট্রিয়ার ইহুদীদের দুর্দশা ক্রমে জরমানির মতনই হবে। অন্য দেশেও এরূপ অবস্থার দিকে যে ঘটনাচক্র গতি নিচ্ছে—পরে হঙ্গেরীতে গিয়ে আর পারিসে গিয়ে তা দেখ্লুম। ইহুদীদের কেমন কতকগুলো জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে, যাতে ক’রে তারা এতদিন বিভিন্ন জাতির লোক যাদের সঙ্গে বসবাস ক’র্ছে তাদের প্রীতি-শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক’র্তে পার্লে না। তবে তাদের জাতীয় চরিত্রে দোষ বা গুণ যাই থাক্, বেচারীদের প্রতি এখন যে খুবই অত্যাচার হ’চ্ছে, তা বেশ বোঝা যায়। আমি উচ্চ-শিক্ষিত ভদ্র-মনোভাবযুক্ত অথচ হিটলারী মতের সম্পূর্ণ পরিপোষক জর্মানের সঙ্গে আলাপ ক’রেছি—ইহুদীদের বিরুদ্ধে যা-যা বলা যেতে পারে সে-সব শুনেছি। আর মনে হয়, খাঁটি জর্মানদের রাগের কারণও আছে যথেষ্ট। কিন্তু তবুও, সব সত্য হ’লেও, বেচারীদের উপরে শাস্তির মাত্রাটা বড্ড বেশী হ’চ্ছে ব’লে মনে হয়। তবে আমরা বাইরের লোক, ওদের ঘরোয়া কথা সব হয়তো আমরা বুঝ্তে পার্বো না—যেমন আমাদের ঘরোয়া কথা ওদের পক্ষে অনধিগম্য। ইউরোপের লোকেদের কথা ছেড়ে দিই,—আমাদের বাঙলার কথা, হিন্দু বাঙালীর সুখ-দুঃখের কথা, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের লোকেরাই বা কতটুকু বুঝ্তে পারে? তাই এ-পক্ষ ও-পক্ষ সম্বন্ধে আমাদের মত না দেওয়াই ভালো।

এখানকার অধ্যাপক Baron Heine-Geldern বারন্ হাইনে-গেল্ডারন্ ভারত আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা ক'র্‌ছেন। কিছুকাল হ'ল ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি ভিয়েনা-প্রবাসী সুভাষ-বাবুর কাছে আমার এক প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেন। সুভাষ-বাবু 'আনন্দ-বাজার পত্রিকা'তে সে কথা লেখেন। সেটী প'ড়ে অধ্যাপক গেল্ডরন্-এর সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা আমার হ'য়েছিল। অধ্যাপক গেল্ডরন্-এর বাড়ীতে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ হ'ল। শুনলুম. ভদ্রলোক বিখ্যাত জরমান কবি হাইনে-র দৌহিত্র, এবং সেই সূত্রে বারন্-পদবীর অধিকারী। ভদ্রলোকের বাড়ীর বাগানটী চমৎকার—বাড়ীর পিছনে বাগানটী, কি একটা বড়ো গাছ, লম্বা আঁকা-বাঁকা ডাল-পালা আর ঘন-পত্র-সমাবেশে চমৎকার ছায়া-শীতল ক'রে রেখেছিল জায়গাটা; ভিয়েনার তখন দুর্জয় গরম—ভারী আরাম-প্রদ আর নয়নাভিরাম লাগ্‌ছিল। বাগানের উপরেই দোতালায় বারান্দায় ব'সে চা-পান আর নানা আলোচনা চ'ল্‌ল। চা-পানের পরে, অধ্যাপক আমাকে এঁদের নৃতত্ত্ব-পরিষদের একটী সভায় নিয়ে গেলেন, সেখানে মোহেন্-জো-দড়ো যুগের গৃহ-পালিত পশু-সম্বন্ধে একজন পণ্ডিত ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতা হ'ল জরমান ভাষায়, সব বুঝ্‌তে পারলুম না, কিন্তু পর্দার উপরে প্রচুর ছবি ফেলা হ'য়েছিল, তাতে বিষয়টী বুঝ্‌তে কষ্ট হ'ল না। আলোচনাটী বিশেষ চিত্তাকর্ষক হ'য়েছিল। মোহেন্-জো-দড়োর মুদ্রায়—সীল-মোহরে—যে-সব জন্তু-জানোয়ারের ছবি পাওয়া যায়, আর তা ছাড়া ওখানকার নগরের ভগ্নাবশেষে যে-সব গৃহপালিত পশুর হাড় পাওয়া গিয়েছে, সে-সবের আধারের উপরে এই আলোচনা। এশিয়ার অন্যান্য দেশের পশু ও পশুপালন সম্বন্ধেও তুলনামূলক আলোচনা দ্বারায়, প্রাচীন ভারতের মোহেন-জো-দড়ো যুগের কথা বিশদ ক'রে তোলা হ'ল। মোহেন-জো-দড়োতে ছাগল ভেড়া গোরু কত জাতির ছিল, সে সম্বন্ধে বেশ একটা ধারণা তখন হ'ল। আর একটা

খবর পেলুম—তখন এক-প্রকারের হরিণও গৃহ-পালিত পশুদের মধ্যে ছিল। বছর কয়েক পূর্বে একবার সাসারাম-শহরে শের-শাহের সমাধি দেখ্‌তে গিয়ে দেখি, একজন ফকীর একটা নীল-গাই হরিণের পিঠে জীন দিয়ে ঘোড়ার মতন ক'রে চ'ড়ে শহরে এসেছে; শুনলুম লোকটী পাহাড়ে থাকে, সেইখানেই এই নীলগাইকে পোষ মানিয়েছে। গোরুর মত গৃহপালিত হরিণকে কাজে লাগানো হ'ত কিনা জানা যায় না, তবে ব্যাপারটী বেশ কৌতুকপ্রদ বটে।

দুটী অস্‌ট্রিয়ান যুবক নৃতত্ত্ব-বিদ্যা-বিষয়ে গবেষণা ক'রছে, তাদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তারা আসামে এসে, সেখানকার নাগাদের মধ্যে থেকে কাজ ক'র্‌বে—এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের সভ্যতার মূল কথা হয়তো কিছু-কিছু এই-সব আদিম জাতিদের মধ্যে অনুসন্ধান ক'র্‌লেই মিল্‌বে। আমাদের হোটেলে আসাম থেকে আগত দুইটী ভদ্রলোক আছেন শুনে, তারা অধ্যাপক হাইনে-গেলড্‌রুন্‌-এর সঙ্গে আমাদের হোটেলে এল'। চলিহা আর দত্ত মহাশয়দের সঙ্গে এদের পরিচয় করিয়ে' দিলুম। আসামে গেলে যদি কোনও সাহায্যের দরকার হয়, চলিহা-মহাশয় তা যথাশক্তি ক'র্‌বেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে শিষ্টাচার ক'র্‌লেন।

সুভাষ-বাবুর সঙ্গে ভিয়েনায় পৌঁছুবার দু-তিন দিনের মধ্যে সাক্ষাৎ হ'ল। ভদ্র, শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট অস্‌ট্রিয়ান সমাজে সুভাষ-বাবুর খুবই সম্মান, প্রতিষ্ঠা আর আদর-আপ্যায়ন আছে দেখ্‌লুম। Indian Central European Association ব'লে একটী সমিতি হ'য়েছে—উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষ, আর অস্‌ট্রিয়া হঙ্গেরী প্রভৃতি মধ্য-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ভাবের আর বাণিজ্যের আদান-প্রদান ঘনিষ্ঠতর ক'রে তোলা। কতকগুলি বড়ো-বড়ো অস্‌ট্রিয়ান বণিক্ আর সরকারী কর্মচারী এই সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ব্যবসায়ের প্রসারটাই মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে মনে হ'ল। কিন্তু জরমান জাতির মনে ব্রাহ্মণ্যের ধারা অনেকখানি আছে—এরা পূরোপূরি বৈশ্য বা বেনে হ'তে চায় না, বা

পারে না, তাই বাণিজ্যের সঙ্গে-সঙ্গে একটু-আধটু ভাব-গত আদান-প্রদানের কথাটা বাদ দেয়নি, বা দিতে পারেনি। ভাব-গত সংস্পর্শের দিক্‌টা বজায় রাখ্‌বার জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি বিশিষ্ট অধ্যাপক—বিশেষ ক'রে সংস্কৃত আর প্রাচ্য ইতিহাস আর সংস্কৃতির অধ্যাপক জন কয়েক—এতে যোগ দিয়েছেন। একদিন বিকালে এঁদের সমিতির এক অধিবেশন হ'ল। নিমন্ত্রণ পেয়ে আমরাও যাই। প্রায় ৪০।৫০ জন ভারতীয় এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন, জরমান বা অস্ট্রিয়ানও অনেক ছিলেন। ভারত আর অস্ট্রিয়ার সাহচর্য্য যে উভয় জাতির পক্ষে মঙ্গল-দায়ক হবে, এই আশায় কতকগুলি বক্তৃতা হ'ল—জরমানেই বেশী। সুভাষ-বাবু প্রধান অতিথি-স্বরূপে আমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন, তিনি ইংরিজিতে তাঁর অভিভাষণ প'ড়লেন, তার পরে জর্‌মানে তার অনুবাদ পড়া হল।

জরমান ভাষার ঝঙ্কার পূর্বে জরমানি ভ্রমণ-কালে কানে বহুবার গিয়েছে—কিন্তু ভিয়েনায় যে জরমান শুনলুম তা বড় মিঠে লাগ্‌ল; বের্লিনের জরমান যেন এর কাছে একটু কর্কশ শোনায়। জরমান-ভাষীদেরও মত তাই। ভিয়েনায়-প্রচলিত জরমানের একটা উপভাষা আছে; বাইরের লোকের পক্ষে সেটা বোঝা একটু শক্ত। কিন্তু ভিয়েনার শিক্ষিত লোকে ভদ্র বা সাধু জরমানের চর্চা অনেকদিন ধ'রে ক'রে আসছে—এখন ভিয়েনার লোকেরা তাদের জরমানের গৌরব ক'রে থাকে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Karl Luick কার্ল লুইক্‌-এর ক্লাসে একদিন গিয়ে তাঁর পড়ানো শুনে আসি। আমার বেশ লেগেছিল। বিষয় ছিল, ইংরেজ কবি Choucer চসার-এর Troilus and Criseyde-কাব্যের পাঠ। অধ্যাপক লুইক্‌ প্রাচীন ও মধ্য-যুগের ইংরিজি সম্বন্ধে একজন নামী পণ্ডিত। ক্লাসে গিয়ে দেখি, ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীই বেশী—ইংলাণ্ডেও তাই দেখেছিলুম, ভাষা-বিষয়ক শ্রেণীগুলিতে মেয়েদেরই ভীড় বেশী, ছেলেরা বেশীর ভাগ এখন বিজ্ঞানের দিকেই ঝুঁক্‌ছে। অধ্যাপক এসে

ব'স্‌লেন, তারপর একটী ছাত্র বা ছাত্রীকে ডাক্‌লেন। সে উঠে গিয়ে অধ্যাপকের কেদারার কাছে বই হাতে ক'রে দাঁড়াল', তার পরে প্রাচীন উচ্চারণ মোতাবেক মধ্য-যুগের ইংরেজীতে রচিত চসার-এর 'মতন্' বা মূল প'ড়ে গেল, তার পরে জর্‌মানে তার অনুবাদ ক'র্‌লে। তারপর অধীত আর অনূদিত অংশ নিয়ে আলোচনা চ'ল্‌ল, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, ছন্দ, সাহিত্য-রস—কিছুই বাদ গেল না। বিষয়টী আমার জ্ঞাতপূর্ব, সুতরাং জরমান ভালো রকম না জান্‌লেও, মোটামুটি রস-গ্রহণে বাধা হ'চ্ছিল না; আর সব চেয়ে ভালো লাগ্‌ছিল, অধ্যাপক লুইকের মুখে আর ভিয়েনার এই-সব ছাত্রীদের মুখে এই সাধু জর্‌মান ভাষার উচ্চারণ।

ভিয়েনাতে স্থায়ী ভাবে খুব কম ভারতীয় বাস করে। প্রতি বৎসর ভারত থেকে জনকতক ক'রে রোগী যান, চিকিৎসার জন্য। ডাক্তারীতে উচ্চ অঙ্গের গবেষণা ক'রবার জন্য দু'-পাঁচ জন ছাত্র থাকেন। সুভাষ-বাবুকে চিকিৎসার জন্য ভিয়েনায় অনেক কাল ধ'রে থাক্‌তে হ'য়েছিল, তাই তিনি ভিয়েনায় সুপরিচিত হ'য়ে ওঠেন, আর তাঁকে অবলম্বন ক'রে ভারতীয়গণের সামাজিক জীবন একটু জ'মে উঠেছিল। 'হিন্দুস্থান আসোসিয়েশন' ডাক্তার কাট্যার আর তাঁর বন্ধুরাই চালাচ্ছিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য—অস্‌ট্রিয়ানদের সঙ্গে ভারতীয়দের মেলামেশার আর সংস্কৃতি-গত ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা ক'রে দেওয়া। ভিয়েনা-প্রবাসী ভারতীয়েরা প্রায় সকলেই বেশ জর্‌মান ব'ল্‌তে পারেন, কাজেই এঁদের দ্বারায় এ কাজটা বেশ হয়। ভারতবর্ষ থেকে কেউ এলে, যদি তাঁকে দিয়ে ভিয়েনার শিক্ষিত সমাজের উপযোগী কোনও বক্তৃতা দেওয়ানো যেতে পারে, তার ব্যবস্থাও এঁরা ক'রে থাকেন। তবে বেশী ভারতীয় ভিয়েনায় না থাকায়, 'হিন্দুস্থান আসোসিয়েশন' তেমন জম-জমাট নয়।

আমি ভারতীয় চিত্র-কলার ইতিহাস বিষয়ে বক্তৃতা দেবো স্থির ক'রে, দেশ

থেকে শতখানেক স্লাইড নিয়ে গিয়েছিলুম। সুভাষ-বাবু সে কথা শুনে, 'হিন্দুস্থান আসোসিয়েশন'-এর তরফ থেকে বক্তৃতার বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন। আমাদের হোটেল-দ্য-ফ্রাঁস-এ বক্তৃতা হ'ল। খবরের কাগজে বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ভারতীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এসেছিলেন জনকতক, আর স্থানীয় জরমান মেয়ে পুরুষ অনেকগুলি এসেছিলেন। ইংরিজি-জানিয়ে' লোক-ই বেশীর ভাগ—অধ্যাপক আর শিক্ষাজীবী, আর চিত্র-শিল্পী কতকগুলি ছিলেন। জর্মান-জাতীয় লোকের তথ্য-লিপ্সার আগ্রহ অসাধারণ। আমি সাড়ে'-আটটা থেকে দশটা—এই দেড় ঘণ্টা ধ'রে বক্তৃতা দিই, খান পঁচাত্তর ছবি দেখাই—এক নিশ্বাসে প্রাগৈতিহাসিক যুগের গিরিগাত্রে অঙ্কিত চিত্র থেকে, অজণ্টা সিগিরিয়া বাগ, সিত্তন্নবসল্ এলূরা. নেপালী পুঁথির চিত্র, রাজপুত, মোগল, সায় অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল পর্য্যন্ত —সব যুগের ছবি দেখিয়ে' ব'লে যাই; আর আমার শ্রোতারা ধীর ভাবে সব শুন্‌লে, আর তার পরে কেউ-কেউ প্রশ্নও ক'র্‌লে। ভিয়েনায় তখন ভীষণ গরম; জনাকীর্ণ বক্তৃতার ঘর, হাওয়া নেই—ওদেশে বিজলীর পাখা অজ্ঞাত; কিন্তু যে গরম পেয়েছিলুম তাতে ম'নে হ'ত, ওদেশে পাখার রেওয়াজ থাকলে ভালো হ'ত—কালো কাপড়ের গরম পোষাক প'রে আমার তো গলদ্‌ঘর্ম অবস্থা; কিন্তু শ্রোতাদের তার জন্য চিন্তা নেই, নোতুন বিষয়, তারা মন দিয়ে শুন্‌ছে, ছবি দেখ্‌ছে। আমার বক্তৃতায় সুভাষ-বাবু সভাপতি হ'য়েছিলেন, আর তিনি শ্রোতাদের কাছে আমার পরিচয় দিয়েছিলেন।

জর্মানরা এক হিসেবে খুব কৃতকর্মা আর হিসেবী জা'ত। আমাদের দেশে চাল-কড়াই-ভাজা না চ'ল্‌লে যেমন আষাঢ়ে' গল্প জমে না, আর আধুনিক দলে চা না থাক্‌লে যেমন তর্ক বা আলোচনা ফিকে লাগে, জর্মানেরা এই যে পেশাদার বক্তৃতা-শুনিয়ে'র মতন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে শুনে যেতে পারে, তার একটা অবলম্বন বা ঠেকো ক'রে রাখে। সাধারণের উপযোগী এই রকম

বক্তৃতার সঙ্গে-সঙ্গে শ্রোতাদের পান-ভোজন চলে। তাতে শ্রোতারা বল পায়, বক্তৃতার তোড়ে তারা ভেসে যায় না। অনেক হোটেলে আমাদের হোটেলের মতন একটী ক'রে বড়ো ঘর থাকে, যেখানে এই রকম বক্তৃতা দেওয়া যেতে পারে। ঘর বা হল-ভাড়া ব'লে হোটেলওয়ালারা কিছু নেয় না, তবে হোটেল থেকে কফি, বিয়ার, লেমনেড, কেক এই-সব সরবরাহ করে, শ্রোতারা কিনে খান, আর বক্তৃতা শোনেন। হলের এক দিকে সভাপতি আর বক্তার স্থান—তাঁদের চেয়ার টেবিল; আর হল জুড়ে' শ্রোতাদের বস্‌বার চেয়ার আর ভোজ্য আর পানীয় রাখ্‌বার সব ছোটো-ছোটো গোল টেবিল। চারজন ক'রে এক-একটী টেবিল দখল ক'রে বসেন, ইচ্ছামত অর্ডার দিয়ে পান-ভোজন করেন, নিজেরাই দাম দেন। এইরূপে যা বিক্রী হয়, তা থেকেই ঘর-ভাড়ার টাকাটাও উঠে যায়। এ ব্যবস্থা মন্দ নয়। এদের শ্রোতা আর হোটেলের খানসামা—বক্তৃতার কালে কেউই টু-শব্দটীও করে না।

সুভাষ-বাবু একদিন রাত্রে ডিনারের পরে স্থানীয় একটী ভদ্রলোকের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। এঁর নাম Fetter—ইনি অস্‌ট্রিয়ান শাসন-পরিষদে কি একটা বড়ো পদ অধিকার ক'রে ছিলেন, এখন আর সে পদে তিনি নেই। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে খুব উচ্চ-শিক্ষিত, উদার মতের। আরও দু-তিনটী ভদ্র পুরুষ ও মহিলা ছিলেন। গল্প ও আলোচনার অনুপান ছিল শরবৎ, ফল, মিষ্টান্ন। সেবার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের কথা জ'মে উঠ্‌ছিল। আধুনিক সভ্যতার গতি, সেকেলে মনোভাবের শক্তি ও সৌন্দর্য্য, আধুনিক জগতে ধর্ম-সংকট, বিজ্ঞান আর ধর্ম, হিন্দু আদর্শের বৈশিষ্ট্য, সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, চীনা সাহিত্য ও শিল্প—এই-সব মানসিক আর আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি বিষয়ে আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা সদালাপ ক'রে, তাঁদের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিই। ভিয়েনাতে এই সংস্কৃতি-পূত উচ্চ-মনোভাব-যুক্ত দম্পতীর সঙ্গে আলাপ আমার কাছে একটী আনন্দের স্মৃতি হ'য়ে থাক্‌বে।

কোনও জাতির সংস্কৃতি আর রীতি-নীতির সঙ্গে, বিশেষতঃ তার সামাজিক অবস্থার সঙ্গে, আট-নয় দিনে বেশী পরিচয় সম্ভবপর নয়। শহর দেখ্‌তেই আর মিউজিয়মগুলি ঘুর্‌তেই দিন কেটে গেল। রাস্তাতেও এদের সামাজিক জীবনের কোনও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। একটা জিনিস লক্ষ্য ক'র্‌লুম—আমি যখন ভিয়েনায় ছিলুম, তখন একদিন সকালে দেখি, রাস্তায় মাঝে-মাঝে ঘোড়ার গাড়ী বা মোটর যাচ্ছে, খুব ফুল দিয়ে গাড়ী, ঘোড়ার সাজ, সব সাজানো; প্রায়ই সাদা রঙের ফুল। আমাদের বরের গাড়ী সাজায় যেমন ক'রে—তবে পাতার চেয়ে ফুলই বেশী। আর গাড়ীতে আছে একটী দুটী ক'রে কম-বয়সী মেয়ে ব'সে—১৩।১৪ বছর বয়সের হবে—সাদা পোষাক পরা, মাথায় সাদা ফুলের মুকুট; সঙ্গে ভালো কাপড়-চোপড় প'রে মেয়ের মা আর অন্য আত্মীয় র'য়েছে। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, এই-সব মেয়েদের গির্জায় নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে, Confirmation নামে একটী ধর্ম-অনুষ্ঠান বা সংস্কার পালনের জন্য। অস্‌ট্রিয়ার রোমান-কাথলিকেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে এই ধর্ম-সংস্কার পালন করে। শিশু অবস্থায় ছেলে-মেয়েদের খ্রীষ্টান ধর্মে 'বাপ্তিস্‌ম্' বা অভিষেক হয়, তখন তাদের ধর্মপিতা বা ধর্মমাতা তাদের হ'য়ে খ্রীষ্টানী কবুল করে। পরে ছেলে মেয়েরা ১২।১৩।১৪ বছরের হ'লে, এতদিন যে খ্রীষ্টান-ধর্ম বিষয়ে তারা শিক্ষালাভ ক'র্‌ছিল সেই শিক্ষার পরিচয় গির্জায় গিয়ে দেয়, আর পাদ্রী তখন লাতীন মন্ত্র প'ড়ে তাদের আশীর্বাদ করে; তখন থেকে তারা খ্রীষ্টান-রূপে Confirmed বা প্রতিষ্ঠিত হ'ল, সমাজে তাদের পূরাপূরি অধিকার হ'ল। আদিম যুগের সমাজে ছেলে মেয়েদের পূর্ণবয়স্কত্ব প্রাপ্তিতে যে-সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠান হয়, যাকে ফরাসীতে Rites de Passage বলে, এই Confirmation সেই প্রকারের অনুষ্ঠান; খ্রীষ্টানী ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এসে, এর বাহ্য ভাব বা আদর্শ একটু অন্য ধরনের ক'রে দিয়েছে, এই যা।

রবিবার দিন, ৯ই জুন, ভিয়েনার খবরের কাগজ Neues Wiener

Tagblatt ('নব ভিয়েনা দিনপত্র') একখানা কিনে, চোখ বুলিয়ে' যেতে-যেতে হঠাৎ কতকগুলি বিয়ের বিজ্ঞাপন নজরে এল'। বিজ্ঞাপনগুলি বিশেষ কৌতুককর, আর এই-সব বিজ্ঞাপনের ভিতর দিয়ে ভিয়েনার সমাজের যে পরিচয় মিলল, তা বহুদিন ধ'রে ভিয়েনায় থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রে-ও হ'তে পারত কিনা সন্দেহ। মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে যখন ধরা দেয়, তখনই তার ঠিক স্বরূপ, তার প্রকৃতি বেরিয়ে' পড়ে। এই বিজ্ঞাপনগুলি সমাজের জীবন-ধারা, স্ত্রী-পুরুষের অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর আলোক-পাত করে।

রবিবারের কাগজ—এতে প্রায় ৩০০ বিয়ের বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপন প'ড়ে মনে হয়, মানুষের মন আর মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য, কামনা, সব দেশেই এক। বিয়ের বিজ্ঞাপনেই আজকাল মেয়ে-দেখানোর কাজ অনেকটা চুকিয়ে' দেওয়া হয়। বর-পক্ষকে মেয়ে-দেখানো ব্যাপারটীকে আমরা আজকাল মেয়েদের পক্ষে অপমান-জনক ব'লে মনে ক'রতে অভ্যস্ত হ'চ্ছি; এবং এ কথাও সত্য যে, অনেক সময়ে অত্যন্ত অভদ্র-ভাবে আমাদের সমাজে বর-পক্ষ ক'নের রূপ-গুণ পরখ ক'রে নেন। আগে ছেলে-দেখাও ছিল; কিন্তু এখনকার তরুণেরা অনেক ক্ষেত্রে পাত্র-হিসেবে কন্যা-পক্ষের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হ'তে লজ্জা বোধ করেন। যা হোক, অস্ট্রিয়ান সমাজের বর-ক'নের রূপ-গুণ সম্বন্ধে কি কি প্রার্থিত, কত টাকা যৌতুক বর-পক্ষ আশা করেন, সে-সব কথা স্পষ্ট ভাবে বিজ্ঞাপনেই দিয়ে দেন; ছেলে বা মেয়ে দেখাটা প্রথম-প্রথম ছবির মারফতৎ-ই সারা হয়। পাত্র স্বয়ং বিজ্ঞাপন দেন; আবার প্রাচীন ধারায় পাত্রের পিতা বা অন্য স্বজন বিজ্ঞাপন দেন; তবে শেষোক্ত রীতি অপ্রচলিত হ'চ্ছে। একটী জিনিস নোতুন ঠেক্‌বে—এটী আমাদের কাছে নোতুন লাগ্‌বে তো বটেই, ইউরোপেও নোতুন লাগ্‌বে—মেয়েরাও নিজ বিবাহের জন্য বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। শুনেছি, কোনও ইউরোপীয় মহিলা—ইংরেজ নন—ভারতের কোনও সংবাদ-পত্রে এই মর্মে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে, তিনি

কন্টিনেণ্টের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষিতা এবং পি-এচ্‌-ডি-ডিগ্রি-প্রাপ্তা, বয়সে তরুণী, বিবাহেচ্ছু কোনও উচ্চ-শিক্ষিত ও উচ্চ-পদস্থ ভারতীয় ভদ্রলোকের সহিত পত্র-ব্যবহার এবং ফোটোগ্রাফ-বিনিময় ক'রতে প্রস্তুত। এইরূপ বিজ্ঞাপনও ভিয়েনায় দুর্লভ নয়। নীচে ভিয়েনার কাগজ থেকে কতকগুলি বিয়ের বিজ্ঞাপনের অনুবাদ দেওয়া গেল; সামাজিক পরিস্থিতি অনেকটা এই থেকে বোঝা যাবে। (অনাবশ্যক বোধে মূল জরমান বিজ্ঞাপনগুলি আর দিলুম না; জরমান থেকে অনুবাদ ক'রতে প্রিয়বর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ আমার সাহায্য ক'রেছেন।)

[১] মফঃসলের শহরের সিনেমার মালিক, ২৮ বৎসর বয়স, সৎ ও হৃদয়বান্ মানুষ, শীঘ্রই বিবাহ করিতে চান—মিতব্যয়িতা, নম্র প্রকৃতি, কিছু নগদ টাকা। খুঁটি-নাটি কথা পত্র-মারফৎ জ্ঞাতব্য; পল্লী-অঞ্চল থেকে সম্বন্ধও গ্রাহ্য। এই নামে চিঠি দিতে হইবে—"নিশ্চিন্ত ভবিষ্যৎ, ২৬৩৯ সংখ্যা"।

[২] শিল্প-কলা-প্রিয় ৩৩ বৎসর বয়স্ক তরুণ, কোনও দোকানের উত্তরাধিকারী, মাঝারী-আকার, পরে বিবাহের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত বয়স ও চেহারার আর্য্য জাতীয়া (অর্থাৎ ইহুদী নহে এমন) মহিলার সহিত পরিচয় করিতে চান। বিবাহার্থিনীর ৩, ৪, ৫, ৬, বা ৯-এর পল্লীতে কোনও বড়ো রাস্তার উপরে সুগন্ধি ও গৃহকর্মের জিনিসের চলতি ও ঋণ-মুক্ত দোকানের মালিক হওয়া চাই; আর নিজে এই দোকান চালাইতে বা দোকানের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁর ঝোঁক না থাকা চাই। বিবাহির্থিনীর চেহারা দোকানের উপযুক্ত হওয়া চাই; গৃহকর্মে দক্ষতা, শিল্পকলায় অনুরাগ, আর খোলা জায়গায় ঘোরা-ফেরা করার দিকে টান থাকা চাই। যাঁরা সত্য-সত্যই বিবাহ চান, তাঁরা "ভবিষ্যৎ ১৯৩০" এই নামে চিঠি দিন।

[৩] গ্রন্থকার, পারিবারিক কোনও বন্ধন নাই, পূর্ণবয়স্ক, সুগঠিত-কায়,

প্রিয়দর্শন, নিজের বাটী আছে, অবস্থা ভাল; ছিপ্‌ছিপে অথচ সুপুষ্ট-দেহা অসামান্য সুন্দরী মহিলার সহিত পরিচয় করিতে চান। উচ্চ-শিক্ষিতা এবং সহৃদয়া, ও স্বভাব-চরিত্রে লড়াইয়ের পূর্বেকার যুগের (Vorkriegs-charakter) হওয়া চাই; এবং বয়সে ৩৫ বৎসরের নীচে নহে। আর ৪০ থেকে ৬০ হাজার শিলিঙ নগদ থাকা চাই, ভিয়েনার কাছে-পিঠে একখানি বাগান-বাড়ী থাকে তো ভাল,—কিন্তু এটী না হইলে চলিবে না এমন কথা নয়। ফোটোর সহিত "মহানুভব মহিলা-চরিত্র ১১৯৬০ সংখ্যা" এই নামে দরখাস্ত দিন।

[৪] স্বচ্ছল অবস্থায়, ব্যবসায়-কর্মে নিযুক্ত, এবং গুণবতী ও সুন্দরী কন্যা বিদ্যমান এমন খ্রীষ্টান পরিবারের সহিত আমার পুত্রের পরিচয় করাইতে চাই। পুত্রটীর বয়স ২৫ বৎসর, উচ্চশিক্ষিত, সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান্, লম্বাই ১৮০ সেন্টিমিটার, ব্যবসায়-কর্মে (বস্ত্র-বাণিজ্যে) নিযুক্ত। কন্যাটী সুদর্শনা, বয়সে ২৩ বৎসরের উপর নহে, উচ্চ-ইস্কুল পর্য্যন্ত পড়িয়াছে—এমন হওয়া চাই। আমি কন্যার পিতা-মাতার সহিত পরিচয় করিতে চাই। ঘটক বা দালালের দরকার নাই। সমস্ত কথা অপ্রকাশিত থাকিবে, এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি। আমার বন্ধু ও পরিচিতদের সকলেরই পুত্র-সন্তান বিদ্যমান, সেইজন্য বিজ্ঞাপন দিতেছি। ফোটো চাই; দেখিয়াই ফেরত পাঠাইব। "স্বয়ংগচ্ছ ৮২৯" এই ছদ্মনামে চিঠি দিবেন।

[৫] ২২ বৎসর বয়স, দোকানের মালিক; বিবাহের উদ্দেশ্যে রন্ধন-কর্ম-নিপুণা ও বেশ বড়ো সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী কন্যার সহিত পরিচয় করিতে ইচ্ছুক। "G ১০৯০" এই নামে চিঠি দিন।

[৬] তরুণ-বয়স্ক বিপত্নীক, নিজ বাটী আছে, ৩৪ বৎসর বয়স, স্কুলে যায় তিনটী ছেলে-মেয়ে;—এই শিশুদের মাতা হইবার জন্য স্নেহশীলা পত্নী চান। তাঁর কিছু টাকা থাকা চাই (৩০০০ থেকে ৫০০০ শিলিঙ), বয়স ৩৫

থেকে ৪০ এর মধ্যে। বিবাহের উদ্দেশ্যে যত শীঘ্র সম্ভব পরিচয় করিতে চান। ফোটো পাঠাইবেন। "B. J. ১৫৪০" এইনামে পত্র দিন।

[৭] সরকারী কর্মচারী, ছেবলা নহে, কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত,—জাত্ আর্য্য, একক, তিরিশ বছরের উপর বয়স ; তিনি হৃদয়বতী, সঙ্গীতজ্ঞ এবং সংস্বভাবের মেয়ের সহিত পরিচয় করিতে চান। একাধারে তন্বী ও পুষ্ট-দেহা, কটা বা সোনালি চুল, আমুদে,' সদা-প্রফুল্ল প্রকৃতি, আর্য্য-জাতীয়া, ভিয়েনাবাসী সদ্বংশীয়া—কন্যার এই-সব গুণ চাই। "পরিশিষ্ট ১৩৫৮", এই নামে পত্র দিন।

[৮] আমি সহৃদয় ও স্বাস্থবান্ কোনও ভদ্রলোককে বিবাহ করিতে চাই। দেশ-ভ্রমণে উৎসুক ও খাঁটী চরিত্রের মানুষ হওয়া চাই, প্রকৃতিতে শান্ত, অথচ উচ্চ মনোভাব ও রসবোধ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া চাই ; তাঁহার জীবনে সততা ও চারিত্র্যের প্রমাণ থাকা চাই"; এবং আত্মীয় স্বজনের বন্ধন যতদূর সম্ভব কম হওয়া চাই। আমার বয়স ৩৩, আমি ইহুদী-কন্যা, সুন্দরী, মাঝারী চেহারার, তন্বঙ্গী কিন্তু রোগা নহি ; প্রকৃতিতে কৃত্রিমতা নাই, সকলের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারি ; এবং অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য-যুক্তা। আমার ১০,০০০ শিলিঙ, ও নিজ বাড়ী আছে। সত্যকার প্রার্থীর আবেদন খুঁটিনাটির সহিত আহ্বান করিতেছি। "বিবেচনা ও সহানুভূতি, ১৫২৫" এই নামে পত্র দিন।

[৯] আমাকে মোটর-চালকের চাকরী পাওয়াইয়া দিবেন, অথবা এক-খানি মোটর-গাড়ী কিনিবার মত সঞ্চিত অর্থ যাঁহার আছে, এমন ২২ বৎসরের অনধিক বয়স্কা কন্যাকে আমি বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। "শোফার ২৪৫৬" এই নামে চিঠি দিন।

[১০] গরীবের ঘরের মেয়ে, ২৪ বৎসর বয়স, রোমান কাথলিক, কোনও অতীত ইতিহাস নাই, বিবাহের উদ্দেশ্যে কোনও ভদ্র ও সৎপদস্থ পুরুষের সহিত পরিচিত হইতে চান। "কেবল ভদ্র ও সদুদ্দেশ্যযুক্ত, ১২৯৩ সংখ্যা," এই নামে চিঠি লিখুন।

[১১] আদর্শ-বাদিনী, উচ্চশিক্ষিতা, সুন্দরী ব্লণ্ড (অর্থাৎ হিরণ্য-কেশা), সুগৃহিণী, সহৃদয় ৪৩ হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক জীবন সঙ্গী চান, "আর্য্য ২৫৫২" এই নামে চিঠি দিন।

[১২] ৪২ বৎসর বয়স্কা কুমারী, সুগৃহিণী, পাকা কাজে নিযুক্ত পুরুষের সঙ্গে বিবাহের জন্য পরিচয় চান। "৫০০০ S সংখ্যা ১৯৬২" এই নামে চিঠি দিন।

[১৩] ৬০ বৎসর বয়স্ক ইহুদী, পাকা কাজে বহাল আছেন, বিষয়-কর্মে নিযুক্ত কোনও মহিলার পরিচয় চান। কোনও আর্থিক স্বার্থ নাই; "১৪৩৫ এই নামে······ঠিকানায়" লিখুন।

এইরূপ বিবাহের বিজ্ঞাপন ছাড়া আরও এমন বহু বিজ্ঞাপন আছে, যে-সবের উদ্দেশ্য বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না—'উইক-এণ্ড' বা 'হপ্তা-শেষ' অর্থাৎ শনি-রবিবার শহরের বাইরে যাবে, সঙ্গের সঙ্গিনীর জন্য বিজ্ঞাপন; ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই প্রকার বিজ্ঞাপন যে সুপ্রতিষ্ঠিত খবরের কাগজে স্পষ্ট ভাষায় আজকাল দেওয়া হ'চ্ছে, তা থেকে ইউরোপের স্বাধীন-বৃত্ত মেয়েদের অবস্থা কেমন দাঁড়াচ্ছে বা দাঁড়িয়েছে, তার অনেকটা অনুমান করা যায়॥

[৬]

স্টীমারে ভিয়েনা থেকে বুদা-পেশ্‌ৎ

ভিয়েনা থেকে বুদা-পেশ্‌ৎ যাওয়া যায়—রেলে, মোটর-বাসে, স্টীমারে, আর হাওয়াই-জাহাজে। শেষোক্ত যানটী এখনও সর্বসাধারণের উপযোগী হ'য়ে ওঠেনি—পয়সার দিক্ থেকে। দানুব-নদীর সঙ্গে একটু পরিচিত হবার ইচ্ছা বহুদিন ধ'রেই ছিল'—তাই স্টীমারে ক'রে বুদা-পেশ্‌ৎ যাবো আগে

থেকেই স্থির ক'রেছিলুম। দানূব-নদী ইউরোপের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী—রুষদেশের ভল্‌গার পরেই এর স্থান ; আমাদের গঙ্গার চেয়েও লম্বা, গঙ্গা হ'চ্ছে ১৫১৪ মাইল, আর দানূব ১৭১৪ মাইল। দানূবের মত 'আন্তর্জাতিক নদী' জগতে দুটী নেই—জরমানি, অস্‌ট্রিয়া, হঙ্গেরী, চেখোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগারিয়া, রুমানিয়া—এতগুলি স্বাধীন দেশের মধ্য দিয়ে বা এদের সীমানা স্বরূপ হ'য়ে দানূব প্রবাহিত। এদের কৃষি আর পণ্য-বাহন দানূবের উপরেই কতকটা নির্ভর করে ব'লে, দানূব নদীর জল ব্যবহার আর তাতে স্টীমার-চালানো প্রভৃতি কতকগুলো বিষয় নিয়ে এই কয়টা দেশ মিলে কতকগুলি আইন-কানুন ক'রেছে।

বহুবার স্টীমারে ক'রে গঙ্গাবক্ষে—পদ্মায় আর মেঘনায়—ভ্রমণ হ'য়েছে, গঙ্গাকে আশ্রয় ক'রে আমাদের বাঙলার প্রাণের স্পন্দন অনুভব ক'রেছি। ইউরোপের প্রাচীন ও মধ্য-যুগের রোমান্সের আকর-স্বরূপ, জরমান সভ্যতার কেন্দ্র-স্থানীয় রাইন নদীর সঙ্গেও ছাত্রাবস্থায় একটু পরিচয় হ'য়েছিল ; ১৯২২ সালে Mainz মাইন্‌ৎস্ থেকে Coblenz কোব্‌লেন্ত্‌স্ পর্য্যন্ত রাইন-স্টীমারে ভ্রমণ ক'রে, জরমানির গঙ্গা এই রাইন-নদীর মাহাত্ম্য আর জরমানদের প্রাণে এর স্থান কোথায়, তার কিছুটা উপলব্ধি ক'রেছিলুম। এবার মধ্য-ইউরোপের অধিবাসী নানা জাতির যোগ-সূত্র বা নাড়ী দানূবের সঙ্গে-ও পূরো একটা দিন ধ'রে পরিচয় হ'ল।

১৩ই জুন, বৃহস্পতিবার, সকাল আটটায় স্টীমার-ঘাটে উপস্থিত হ'লুম। আগেই টমাস কুকের আপিসে টিকিট কেনা ছিল। বারো ঘণ্টার পথ, জাহাজ সকাল সাড়ে আটটায় ভিয়েনা ছেড়ে, রাত সাড়ে আটটায়, বুদা-পেশ্‌ৎ পৌছুবে ; দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া নিয়েছিল ১৩ শিলিং ৬০ গ্রশেন—আমাদের টাকা সাতেক। স্টীমার ঘাটে র'য়েছে, কিন্তু যাত্রীদের চ'ড়তে দিতে দেরী আছে। একজন কুলি আমার আমার মাল-পত্রের

জিম্মেদারী গ্রহণ ক’রলে। ভিয়েনার কুলি, সব বিষয়ে তার বেশ একটু কৌতূহল আছে। আমায় জিজ্ঞাসা ক’র্‌লে, আমার দেশ কোথায়। আমি ব’ল্‌লুম, Indien বা ভারতবর্ষ। “খুব বড় দেশ, খুব পয়সাওয়ালা দেশ; তা আপনি এসেছেন দেশ-ভ্রমণ ক’রতে?”—“হাঁ”; “লোকে সে দেশে বেশ আরামে আছে? আমাকেও নিয়ে চলুননা?” “কেন বলো তো?” “মশায়, আমাদের কষ্টের কথা কি আর ব’ল্‌বো—এখানে কাজ-কর্ম আর পাওয়া যায় না, বছরের মধ্যে কত মাস arbeitlos অর্থাৎ বেকার ব’সে থেকে, খেতে না পেয়ে আমরা ম’র্‌ছি। আপনাদের দেশে গেলে কাজ তো মিল্‌বে?” আমার যথাজ্ঞান জর্‌মানে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা ক’রলুম—বাপু হে, অবস্থা সর্বত্রই এক; কাজের অভাবে সেখানেও লোকে বেকার থাক্‌ছে, আর শিক্ষিত ব্যবসায়ের লোকেরা তো দাঁড়িয়ে’ ম’র্‌ছে। লোকটা সম্পূর্ণ রূপে আমার কথা বুঝ্‌লে কি না জানিনা,—তবে মনে হ’ল আমার কথায় যেন তার বিশ্বাস হ’ল না।

স্টীমার-যাত্রী অন্য নানা লোক জমা হ’য়েছে, আরও হ’চ্ছে। কতকগুলি তরুণ-তরুণী একগাদা স্যুট্‌-কেস জড়ো ক’রে দাঁড়িয়ে’ র’য়েছে; দেখে বোঝা গেল, এরা সব ছাত্র-ছাত্রী, দলবদ্ধ হ’য়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। একটা লোক, ময়লা পোষাক পরা, গায়ে একটা ময়লা বর্ষাতী কোট চড়ানো, খুব তড়বড়ে’ ইংরিজিতে এই দলের সঙ্গে কথা কইছে—জর্‌মান-ভাষীর দেশ ভিয়েনায় ইংরিজি বলে, লোকটা কে, কি বৃত্তান্ত, তখন বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। দূর থেকে দেখে ইংরেজ ব’লে মনে হ’ল না—গায়ের রঙ্‌টা ময়লা-ময়লা ঠেক্‌ল। পরে এর পরিচয় পেলুম।

পাসপোর্ট দেখে, টিকিট দেখে, আমাদের জাহাজে উঠ্‌তে দিলে। ছোটো জাহাজ, পদ্মাতে যে সব যাত্রী-বাহী জাহাজ চলে, সেই রকম; তবে তার চেয়ে হালকা আর ছোটো। দোতালায় সাম্‌নেটায় ছাত নেই, খোলা, দরকার হ’লে শামিয়ানা টাঙাবার ব্যবস্থা আছে। দুইটী শ্রেণী—প্রথম

শ্রেণী আর দ্বিতীয় শ্রেণী। আর যাত্রীদের বস্‌বার জায়গা দোতালায়; সামনের ভাগে দ্বিতীয় শ্রেণী, পিছনের ভাগে প্রথম শ্রেণী। দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্‌বার ডেকে, খোলা আকাশের তলায়,—রেলিঙ-এর ধারে কাঠের বেঞ্চিতে, অথবা কাম্বিসের আসন-যুক্ত ছোটো-ছোটো মোড়া টুলে যাত্রীরা সব বসে। এ জায়গাটা বড় সংকীর্ণ; দেখ্‌তে-দেখ্‌তে যাত্রীতে ভ'রে গেল। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরা চিম্‌নির পিছনের অংশে বসে, তাদের বস্‌বার জায়গাটা ছাতে ঢাকা, ভিতরে বস্‌বার জন্য গদী-আঁটা বেঞ্চি। তার পরে, সব পিছনে, শামিয়ানা-দেওয়া বারান্দা। খাবার জায়গা নীচের তলায়—প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর আলাদা আলাদা। আমি যে জাহাজে চ'ড়্‌লুম, সেটা হুঙ্গেরীয় কোম্পানির। জাহাজটার নাম Szent István 'সেন্ত্‌ ইশ্‌ত্‌ভান্‌'—অর্থাৎ Saint Stephen; এই Saint Stephen ছিলেন হুঙ্গেরীর প্রথম খ্রীষ্টান রাজা, তাঁরই আমলে হুঙ্গেরী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি খ্রীষ্টীয় ১০০০ সালে রাজত্ব করেন, হুঙ্গেরীয়েরা তাঁর স্মৃতির প্রতি খুবই শ্রদ্ধা দেখায়, রোমান-কাথলিক মতে তিনি একজন Sanctus বা Saint অর্থাৎ সিদ্ধ-পুরুষ ব'লে গণ্য—তাঁরই নামে এই জাহাজ। অস্‌ট্রীয়, চোখো-শ্লোভাকীয়, হুঙ্গেরীয়—এদের সব আলাদা-আলাদা জাহাজ-কোম্পানি আছে, দানুবের তীরে বিভিন্ন নগরে যাত্রী আর মাল নিয়ে যাবার জন্য।

জাহাজ ছেড়ে দিলে। যাত্রীরা রুমাল নেড়ে বিদায় নিলে। জাহাজ লাল-সাদা-সবুজ তে-রঙা ঝাণ্ডা উড়িয়ে চ'লেছে। ভিয়েনার জাহাজ-ঘাটা ক'লকাতার মত বিরাট বা সর-গরম নয়। নদীও তেমন চওড়া নয়। নদীর জল ঘোলাটে', আমাদের বর্ষার গঙ্গার মত। একটা জরমান গানে দানুব-নদীকে Blau Donau বা 'নীল দানুব' ব'লে উল্লেখ করা হ'য়েছে—নীলত্ব তো কিছুই দেখলুম না। শহর ছেড়ে পূব-মুখো হ'য়ে জাহাজ চ'ল্‌ল। আরোহীরা যে যার বস্‌বার জায়গা ক'রে নিলে। সকাল বেলায় মিঠে

রোদ্দুরে ছোটো কাম্বিসের টুলের উপর ব'সে নদীর হাওয়া খেতে-খেতে যাওয়া মন্দ নয়; কিন্তু আমরা সূর্য্যদেবের খাস তালুকের প্রজা, তাঁর দুপুরের প্রতাপ কখনও আমাদের সহ্য হয় না। একটু ছায়া-ঢাকা কানাচের জায়গা ঠিক ক'রে নেওয়া গেল। এ দেশের লোকেরা সারাদিন রোদ্দুরে থাকতে পেলে আর কিছু চায় না—রোদ্দুরে পোড়াকে এরা 'সূর্য্য-স্নান' করা বলে। চড়নদারদের মধ্যে বিদ্যার্থীর দল—ছাত্র-ছাত্রী—সংখ্যায় এরা জন তিরিশ হবে—উপরের সেকেণ্ড-ক্লাস ডেকের অনেকটা এরাই দখল ক'রে ব'সল। এদের মধ্যে মেয়েই হবে অর্ধেক। শুনলুম, এরা ভিয়েনার একটা টেক্‌নিকাল-স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, ছুটী হ'য়েছে তাই দল-বদ্ধ হ'য়ে বুদা-পেশ্‌ৎ আর হুঙ্গেরী ভ্রমণ ক'রতে বেরিয়েছে। দিন দশ পনেরো ঘুরে, দেখে শুনে, আবার বাড়ী ফিরবে। এদের বয়স ১৮ থেকে ২৫।২৬ পর্য্যন্ত ব'লেই মনে হ'ল। কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেশ ভাব বা ভালোবাসা আছে দেখলুম—মার্কা-মারা প্রেমিক-প্রেমিকার মত জোড় বেঁধে এরা চ'লেছে। দেখতে মন্দ লাগে না—বেশ লম্বা চওড়া চেহারার ছেলেগুলি, মেয়েগুলি সুশ্রী—সকলেই স্বাস্থ্যের আর স্ফূর্তিপূর্ণ জীবনী-শক্তির প্রতিমূর্তি, —হাসি-খুসীর মধ্যেই সব চ'লেছে—এ একেবারে 'যৌবনের জয়যাত্রা'! চার পাঁচটী প্রেমিক-জোড় ছিল, এরা পাশাপাশি জায়গা ক'রে নিয়েছে। কোনও রকম অশোভন ব্যবহার নেই। সঙ্গে একজন আধা-বয়সী মাষ্টার, এদের অভিভাবক-রূপে সঙ্গে আছেন। অতি গোবেচারী ভালো-মানুষ চেহারা,—একেবারে খাঁটী জরমান ইস্কুল-মাষ্টার; লোকটী একটু বেঁটে-খাটো পেট-মোটা চেহারার, মাথায় বাদামী রঙের চুল কদম-ছাঁটা ক'রে কাটা, মুখে ছাঁটা-গোঁফ, চোখে একজোড়া খুব পুরু কাঁচের চশমা। বেচারী নেহাৎ 'হংস-মধ্যে বকো যথা' অবস্থায় এক পাশে ব'সে দাঁড়িয়ে' কাটাচ্ছিল—এই-সব উদ্দাম বয়সের ছেলে-মেয়ের মধ্যে তাকে কিছু ক'রতেই হয় নি—একটা

কথা ব'ল্‌তেও হয়নি। ছেলে-মেয়ের দল ব'সে, রোদ্দুর বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে উপরকার কোট খুলে জাহাজের এখানে ওখানে সুটকেসের উপর সাজিয়ে' রেখে দিয়ে, কেউ একখানা বই নিয়ে, কেউ খবরের-কাগজ নিয়ে, কেউবা রেলিঙ-এ হেলান দিয়ে, কোথাও বা কতকগুলি মিলে দল-বদ্ধ হ'য়ে গল্প-গুজব ক'র্‌তে-ক'র্‌তে চ'ল্‌ল। অন্য যাত্রী যারা ছিল তারা তেমন লক্ষণীয় নয়। তবে কতকগুলি চাষী-শ্রেণীর মেয়ে আর পুরুষ-ও ছিল। তাদের গেঁয়ো পোষাকে তারা যে কৃষাণ-শ্রেণীর তা বোঝা যাচ্ছিল।

ভিয়েনা শহর ছাড়িয়ে' জাহাজ পশ্চিম দিকে চ'ল্‌ল, ডান দিকের কিনারায় নদীর ধারের বাঁধা রাস্তা আর পোস্তা শেষ হ'ল। বাঁ দিকে ভিয়েনার ও-পারে, খানিকটা যেতে না যেতেই, নদীর লাগোয়া ঢালু খোলা মাঠ পাওয়া গেল—আগাছার মত মোটা-মোটা খাগড়া-জাতীয় ঘাস একেবারে জল পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। শীত তো মোটেই নেই ;—আমাদের দেশ হ'লে এমন একটা নদীর তীরে ঘাটের পরে ঘাট মিল্‌ত, আর স্নান-নিরত লোকের দাপাদাপিতে নদীর কূল মুখরিত হ'ত। এখানে ও-সব নেই—ক্বচিৎ কখনও নীল বা কালো কাপড়ের 'সুইমিং' পোষাক পরা দুই-একটী লোক জলে সাঁতার কাট্‌ছে।

জাহাজ চ'ল্‌তে-চ'ল্‌তে, সকলে গুছিয়ে' ব'সে নেবার পরেই, জাহাজের মধ্যেকার চিমনির পাশের এক কুঠ্‌রী থেকে মেগাফোন-মারফৎ যাত্রীদের সব বিষয়ে ওয়াকিফ-হাল ক'রে দেবার জন্য, জাহাজ-ওয়ালাদের নিযুক্ত গাইডের গলার আওয়াজ সব প্যাসেঞ্জারদের কানে পৌঁছুলো—"ভদ্র মহোদয়া ও ভদ্র মহোদয়গণ, এখন সাড়ে-আটটা, প্রাতরাশ প্রস্তুত—যাঁদের ইচ্ছা নীচে গিয়ে প্রথম শ্রেণীর ভোজনাগারে 'সেবা' ক'রে আসুন।" এই অনুরোধ একই লোক পর পর চারটে ভাষায় ক'র্‌লে,—প্রথম Magyar 'মজর' বা হঙ্গেরীয় ভাষায়, তার পরে জরমানে, তার পরে ইংরিজিতে, তার পরে

ফরাসীতে। সারাদিনের পাড়ী, কখন কোথায় কি জোটে ঠিক নেই, আর জানি যে অনেক সময়ে নির্দিষ্ট সময়ে না গেলে বা আগে থাকৃতেই ঠিক ক'রে না রাখ্‌লে, জাহাজে আর ট্রেনে খাওয়া জোটে না—তাই প্রথম শ্রেণীর ভোজনশালায় গিয়ে হাজির হ'লুম। দেখ্‌লুম, বেশী যাত্রী তো এল' না। কফি, রুটি, মাখন, ডিম—এই পাওয়া গেল; তার জন্য ডাঙার তুলনায় দাম অনেক নিলে। প্রাতরাশ চুকিয়ে' উপরে এসে দেখি, যাত্রীদের অনেকেই সঙ্গে খাদ্য-দ্রব্য এনেছে, তারই সদ্ব্যবহার ক'র্‌তে লেগেছে। অনেক থার্মস ফ্লাস্কে ক'রে কফি এনেছে, আর রুটি আর সসেজ আছে। শস্তায় এইভাবে সফর চলে।

ভিয়েনার জাহাজের স্টেশনে ইংরিজি-বলিয়ে' যে অপরিষ্কার লোকটীকে দেখেছিলুম, এইবার উপরে এসে তাকে চাক্ষুষ দর্শন ক'রলুম, আর তার সঙ্গে আলাপন হ'ল। লোকটীর বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে; পরিচয় দিলে; সে ভারতীয়—পারসী; বোম্বাইয়ে বাড়ী; পয়সা-ওয়ালা ঘরের ছেলে, তবে বিশেষ যোগ্যতা কিছু নেই, আর কাজকর্মও নেই; ইউরোপে কোনও রকমে এসে প'ড়েছিল, তারপরে ইউরোপের এ-শহর সে-শহর ক'রে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। মাসে গোটা পঞ্চাশেক ক'রে টাকা দেশের সম্পত্তি থেকে পায়। তার উপরে উঞ্ছবৃত্তি ক'রে আরও কিছু রোজগার করে, শস্তার গণ্ডা ব'লে মধ্য-ইউরোপে কোনও রকমে চালিয়ে' নেয়। কি ভাবের উঞ্ছবৃত্তি করে, তা পরে দেখ্‌লুম। বোম্বাইয়ের পাঁচজন আত্মীয় আর পরিচিতের নাম ক'র্‌লে; ভাঙা-ভাঙা হিন্দুস্থানী ব'লতে পারে; বিদেশী ভাষার মধ্যে ইংরিজি ছাড়া আর কিছু জানে না; গুজরাটীতে নিজের নাম লিখে দিলে। ভিয়েনায় খরচ-পত্র বেশী প'ড়ে যাচ্ছে, তাই বুদা-পেশ্‌ৎএ চ'লেছে—সেখানে নাকি আরও শস্তায় থাকা যায়, আর সেখানে জানা-শুনো লোক আছে, তাদেরও আতিথ্য দু-পাঁচ দিন গ্রহণ ক'রতে পার্‌বে। কথায়

বুঝ্‌লুম, লোকটী ভালো ঘরের ছেলে, তবে মাথায় ছিট আছে। আমার কাছে সাহায্য-টাহায্য চাইলে না। বড্ড বেশী বকে; খানিক কথা ক'য়ে আর আলাপ ক'রতে ইচ্ছে করে না। একটু গায়ে-পড়া হ'য়ে, লোকটী জর্‌মান ছাত্র ছাত্রীদের মহলে পসার জমাবার চেষ্টা ক'র্‌তে লাগ্‌ল। অনেকগুলো জর্‌মান ছেলে ইংরিজি ব'ল্‌তে পারে, মুফতে একজন ইংরিজি ওয়ালার সঙ্গ পেয়ে তার সঙ্গে ইংরিজি ভাষাটা একটু ঝালিয়ে' নেওয়ার লোভে, অনেকেই তাকে একটু কৃপার সঙ্গে আমল দিলে। পরে বিকালের দিকে দেখি, এক অব্যর্থ উপায়ে এই পারসীটী এদের মধ্যে খুব জমিয়ে' নিয়েছে—এদের সবাইয়ের হাত দেখ্‌তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। একে খাস ভারতবাসী, ময়লা রঙ, জরমান জানেনা, কেবল ইংরিজি মাত্র ব'ল্‌ছে; তার পরে হাত দেখে শুনে ভবিষ্যৎ ব'ল্‌ছে—আবার মস্ত এক ম্যাগ্নিফায়িঙ গ্লাস বা'র ক'রে, হাতের উপরে ধ'রে, ভুরু কুঁচ্‌কে নিবিষ্টচিত্তে দেখ্‌ছে; হিন্দু 'মাহাৎমা' লোকের এরূপ সান্নিধ্য, মধ্য-ইউরোপে দুর্লভ; কোন্ ইউরোপীয় এই সুযোগ ছাড়্‌তে পারে? পারসীটীর চারিদিকে ছোকরাদের আর মেয়েদের ভীড় লেগে গেল—আর দেখা-দেখি দু-পাঁচ জন অন্য যাত্রী, বুড়ো আধ-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ-ও, একটু ইতস্ততঃ করে একখানি ক'রে হাত বাড়িয়ে' দিতে লাগ্‌ল। অনেক ক্ষেত্রে তার ভবিষ্যদ্বাণীতে এরা খুশীই হ'চ্ছিল। জর্‌মান প্রকৃতি বিশেষ-ভাবে ঘর-মুখো; এদের মেয়েদের মধ্যে ঘর-গৃহস্থালী স্বামী-পুত্র এই-সবের দিকেই টান এখনও অনেক পরিমাণে আছে;—আমি এক পাশে রেলিঙে ঠেশান দিয়ে এই ব্যাপার দেখ্‌ছি—সাম্‌নে দিয়ে একটী ছাত্রী তার একটী সখীর কাঁধে হাত দিয়ে বেশ খুশীর ভাবেই ব'ল্‌তে-ব'ল্‌তে যাচ্ছে—"শুন্‌লি ভাই, ব'ল্‌লে যে আমার পাঁচটী সন্তান হ'বে, তিনটী ছেলে আর দুটী মেয়ে।" সন্ধ্যার দিকে, পারসীটীকে একটু ক্লান্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে' থাক্‌তে দেখ্‌লুম; গায়ের সেই ময়লা বর্ষাতী তখনও গায়েই চড়ানো র'য়েছে; সারা

বিকাল আর সন্ধ্যায়, যতক্ষণ নজর চলে, বেচারী জাহাজ-শুদ্ধ লোকের হাত দেখেছে, আর ক্রমাগত ব'কেছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—"কেম ছে, ভাই, শু মল্যুঁ? কি খবর, ভাই, কি মিল্‌ল?" ম্লান মুখে ব'ললে—"বিশেষ কিছু না—এরা কিছু দিতে চায় না, আর ছাত্র বৈ তো নয়, দেবে-ই বা কোথা থেকে; খালি একটী ভদ্রমহিলা আর একটী ভদ্রলোকের কাছ থেকে মিলিয়ে' দেড় পেঙ্গো আন্দাজ হ'য়েছে" (আমাদের এক টাকা আন্দাজ, পেঙ্গো হ'চ্ছে হুঙ্গেরীয় মুদ্রা—২৫ পেঙ্গোতে ইংরিজি এক পাউণ্ড)। লোকটীর সঙ্গে এই বুদা-পেশ্‌ৎ-গামী জাহাজেই যা সাক্ষাৎ, তারপরে আর দেখা হয়নি। তবে বুদা-পেশ্‌ৎ-এ একটী হুঙ্গেরীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়,—তার আশ্রয়ে ও তখন ছিল, শুনেছিলুম।

জাহাজ ছোটো-খাটো দুটো ঘাটে থাম্‌ল, মেগাফোনের গলায় শুন্‌লুম, এইবারে আমরা অস্ট্রিয়ার হদ্দ পেরিয়ে' এলুম। যেমন-যেমন কোনও লক্ষণীয় জায়গার কাছে জাহাজ আস্‌ছে, অম্‌নি মেগাফোনে ক'রে গাইড চার ভাষার তার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথাগুলি যাত্রীদের শুনিয়ে' দিচ্ছে—এ বেশ লাগ্‌ছিল। ব্রাতিশ্লাভা (Bratislava) শহর পড়্‌ল, নদীর বাঁ দিকে; খানিকটা পথ, পূর্ব-বাহিনী দানুব নদী দক্ষিণ-বাহিনী হওয়া পর্য্যন্ত, উত্তরে চেখোস্লোভাকিয়া দেশ, দক্ষিণে হুঙ্গেরী। ব্রাতিশ্লাভা হ'চ্ছে এই শহরের চেখ্‌ নাম; হুঙ্গেরীয়দের দেওয়া নাম হ'চ্ছে পোঝোনি (Pozsony), আর জরমানরা একে বলে প্রেস্‌বুর্গ (Pressburg)। মধ্য-ইউরোপে নানা ভাষার লোক একই ভূখণ্ডে পাশাপাশি বা এক-সঙ্গে থাকার ফলেই এই-সব নাম-বিভ্রাট। কোনও গ্রাম বা শহরের একটা পুরোনো নাম ছিল; নোতুন একটা জা'ত এসে সেই নামটাকে বিকৃত ক'রে নিলে, নয় সম্পূর্ণ নোতুন আর একটী নাম দিয়ে দিলে। স্থানীয় লোকের পক্ষে এই নাম-বিভ্রাট এতটা অসুবিধের হয়না, কারণ এতে তার অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছে। যেমন আমাদের

দেশে:—প্রয়াগ—এলাহাবাদ; কাশী—বনারস; চেন্নৈ বা চেন্নপটনম্—মদ্রাস; কোইল—('অলীগঢ়)। কিন্তু এই নাম-রহস্য জানা না থাকলে, বিদেশীদের একটু ধাঁধায় প'ড়্তে হয়।

ব্রাতিশ্লাভার পাশ দিয়ে দানূবের উপরে এক সাঁকো চ'লে গিয়েছে। ব্রাতিশ্লাভার জাহাজ-ঘাটায় লোক নাম্‌ল, উঠ্‌ল। চেখোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্র—তার নিশান, পুলিস, সব মোতায়েন আছে, চোখে প'ড়্‌ল।

বেলা বেড়ে যাচ্ছে, রোদ্দুর একটু বেশ প্রখর লাগ্‌ছে; কিন্তু খুব হাওয়া থাকায়, কষ্ট নেই। সারাদিনটা রোদ্দুরে প'ড়ে থাক্‌তে এদের আপত্তি নেই। নীচের তলায় ঘুরে ফিরে জাহাজের হাল-চাল দেখা গেল। দুজন যাত্রী নীচে ব'সে আছে—দুই ইহুদী যুবক, মাথায় লম্বা চুল, মাথার মাঝে সিঁথে ক'রে দেওয়া, ঘাড় অবধি এসেছে; মুখে কোমল দাড়ি-গোঁফ, ঘন কালো চুল, বড়ো-বড়ো কালো চোখ, কালো পোষাক—চেহারায় এদেশের লাল আর কটাচুলো, নীল আর পাঁশুটে-চোখো লোকেদের থেকে এরা একেবারে আলাদা। এদের মধ্যে একটী যুবক পঙ্গু, একখানা রোগীদের চাকাওয়ালা চেয়ারে ব'সে আছে; দুজনে ব'সে-ব'সে খালী নিবিষ্টচিত্তে শতরঞ্জ খেল্‌ছে, নয় বই প'ড়্‌ছে, আড় চোখে দেখে নিলুম, হিব্রু অক্ষরে ছাপা বই। কি ভাষায় কথা কইছে তা কাছে গিয়ে কান খাড়া ক'রে শোন্‌বার চেষ্টা ক'রেও ধ'র্‌তে পার্‌লুম না—এমনই ধীরে-ধীরে কথা কইছিল। এদের চাল-চলনে এমন একটা আভিজাত্য, একটা আত্মকেন্দ্রীয় ভাব ছিল, যা ছিল বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়—আমার তো এদের প্রতি মনে-মনে একটা শ্রদ্ধার ভাবই হ'ল।

ব্রাতিশ্লাভার পরে, খানিকক্ষণ ধ'রে দানূবের দু-ধার সমতল ক্ষেত্রময়; তারপরে আবার পাহাড এল'। সমতল ক্ষেত্রে সব খাড়ী, চাষীর বাড়ী ঘাসে ভরা ক্ষেত সেখানে গোরু, ভেড়া, রাজহাঁসের পাল চ'র্‌ছে; গাছপালা আর ঘাস নদীর ধার পর্য্যন্ত এসেছে,—নদীর ধার তো নয়, যেন পুখুরের পাড়;

নদীর অত কাছে বাড়ী ক'রতে ওদের ভয় করে না? একজন সহযাত্রীর সঙ্গে ফরাসীতে আলাপ হ'চ্ছিল, লোকটী হঙ্গেরীর; তিনি বেশ সহজ ভাবেই ব'ল্‌লেন, এখন আমরা দেশের নদীগুলিকে "ট্রেন্" ক'রে নিয়েছি, অর্থাৎ বশে এনেছি, এখন ইচ্ছামত খাম-খেয়ালী ভাবে নদী যা-তা' ক'র্‌তে পারেনা; মাঝে-মাঝে বন্যা হয় বটে, কিন্তু তেমন ক্ষতি ক'রতে পারে না। এরা কেমন প্রকৃতির সংহার-শক্তিকেও কতটা সংযত ক'রে ফেলেছে! দু-চার জায়গায় দেখলুম, গ্রামের লোকেরা নদীতে নাইতে এসেছে—একটী গাছের তলায় কোট-পাণ্টলুন খুলে রেখে দিয়েছে, আর সাঁতারুর পোষাক প'রে জলে ভাসছে, নয় ডাঙ্গায় ব'সে-ব'সে আমাদের দেখ্‌ছে। এত বড়ো একটা নদী, বাঙলা-দেশে বা ভারতের অন্যত্র একে আশ্রয় ক'রে স্থানীয় লোকেদের জীবন যতটা প্রবাহিত হ'ত, এখানে তার দশ ভাগের এক ভাগও নয়। ডিঙি নৌকো খুব কম, যেন নেই ব'ল্‌লেই হয়; অন্য স্টীমার দু-একখানি পাড়ি দিচ্ছে, আর চেখোস্লোভাকিয়ার ঝাণ্ডা উড়িয়ে' ব্রাতিস্লাভার দিকে গাধা-বোট টেনে দু'-একখানা স্টীমার চ'লেছে দেখলুম।

জাহাজের সহযাত্রী একটী যুবক আমার সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আলাপ ক'র্‌লে। আলাপের ধরণেই মনে হ'ল, ভদ্রলোক ইহুদী-জাতীয়; পরে জানলুম, অনুমান ঠিকই বটে। ইহুদীরা একটু বেশী মিশুক, একটু বেশী কৌতূহলী; আর "বোদ্দরে বোদ্দরে আলাপ 'অইলেই ল'াব্"—এ ভাবটাও যেন তাদের মনে সদাই খেলছে। লোকটীর বাড়ী বুদা-পেশ্ৎ শহরে, এক বইয়ের দোকানে কাজ করেন; বড়োলোকের ঘরে বিয়ে ক'রেছেন, সে কথা, আর তাঁর স্ত্রীর নানা সদ্গুণের কথা, উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে আমায় শোনালেন; তিনি ছুটী নিয়ে ভিয়েনা দেখতে এসেছিলেন, কখনও আগে ভিয়েনায় আসেন নি। স্ত্রীর জন্য উপহার নিয়ে যাচ্ছেন, ভিয়েনার অন্যতম বিশিষ্ট শিল্প, চামড়ার ছোট ব্যাগে মেয়েদের প্রসাধন-সামগ্রী, আমায় দেখালেন।

বুদা-পেশৎ-এ পৌঁছে দিন আষ্টেক দশেক পরে আবার কিছুদিনের জন্য ছুটী উপভোগ ক'র্তে বেরুবেন—এবার সস্ত্রীক, হঙ্গেরীর বিখ্যাত বালাতোন্-Balaton হ্রদের তীরে। ভদ্রলোক নানান্ বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখেন—তিনি 'তাগোরে'র অনুরাগী ভক্ত, আর ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে 'বুদা' অর্থাৎ বুদ্ধের নাম উচ্চারণ ক'রে, ঘাড় কা'ত ক'রে চোখ বুজে দুই হাত তুলে অভয়-মুদ্রার মতন ক'রে এই মহাপুরুষের প্রতি তাঁর ভক্তি প্রকট ক'র্লেন। অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে, ব'সে নানা কথা হ'ল,—ফরাসী ভাষায়; ইউরোপের রাষ্ট্রীয় অবস্থা, ইউরোপের তথা এশিয়ার সংস্কৃতি, হঙ্গেরীর পলিটিক্স, আর ইহুদীদের সমস্যা। শেষোক্ত বিষয়টী নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা ক'রতে ভদ্রলোককে একটু নারাজ দেখলুম—পরে বুঝলুম, ঐখানেই ব্যথা—হঙ্গেরীতেও ইহুদী-বিদ্বেষ প্রকট হ'য়ে উঠ্‌ছে, ইহুদী আর দেশবাসীদের সম্পর্ক সম্বন্ধে ইহুদীদের মন এখন বিশেষ স্পর্শ-কাতর। ইনি অযাচিত-ভাবে নাম ঠিকানা দিয়ে আমাকে বড় সাহায্য ক'রলেন—বুদা-পেশ্‌ৎ গিয়ে কোথায় আমি উঠ্‌বো জান্‌তে চাওয়ায়, আমি Nemzeti Szalloda বা National Hotel 'জাতীয় পান্থশালা' নামে একটা মাঝারী দামের হোটেলের নাম ক'রলুম—ইনি আমাকে কতকগুলি শস্তা পাসিঅঁ-র নাম লিখে দিলেন, সেখানে যে কম খরচে আর আরামে থাকা চ'ল্‌বে তা আমায় বার্-বার ব'ল্‌বো দিলেন (বলা বাহুল্য, এগুলি ইহুদীদের পাসিঅঁ)। ভদ্রলোকের সৌজন্য জাহাজে মুখের কথাতেই পর্য্যবসিত হয়নি; তার পরের দিন ইনি বুদা-পেশ্‌ৎ-এ হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করেন, দুই-একটী দ্রষ্টব্য স্থানেও নিয়ে যান; Az Est 'অজ্‌, এশ্‌ৎ' ব'লে বুদা-পেশ্‌ৎ-এর বিখ্যাত সংবাদপত্র আছে (এই সংবাদপত্রটীর মালিক, সম্পাদক আর পরিচালক সবই হ'চ্ছে ইহুদী), তার আপিসে নিয়ে যান, সম্পাদকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে' দেন (সম্পাদক আমায় নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু ঘুরে-ফিরে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়েই তাঁর যত প্রশ্ন—আমি

এ বিষয়ে হাঁ না কিছুই ব'লবো না তাঁকে স্পষ্ট ব'লে দিলুম, কারণ আমার সঙ্গে interview ব'লে আমার পিছনে আর আমার অবোধ্য ভাষায় আমারই উক্তি-স্বরূপ কি বেরিয়ে' যাবে তার স্থিরতা নেই—এতে কারো লাভ নেই, উপরন্তু খামখা অনেক ঝঞ্ঝাট হবার আশঙ্কাও থাকে), হুঙ্গেরীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বই কিন্‌তে আমায় সাহায্য করেন, আর ভদ্র আর শস্তা রেস্তোরাঁও বাৎলে দেন—সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে, ও দেশের রেস্তোরাঁর কায়দা-করণ বুঝিয়ে' দিয়ে, একটু সুবিধাও ক'রে দেন।

ইহুদীরা এই রকম ভাবে বিদেশীদের সঙ্গে আপনা থেকেই মিশে' তাদের দখল ক'রে ফেলে। জরমানিতে একজন অধ্যাপক আমায় ব'লেছিলেন—আপনাদের দেশের ছেলেরা জরমানিতে এসে প্রায়ই ইহুদীদের set বা দলে প'ড়ে যায়; খাঁটী জরমানরা এত শীগ্‌গির বিদেশীদের গ্রহণ করে না, তাদের একটু বাধো-বাধো ঠেকে; তবে পরিচয় হ'লে, তারা বিদেশীদের একেবারে আত্মীয়ের মতনই দেখে। ইহুদী হোটেল বা বাসা-বাড়ীতে উঠে, ইহুদীদের internationalism-এর বুকনি শুনে, এই-সব ভারতীয় আর অন্য বিদেশী, দেশের জন-সাধারণকে চিন্‌তে পারে না, দেশের মনোভাব বা সংস্কৃতি তারা বোঝে না। তিনি অনুযোগ ক'রে ব'ললেন, জরমানিতে রবীন্দ্রনাথ যে কয়বার এসেছিলেন, জন-কয়েক ইহুদী তাঁকে এমনি ক'রে ঘিরে আর চালিয়ে' নিয়ে বেড়াত, যে অন্য ভদ্র জরমানরা সেখানে পাত্তা পেত না। এঁর কথায় একটু ইহুদী-বিদ্বেষ হয় তো জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ ব্যাপারটা বোধ হয় কতকটা সত্য। ইহুদীরা হুঁশিয়ার, আর যাকে ক'লকাতার ভাষায় বলে 'চড়্‌কো', অর্থাৎ aggressive বা চড়াও-প্রকৃতির; এই 'চড়্‌কো' ভাবটা হয়তো আভিজাত্যের বা সুকুমার মনোবৃত্তির লক্ষণ নয়, —হয় তো এতে শেষটায় শত্রু-বৃদ্ধি করে, কিন্তু কার্য্য-উদ্ধারের পক্ষে এই 'চড়্‌কো' ভাবটা যে খুবই উপযোগী, তাতে সন্দেহ নেই।

ভিয়েনা থেকে বুদা-পেশ্‌ৎ-এর পথে দানুবের ডানদিকে Esztergom এস্তেরগোম' ব'লে একটী নগর পড়ে, এইটীকে এই পথের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান স্থান বলা যায়। জরমানেরা এই নগরকে বলে Gran গ্রান্‌। এখানে হুঙ্গেরীর রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্মযাজকের গির্জা; এখানে হুঙ্গেরীর প্রথম খ্রীষ্টান রাজা Istvan ইশ্‌ৎভান বা স্তেফান Stephan জন্মগ্রহণ করেন, ও রোমান কাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হন। এখানে হুঙ্গেরী রাজ্যের যত প্রাচীন তৈজস-পত্র অলঙ্কার ইত্যাদি সব রাখা আছে। দূর থেকে এক পাহাড়ের উপরে এখানকার বড়ো গির্জাটী দৃষ্টিগোচর হ'ল—রোমান বাস্তু-রীতিতে তৈরী, ছাদের ইমারৎ, বড়ো গোল গুম্বজ আর তার চারিদিকে বড়ো-বড়ো থাম। এস্তেরগোম্‌-এর কাছে জাহাজ আস্‌তে, দোভাষী গাইড তার মেগাফোনে এস্তেরগোম-এর পরিচয় শুনিয়ে' দিলে।

একটা স্টেশনে এক বুড়ী জাহাজে উঠ্‌ল, কাগজের ঠোঙায় ক'রে স্ট্রবেরী আর চেরী ফল নিয়ে। ৪০ আর ৩০ Filer ফিলের (১০০ ফিলেরে এক পেঙ্গো, ২৫ পেঙ্গোতে ইংরিজি ১ পাউণ্ড) ক'রে ঠোঙা, এক এক ঠোঙা ক'রে কিনে নিয়ে সদ্ব্যবহার করা গেল।

দুপুরের আর রাত্রির খাওয়া জাহাজে সেরে নেওয়া গেল। আহারের তালিকা মজর-ভাষায়—ভাগ্যে সঙ্গে-সঙ্গে ফরাসী আর জরমান অনুবাদ দেওয়া ছিল, তাই কি কি পদ দেবে তা বোঝা গেল—মজর-ভাষার কতকগুলি শব্দ মুফতে শিখে নেওয়া গেল। এই মজর-ভাষা হঙ্গরীতে আর হুঙ্গেরীর পূবে ত্রান্‌সিল্‌ভানিয়ায়, উত্তরে চেকোস্লোভাকিয়ায়, আর দক্ষিণে যুগোস্লাবিয়ায় প্রায় এক কোটি লোকে বলে; এর মধ্যে খাস হুঙ্গেরীতে ৭২ লাখের বেশী থাকে। ভাষাটী আর্য্য-ভাষা-গোষ্ঠির নয়; জরমান, চেখ, স্লোভাক, পোলিশ রুষ, সর্ব, রুমানীয়—এগুলি আর্য্য-ভাষার বিভিন্ন শাখার; এগুলির পরস্পরের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব আছে। কিন্তু মজর-ভাষা একেবারে পৃথক্‌। ফিন্‌ দেশ,

এস্তোনিয়া আর লাপ্‌লাণ্ডের ভাষা আর রুষ-দেশের কতকগুলি আদিম অধিবাসীদের ভাষা—এগুলি মজরের সঙ্গে সম-পর্য্যায়ের। এক হাজার বছর হ'ল, মজররা পূর্ব থেকে হুঙ্গেরী দেশে এসে, ঐ দেশ জয় ক'রে বাস ক'রতে আরম্ভ করে। Arpad আর্পাদ হ'চ্ছেন এদের প্রথম সার্বভৌম রাজা। আর্পাদের পরে, ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজত্ব করেন স্তেফান। খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ ক'রে, মজররা রোমান বর্ণমালায় নিজেদের ভাষা লিখ্‌তে থাকে। এরা পশ্চিম-ইউরোপের রোমান-কাথলিক জগতের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যায়—লাতীনকে এরা ধর্মের ভাষা আর শিষ্ট ভাষা ক'রে নেয়। দেশের স্লাব, রুমানীয়, জরমান প্রভৃতি আর্য্য-জাতির সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ অল্পবিস্তর হ'লেও, প্রকৃতিতে মজর-জাতি তাদের পূর্ব-পুরুষদের অনেক বিশিষ্ট সদ্‌গুণ রক্ষা ক'রে এসেছে। উদার-প্রকৃতি, কল্পনাশীল, সঙ্গীত-প্রিয়, সাহসী, বীর এবং শিল্পী এই জাতি। মজর-ভাষা কানে শুন্‌তে বেশ লাগে। এরা শব্দের আদিতে ঝোঁক দিয়ে-দিয়ে ব'লে, তাতে কতকটা বাঙলার মতন ভাব আসে। 'চ, শ' প্রভৃতি তালব্য ধ্বনি বেশী ক'রে থাকা, এই ভাষায় সুশ্রাব্যতার আর একটী কারণ। এরা যে বানানে ভাষার ধ্বনিগুলি প্রকাশ করে, সে বানান অনেক সময়ে ইংরিজি থেকে একেবারে পৃথক্‌। c-র উচ্চারণ সর্বত্র ts 'ৎস্‌'; ch='খ.'; g=সর্বত্র 'গ'; gy=কতকটা জ-য়ের মত, গ্য; j=য়: বাঙ্গলা 'চ', 'জ-এর ধ্বনি এরা cs, ds দিয়ে প্রকাশ করে; বাঙলা 'চাটুর্জে' এরা লিখবে Csaturdse; s, সর্বত্র 'শ'; sz=দন্ত্য স বা পূর্ব-বঙ্গের 'চ'। a-এর উচ্চারণ 'অ', á-র মাথায় accent-চিহ্ন দিলে 'আ'। মজর-ভাষা পড়া সোজা, কিন্তু ভাষার শব্দাবলী একেবারে অন্য ধরণের। আর ভাষার ব্যাকরণ-রীতি আমাদের তমিল প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে মেলে। তুর্কী-ভাষা এই মজরের দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। এই ভাষায় একটী বড়ো দরের সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছে। মজর সাহিত্যের প্রধান গৌরব হ'চ্ছে গীতি-কবিতা, আর মজর গীতিকবিতার

রাজা হ’চ্ছেন Sandor Péto´´fi শান্দোর (বা আলেক্সান্দর) পেতোফি (১৮২৩-১৮৪৯)। ইম্‌রে মদাখ Imre Mada´ch (১৮২৩-১৯০৮) Tragedy of Man (Az Ember Tragoedia) বা ‘মানবের দুঃখনাটক’ নাম দিয়ে একখানি নাটক লেখেন, এখানিকে Goethe গ্যেটের Faust ফাউস্‌ট্‌-এর সঙ্গে তুলনা করা হ’য়েছে। বাঙ্গালা ভাষায় মধুসূদন যা ক’রেছিলেন, মিহালি (বা মিখাএল—অর্থাৎ মাইকেল) ভোরোশ্‌মর্তি Mihaly Voeroesmarty (১৮ ০-১৮৫৫) মজর-ভাষার তাই ক’রেছিলেন—ইনি মহাকাব্য রচনা ক’রে, ইউরোপের অন্য পাঁচটা ভাষার সঙ্গে মজর-ভাষাকে এক পর্য্যায়ে উন্নীত করেন। মউরুশ য়োকই Maurus Jokai (১৮২৫-১৯০৪) হুঙ্গেরীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। বিগত ৫০ বৎসরে মজর-ভাষা খুবই উন্নতি ক’রেছে। সঙ্গীতে—বাজনায়, গানে—হুঙ্গেরীয়দের কৃতিত্ব ইউরোপের সব জাতি এখন স্বীকার করে।

জাহাজের মধ্যেই আমাদের পাসপোর্ট দেখে ছাপ মেরে দিলে। সঙ্গে কত টাকা নিয়ে যাচ্ছি তাও ব’ল্‌তে হ’ল। জাহাজের একটী কর্মচারী আমার সঙ্গে আলাপ ক’রলে—ইংরিজিতে; কথায় বুঝলুম, ইনিই হ’চ্ছেন গাইড, চারটী ভাষায় যিনি যাত্রীদের সব খবর দিতে-দিতে যাচ্ছেন। ভারতবাসী শুনে, অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে আমাকে বুদা-পেশ্‌ৎ আর হুঙ্গেরী সম্বন্ধে কতকগুলি ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন-পুস্তিকা দিলেন। আধুনিক ভারতবর্ষের দুটী নাম সকলেই জানে—এই দুটী নামের গুণে ভারতবাসীকে সর্বত্র শিক্ষিত লোকে সম্মানের চোখে দেখে—‘তাগোরে’ আর ‘গান্দি’। আমার পাসপোর্টে আমার পরিচয় লেখা ছিল; ‘কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক’ দেখে, এর সৌজন্যের মাত্রা আরও বেড়ে উঠ্‌ল। এখানে ইস্কুল-মাষ্টারের সম্মান খুব। একখানা খাতা এনে দিলে—জাহাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার মন্তব্য যদি লিখে দিই, কর্মচারীরা বড়ই অনুগৃহীত হয়। খাতার পাতা উল্‌টে দেখ্‌লুম, নানা লোকের মন্তব্য, আর নানা ভাষায়। ফরাসী, জরমান, ইংরিজি,

ইটালীয়, চেখ, রুষ, গ্রীক—সব আছে ; আরও আছে প্রাচ্য ভাষা, আরবী, তুর্কী, চীনা, জাপানী। আমি জাহাজের ব্যবস্থার আর কর্মচারীদের ভদ্রতার তারিফ ক'রে হিন্দী, বাঙলা আর ইংরিজিতে কয়েক ছত্র, নাম-ধাম পরিচয় সমেত লিখে দিলুম—এরা ভারতীয় অক্ষরের অভিনবত্ব আর আমার প্রশংসার আন্তরিকতা দেখে খুব খুশী হ'ল।

ক্রমে রোদ প'ড়ে এল, সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে' আসতে লাগ্‌ল। মেঘ ক'রে ফোঁটা কতক বৃষ্টিও হ'ল। বেশ অনেকক্ষণ ধ'রে সূর্য্যাস্তের পরেও আলো-আঁধারি রইল। এস্তেরগোমের পরে, নদীর ডান ধারে পাহাড় শুরু হ'ল ; ঘন-বনানী-আবৃত পাহাড়, আর পাহাড়ের ছায়ায় ঢাকা নদীর কালচে রঙ—মেঘের পাঁশুটে', গ্রীষ্মের আকাশের নীল, আর পাহাড়ের নীল আর সবুজ, আর জলের কালো।

বাঁ-হাতি এবার Szob সোব্‌ নগর প'ড়্‌ল, এখান থেকে স্টীমারে উঠ্‌ল এক হাই-স্কুলের কতকগুলি ছেলে ; সবাই বিশেষ এক রকমের টুপী প'রেছে, তাতে একটা ক'রে ধাতু-নির্মিত মনোগ্রাম, এ টুপী হ'চ্ছে এদের ইস্কুলের উর্দী। এই ছেলেগুলিকে বেশ বুদ্ধিমান্ চটপটে' দেখাচ্ছিল। এরা পরের স্টেশনে নেমে গেল।

দানুব দক্ষিণ-বাহিনী হ'ল, আমরা পাহাড়ে' তীরভূমির কোল দিয়ে-দিয়ে চ'ল্‌লুম। ক্রমে একটু-একটু ক'রে অন্ধকার ঘনিয়ে' আস্‌তে লাগ্‌ল। তার পরে আমরা দূর থেকে দেখ্‌লুম—বুদা-পেশ্‌ৎ শহর সামনে প্রসারিত- অল্প-অল্প ক'রে তার বিজলীর বাতী জ্ব'লে উঠ্‌ছে। খানিক পরে দূরে অগণিত-বৈদ্যুতিক-আলোক-মালা-ভূষিতা, সুন্দরী বুদা-পেশ্‌ৎ নগরীতে আমাদের জাহাজ পৌঁছে গেল। বুদা-পেশ্‌ৎ দুটো শহর নিয়ে ; নদীর ডান ধারে বুদা, বাঁ ধারে পেশ্‌ৎ। বুদা অংশ ছোটো-ছোটো পাহাড়ের সমাবেশ রমণীয়, পেশ্‌ৎ সমতল ভূমির উপরে। পাহাড়ের দরুন শহরের এই উচ্চ-নীচ

ভূধরকে আশ্রয় ক'রে, অসংখ্য বিদ্যুতের আলোকে এক কল্পলোকের সৃষ্টি ক'রে দিলে।

[৭]

বুদা-পেশ্‌ৎ

ঘাটে জাহাজ ভিড়্‌তেই লোকেদের বেরুবার তাড়া প'ড়ে গেল। কুলীর মজুরী আন্দাজ কত দিতে হবে তা জেনে নিয়েছিলুম—কুলীরা সবাই মজর হ'লেও জরমান ভাষাও জানে, বিশেষ ঝঞ্ঝাট হ'ল না; উপরন্তু, জাহাজের পরিচিত ইহুদী ভদ্রলোকটী খানিকটা পথ আমার সঙ্গেই আমার ট্যাক্সিতে আসায়, আমার সুবিধেই হ'ল। পেশ্‌ৎ-শহরে এক বড়ো রাস্তার উপরে Nemzeti Szalloda বা National Hotel. হোটেলের দরওয়ান মাল পত্র নামিয়ে নিয়ে, আমার হ'য়ে ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিলে। উপরে একটী কামরা ঠিক ক'রে দিলে—দিন সাড়ে-সাত পেঙ্গ্যো ক'রে নেবে। বড় ক্লান্ত হ'য়েছিলুম, জাহাজেই রাত্রের আহার সেরে নেওয়া হ'য়েছিল—একেবারে নিদ্রা দেবার জন্য ঘরে গিয়ে উঠ্‌লুম।

সুভাষ-বাবু বিশেষ সৌজন্য ক'রে বুদা-পেশ্‌ৎ-এ আমার আগমনের কথা তাঁর পরিচিত দুই-একজনের কাছে লিখে দেন। এঁদের একজন, রেলযোগে সুভাষ-বাবুর চিঠি পেয়েই, সেই রাত্রেই হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলেন। এঁর নাম Ferenc Zajti ফেরেন্‌ৎস্ জ়ায়্‌তি। ইনি একটী বিশেষ লক্ষণীয় ব্যক্তি, এঁর কথা পরে লিখ্‌ছি। জ়ায়্‌তি ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছেন, এঁর সঙ্গে ক'লকাতায় আমার একবার দেখা হ'য়েছিল—সে কথা তিনি আর

আমি উভয়েই ভুলে গিয়েছিলুম। দেখার পরে আলাপ হ'তে, দুজনের মনে প'ড়ে গেল। জ.য়্‌তি শিষ্টাচার ক'রে চ'লে গেলেন।

ঘরে এসে পোশাক ছেড়ে আরাম ক'রে চোখ বুজেছি, এমন সময় অতি চমৎকার বাজনার আওয়াজে ঘুম আপনা থেকেই কোথায় চ'লে গেল। বাজনা হ'চ্ছে ঠিক মাথার কাছে। উঠে মাথার জানালা খুলে দেখি, আমার কামরা তেতালায়, নীচে একতালায় হোটেলের রেস্তোরাঁ, তার কাঁচে-ঢাকা ছাত, খানিকটা খোলা—রেস্তোরাঁতে Gipsy Band অর্থাৎ হুঙ্গেরীর বিখ্যাত Gipsy-জাতির বাজিয়েদের সঙ্গত হ'চ্ছে। কি চমৎকার বেহালার টান! পিয়ানো, বেহালা আর খাদের আওয়াজের চেল্লো—এই তিনে মিশে এমন অপূর্ব সুরের সমাবেশ সৃষ্টি ক'রলে, যে আনন্দে চোখ বুজে আস্‌তে লাগ্‌ল, গায়ে রোমাঞ্চ হ'তে লাগ্‌ল। Golden-tongued Music, yearning like a God in pain—কি ধীরোদাত্ত, করুণ-মনোহর বেহালার সুরের রেশ—যেন সুরের ফোয়ারা আর ঝরনা, সুরের হাউই আর ফুলঝুরি ছুটতে লাগ্‌ল। মজর বাজনা আর সঙ্গীতের প্রশংসা শুনেছিলুম—আজ তার সার্থকতা উপলব্ধি ক'রলুম।

ছয়টা রাত বুদা-পেশ্‌ৎ-এ কাটাই। মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌বো, এমন সুন্দর শহর আমি আর দেখিনি। এখানে প্রকৃতি আর মানুষ দুইয়ে মিলে শহরটীকে সুন্দর ক'রে তুলেছে। জল, পাহাড়, গাছপালার চমৎকার সবুজের খেলা, গুটী সাতেক অতি সুদর্শন সেতু, সুন্দর ইমারৎ, আর রাত্রে বিজলীর আলোর অতি শোভন ব্যবস্থা,—এর উপরে সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার রেওয়াজ; সবে মিলে সৌন্দর্য্যের দিক্ থেকে এই শহরকে, জগতের তাবৎ নগরাবলীর শীর্ষস্থানীয় ক'রে তুলেছে। ভিয়েনায় একটু sombre অর্থাৎ গম্ভীর ভাব আছে—এখানে সবই বেশ যেন gay and bright অর্থাৎ উল্লাসময়, আলোক-মণ্ডিত। কলাকুশল মজর-জাতির শিল্পপ্রাণতার পরিচয়, এদের ইমারত দালান কোঠায়, এদের বাগ-বাগিচায়, এদের নদীর ধারের আর পাহাড়ের

প্রাকৃতিক শোভাকে অটুট রাখবার চেষ্টায়, এদের নগর-শোভন মূর্তির মনোহারিত্বে আর প্রাচুর্য্যে, বেশ দেখা যায়।

ছয় দিনে এদের বড়ো-বড়ো কয়েকটা মিউজিয়ম, আর অন্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখ্‌লুম। সমতল ভূমিতে পেশ্‌ৎ অপেক্ষাকৃত হালের শহর, পাহাড়ে' অঞ্চলে বুদা প্রাচীন শহর। বুদায় রাজপ্রাসাদ, প্রাচীন গির্জা, সরকারী দপ্তরখানা, রাজা স্তেফানের সওয়ার মূর্তি—এই সব আছে; নদীর উপরে পাহাড়ের গায়ে একটী টানা বারান্দা আর গুম্বজ-মতন আছে—সেটীকে Halaszbastyan অর্থাৎ Fisher Bastion বা 'জেলেদের বুরুজ'বলে। নদীর ধারের পাহাড়ের উপরে এই বুরুজ, আর অন্যান্য বাড়ী পরিষ্কার রাত্রে প্রাই floodlight বা আলোক-উৎসের আলোর দ্বারা আলোকিত করা হয়, সে অপূর্ব সুন্দর দেখায়। পেশ্‌ৎ-শহরে পার্লামেণ্ট বাড়ী, অপেরা-হাউস বা সঙ্গীত-নাট্যশালা, থিয়েটার, যত সব মিউজিয়ম, মূর্তি, বিদ্যমান। বিশেষ ক'রে হুঙ্গেরীর ইতিহাস আর শিল্প বিষয়ে কতকগুলি মিউজিয়ম আছে। কতকগুলি প্রাচীন, মধ্যযুগের ও আধুনিক শিল্প-সংগ্রহ দেখে খুব আনন্দ পাই। শহরে মূর্তি যত আছে, তার মধ্যে গুটীকতক আমার খুবই চমৎকার লেগেছিল। রাজা Arpad আর্পাদের নেতৃত্বে মজর-জাতীয় লোকেদের হুঙ্গেরী দেশ দখল আর দেশে উপনিবিষ্ট হওয়ার স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করবার জন্য একটী স্মারক-স্তম্ভ আর তাঁর অমাত্য আর সেনানী জনকয়েকের অশ্বারূঢ় মূর্তি স্থাপিত করা হয়। এই সু-উচ্চ স্মৃতিস্তম্ভের শিরোভাগে দেবদূতের মূর্তি; পাদপীঠে ব্রঞ্জে ঢালা অশ্ব-পৃষ্ঠে বিরাটকায় মজর বীরগণের মূর্তি,—রাজা আর্পাদ সাম্‌নে ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে দাঁড়িয়ে, আর তাঁর পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে, ঘোড়া চ'ড়ে জনকতক তাঁর অনুচর। এই মূর্তি কয়টীর কল্পনা আর গঠন খুব উঁচুদরের শিল্পীর কাজ। ভাস্কর Gyorgy Zala গ্যোর্গি (অর্থাৎ জর্জ্‌) জ.ল এই স্মারক-মূর্তি আর স্তম্ভের শিল্পী। স্তম্ভের পিছনে, অর্ধচন্দ্রাকারে দুটী ইমারত, প্রত্যেকটীতে সাতটী ক'রে চৌদ্দটী মূর্তি—

হঙ্গেরীর প্রাচীন রাজাদেরে প্রতি-কৃতি ; আর এদের পায়ের তলায় ব্রঞ্জে ঢালা এক-একটী ক'রে bas-relief বা খোদিত চিত্র—অতি প্রাণবন্ত ভাবে এই গুলিতে এই-সব রাজাদের জীবনের এক-একটী ঘটনা চিত্রিত হ'য়েছে। এইগুলিও ভাস্কর জ.ল-র কীর্তি। এগুলির দ্বারা চোদ্দখানি চিত্রে এক নিশ্বাসে হঙ্গেরীর ইতিহাসের রোমান্স উপভোগ করা যায়। এই-সব জড়িয়ে' বুদা-পেশ্‌ৎ-এ মজর জাতির সহস্রবর্ষ-ব্যাপী ইতিহাসের গৌরবময় চিত্রণ হ'য়েছে ; মজররা নিজেদের ভাষায় এই স্মারক-স্তম্ভ, মূর্তি, আর খোদিত চিত্রাবলীকে বলে Ezredves-emlek অর্থাৎ Millenary Memorial বা 'সহস্রবর্ষীয় স্মারক'। এই জিনিসটী আমাকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করে।

হঙ্গেরীর পার্লামেণ্ট-গৃহ দানুবের ধারেই। এই বাড়ীটী ইউরোপের অন্যতম সুন্দর ইমারত। পার্লামেণ্ট-গৃহের কাছে Szabadsag Ter 'স-ব-ড্‌জাগ্‌ তের্‌' অর্থাৎ 'স্বাধীনতা চত্বর' নামে একটী বাগিচায় কতকগুলি সুন্দর মূর্তি আছে—সেগুলির মধ্যে, হঙ্গেরীর কাছ থেকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, আর পশ্চিমে তার যে যে-সব অংশ গত মহাযুদ্ধের পরে কেড়ে নেওয়া হয়, সেই সেই অংশের স্মারক হিসাবে রূপক-ময় চারটী মূর্তিপুঞ্জ বেশ লাগ্‌ল। এইখানেই মজর জাতির প্রতি প্রীতিযুক্ত ইংরেজ Lord Rothermere লর্ড রদারমিয়ার কর্তৃক উপহৃত, এক ফরাসী ভাস্করের তৈরী শোকবিহ্বলা দিগম্বরী হঙ্গেরী-দেবীর মূর্তি—ব্রঞ্জে—ঢালা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে ; এ মূর্তিটীও চমৎকার লাগ্‌ল।

হঙ্গেরীতে জন-সাধারণের মধ্যে শিল্প-সৃষ্টির রীতি খুবই প্রবল। হঙ্গেরীর গায়ের লোকেরা আর অন্য লোক যে-সব চমৎকার অলঙ্করণ-দ্বারা ঘর-গৃহস্থালীর খুঁটিনাটী থেকে আরম্ভ ক'রে বড়ো-বড়ো জিনিস খুব লক্ষণীয় ক'রে তোলে, তার অনুরূপ গ্রাম-শিল্প ইউরোপে বহু স্থানেই লোপ পেয়েছে। রঙীন রেশম দিয়ে সাদা কাপড়ের উপরে ফুলপাতা বা বুটী তুলে অলঙ্করণের কাজ—এটী হঙ্গেরীর গ্রাম-শিল্পের বিশেষ একটী জিনিস। সুতোর লেস ; চীনা মাটির

খেলনা; পোড়ামাটি আর পোস্‌লেনের পাত্রাদি; কাঠে খোদাই; চামড়ার কাজ; প্রভৃতি সুন্দর-সুন্দর দ্রব্য-সম্ভারে পূর্ণ বিস্তর দোকান দেখা যায়। বিদেশীরা এ-সব খুবই কেনে—দেশের লোকেরাও এ সবের আদর করে।

হুঙ্গেরীয় জাতি কেমন সৌন্দর্য্যের উপাসক, তাদের মধ্যে শিল্পপ্রীতি কত ব্যাপকভাবে বিদ্যমান, তার একটা প্রমাণ পেলুম,—এদের এক আর্ট-গ্যালারীতে বুদা-পেশ্‌ৎ-এর ইস্কুলের ছাত্রদের হাতের কাজের এক প্রদর্শনী হ'চ্ছিল, তাতে গিয়ে বুদা-পেশ্‌ৎ-এর প্রায় সব বড়ো-বড়ো ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা, ইস্কুলের সাধারণের পাঠের অতিরিক্ত যা শিল্প-চর্চা করে, তার নমুনা নিয়ে বেশ বড়ো একটা প্রদর্শনী। ছবি, নক্সা, নক্সাশীর কাজ, সীবন-শিল্প, কাপড়ে ফুলতোলা (এই জিনিসটা এদের একটা জাতীয় শিল্প—এত চমৎকার চমৎকার ফুল-পাতা-লতার নক্সা এরা করে যে দেখে তারিফ না ক'রে পারা যায় না)—এ-সবে মিলে সহজেই এমন একটা রঙের আর রেখার সমাবেশ ক'রেছিল যে সে রকমটা অনেক বড়ো-বড়ো শিল্প প্রদর্শনীতেও পাওয়া কঠিন।

বুদা-পেশ্‌ৎ-এ যাঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'য়েছিল, তাঁদের কথা পরে ব'লবো।

মজর-জাতির উৎপত্তি বিষয়ে আগে ইউরোপের লোকেদের ধারণা ছিল যে, তারা হূণ-বংশোদ্ভব, যে হূণ-জাতি একসময়ে একদিকে ভারতবর্ষ আর অন্য দিকে ফ্রান্স-পর্য্যন্ত রোম-সাম্রাজ্য, এই সবটা জুড়ে' বিস্তীর্ণ ভূভাগ আক্রমণ ক'রে বিধ্বস্ত ক'রে দিচ্ছিল। এখন, হূণেরা হ'চ্ছে তুর্কীদের পূর্ব-পুরুষদের জ্ঞাতি; সুতরাং, এই মত অনুসারে, তুর্কী আর মজর, এরা হ'চ্ছে পরস্পরের জ্ঞা'ত-ভাই, জ্ঞাতি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে, হূণদের দাপটে পূর্বে ভারতবর্ষের গুপ্ত সাম্রাজ্য আর পশ্চিমে ইউরোপের রোমক-সাম্রাজ্য ভয়ে কম্পমান ছিল। ইউরোপে Attila আত্তিলা নামে হূণ-রাজ রোম-সাম্রাজ্য ধ্বংস করবার চেষ্টায় ছিল; একটা ভীষণ যুদ্ধে রোমান আর জরমানদের সমবেত শক্তির কাছে কিন্তু

তার পরাজয় হয়; তার পরে খ্রীষ্টীয় ৪৫৩ সালে তার মৃত্যু হয়, সেই সময় থেকে হূণদের প্রতাপ ইউরোপে একেবারে শেষ হ'য়ে যায়। আত্তিলার হূণেরা আধুনিক হঙ্গেরী দখল ক'রে ছিল, সেই জন্যেই এই দেশের নাম হয় Hungaria 'হুন্ (বা হূণ) গারিয়া,' ইংরিজি উচ্চারণে Hungary 'হাঙ্গেরী'। আত্তিলার মৃত্যুর পরে, হূণ-জাতির ক্ষমতা নষ্ট হ'ল,—এরা হয় বিনষ্ট হ'ল, নয় ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হ'ল; হঙ্গেরী-দেশ তখন এদেরই জ্ঞাতি Avar 'আভার' নামে একটা তুর্কী জাতির দখলে এল'। খ্রীষ্টাব্দ ৪৫০-এর পর থেকে ৩০০ বৎসর ধ'রে আভারেরা হঙ্গেরীতে বাস ক'রতে থাকে। এরা বিশেষ দুর্ধর্ষ জা'ত ছিল, প্রায় সমস্ত মধ্য-ইউরোপ এদের কব্‌জায় এসেছিল, আর একাধিকবার এরা কন্‌স্তান্তিনোপল প্রায় দখল ক'রেই ফেলেছিল। এরা খ্রীষ্টান ছিল না। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ফ্রান্সের রাজা শার্লমেন্ ফ্রেঙ্ক আর জরমান জা'তকে নিয়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য পশ্চিম-ইউরোপে গ'ড়ে তুল্‌লেন, তখন তাঁর নজর প'ড়ল্ এই অ-খ্রীষ্টান, অন্-আর্য্যভাষী, আর ইউরোপের চোখে বর্বর, আভার-জাতির উপর। তিনি এদের সমূলে উচ্ছেদ কর্‌বার জন্য কোমর বেঁধে লাগ্‌লেন। আট বছর ধ'রে টানা লড়াইয়ের পরে, আভার-জাতি পরাজিত আর সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল; পশ্চিম-ইউরোপীয়েরা এদের প্রতি কোনও দয়া দেখায় নি—প্রায় সমগ্র জাতিকে হত্যা করে। অল্প-স্বল্প আভার কোনও মতে প্রাণ নিয়ে হঙ্গেরীর পশ্চিম সীমান্তে ত্রান্‌সিল্‌ভানিয়ার পাহাড়ে আর জঙ্গলে পালিয়ে' গিয়ে রক্ষা পায়।

সমগ্র হঙ্গেরী-দেশ এই ভাবে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে খালি হ'য়ে যায়। তখন মজরেরা এল'। আসলে, মজরেরা হূণদের কেউ নয়—হূণ, আভার, তুর্কী, এদের সঙ্গে মজরদের রক্ত-সম্পর্ক আর ভাষাগত সম্পর্ক অনেক দূরের। মজর-ভাষা হ'চ্ছে Finno-Ugrian ফিন্-উগ্রীয় শাখার; ফিনলাণ্ডের Finn ফিন্ ভাষা, এস্তোনিয়ার Est এস্ৎ, লাপলাণ্ডের Lapp লাপ্, আর রুষ-দেশের

উত্তর অঞ্চলের কতকগুলি ভাষা, যথা—Mordvin, Cheremis, Votyak, Zyrien, Vogul, Ostyak ও Samoyed—মজর-ভাষার নিকট আত্মীয়; এই Finno-Ugrian শ্রেণীর ভাষার সঙ্গে, তুর্কী মোঙ্গোল মাঞ্চু প্রভৃতি Altaic আল্‌তাই-শ্রেণীর ভাষার কিছু সম্বন্ধ আছে—এই যা। যা হোক, ইউরোপের আর্য্য-ভাষী জাতিদের সামনে, এশিয়া আর রুষ থেকে আগত, দূর-সম্পর্কে জ্ঞাতি হূণ তুর্কী আর মজরদের এক শ্রেণীতে ফেলে, তাদের এক গোষ্ঠীর বলা যেতে পারে। মজরেরা আভারদের খালি দেশ হঙ্গেরীতে এল; আভার যারা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে' ছিল, তারা এদের সঙ্গে যোগ দিলে—ক্রমে তারা নবাগত মজরদের সঙ্গে মিশে এক হ'য়ে গেল। এরা খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যে হঙ্গেরী-দেশটা দখল ক'রে তাতে উপনিবিষ্ট হ'য়ে ব'স্‌ল। উর্বর দেশ, বীরের জাতি; এরা শীঘ্রই দেশটাকে আপনার ক'রে ফেল্‌লে। মজরেরা প্রথমটায় খ্রীষ্টান ছিল না; এরা Isten 'ইশ্‌তেন্' নাম দিয়ে, এক পরমেশ্বরের পূজো ক'রত, তাঁর উদ্দেশে, গোমেধ অশ্বমেধ ক'রত। এদের লড়াইয়ের রীতি আর বীরত্ব এমন ছিল যে, পশ্চিম-ইউরোপের লোকেরা এদের কিছু ক'র্‌তে পার্‌লে না। রাজা আর্পাদ-এর আমলে এরা বেশ সুসংগঠিত হয়, খ্রীষ্টীয় দশম শতকে। তার পরে খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর দিকে এরা এদের রাজা Istvan ইশ্‌ৎভান বা Stephan স্তেফান-এর দেখাদেখি খ্রীষ্টান হয়; যারা এই নোতুন ধর্মের বিরোধী ছিল, তারা বিদ্রোহ করে, কিন্তু শেষটায় তাদের হার হয়। তার পর থেকে, ভাষায় সম্পূর্ণ-রূপে অন্য হ'লেও, মজরেরা ইউরোপের সভ্য জাতিদের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গিয়েছে—মজরেরা প্রাণপণে ল'ড়ে মুসলমান তুর্কীদের হাত থেকে পশ্চিম-ইউরোপের খ্রীষ্টানী সভ্যতাকে রক্ষা ক'রেছে।

মজরেরা দুর্ধর্ষ হূণ-জাতির উত্তরাধিকারী ব'লে নিজেদের মনে করে—তা থেকে তাদের অনেকের মনে এ ভাব ক্রমে বদ্ধমূল হ'য়ে যায়, যে রক্তেও তারা হূণ। রোম সাম্রাজ্যও এক সময়ে যাদের ভয়ে কাঁপ্‌ত, সেই হূণদের বংশধর

তারা, এই ভেবে তারা বড়ো গর্ব অনুভব করে। অবশ্য, যে-সব মজর শিক্ষিত, তাঁরা তাঁদের ভাষার আর জাতির সত্য ইতিহাস জানেন, তাঁরা আর হূণ বা তুর্কী সম্পর্কের কথা টেনে এনে আভিজাত্য বাড়াবার চেষ্টা করেন না,— Finno-Ugrian-ভাষী সভ্য আর অর্ধ-সভ্য অন্য জাতিগুলির ভাষা আর সংস্কৃতি প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়ে' নিজেদের প্রাচীন কথার চর্চা করেন; মজরদের জ্ঞাতি ফিন্‌লাণ্ডের অধিবাসী ফিনেরা এ বিষয়ে মজর পণ্ডিতদের সাহচর্য্য ক'রে আস্‌ছেন। কিন্তু 'হূণ-জাতি' আর 'এশিয়া'—এই দুই নামের মোহ অনেক মজর এখনও কাটিয়ে' উঠ্‌তে পারে নি। বিশেষতঃ হূণেরা মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল, আর Tod টড্‌ থেকে আরম্ভ ক'রে অনেক ঐতিহাসিক ব'লে গিয়েছেন যে ভারতের অসাধারণ শৌর্য্য আর দেশাত্মবোধ দ্বারা অনুপ্রাণিত রাজপুত জাতি অল্প বা বহুল পরিমাণে হূণদেরই বংশধর; ভারতের হূণবংশধর রাজপুত, আর হঙ্গেরির হূণবংশধর মজর—এই দুই জাতির বংশগত ঐক্যের কথা বা কল্পনা, ভারত-প্রেমী মজরের চিত্তে আনন্দ দেয়।

এক শ' বছরের বেশী হ'ল, Sandor Csoma Ko"ro"si শান্দোর (অর্থাৎ আলেক্সান্দর) চোমা ক্যোরোশি নামে এক মজর পণ্ডিত ভারতে আসেন, ভারতে মজরদের (অর্থাৎ তখনকার প্রচলিত বিশ্বাস-মত মজরদের পূর্বপুরুষ হূণদের) প্রকৃকথা কিছু জান্‌তে পারেন কিনা, সেই সন্ধানে। ক্যোরোশি ভারতবর্ষে কিছুকাল বাস করেন; তার পরে তিনি হিসেব ক'রে দেখ্‌লেন, মধ্য-এশিয়া আর তিব্বতে গিয়ে সন্ধান করা উচিত। দার্জিলিঙের পথে তিনি তিব্বতে গেলেন, আর সেখানে গিয়ে তিনি তিব্বতী ভাষা শিখ্‌লেন। আধুনিক ইউরোপীয়দের মধ্যে এইরূপে তিনি প্রথম তিব্বতীর আর তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের পণ্ডিত হ'লেন; মজর-জাতির ইতিহাস কিছু পেলেন না, কিন্তু তিনি আধুনিক প্রাচ্যবিদ্যার শাখা স্বরূপে, প্রাচীন-তিব্বতী বা ভোট-বিদ্যার স্থাপনা ক'রলেন। ক'লকাতার এশিয়াটিক সোসাইটীর দ্বারায় ক্যোরোশির প্রবন্ধাদি প্রকাশিত

হয়; এঁর ব্যক্তিত্ব আর কাজকে অবলম্বন ক'রে, ক'লকাতার এশিয়াটিক্ সোসাইটী আর হুঙ্গেরির বিজ্ঞান ও সাহিত্য-পরিষদ্, এই দুই পণ্ডিত-সভার মধ্যে যোগ স্থাপিত হয়—হুঙ্গেরির পরিষৎ থেকে ক্যোরোশির এক মর্মরমূর্তি, আর একটী বৃহৎ ও সুন্দর, মূর্তি দ্বারা অলঙ্কৃত এক পিতলের দোয়াত-দান সোসাইটীতে উপহার-স্বরূপ প্রেরিত হয়—এগুলি এখনও ক'লকাতার সোসাইটীতে আছে।

চোমা ক্যোরোশি ১৮৪২ সালে মারা যান, দার্জিলিঙে। তার পরে এই এক শ' বছরে মজরদের উৎপত্তি আর আদি ইতিহাস সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ব আর পুরাতত্ত্ব সত্য সংবাদটী খুঁজে বা'র ক'রেছে;—কিন্তু তবুও অনেক হুঙ্গেরিয়ান এখনও হুণ আর ভারতের নামের মোহ কাটিয়ে' উঠ্‌তে পারছে না। এইরূপ দু'জন হুঙ্গেরীয় ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেশেই দেখা হ'য়েছিল—এবার বুদা-পেশ্‌ৎ-এ গিয়ে আবার নোতুন ক'রে এঁদের সঙ্গে পরিচয় হ'ল।

এঁদের মধ্যে একজন হ'চ্ছেন Ferenc Zajti ফেরেন্‌ৎস্ জয়্‌তি। চেহারা দেখলে ষাট বছর বয়স ব'লে মনে হয়,—সুন্দর গম্ভীর মুখশ্রী, লম্বা গোঁফ-দাড়ী, লম্বা দাড়ীর তলার দিকটা চৌকো ক'রে ছাঁটা, চোখে মুখভাবে একটা শিশুসুলভ সারল্য, সুগঠিত নাতিদীর্ঘ চেহারা; ভদ্রলোক শিষ্টতা আর সৌজন্যের অবতার। ইনি বুদা-পেশ্‌ৎ-এর সাধারণ গ্রন্থাগারে কাজ করেন। এ ছাড়া ছবি আঁকেন, শিল্পকলায় ও কারুশিল্পে অনুরাগ আছে, প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা ক'রে থাকেন। রাজপুতদের সঙ্গে মজরদের রক্ত-সম্পর্কে ইনি বিশ্বাসী। ভারতবর্ষে গিয়ে রাজপুতানায় বহু জনপদ অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভারতের এবং বিশেষ ক'রে রাজপুতানার শিল্পদ্রব্যের একটী নাতিবৃহৎ সংগ্রহ গ'ড়ে তুলেছেন; বেশীর ভাগ হ'চ্ছে পোষাক-পরিচ্ছদের—ভারতের সূচী-শিল্পের অপূর্ব সুন্দর সব নমুনা; এই সংগ্রহটী তাঁর বসত-বাড়ীতে রেখে দিয়েছেন। রাজপুতানা অঞ্চলের ছবি এঁকেছেন অনেক—

রাজপুতানার মেয়েদের ছবি, প্রাকৃতিক দৃশ্যপট, লোকজনের জীনযাত্রার ছবি ; আর তা ছাড়া এঁকেছেন ভারতের পৌরাণিক কাহিনীর দু'চারখানা ছবি—রাধাকৃষ্ণ, শকুন্তলা, বুদ্ধদেবের উপাখ্যান নিয়ে। কতকগুলি ছবি চমৎকার —তাঁর কল্পনা আর অঙ্কন-শক্তি দুইয়েরই পরিচায়ক। এই-সব ছবির ফোটো তিনি আমায় কতকগুলি উপহার দেন ; তার খানকতক আমি অন্যত্র প্রকাশিত ক'রে দিয়েছি।

ভারতবর্ষের প্রতি জ.র্‌তির ভালোবাসা যতখানি, তার সম্বন্ধে জ্ঞান ততখানি নেই। ভারতের সংস্কৃতি বা ইতিহাস আলোচনার কোনও সাধন তাঁর আয়ত্ত হয় নি—কোনও ভারতীয় ভাষা জানেন না, একবর্ণও না। ইংরিজি যা ব'লেন, তা অতি কষ্টে-সৃষ্টে—অনেক সময়ে আমাদের পক্ষে তা বোঝা কঠিন হয়। ভারতবর্ষ ঘুরে, স্বদেশে ফিরে গিয়ে, তিনি দেশের লোকেদের মধ্যে চমক লাগিয়ে' দিয়েছিলেন এই কথা ব'লে, যে তিনি রাজপুতদের মুখে শুদ্ধ মজর-ভাষা শুনে গিয়েছিলেন—রাজপুতী ভাষা আর মজর-ভাষায় কোনও তফাৎ নেই। শুনলুম, ব্যাপারটা হ'য়েছিল এই—তিনি রাজপুতানার একটা পাহাড়ে' অঞ্চলের গাঁয়ে যান। কতকগুলি পাহাড়ী লোক—ভীলদের জ্ঞাতি, মেড় বা মীনা জা'ত হবে—সাহেব দেখে, তাঁর কাছে আসে। তিনি রাজপুত ছত্রী আর পাহাড়ী অনার্য্য—এদের মধ্যে পার্থক্য ক'রতে পেরেছিলেন ব'লে মনে হয় না। ইনি নাকি এই পাহাড়ী লোকদের কোনও রকমে জিজ্ঞাসা করেন—"তোমরা কে ?" তারা রাজস্থানী বুলীতে উত্তর দেয়—"আমরা পাহাড়ের লোক।" এখন রাজস্থানী বা রাজপুতী বুলীতে পাহাড়কে "মাগ্‌রো" বলে। (রমেশচন্দ্র দত্তের "রাজপুত-জীবন-সন্ধ্যা" উপন্যাসের "নাহারা মাগ্‌রো" মানে 'বাঘের পাহাড়, ব্যাঘ্রগিরি')। উনি কানে "মাগ্‌রো" শব্দ শোনেন, আর স্থির ক'রে নেন যে ওরা ব'ল্‌ছে যে ওরা হ'চ্ছে "মাগ্‌রো" বা "মাগ্যার" অর্থাৎ "মজর" জাতীয় লোক। বুদা-পেশৎ-এ আর

দু'চারজন লোক যাঁদের সঙ্গে দেখা হয়, কথাবার্তায় মনে হ'ল, তারা জ.য়্‌তির মতে বিশ্বাসী। তবে এটাও সত্য, এঁর কথায় বা মতের প্রতিবাদ করেন এমন পণ্ডিতও মজরদের মধ্যে আছে।

যেদিন বুদা-পেশ্‌ৎ পৌঁছুই, সেদিনই রাত্রে জ.য়্‌তি আমার হোটেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর বাড়ীতেও নিয়ে যান। ছবিতে বইয়ে ভরা, ভারতীয় সূচীশিল্পময় বস্ত্রে জরীর কাপড়ে মূর্তি প্রভৃতির সমাবেশে সুন্দর, উপরের তলায় তাঁর পড়বার আর কাজ করবার ঘর। তাঁর আঁকা ছবি দেখালেন, তাঁর সংগৃহীত শিল্পদ্রব্য দেখালেন। কথা কইতে-কইতে টেলিফোন বা দূরভাষণ বেজে উঠল। মজর-ভাষায় জ.য়্‌তি আলাপ ক'রতে লাগলেন। দুই একটা জরমান আর ইংরেজী কথায় আলাপের আশয় বুঝতে পারলুম—ভারতীয় ভাষা-ঘটিত কি এক প্রশ্ন ক'রে তাঁর মত চাইছে। 'বুদ্ধ', আর বৃদ্ধ-বাচক 'বুড্‌ঢা' শব্দ নিয়ে মামলা—যতদূর মনে হ'চ্ছে। জ.য়্‌তি খুব তড়বড় ক'রে নানা কথা ব'ললেন, দু-একবার ছুটে গিয়ে দুখানা ডিক্‌শনারিও ঘাঁট্‌লেন। শেষে আমার শরণাপন্ন হ'লেন—আমি দুইটা শব্দের পার্থক্য লিখে দিয়ে বুঝিয়ে' দিলুম। তিনি ফোনে জানিয়ে' দিলেন, খাস ভারতবর্ষ থেকে এক প্রফেসর এসেছেন, তাঁর মত এই।

জ.য়্‌তি তাঁর মনের কথা আমায় ব'ল্‌লেন। হঙ্গেরিতে যে রকম অবস্থা, তাতে আর ভদ্রলোকের সেখানে বাস করা সম্ভবপর হবে না। ইহুদীরা সব বিষয়ে কর্তৃত্ব শুরু ক'রে দিয়েছে—(ইহুদীদের উপরে বিরাগের অন্য প্রমাণও বুদ-পেশ্‌ৎ-এ পেয়েছি)—তাঁর ইচ্ছা, তিনি জীবনের বাকী অংশ ভারতবর্ষে গিয়ে কাটান। তাঁর এই-সব ছবি, এই শিল্পসংগ্রহ,—এ-সমস্ত দিয়ে, কোনও দেশী রাজ্যে—বিশেষ ক'রে কোনও রাজপুত রাজ্যে—তিনি একটা সংগ্রহ-শালার পত্তন ক'রতে পারলে খুশী হন। নিজের সব ছবি আর জিনিস দিয়ে যে সংগ্রহশালা হবে, তাতে তিনি অল্প মাইনেতে কিউরেটর বা অধ্যক্ষ হ'তে

চান; এই অধ্যক্ষতা ক'রে বাকী জীবন ভারতবর্ষেই কাটিয়ে' দেবেন। আবু-পাহাড়ের বিখ্যাত নুখীতালাও হ্রদের ধারে, জনৈক দেশী রাজার একটী সুন্দর বাড়ী আছে। সেই বাড়ীটা তাঁর বড্ড পছন্দ হ'য়েছে, সেই রকম একখানি বাড়ীতে থাক্‌তে পার্‌লে তিনি আর কিছু চান না। আমাকে অনুরোধ ক'রলেন, ভারতবর্ষে এইভাবে বাস করবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ক'রতে আমি দেশে ফিরে এসে তাঁকে যেন সাহায্য করি। তাঁকে আমি বোঝাতে পারলুম না যে, এরকম ব্যাপারে সাহায্য করা আমার সাধ্যাতীত।

জ.য়্‌তির ধারণাগুলি যাই হোক্, মানুষটী চমৎকার; এরূপ একটী ভদ্র ও সরল মনের সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা সচরাচর ঘ'টে ওঠে না। বুদা-পেশ্‌ৎ-এর নাম ক'রলেই আর পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে জ.য়্‌তির শ্মশ্রুযুক্ত সৌম্য মূর্তি প্রথমেই মনে জাগে।

অধ্যাপক Istvan Medgyaszay ইশ্‌ৎভান মেদ্‌গ্যসাই (বা মেজ্জসাই) হ'চ্ছেন বুদা-পেশ্‌ৎ-এর একজন নামী বাস্তুকার আর গৃহনির্মাতা, আর স্থানীয় শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইনি ভারতবর্ষে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন এঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল ব'ল্‌লেন, কিন্তু কোথায় তা আমার মনে ছিল না,—খুব সম্ভব শান্তিনিকেতনে। ইনিও ভারতের প্রতি অসীম অনুরাগসম্পন্ন। অধ্যাপক মেজ্জসাইকেও সুভাষ-বাবু পত্র লিখেছিলেন, তাই ইনি আমার হোটেলে ফোন করেন, আর হোটেলে এসে দেখাও করেন। এঁর চেষ্টায়, হুঙ্গেরীয় এন্‌জিনিয়র আর আর্কিটেক্ট, অর্থাৎ পূর্তকার আর স্থপতিদের পরিষদে (হুঙ্গেরীয় ভাষায় এই পরিষদের নাম হ'চ্ছে Magyar Me'rno"ke's E'pite"sz-egylet) আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। তদনুসারে ১৮ই জুন বিকালে এই পরিষদের নিজস্ব বিরাট্‌ বাড়ীতে গিয়ে, স্লাইড দেখিয়ে ভারতীয় চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে আমার বক্তৃতা দিই। বক্তৃতায় জন ৪০।৫০ লোক ছিল। বুদা-পেশ্‌ৎ-এর মত এত দূর শহরে ইংরিজি বুঝ্‌তে পারে

এমন ৪০ জন লোক পাওয়া গেল। তা থেকে ভারতের সংস্কৃতি বিষয়ে আগ্রহ আর ইংরিজির প্রসার সম্বন্ধে কতকটা আভাস পাওয়া গেল। অধ্যাপক মেজ্জসাই ভালো ইংরিজি ব'লতে পারেন না, কাজ-চালানো-গোছ ইংরিজি জানেন, তিনি আমাকে খাতির ক'রে ইংরিজিতে অংশতঃ বক্তৃতা ক'রলেন। দিল্লী থেকে আগত একটী ভারতীয় ছোকরা তখন বুদা-পেশ্‌ৎ-এ ছিল, হকি খেলোয়াড়, সে জনকতক হুঙ্গেরীয় বন্ধুর সঙ্গে আমার বক্তৃতার খবর পেয়ে এসেছিল—খবরের-কাগজে বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'য়েছিল, তার হুঙ্গেরীয় বন্ধুরা তাই প'ড়ে তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিল।

অধ্যাপক মেজ্জসাই আমাকে নিয়ে গেলেন, তাঁর তৈরী একটী মেয়ে-ইস্কুলের বাড়ী দেখাতে। মেয়েদের বোর্ডিং-ইস্কুল। বাড়ীখানি পাথরে তৈরী, খুব বড় হাতার মধ্যে—বাগান, ফোঁয়ারা, খেলবার জায়গা। বাস্তুরীতি, নোতুন ধরণের—তবে মধ্য-যুগের খ্রীষ্টানী ছাপ থাকায় একটু সেকেলে ভাবও ছিল। তাঁর নিজের বাড়ীতেও নিয়ে যান। এরা বসত-বাড়ী বা অন্য ইমারত যখন তৈরী করে, তখন গাছপালা, থরে-থরে সাজানো বাগান প্রভৃতি দিয়ে বাড়ীটীকে বাস্তু-সৌন্দর্য্য আর প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিক এই দুই মিলিয়ে অপূর্ব রমণীয় ক'রে তোলে। জমীতে দুই একটা বড়ো গাছ থাক্‌লে, সেই গাছ এরা কাটে না, তাকে বাড়ীর শোভার অংশ ক'রে তোলে।

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীতে নিজাম বাহাদুরের দেওয়া টাকায় ইস্‌লামিক বিদ্যার অধ্যাপকের যে পদ স্থিরীকৃত হ'য়েছে, Julius বা Gyula Germanus য়ুলিউস্ (বা গুলা) গের্মানুস্ নামে একটী হুঙ্গেরীয় অধ্যাপক সেই পদে নিযুক্ত হ'য়ে আসেন, এক বৎসর সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে কাটান। ভদ্রলোক তুর্কী আর আরবী ভাষায় পণ্ডিত, ফারসী উর্দূ জানতেন না। ইনি ইহুদী-জাতীয়। শান্তিনিকেতনে এঁর অবস্থানকালে এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, আরবী তুর্কী প্রভৃতি ইস্‌লামীয় ভাষা আর সাহিত্য বিষয়ে আমার একটু

অনুরাগ আছে ব'লে এঁর সঙ্গে অনেকটা হৃদ্যতাও হয়। তুর্কী-ভাষায় কামাল-পাশার হুকুমে যখন রোমান অক্ষরের ব্যবহার এল', তখন এ বিষয়ে এঁর সঙ্গে আমার আলাপ আলোচনা হ'ত; আরবী উচ্চারণ-তত্ত্ব নিয়ে, তুর্কী আরবী সাহিত্য নিয়ে, ভারতীয় মুসলমান ও অ-মুসলমান জাতিদের মধ্যে ফারসী আর আরবীর প্রভাব নিয়ে, এঁর সঙ্গে কথাবার্তা চ'লত। গের্মানুস্ এই সব বিষয়ে বেশ সদালাপী লোক ছিলেন। শান্তিনিকেতনে কিন্তু তিনি তেমন লোকপ্রিয় হ'তে পারেন নি। ইনি নাকি ভারতের স্বাধীনতার প্রচেষ্টামূলক রাজনৈতিক আন্দোলনকে ভাল চোখে দেখতেন না;—অনেক সময়ে আমাদের সামাজিক অসঙ্গতি আর অনিয়মগুলিকে ইনি মিস্-মেয়োর দৃষ্টিতেই নাকি দেখ্‌তেন। ইনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে চ'লে যাবার পূর্বে এঁর সম্বন্ধে একটা গুজব শুনি যে ইনি মুসলমান হ'য়েছেন,—আর হজে গিয়ে মক্কা-মদীনা দেখে আস্‌বার মতলবে আছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে এঁর হজে যাওয়া ঘটে নি। ইনি সপরিবারে বুদা-পেশ্‌ৎ-এ ফিরে যান।

বুদা-পেশ্‌ৎ-এ পৌঁছে আমি অধ্যাপক গের্মানুস্-এর খোঁজ করি। গের্মানুস্ সম্বন্ধে শুন্‌লুম যে তিনি মুসলমান হ'য়ে—বা মুসলমান ব'লে পরিচয় দিয়ে—মক্কা-মদীনা হ'য়ে এসেছেন—এখন তিনি 'অল্-হাজ' বা হাজী গের্মানুস। হজ ক'রে আস্‌বার পর তিনি বুদা-পেশ্‌ৎ-এ তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিচ্ছেন—হঙ্গেরিতে তিনি ইসলাম জগৎ-সম্বন্ধে এখন একজন 'অথরিটি'—একপত্রী। যাঁদের কাছে তাঁর কথা শুন্‌লুম, তাঁরা ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হ'লেও, কেমন যেন তাঁর কথা এড়িয়ে' চ'ল্‌তে চান। গের্মানুস যে জা'তে ইহুদী, সে কথাও বার-বার শুনিয়ে' দিলেন। ইংরিজি কথায়—গের্মানুস্ সম্বন্ধে এঁদের একটু 'সুশীতল ভাব'। কিন্তু পূর্ব পরিচয় আর হৃদ্যতার জন্য আমাকে তো এই ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতেই হবে—আর গের্মানুস্ বেশ ভালো

ইংরিজি ব'লতে পারেন, তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে পাঁচটা বিষয়ে আলাপ ক'রে একটু সুখ পাওয়া যাবে। অধ্যাপক মেজ্জসাই আমায় ব'ল্‌লেন, বুদাতে Szent Luka'cs Gyogyfu"rdo" 'সেন্ত্‌ লুকাচ্‌ জোজ্‌ফ্যুর্দ্যো' নামে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, তার লাগাও হোটেলে একটী সমিতির এক অধিবেশন হবে, সেই অধিবেশনে অধ্যাপক গের্মানুস্‌ বক্তৃতা দেবেন ; তিনি আমাকে সেই বক্তৃতায় নিয়ে যাবেন, সেখানে গের্মানুস্‌-এর সঙ্গে দেখা হবে। বক্তৃতা-অন্তে সমিতির সভ্যদের এক ডিনার হবে, অধ্যাপক মেজ্জসাই সমিতির সভ্য-হিসেবে, আমাকে তাঁর অতিথি-স্বরূপে নিয়ে যাবেন।

এখন বুদা-পেশ্‌ৎ-এ কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেগুলির জলে প্রচুর খনিজ পদার্থ থাকে, সেই-সব জলে স্নান, বা সেগুলির জল পান, স্বাস্থ্যের পক্ষে চিকিৎসার পক্ষে খুবই উপকারী। আমাদের দেশে যেমন এই-সব উষ্ণ প্রস্রবণ দেবতার নামের সঙ্গে জড়িত ক'রে দিয়ে, পবিত্র তীর্থ-রূপে স্থাপিত করা হয়—যেমন চন্দ্রনাথে বক্রেশ্বরে রাজগিরে সীতাকুণ্ডে করা হ'য়েছে—তেমনি হঙ্গেরিতে আর ইউরোপের অন্যস্থানে খ্রীষ্টান সাধু বা সিদ্ধা বা দেবতাদের নামের সঙ্গে জড়িত করা হয়। আজকাল এ-সব তীর্থের ধর্ম-সম্বন্ধীয় অঙ্গ আর নেই—খ্রীষ্টান সাধু বা দেবতার নামগুলো যা আছে ; লোকে স্বাস্থ্যের জন্য এসব জায়গায় আসে—স্নান করে, জল পান করে, ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকে। প্রস্রবণ-গুলির জল চৌবাচ্চায় ফেলা হয়, তারপরে নলে ক'রে নানা হোটেলে বা স্নানাগারে নিয়ে যাওয়া হয়, স্বাস্থ্যকামীরা এই-সব হোটেলে থাকে, জল-চিকিৎসা চালায়। বহু ক্ষেত্রে এই-সব প্রস্রবণের হোটেলকে কেন্দ্র ক'রে, সামাজিক আর অন্য প্রকারের মেলামেশা আর আমোদ-প্রমোদ করবার জায়গা গ'ড়ে ওঠে। Szent Luka'cs Gyogyfu"rdo" এইরকম একটী স্থান।

যথাসময়ে আমরা এই লুকাচ্‌-স্নানাগারের হোটেলে উপস্থিত হ'লুম।

দানুব নদীর ধারে এক বাগানের মধ্যে মাঝারী আকারের এক প্রাসাদ—সেকেলে ধরণের, দেখ্‌তে খুবই সুন্দর আর আভিজাত্যপূর্ণ। বাইরে বাগানে খোলা জায়গার মধ্যে সব টেবিল চেয়ার পাতা—অভ্যাগতদের পান-ভোজনের জন্য। রাত্রের 'এড়ো-খানা'র (অর্থাৎ ডিনারের) জন্য খানিকটা জায়গায় প্রায় শত-খানেক কি সওয়া-শ' লোকের আয়োজন হ'চ্ছে—টেবিল-চেয়ার ছুরী-কাঁটা ফুল সাজানো হ'চ্ছে, কালো সান্ধ্য পোষাক প'রে খানসামা খিদমদ্‌গাররা ঘোরাঘুরি ক'রছে। প্রাসাদের দোতালায় একটা বিরাট দালান-ঘর; বড়ো-বড়ো ঝাড, ছবি—সেকেলে প্রাসাদের বন্দোবস্ত। হোটেলে এসে যারা চিকিৎসার জন্য বা বাসের জন্য থাকে, তাদের জন্য এই প্রাসাদের লাগাও অন্য বাড়ী আছে; প্রাসাদটী এইরূপ সভা-সমিতির জন্য বা উৎসবাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।

সভার কার্য্য আরম্ভ হবার একটু আগে আমরা পৌছুলুম, কারও সঙ্গে বিশেষ আলাপ তখন হ'ল না। সভার সভাপতি ছিলেন ভূতপূর্ব অস্‌ট্রিয়া-হঙ্গেরি সাম্রাজ্যের রাজবংশের একজন কুমার। হঙ্গেরিতে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হ'লেও, হঙ্গেরীয় জাতি মনে প্রাণে রাজতন্ত্রই চায়। ভূতপূর্ব রাজপরিবারের লোকদের প্রতি এদের অসীম অনুরাগ। সভাপতি রাজকুমারটী ফৌজী পোষাক প'রে এসেছিলেন। কাঠের উঁচু বেদীতে একটী লম্বা টেবিলের সামনে সভাপতি, বক্তা আর অন্য কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তি ব'স্‌লেন। বক্তা ব'সে-ব'সেই বক্তৃতা দিলেন। মজর-ভাষায় বক্তৃতা—তার কিছুই বুঝতুম না, যদি না তাতে প্রচুর জরমান আর ফরাসী শব্দ থাকৃত। এই-সব বিশ্বজাতীয় শব্দ থাকায় বুঝলুম, 'পান্‌-ইসলামিস্‌ম্‌', ইংরেজ আর ফরাসীদের সঙ্গে ঐ পান্‌-ইস্‌লামিস্‌ম্‌-বাদের যোগ, মুসলমান জগতের রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, এই-সব বিষয়ে বক্তৃতা হ'চ্ছে।

বক্তৃতা আরম্ভ হবার পর দেখি, ফেজ বা বাল্‌তি-টুপী মাথায় তিন মূর্তি

সভাগৃহে ঢুকে', আমারই চেয়ারের পেছনে খালি চেয়ার ছিল তাতে ব'স্‌লেন। এঁদের মধ্যে দুজন ভারতীয় মুসলমান ছিলেন—মৌলবী-মোল্লা টাইপের চেহারাতেই মালুম হ'ল; আধ-ময়লা রঙ, পাতলা রোগা চেহারা, বড়ো-বড়ো চোখ, উপরের গোঁফ ছাঁটা, অল্প-সল্প দাড়ি, গায়ে কালো রঙের আচকান, মাথায় লম্বা কাল্‌চে-লাল ফেজ টুপী; এরূপ মূর্তি ও বেশভূষা ভারতের বাইরেকার মুসলমান জগতে দুর্লভ। তৃতীয় ব্যক্তিটী যে ইউরোপীয় মুসলমান, তা তার লাল টক্‌টকে' মুখের রঙে আর টক্‌টকে' লাল টুপীর রঙে বুঝতে দেরী হয় না। দু দুজন স্বদেশীয়কে এখানে দেখে একটু প্রীত ও বিস্মিত হ'লুম,—কৌতূহলও হ'লো। পকেট থেকে কলম কাগজ বার ক'রে উর্দূতে লিখে ভদ্রলোকদের দিকে এক-টুকরো কাগজ চালিয়ে' দিলুম—"মৈঁ কলকত্তে-সে আয়া হুঁ, সৈর করনেকো নিকলা, তীন রোজ হুএ য়হাঁ পহুঁছা। আপলোগ কহাঁসে তশরীফ লে আতে হৈঁ? কব আয়ে?" ওঁরা প'ড়ে জবাব লিখে দিলেন—"হমলোগ হৈদরাবাদ-দকন-সে আতে হৈঁ, we are world-tourists." গের্মানুস্‌-এর বক্তৃতা চুকে গেলে, যখন হল্‌ খালি হ'চ্ছে তখন আমি এই ভদ্রলোক তিনজনের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ ক'রলুম। ফেজ-পরা ইউরোপীয় ভদ্রলোকটী তাঁর কার্ড দিয়ে আত্মপরিচয় দিলেন—তিনি হ'চ্ছেন Husain Hilmi Durich, Grand Mufti of Buda—বুদা-পেশ্‌ৎ তথা হঙ্গেরীর মুসলমানদের বড় মুফ্‌তী, অর্থাৎ কর্তা বা মুরুব্বি। এক হাজারের ঢের কম সবিয়ান আর মজর মুসলমান মজর-রাষ্ট্রে বাস করে; মজর-সরকার এদের উপরে একজন কর্তা নিযুক্ত ক'রেছেন, তিনি এদের সব ঘরোয়া ব্যাপারে, ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে 'মুখিয়া' বা প্রধানের কাজ করেন। লোকটী খুব লম্বা-চওড়া চেহারার; বেশ দিলখোলা হাসি; একটু-একটু ইংরিজি জানেন। ভারতীয় মুসলমান ভদ্রলোক দুটীকে এঁর পাশে নিতান্ত বেঁটে-খাটো 'দুবলা-পাতলা দেখাচ্ছিল।' এঁরা ব'ললেন, ভারতবর্ষ থেকে

ইংলাণ্ড ফ্রান্স জরমানি অস্ট্রিয়া ঘুরে, এঁরা বুদা-পেশ্‌ৎ-এ এসেছেন, বুদা-পেশ্‌ৎ থেকে যাবেন রেল-যোগে যুগোস্লাবিয়ার রাজধানী বেওগ্রাদ, তারপরে বলকান্‌ রাষ্ট্রগুলির কোনও-কোনও অংশ ঘুরে, তুর্কীদেশে ইস্তাম্বুল বা কন্‌স্তান্তিনোপল, আঙ্কারা বা আঙ্গোরা হ'য়ে, শাম বা সিরিয়া. ফলস্তীন অর্থাৎ পালেস্তীন আর মিসর দেখে. তবে দেশে ফিরবেন। এঁরা খুলে না ব'ললেও অনুমান ক'রলুম, ইউরোপের বলকান্‌-অঞ্চলে মুসলমান তুর্কীর দ্বারা বিজিত ও অধ্যুষিত দেশ দেখবার জন্য. কতকটা তীর্থযাত্রীর ভাবেই, এঁরা বেরিয়েছেন—এই-সব অঞ্চলের মুসলমানদের অবস্থাও কতকটা পর্য্যবেক্ষণ ক'রবেন, আর সিরিয়া পালেস্তীন মিসর প্রভৃতি আরব দেশ ঘুরে যাবেন।

মুফ্‌তী-সাহেবকে আমার কার্ড দিলুম—দেবনাগরীতে আর ইংরিজিতে আমার নাম আর পরিচয় ছাপিয়েছি; আর কার্ড. বিলিতি ভিজি.টিং-কার্ড নয়—বিক্রমপুর-আড়িয়লের সাদা আর হ'লদে মোটা তুলট কাগজ কেটে এই কার্ড তৈরী ক'রে নিই। এই দেশী কাগজ আর দেবনাগরী লিপি আমার পরিচয়-পত্রে ইউরোপের ভদ্রব্যক্তিদের কাছে একটু বৈশিষ্ট্য আনৃত—অনেকে এই কার্ডের অক্ষর, আর তার কাগজ সম্বন্ধে প্রশ্নও ক'রত। আমি ছাত্রাবস্থায় জরমানিতে আমার কার্ড দেবনাগরীতে আর ইউরোপীয় অক্ষরে প্রথম ছাপাই। লণ্ডনে আর পারিসে. এই দুই জায়গায়, যত মিসরী, চীনা, জাপানীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়, দেখি, তাদের কার্ডে রোমান অক্ষরে তো পরিচয় থাকেই —উপরন্তু তাদের জাতীয়তার পরিচায়ক-স্বরূপ, আর কার্ডের অলঙ্করণ-স্বরূপ, নিজ-নিজ মাতৃভাষার অক্ষরেও নামধামাদি দেওয়া থাকে। তাই, নিজের ভারতীয় জাতীয়তার বর্ণ বা লিপিময় প্রকাশকেও দেখাবার জন্যে—কার্ডের মধ্যেও কতকটা জাতীয় আত্মসম্মানবোধকে মূর্তি দেবার জন্যে—আমি দেবনাগরীও ব্যবহার ক'রে থাকি। (ভারতীয় ভাষাগুলির জন্য রোমান বর্ণমালার উপযোগিতা সম্বন্ধে আমি যে অনুকূল মত পোষণ করি, আপাত-

দৃষ্টিতে তার সঙ্গে আমার কার্ডে ভারতীয় দেবনাগরী অক্ষর ব্যবহারের একটা অসামঞ্জস্য লাগবে ;—কিন্তু এইপ্রকার অলঙ্করণ-রূপে, বিশেষ অবস্থায় বিশেষ উদ্দেশ্যে ভারতীয় লিপির ব্যবহারের সঙ্গে, সাধারণভাবে দৈনন্দিন কার্য্যে রোমান বা ভারতীয়-রোমান লিপি ব্যবহারে কোনও অসামঞ্জস্য আমি দেখি না।) মুফ্‌তী-সাহেব আমার কার্ড দেখ্‌লেন, আমার স্বদেশীয় মুসলমান ভ্রাতৃদ্বয়ও দেখলেন ; তারপরে মুফ্‌তী আমাকে দেবনাগরী লিপি সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রলেন—আমি ব'ললুম, ও হ'চ্ছে হিন্দুস্থানে ব্যবহৃত আমাদের জাতীয়, দেশীয় অক্ষর। ইতিমধ্যে কতকগুলি মহিলা আর ছোটো ছেলে এসে হাজির—অটোগ্রাফের খাতা খুলে, তিন কালা-আদমী আমরা, আমাদের সামনে দাঁড়াল'—সই দিতে হবে ; আমি কোথাও বা ইংরিজি আর দেবনাগরী, আর কোথাও বা ইংরিজি আর বাঙলায় সই দিলুম—ভারতীয় বন্ধুদ্বয় ইংরিজি আর উর্দূতে লিখে দিলেন।

সভাপতি মহাশয় বিদায় নেবেন, তিনি যাবার আগে সমাগত ভদ্রলোক আর মহিলাদের সঙ্গে একটু শিষ্টালাপ ক'র্‌ছেন ;—দূর থেকে গের্মানুস আমায় দেখেছিলেন, ছাড় পেয়েই তিনি এসে আমাকে আলিঙ্গন-বদ্ধ ক'রে খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ ক'রলেন—কবি, শাস্ত্রী-মহাশয় (অধ্যাপক বিধুশেখর শাস্ত্রী), রথী-বাবু প্রমুখ শান্তি-নিকেতনের প্রধানদের খবর জিজ্ঞাসা ক'রলেন। সভাপতি-মহাশয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে' দিলেন—সভাপতি রাজকুমার, ইংরিজি আর ফরাসীতে আমার সঙ্গে আলাপ ক'রলেন। ইতিমধ্যে হস্তাক্ষরপ্রার্থী মহিলা আর ছেলে-মেয়ের দল এসে তাঁকেও ঘেরাও ক'রলে। গের্মানুস আর আমি বিদায় নিয়ে এদিকে এলুম। গের্মানুস মুফ্‌তীর সঙ্গে মজ্‌র-ভাষায় আর ভারতীয় মুসলমান দুইটীর সঙ্গে কখনও আরবীতে কখনও ইংরিজিতে কথা কইতে লাগ্‌লেন।

অধ্যাপক মেজ্জসাইয়ের অতিথি-রূপে রাত্রের ডিনারে যোগদান ক'রলুম,

ভারতীয় ভদ্রলোক দুটী আর মুফ্‌তী-সাহেবও র'য়ে গেলেন—এঁরা অধ্যাপক গের্মানুস-এর অতিথি হ'লেন। ডিনারের ব্যবস্থা একটু নোতুন লাগ্‌ল, ইউরোপীয় খাদ্যের ধরা-বাঁধা কয় পদ ছিল,—সূপ, মাছ, রোস্ট, সবজী, মিষ্টান্ন প্রভৃতি; ডিনারের দামে এই-সব জিনিস দেয়। উপরন্তু রুটী আর পানীয়ের আলাদা দাম দিতে হয়। একজন স্ত্রীলোক একটা লম্বা বেতের ঝুড়িতে রুটী নিয়ে বেড়াচ্ছে, নগদ কিনে নিতে হয়। পানীয় আঙুরের মদ, বা বিয়ার, খানসামা দিয়ে যায়—সঙ্গে-সঙ্গে দাম নেয়।

অধ্যাপক গের্মানুস্‌ তাঁর বাড়ীতে চা খেতে নিমন্ত্রণ ক'রলেন, একদিন বিকালে হোটেল থেকে আমায় তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। ইউরোপে যা সাধারণ নিয়ম, একটী ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে গের্মানুস্‌রা স্বামী-স্ত্রীতে থাকেন। গের্মানুসের পত্নী ছবি আর টুকিটাকি জিনিস ভালোবাসেন, ভারতীয় জিনিস দুই-চারিটী এঁদের আসবাব-পত্রের মধ্যে স্থান পেয়েছে। ডাক্তার জোল্‌তান্‌ তকাচ্‌ Dr. Zolta'n Taka'cs ব'লে একটী ভদ্রলোক চায়ে নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন, তিনি বুদা-পেশ্‌ৎ-এর Hopp Ferenc Keleta'zia i Mu"ve'-szeti Mu'zeum অর্থাৎ ফেরেন্‌ৎস্‌-হোপ্‌-প্রাচ্যদেশীয়-শিল্প-সংগ্রহের সংরক্ষক। এই ভদ্রলোকটীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় বিশেষ খুশী হ'লুম। Ferenc Hopp বুদা-পেশ্‌ৎ-এর একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন, চীন-দেশে ব্যবসা ক'রতেন। ধীরে ধীরে চীন-জাপান আর ভারতের নানা শিল্প-বস্তু সংগ্রহ ক'রে, বুদা-পেশ্‌ৎ-এ তাঁর বাড়ীতে জমা করেন, তারপরে বাড়ী-সমেত সেগুলি নিজ জাতিকে দান ক'রে যান। মজর-সরকার এই দান গ্রহণ ক'রে, এর সংরক্ষণ আর সংবর্ধনের ব্যবস্থা ক'রেছেন। ডাক্তার তকাচ্‌ পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেশ জমিয়ে' নিলেন। যথার্থ পণ্ডিত, আর ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি প্রাচ্য দেশের সম্বন্ধে আন্তরিক দরদ আছে—মনে-প্রাণে এই-সব দেশের সভ্যতার প্রতি একটা টান অনুভব করেন। ডাক্তার তকাচ্‌ হ'চ্ছেন আধা-মজর

আধা-আর্মেনীয়; তুর্কীদের প্রাধান্যের কালে, হাজার কতক আর্মানী, তুর্কী-সাম্রাজ্যের অপর প্রান্ত থেকে এসে, বলকান্-অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়, তারপরে তারা হঙ্গেরিতে আসে। এরা ভাষায় প্রায় হঙ্গেরীয় হ'য়েই গিয়েছে, তবে আর্মানী-মতের খ্রীষ্টান ধর্মই পালন করে, পূজা-পাঠে আর্মানী-ভাষাই ব্যবহার করে। অনেক সময় হঙ্গেরীয়দের সঙ্গে বিবাহ হয়,—ক্রমে এরা আর্মানী থেকে হঙ্গেরীয় হ'য়ে যাচ্ছে। তকাচের মা এই আর্মানী-জাতীয়া মহিলা। তকাচ্ আমায় পাশ থেকে নিজের মাথা আর মুখের আদল দেখিয়ে ব'ল্‌লেন—"এই দেখুন না, আমার মাথা কি রকম পূরো আর্মেনয়েড টাইপের।" তাঁর মিউজিয়ম দেখে আস্‌বার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রলেন। বীরেন বাঁড়ুজ্যে ব'লে একটী ভদ্রলোক কিছুকাল হ'ল বুদা-পেশ্‌ৎ-এ বাস ক'রছেন, তিনি বুদা-পেশ্‌ৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-বিভাগে হিন্দুস্থানী বাঙলা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার অধ্যাপক—তাঁর নাম আগে থেকে জানতুম,—গের্মানুস্ তাঁকে চায়ে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়ে' ছিলেন, কিন্তু তিনি আসতে পারেন নি; পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। বাঁড়ুজ্যে-মহাশয় পারিসের ডক্টরেট পেয়েছেন নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে বই লিখে—তিনি প্রায় বিশ-বাইশ বছর দেশ-ছাড়া, ইউরোপেই বিবাহ ক'রেছেন, আমেরিকাতেও কিছুকাল ছিলেন, এখন বুদা-পেশ্‌ৎ-এই 'থিতু' হ'য়ে যেতে পারেন; ডাক্তার তকাচ, ডাক্তার গের্মানুস্ প্রভৃতির খুব ইচ্ছা দেখলুম, যাতে ওঁকে বুদা-পেশ্‌ৎ-এই কায়েমী-ভাবে অধ্যাপকের পদে বসাতে পারেন। ভদ্রলোক বেশ সজ্জন: তাঁর পরিবারবর্গ সব হঙ্গেরিতে আছেন; বড়ো ছেলেটীর বয়স হবে উনিশ-কুড়ি বছর, সে বুদা-পেশ্‌ৎ-এই ডাক্তারী প'ড়্‌ছে। এই বঙ্গ-ইউরোপীয় পরিবারটী বোধ হয় হঙ্গেরীয় হ'য়ে গেল; খালি Bonnerjea পদবীতে ভবিষ্যতে এঁর বংশের ভারতীয় আর বাঙালী উৎপত্তি সূচিত হবে।

আমাদের সঙ্গে খানিক আলাপের পরে, চা-টা খাইয়ে', গের্মানুসের গৃহিণী

কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গেলেন; ডাক্তার তকাচ্‌, গের্মান্নুস্‌ আর আমি খুব গল্প জুড়ে দিলুম। গের্মান্নুস্‌ তাঁর হজ-যাত্রার অনেক কৌতুককর কথা ব'ললেন। তিনি আমাদের ব'ল্‌লেন—"আমি হজে যাই, Burton ব্যর্‌টন্‌ আর অন্য দুচারজন ইউরোপীয়ের মত নাম বা ধর্ম না ভাঁড়িয়ে'; আমি সোজাসুজি ভাবে একজন 'মজরী' বা মজর-জাতীয় মুসলমান হিসেবেই যাই।" (তাঁর কথায়, এখন তিনি কতটা মুসলমান আছেন সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়।) হজ্‌ কর্‌বার সময়ে তিনি যে 'এহ্‌রাম' অর্থাৎ ধুতি-উত্তরীয় প'রে হাজী সেজেছিলেন, সে-সব পরা একখানি ফোটো আমায় দিলেন; তাতে দেখি, হজের জন্য তিনি বিরাট্‌ দাড়ী গজিয়েছিলেন; আগে ভারতে তাঁকে সাফ্‌-ক'রে-কামানো রূপে দেখেছি,—বুদা-পেশ্‌ৎ-এও পূর্ব্বেরই মত দেখলুম—মাঝেকার এই শ্মশ্রুমণ্ডিত হাজী-মূর্তি চোখে দেখি নি। আরবী ভাষায় তাঁর কার্ড ছাপিয়েছিলেন—আমায় দিলেন, তাতে লেখা—"দক্তূর্‌ 'অব্‌দ্‌ অল্‌-করীম্‌ জর্‌মানুস্‌ অল্‌-মজ্‌রী"। ইউরোপীয়-দ্বারা এই হজের অনুষ্ঠান এখন আর রোমাঞ্চকর ব্যাপার নেই। বাহ্যতঃ হোক্‌ আর আন্তরিক ভাবে হোক্‌, মুসলমান ধর্মের বর্মে আবৃত হ'য়ে ইদানীং বহু ইউরোপীয় হজ ক'রে আস্‌ছে, তার সম্বন্ধে বই লিখ্‌ছে। নানা খোশ-গল্প আর অন্য খবরের মধ্যে একটা বিষয় শুনলুম—তুর্কীরা তুর্কী প্রজার (তা সে যত গোঁড়া বা বিশ্বাসী মুসলমান-ই হোক্‌ না কেন) হজে গমন বন্ধ ক'রে দিচ্ছে। গের্মানুস্‌দের সঙ্গে একটী তুর্কী ভদ্রলোক হজ ক'রতে যায়, কিন্তু সারা পথ সে ভয়ে-ভয়ে গিয়েছিল, পাছে তুর্কী-সরকার টের পেয়ে তার বহু অর্থ দণ্ড করে। তুর্কীটী মিসরে আসে ব্যবসা ক'রতে, সেখান থেকে তুর্কী-সরকারের অজ্ঞাতে আরবে এসে মক্কা-মদীনা দেখে হাজী হ'য়ে পুণ্য-অর্জন ক'রে চুপি-চুপি দেশে ফিরবে, এই আশায় ছিল; কিন্তু ভয়টা ছিল আরও বেশী। গের্মান্নুস্‌ ব'ল্‌লেন যে তুর্কীটী তাঁকে ব'লেছে যে যদি কোনও ধর্ম-বিশ্বাসী তুর্কী হজ ক'র্‌তে যাবার জন্য

ইচ্ছা প্রকাশ করে, অমনি সরকার থেকে তার কাছে পরওয়ানা আসে—হজে গিয়ে যে টাকাটা সে খরচ ক'র্বে সে টাকা দিয়ে সে যেন তার গাঁয়ে বা শহরে ইস্কুল বা অন্য জনহিতকর কাজ ক'রে দেয়। "চক্রবৎ পরিবর্তন্তে"— যে তুর্কীর নাম নিয়ে সমগ্র জগতের মুসলমান ধর্ম-গৌরবে মাতোয়ারা হ'ত, সেই তুর্কীর দেশে এখন গোঁড়া মুসলমানীর কি অবস্থা! ১৩৪৩ সালের আষাঢ় মাসের 'প্রবর্তক' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রমানাথ বিশ্বাস "বাইসিক্লে আমার ভূ-পর্য্যটন" শীর্ষক প্রবন্ধে তুর্কী-দেশে তাঁর যে অভিজ্ঞতার কথার বর্ণন ক'রেছেন, তা প'ড়ে আশ্চর্য্য লাগে—বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছে করে না, কি ক'রে তুর্কী এতটা সংস্কার-মুক্ত হ'য়ে দাঁড়াল'! ভারতীয় মুসলমানেরা সকলেই অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান হয়, এই বোধে, তুর্কী-দেশে এখন ভারতীয় মুসলমানের পক্ষে দ্বার রুদ্ধ—কিন্তু অ-মুসলমান ভারতীয়ের পক্ষে তুর্কী-দেশে যেতে কানও বাধা নেই; আরবী-ভাষা মসজিদের আজান থেকেও বহিষ্কৃত হ'য়েছে; 'অল্লাহু অক্‌বর' ('ঈশ্বরই মহত্তম') এই বচন, তুর্কী মুয়জ্জেন মসজিদে তুর্কী ভাষাতেই চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে—"তান্‌দ্রে (? তেন্‌গ্রি) উল্‌ হুর্‌।" যাক্‌, এই-সব কথা, বিভিন্ন দেশে মুসলমান জগতের পরিস্থিতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে, গের্মানুস্‌ বেশ আলাপ ক'রে গেলেন। তিনি যে কস্মিন্‌কালে মুসলমান হ'য়েছিলেন, তা তাঁর গল্পের ধরণে ধরা গেল না,—তাঁর কথার ভাবে ভঙ্গীতে তাঁর ইস্‌লামীয়ত্বের এতটুকুও ইঙ্গিত পাওয়া গেল না।

গের্মানুসের সঙ্গে একদিন রাস্তায় বেড়াতে-বেড়াতে, হঙ্গেরির রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর কাছ থকে দুই-একটী বিষয়ে মন্তব্য শুন্‌লুম। তিনি জরমান-জাতির অনুরাগী; জরমানরা যেমন কার্য্যকারিতার সঙ্গে অস্‌ট্রিয়া-হঙ্গেরির সাম্রাজ্য চালাচ্ছিল, যেমন ক'রে একটা বিরাট্‌ সভ্যতা-সূত্রে মধ্য-ইউরোপের পাঁচ-ছয়টা জাতিকে বেঁধে তুলেছিল, সেই সাম্রাজ্য ভেঙে ফেলে, চেখ ও শ্লোবাক, মজর, য়ুগোশ্লাব বা সর্ব, শ্লোবেন, রুমানীয় প্রভৃতি জাতির

লোকেরা তার জায়গায় কিছু গ'ড়তে পারছে না। আর পারবেও না; কারণ এই-সব জা'তের মধ্যে জরমান জা'তের যে energy, সে প্রচণ্ড কর্মশক্তি —কোথায়? বোঝা গেল, জরমানরা ইহুদীদের নির্যাতন আরম্ভ ক'রলেও, গের্মানুস্ তাঁর স্বদেশবাসী মজর, অথবা স্লাব জাতীয় চেখ, য়ুগোস্লাব প্রভৃতিদের চেয়ে, জরমানদেরই বেশী পছন্দ করেন। Germanus পদবীর মানে হ'চ্ছে 'জরমান'— জরমানি থেকে তাঁর পূর্বপুরুষ কেউ এসে মজর-দেশে উপনিবিষ্ট হ'য়ে থাকবেন,—এটা তাঁর জরমান-প্রীতির একটা কারণ হ'তে পারে। তিনি তুলনা দিলেন: ভারতবর্ষ যেমন ইংরেজের শাসনে সুখে সমৃদ্ধিতে আছে, ব্রিটিশ শাসনে যেমন ভারতবর্ষ efficient administration পেয়েছে, জরমান-শাসিত অস্‌ট্রিয়া-হঙ্গেরী সাম্রাজ্য সম্বন্ধেও তাই বলা চলে। আমি এ সম্বন্ধে গের্মানুস্-এর মত জানতুম, নোতুন কথা তিনি আর কি ব'লবেন,—তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার মত মিলবে না এ-কথা জানিয়ে' দিয়ে, প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা ক'রলুম।

রাতে ডিনারের পরে গের্মানুস্ বুদা-পেশ্‌ৎ-এর একটী সাহিত্যিক মহিলার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন—ইনি মজর-ভাষায় একজন নামী ঔপন্যাসিক. এঁর নাম Mme. Berend মাদাম্ বেরেন্দ্‌; এঁর বই জরমান প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হ'য়েছে। এঁর স্বামী বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন. বিগত মহাযুদ্ধের পরে যখন মধ্য-ইউরোপের দেশগুলিতে ক্রমাগত বিপ্লব আর প্রতি-বিপ্লব চ'লতে থাকে, তখন খামখা একটী দলের সৈন্যের হাতে এঁর স্বামী নিহত হন। কয়টী ছেলেমেয়ের সঙ্গে ইনি দানুব-নদীর ধারে, এলিজাবেথ-সেতু নামে পোলের পাশে, চমৎকার একখানি বাড়ীতে ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন। এঁর এই বাড়ী বুদা-পেশ্‌ৎ-এর সাহিত্যিক আর পণ্ডিতদের একটী কেন্দ্র—পারিসের উচ্চ-শিক্ষিতা সেকেলে সাহিত্যিক মেয়েদের 'সালন্'-এর মত। খাবার পরে, রাত্রি সাড়ে-নটার সময়ে এঁদের বাড়ীতে গেলুম। বসবার ঘরে আরও কতকগুলি

অভ্যাগত র’য়েছেন—একটী জরমান ছাত্রী, জরমানির কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা আর সাহিত্য প’ড়ছে ; একটী জরমান ছোকরা—এও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ; দুটী বুদা-পেশ্‌ৎ-এর রাজকর্মচারী, আর গের্মানুস্ ; আর আমি। বস্‌বার ঘরটী নানা টুকিটাকি জিনিস দিয়ে সাজানো ; ভারতীয় মূর্তি মনে ক’রে মহিলাটী একটী পুরাতন ধরণের চীনা Kwan-yin ক্বান্‌য়িন্ বা অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি রেখেছেন। মহিলাটীর বয়স পঞ্চাশের উপর হবে ;—দুটী মেয়ে একটী ছেলে, সব কলেজে পড়্‌বার বয়স। আমার সঙ্গে ইংরিজিতে কথা কইলেন। সকলেই ইংরিজি জানে—আমি ছিলুম ব’লে ইংরিজিতেই আলাপ চ’ল্‌ল। মাদাম বেরেন্দ্ দেখ্‌লুম ভারতবর্ষের অনেক খবর রাখেন- দেবতা-বাদ থেকে নারী-প্রগতি পর্য্যন্ত। হাতী-শুঁড়ো গণেশ ঠাকুরটীকে তাঁর বড় ভালো লাগে ; ‘রামাইয়ানা’ আর ‘মাআবারাতা’র খুব প্রশংসা ক’রলেন ; ‘সিভা, উমা, ভিষ্ণু, লাক্‌শ্‌মী’—এঁদেরনামও ক’রলেন ; আর ‘তাগোরে’ আর ‘গান্দি’ তো আছেনই। গল্পের সঙ্গে-সঙ্গে পান ভোজনের ব্যবস্থা ছিল—এঁর মেয়ে দুইটী সে-সব এনে-এনে পরিবেশন ক’রতে লাগ্‌ল। শ্‌রবৎ ; স্ট্রবেরী আর অন্য ফল ; রুটি ; নানা রকমের সসেজ ; মাছ ; চা ; কেক ;—ভিয়েনায় রাত্রে Vetter ফেটার পরিবারে যেমনটী। বেশ জ’ম্‌ল, কথাবার্তায়, আলাপ পরিচয়ে। মহিলাটী সদালাপী, তবে প্রায় সারাক্ষণ অন্য কারো অপেক্ষা না ক’রে একাই তিনিই আলাপ জমিয়ে’ রাখ্‌ছিলেন। মাঝে একবার তাঁর বাড়ীর বারান্দা থেকে রাত্রে দানুবের দৃশ্য দেখে প্রীত হ’লুম। আলোকমালা-মণ্ডিত বুদা-পেশ্‌ৎ শহর ; অনেকগুলি ইমারৎ আলোক-প্রপাতের উৎসে উদ্ভাসিত—খুব উজ্জ্বল জ্যোৎস্না ব’লে ভ্রম হয় ; আর দানুবের উপরে সারি-সারি সেতু—তার আলোকমালা নদীর জলে কাঁপছে। যেন অপূর্ব সুন্দর এক কল্প-লোক চোখের সামনে প্রসারিত দেখ্‌লুম।

একটী মজার তরুণের সঙ্গে আলাপ হ’ল। ইনি চমৎকার ইংরিজি জানেন,

আর ইংরিজি ভাষা যে আধুনিক বিশ্ব-সভ্যতার ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়ে খুব সুদৃঢ় মত পোষণ করেন। এঁর মতে, সমগ্র সভ্য জগতের প্রধান ভাষা ইংরিজি-ই হবে। এ বিষয়ে আমিও পূর্ণভাবে তাঁর সঙ্গে এক-মত। ইনি ব'ল্‌লেন—হঙ্গেরীতে অতি দ্রুত ভাবে ইংরিজির প্রসার হ'চ্ছে। ফরাসী আর জরমান কইয়ে'-ছবির চেয়ে ইংরিজিওয়ালা কইয়ে'-ছবি, তা ইংলাণ্ডেরই হোক্ আর আমেরিকারই হোক—বুদা-পেশ্‌ৎ-এর লোকেরা বেশী পছন্দ করে। আরও ব'ল্‌লেন—ত্রান্‌সিল্‌ভানিয়া প্রদেশ হঙ্গেরীর পূর্বাঞ্চলে, আগে হঙ্গেরীর অংশ ছিল, লড়াইয়ের পরে রুমানিয়াকে দিয়ে দেওয়া হ'য়েছে; এখানকার লোকেরা তিনটী ভাষা বলে—মজর, আদ্ধেকের কিছু কম; আর বাকী জরমান আর রুমানীয়। এরা কেউ রুমানিয়ার শাসন পছন্দ করে না; এদের মধ্যে স্বইট্‌জারলাণ্ডের আদর্শে একটা স্বাধীন গণতন্ত্র গ'ড়ে তোলবার ধুয়া উঠ্‌ছে; সেই গণতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে—ইংরিজি। এঁর মতে—United States of India-র রাষ্ট্র-ভাষা ইংরিজি হ'লে তাতে ভারতের আর জগতের উভয়েরই লাভ। আমরা অবশ্য হিন্দীকে রাষ্ট্র-ভাষা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছি; কিন্তু ইংরিজিকে কেউ ছাড়তে চাই না; আর যদি ইংরিজি আর হিন্দী এই দুইয়ের একটাকে বেছে নিতে হয়, তা হ'লে ইংরিজিকেই মানবেন,—জাতীয়তা-বাদী স্বাধীনতা-কামী এমন ভারতীয় বহু আছেন। আমিও এই দলের—তবে আমি দুটো ভাষাই চাই॥

[৮]

প্রাহা বা প্রাগ্‌-নগরী

১৯শে জুন ১৯৩৫, বুধবার। আজ প্রাগ্ যাত্রা ক'র্‌তে হবে; 'আবার কবে আস্‌বো', এই মনোভাব নিয়ে, অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নগরীশ্রেষ্ঠ বুদা-পেশ্‌ৎ-

এর কাছ থেকে বিদায় নিলুম। ন্যাশনাল হোটেলে—'নেম্‌জেতি সাল্লোদা' Nemzeti Szalloda-তে—এ কয়দিন বেশ আরামে ছিলুম। এই হোটেলের পোর্টারটীকে ক'দিনে আমার বেশ ভালো লেগেছিলো—বেটে-খাটো মোটা-সোটা মানুষটী, চোখে পুরু চশমা—দেখে মনে হয়, ইস্কুল-মাষ্টার কি অধ্যাপক; শিক্ষিত লোক—৫।৭টা ভাষা ব'লতে পারে, অনেক কিছুর খবর রাখে। সহানুভূতিশীল বিদেশী দেখে, পোর্টারটী আমায় একদিন কতকগুলো চটী বই আর অন্য কাগজ দিলে—তাতে গত মহাযুদ্ধের পরে Versailles ভেরাসায়ি আর Trianon ত্রিআনন্‌-এর সন্ধিতে হঙ্গেরীর উপর যে অবিচার করা হ'য়েছে, তার সব কথা আছে। এদের স্বদেশ- আর স্বজাতি-প্রীতি অদ্ভুত; হঙ্গেরীয় প্রদেশ এখন অন্য দেশের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে প'ড়েছে এটা এদের মনে ভীষণ অস্বস্তির কারণ হ'য়ে র'য়েছে; নিরপেক্ষ বিদেশীর সহানুভূতি জাগিয়ে' এরা নিজেদের অবস্থার সম্বন্ধে একটা অনুকূল মনোভাবের সৃষ্টি ক'র্‌তে ব্যস্ত—ত্রিআনঁ-সন্ধির ব্যবস্থা এরা উল্টে' দিয়ে তবে ছাড়্‌বে। পোর্টারটী ভারতবাসীদের সুখ্যাতি ক'রলে; কবে এক ভারতীয় যাত্রী ঐ হোটেলে ছিলেন, তাঁর টাকা ফুরিয়ে' যায়, পোর্টারের কাছে পাঁচ ছয় পাউণ্ড ধার ক'রে বুদা-পেশ্‌ৎ ত্যাগ করেন, আর পরে কথামত যথাসময়ে টাকাটা পাঠিয়ে' দেন, সঙ্গে-সঙ্গে কিছু স্মারক উপহার—আর তার উপরে মাঝে-মাঝে কৃতজ্ঞতা-দ্যোতক কুশল-প্রশ্নময় পত্রাঘাত; এইতেই ভারতীয়েরা যে ভদ্র জাতি, এই বোধ এর হ'য়েছে। আমি বিল দেবার সময় যৎকিঞ্চিৎ বখশিশ দিলুম। হোটেলের অতিথিদের মন্তব্য লেখ্‌বার জন্য এক বই আছে, সে বই এল'—তাতে দেখি, নানা জাতীয় লোক নানা ভাষায় মন্তব্য লিখেছেন—মজর, জরমান, ইংরিজি, ফরাসী, ইটালীয়, সর্বীয়, রুষ, আরবী, ফারসী, চীনা, জাপানী; আরও কত। দেখি, ১৯৩০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবর্গ থেকে এম্‌-ই দাদাভাই ব'লে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, খুব

সম্ভব পারসী—তিনি গুজরাটীতে পাঁচ ছত্রে নিজ সম্মতি প্রকট ক'রেছেন। তিন জন বাঙালীর নাম দেখে আনন্দ হ'ল—এঁদের দুজন লিখেছেন বাঙলায়, একজন ইংরিজিতে। আমি হিন্দী, বাঙলা আর ইংরিজিতে হোটেলের এক সংক্ষিপ্ত প্রশস্তি লিখে দিলুম।

সকাল সওয়া-সাতটায় গাড়ী—যথাসময়ে পেশ্‌ৎ-এর 'পশ্চিম-স্টেশনে' গিয়ে গাড়ী ধরা গেল। একটী মাত্র ফেরিওয়ালা ঠেলা গাড়ী ক'রে ফল, কেক, মদ, লেমনেড এই সব বিক্রী ক'রছে। গাড়ীতে চার ভাষায় সব লেখা—চেখ, মজর, জরমান, ফরাসী। তৃতীয় শ্রেণীতে চ'লেছি; আমাদের কামরায় সহযাত্রী পাওয়া গেল কতকগুলি ইহুদী। একটী মোটা-সোটা লোক, ইঞ্জিনিয়র, বছর তিরিশ বয়সের যুবক, জরমানে তার সঙ্গেই বেশী কথা হ'ল; তবে আমার জরমানের দৌড় বড় বেশী নয়, আর সে ফরাসী কিছু-কিছু বুঝতে পারে, ব'ল্‌তে পারে না। সঙ্গে একটী মহিলা ছিল—বছর চল্লিশ বয়স হবে, মাথার চুল ছোটো ক'রে ছাঁটা—মুখখানা লম্বা, ঘোড়ার মুখের মত—বেশীর ভাগ সময় কেক, ফল আর চকলেট সেবাতেই কাটালে। ইহুদী পুরুষটার বেশী কৌতূহল দেখ্‌লুম আমাদের দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে—তারা বেশ ভাবপ্রবণ কিনা, প্রগল্‌ভ কিনা। নিজের সম্বন্ধে এক রাশ পরিচয় ব'ল্‌লে।

দানুব নদীকে বাঁয়ে রেখে আমাদের ট্রেন চ'ল্‌ল। খানিকটা পথ বেশ পাহাড়ে' অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেল, মেঘে আর জলে দূর স্থলভাগ ঝাপ্‌সা। বাঁ হাতে এস্‌তেরগোম শহরের গির্জার বিরাট গুম্বজ দেখা গেল। Szob, Bratislava, Brno, Praha—এই পথ দিয়ে আমাদের গাড়ী চ'ল্‌ল। Szob-এর পরে চেখ্-রাষ্ট্র; পাসপোর্ট দেখার কোনও ঝঞ্ঝাট নেই।

দুপুরে গাড়ীতেই খেয়ে নেওয়া গেল। শুনেছিলুম, চেখদের প্রিয় খাদ্য, তাদের বিশিষ্ট বা "জাতীয়" খাদ্য হ'চ্ছে রাজহাঁসের রোস্‌ট্; হাঁস বা

রাজহাঁসকে এদের ভাষায় বলে Hus 'হুস্'—আর্যগোষ্ঠীর চেখভাষার এই শব্দটী আমাদের 'হাঁস'. বা 'হংস', জরমানের Gans ও ইংরিজির goose শব্দেরই জ্ঞাতি।

ট্রেনের রেস্তোরাঁ-গাড়ীতে এই রোস্ট্ দিলে; সুবিধের লাগ্‌ল না—ভীষণ চর্বিওয়ালা মাংস। রুটী মাখন আলুভাজা আর কফিতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'ল। হঙ্গেরীয় টাকাই সঙ্গে ছিল—খাবার বিল শোধ হ'ল ঐ টাকায়। হিসাব মিলানো, সে এক কঠিন ব্যাপার; হঙ্গেরীয় ২৬ পেঙ্গ্যোতে এক ইংরিজি পাউণ্ড, আর এক পাউণ্ডে ১১৬ চেখ্ ক্রাউন; এই ২৬ আর ১১৬-র অনুপাত কষা আমার শক্তির বাইরে। টাকার ফিরতী দিলে চেখ মুদ্রায়: চেখ 'ক্রাউন' মুদ্রাগুলি নিকেলের, কিন্তু এই নগণ্য নিকেলের মুদ্রার উপর যে ছবি এরা অঙ্কিত ক'রেছে, তা দেখে চোখ জুড়িয়ে' গেল।

টাকা পয়সা তো বিনিময়ের ছাপ হিসাবে স্থিরীকৃত ধাতুখণ্ড মাত্র, কিন্তু তার উপর নানাবিধ লাঞ্ছন বা চিত্র অঙ্কিত ক'রে দেবার রীতি প্রাচীনকাল থেকেই এসে যায়। ভারতবর্ষে, গ্রীসে, চীনে—এই তিন দেশে বোধ হয় স্বাধীন ভাবে লাঞ্ছন বা চিত্রে অথবা লেখ-যুক্ত মুদ্রার রীতি বিভিন্ন কালে উদ্ভূত হয়। অন্যত্র সোনা রূপা তৌল ক'রেই বিনিময়ের কাজ চালানো হ'ত; গ্রীসে, চীনে, ভারতেও মুদ্রা তৌল করা হ'ত; লেখ, লাঞ্ছন বা চিত্র দেওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ধাতুর বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠি-সংঘের বা রাষ্ট্রনায়কগণের ঘোষণা প্রকাশ করা মাত্র। সুপ্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে, কেবল কতকগুলি বিশেষ চিহ্ন ছাড়া, মুদ্রার উপরে কোনও প্রতিকৃতি বা পূরা চিত্র অঙ্কিত হ'ত না। এই সমস্ত চিহ্ন, বিভিন্ন নগরের বা শ্রেষ্ঠীদের লাঞ্ছন মাত্র ছিল—ফুল, পাতা, চৈত্য, বেড়ার মধ্যে গাছ, হাতী, সিংহ বা ষাঁড়ের রেখাচিত্র, দুই-চারিটী এই রকম ছোটো-খাটো চিহ্ন—এই-সব; পাতলা চতুষ্কোণ তামা বা রূপায়, মোহরের ছাপের মতন মেরে দেওয়া হ'ত। এই সব "রূপ" বা চিত্র বা চিহ্ন

টাকায় থাকত ব'লে, টাকার নাম ছিল "রূপ্য"—আর পরে "রূপা" বা "রূপাক" শব্দ টাকার ধাতুর নামবাচক শব্দ হ'য়ে দাঁড়ায়, আর তার ফলে রজত বা চাঁদী অর্থে আমাদের ভাষায় 'রূপা' শব্দের উদ্ভব। বোধ হয়, ভারতের কিছু আগেই, গ্রীক-জাতি তাদের মুদ্রায় এমন সব সুন্দর-সুন্দর চিত্র দিতে আরম্ভ করে যে তার তুলনা হয় না। নানা দেবতার মাথা—পার্শ্ব দৃশ্যে বা সম্মুখ দৃশ্যে—অতি মনোহর ভাবে অঙ্কিত হ'য়ে গ্রীক মুদ্রাগুলিকে শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন ক'রে রেখেছে। জেউস্, হেরা, আথেনা, দেমেতের্, আপোল্লোন্, হের্মেস্, আফ্রোদিতে প্রভৃতি দেবদেবী, অথবা আরেথুসা, এউরোপা প্রভৃতি অপ্সরার অতি মনোহর প্রতিকৃতিময় চিত্র, কেবল মুণ্ড বা মুখমণ্ডল নিয়ে; কিংবা গ্রীক যোদ্ধা বা মল্লের পূর্ণ মূর্তি; অথবা কোনও পশু বা পক্ষীর মূর্তি; এই-সবে, গ্রীক মুদ্রা, শিল্প-সৌন্দর্যের চিরন্তন আধার-রূপে বিদ্যমান। গ্রীক মুদ্রারীতির পরোক্ষ অনুপ্রেরণার ফলেই আমাদের ভারতের গুপ্ত-সাম্রাজ্যের সুন্দর-সুন্দর চিত্রময় মুদ্রার প্রবর্তন হয়। ওদিকে রোমের মুদ্রাও গ্রীসের সাক্ষাৎ অনুকরণে তৈরী হয়। পরে খ্রীষ্টানী সভ্যতার সঙ্গে-সঙ্গে গ্রীসের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হ'ল, মুদ্রার সৌন্দর্য অন্তর্হিত হ'ল। অধুনা ইউরোপ আবার এ সম্বন্ধে সচেতন হ'য়েছে। ফরাসী-দেশের কোন্ রাষ্ট্রপতি নাকি একবার ব'লেছিলেন, ফ্রান্সের মুদ্রা তার উপরে অঙ্কিত চিত্র-বিষয়ে এত সুন্দর হওয়া উচিত যে, যার কাছে দেশের সবচেয়ে নিম্ন-মূল্যের মুদ্রা একটী থাকবে, ঐ মুদ্রার দরুন একটী শিল্প-বস্তুর অধিকারী ব'লে যেন তাকে মনে করা যেতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ফরাসীরা তাদের মুদ্রায় চমৎকার কতকগুলি চিত্র দেয়। দেশের বড়ো-বড়ো শিল্পীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা দ্বারা নকশা চাওয়া হ'ত, বিশেষজ্ঞ শিল্প-রসিকেরা যাঁর নকশাকে শ্রেষ্ঠ ব'লে অভিমত দিতেন, তাঁর নকশাই গ্রহণ করা হ'ত। সাধারণতঃ গ্রীক ভাবের অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তিই এই সব মুদ্রাচিত্রে দেখা যায়। ফ্রান্সের Oudine' উদিনে ব'লে শিল্পীর

পরিকল্পিত Concord 'কন্‌কর্দ্‌' বা 'সংহৃত্ততা' (অথবা 'একতা') দেবীর মুখ বহু দিন ধ'রে ফ্রান্সের Franc ফ্রঁ আর অন্য মুদ্রাকে সৌন্দর্য্যের দিক থেকে এক শ্রেষ্ঠ আসন দান ক'রেছিল। তার পরে Dupuis দ্যুপ্যুই-অঙ্কিত ফ্রান্স-মাতার মূর্তি, আর Roty রোতি-অঙ্কিত Semeuse বা Sower অর্থাৎ শস্য-বপনকারিণী নারীর পূর্ণ মূর্তি, ফ্রান্সের মুদ্রায় চিত্রিত হয়। এখন লড়াইয়ের পরে ফ্রান্সের মুদ্রায় ঐ ধরণের অন্য নূতন-নূতন মূর্তি অঙ্কিত হ'চ্ছে। ফ্রান্সের মতন, ইটালির মুদ্রাতেও চমৎকার সব চিত্র পাওয়া যায়; কোনটীতে খালি যবের শীষ, কোনটীতে ফুলের উপরে মৌমাছি, কোনওটীতে দেবী ইতালিয়ার মুখ, হাতে যবের শীষ নিয়ে র'য়েছেন, কোনওটীতে বা চার ঘোড়ার রথে চ'ড়ে বিজয়া-দেবী, কোথাও বা সিংহ-বাহিত রথের উপরে দেবী ইতালিয়া; কতকগুলিতে ইটালির রাজার মুখও থাকে। অবশ্য ইউরোপের সব দেশেরই মুদ্রা যে চিত্র-বিষয়ে এত ভালো বা সুন্দর, তা নয়। হঙ্গেরীর মুদ্রায় বিশেষ সৌন্দর্য্য নেই—দেশের নাম ও মূল্য, আর হঙ্গেরীর প্রথম খ্রীষ্টান রাজা স্তেফানের মুকুট—ব্যস্। জরমানিতে মাত্র দুই-একটী মুদ্রায় কলা-নৈপুণ্য দেখাবার চেষ্টা হ'য়েছে—বাকী সব মামুলী—বিশেষত্বহীন। স্বাধীন পোলাণ্ড, ফ্রান্সের দেখাদেখি কতকগুলি সুন্দর মুদ্রা বা'র ক'রেছে—পোলাণ্ড-মাতা দেবী পোলোনিয়ার মূর্তি, পোলদেশের পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতি Pilsudski পিল্‌সুদ্‌স্কির মুখ, এইগুলি বাস্তবিকই মনোহর।

ট্রেনে চেখ্-দেশের নিকেলের মুদ্রা থেকে দেখ্‌লুম, চেকোস্লোবাকিয়ার লোকেরাও এ বিষয়ে খুবই অবহিত। ছোট্ট দেশটী, কিন্তু এই মুদ্রা থেকে বোধ হ'ল, এ দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে শিল্পপ্রাণতা যথেষ্ট আছে। দেশের জন-সাধারণের মধ্যে এই মনোভাব প্রবল না থাক্‌লে, শাসকদের মধ্যে তার স্ফূর্তি হ'তে পারে না। পরে প্রাগে পঁউছে, চেখ-জাতির শিল্পপ্রীতির বহু পরিচয় পাই।

নিকেলের চেখ-ক্রাউন মুদ্রায় একদিকে আছে, কাটা শস্যের গোছা নিয়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে রমণী মূর্তি—চেখ্ দেশলক্ষ্মীর প্রতীক-স্বরূপ। মূর্তিটী বেশ জোরালো ভঙ্গীতে আঁকা। যে শিল্পীর পরিকল্পনা এই ছবিতে আকার পেয়েছে, তাঁর নাম তলায় লেখা—O. Shpaniel 'ও. শ্পানিএল্'। মুদ্রাটীর অন্যদিকে আছে চেখো-স্লোবাকিয়ার প্রাচীন রাজবংশের লাঞ্ছন—দ্বি-লাঙ্গুল সিংহ, অলঙ্করণের ভঙ্গীতে অঙ্কিত; এই সিংহ মূর্তি, আর দেশের নাম Ceskoslovenska Republika এই লেখার অক্ষরগুলির ছাঁদ, ভারী সুন্দর,—ঋজু, শক্তিশালী পদ্ধতিতে রচিত। চেখো-স্লোবাকিয়ার দশ ক্রাউনের মুদ্রাও এই ধরণের—একদিকে দেশে কৃষিজাত দ্রব্য, অন্যদিকে কল-কারখানার নিশানা হিসাবে হাতুড়ী আর যন্ত্রের চাকা, এই নিয়ে চেখ-দেশমাতৃকার উপবিষ্ট মূর্তি—তিনি বা হাত বাড়িয়ে দিয়ে যেন নিজ সন্তানগণের উৎসাহ-বর্ধন করছেন। চল্লিশ-ক্রাউনের মুদ্রায় আছে তিনটী মূর্তি—শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য—পাশাপাশি দণ্ডায়মান।

এই-সব মুদ্রা উচ্চ কোটির শিল্পের নমুনা-স্বরূপ—যত্ন ক'রে রেখে দেবার জিনিস। ব্রিটিশ-জাতি এ-সব ব্যাপারে বড়ো একটা সৌন্দর্য্যের ধার ধারে না—তাই ইংরেজের মুদ্রায় কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। কেবল ব্রঞ্জের পেনি আর হাফ-পেনিতে একদিকে ত্রিশূলধারিণী ব্রেতানিয়া-লক্ষ্মীর মূর্তি থাকে, সেটী মন্দ নয়, কিন্তু এই মূর্তি প্রাচীন রোমান-মুদ্রায় প্রাপ্ত রোমা দেবীর প্রতিকৃতির নকল। সোনার গিনির আর হাফ-গিনির পিছনে থাকে, এক ইটালীয় চিত্রকারের কৃতি—খ্রীষ্টান ইংলাণ্ডের জাতীয় দেবতা সেণ্ট জর্জের অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থিত মূর্তি,—ঘোড়ার পায়ের তলায় ড্রাগন বা মহানাগ মরণাহত অবস্থায়; এই অশ্বারোহী মূর্তি, প্রাচীন গ্রীসের আথেনাই-নগরীর বিখ্যাত পার্থেনোন্-মন্দিরের ফলক-চিত্রের অশ্বারোহী মূর্তির নকল মাত্র। Saorstat Eireann অথবা আইরীশ-ফ্রী-স্টেট-এর লোকেরা তাদের নোতুন মুদ্রা বানিয়েছে—একদিকে

আয়র্‌লাণ্ডের লাঞ্ছন harp বা বীণা, অন্যদিকে বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রায় আয়র্‌লাণ্ডের বিভিন্ন বিশিষ্ট পশুপক্ষীর চিত্র—ঘোড়া, ষাঁড়, শূকর, খরগোস, মুরগী, সামনমাছ ; জন্তুর চিত্র হিসাবে এ মুদ্রার নক্‌শাগুলি ভারী সুন্দর, আর এগুলি হ'চ্ছে এই ধরণের প্রাচীন গ্রীক মুদ্রার ভাবের অনুকারী।

আমাদের সম্রাট্ অষ্টম এডওয়ার্ডের নামাঙ্কিত নোতুন মুদ্রা শীঘ্রই প্রচলিত হবে ; আশা করা যায়, ব্রিটেনের আর বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের মুদ্রায়, সৌন্দর্য্য আর বৈশিষ্ট্য দুই-ই বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা হবে। ইংরেজ-প্রচলিত ভারতের মুদ্রায় ভারতীয় বৈশিষ্ট্য কিছুই রাখা হয় নি-- আর সৌন্দর্য্যের কথা শিল্পকলার কথা বোধ হয় কেউ চিন্তাই করেন না। ঈস্‌ট্-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর টাকায় রাজা চতুর্থ উইলিয়মের ("খুড়ো-মুখো" টাকায়) আর রাণী ভিক্টোরিয়ার টাকায় ("ঝুঁটীওয়ালা" টাকায়) খালি ফারসীতে "য়ক্ রূপ্ য়হ্" এইটুকু লেখা থাক্‌ত। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মুকুট-মাথা মূর্তিযুক্ত টাকা থেকে এই ফারসীটুকু সরিয়ে' দেওয়া হয় ; এই টাকার পিছনদিকের নক্‌শা লতাপাতা খাঁটী ইউরোপীয়। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের টাকায় পিছনদিকে দুধারে মৃণাল-শুদ্ধ পদ্মের গোছা দিয়ে ভারতীয়ত্বের একটু চিহ্ন আনবার চেষ্টা হয়, আর ফারসীতে "য়ক্ রূপ্-য়হ্", "হশ্‌ৎ আনহ্" (বা আট আনা), "চহার আনহ্" (চার আনা) এই সব লেখা আবার বসানো হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুদ্রার পিছনদিকের চিত্রে ফারসীটুকু বজায় আছে, আর একটা নক্‌শা দেওয়া হ'য়েছে, তাতে আছে ভারতের প্রতীক স্বরূপ পদ্ম-ফুল, ইংলাণ্ডের প্রতীক স্বরূপ গোলাপ-ফুল, স্কটলাণ্ডের থিস্‌ল্-ফুল আর আয়র্‌লাণ্ডের তে-পাতা শ্যাম্‌রক। ভারতের মুদ্রায় স্কটলাণ্ডের আর আয়র্‌লাণ্ডের লাঞ্ছন আর কেন ? সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ডের মুদ্রায় কেবল ভারতের প্রতীক পদ্ম ফুল বা আর কিছু থাকুক, আর দেবনাগরীতে "ভারত" বা "ভারতবর্ষ" আর মুদ্রার নাম বা মূল্য লেখা থাকুক, নক্‌শাটী খাঁটী ভারতীয় ভাবের হোক,—আমরা এইটুকুতেই খুশী হবো। মুদ্রায় সামনের

দিকে অবশ্য সম্রাটের মূর্তি থাকবে—যখন রাজতন্ত্রের মুদ্রায় এইটেই হ'চ্ছে রেওয়াজ।

মুদ্রা-সম্বন্ধে কতকগুলো অবান্তর কথা ব'কে গেলুম। যাক্—চেখো-শ্লোবাকিয়া দেশের মধ্যে দিয়ে তো ট্রেনে ক'রে চ'ললুম। অনেকটা পথ বেশ পাহাড়ে' আর জঙ্গুলে'; দূরে, কাছে, নাতি-উচ্চ পাহাড়, পাইন বা সরল গাছে ঢাকা। মাঝে-মাঝে মাঠ আর শস্য-ক্ষেত্র। সব ক্ষেত সবুজ শস্যে ভরা; মাঝে-মাঝে লাল আর সাদা পপি বা পোস্ত ফুল— রঙের সমাবেশ বড় সুন্দর—ক্ষেতের শোভা নয়ন-মন মুগ্ধ ক'রছিল। একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রলুম—ক্ষেতে যারা কাজ ক'রছে—তাদের বেশীর ভাগই মেয়ে। অনেকেরই খালি পা। এদের সুপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, হাত মুখ থেকে যেন রক্ত ফেটে প'ড়ছে; মাথা আর কান ঢেকে থুঁতনির নীচে বাঁধা রঙীন রুমাল। কোথাও বা ঘোড়ায়-টানা মাল-গাড়ী ক'রে কাঠ-কাঠরা নিয়ে যাচ্ছে—গাড়ী চালাচ্ছে স্ত্রীলোক। মেয়েরাই ক্ষেত-খামারের কাজের ভার নিয়েছে যেন। চেখ ক্রাউন-মুদ্রার চিত্রটী তখন সার্থক ব'লে মনে হ'ল—মেয়েরাই ধান দাওয়া প্রভৃতি সব কাজ করে তাহ'লে। আমি সহযাত্রী ইহুদীটীকে জিজ্ঞাসা কর'লুম—দেশের পুরুষেরা কোথায় গেল? ভদ্রলোক গাড়ীর জানালা দিয়ে বাইরে একটু দেখ্‌লেন, সত্যিই তো, মেয়েরই ভাগ বেশী; তারপরে একটু ভেবে ব'ললেন—পুরুষেরা বেশীর ভাগ শহরে যায়, কল-কারখানায় কাজ করে; মেয়েদের তাই ঘরে থেকে ক্ষেত-খামার দেখ্‌তে হয়, চাষ-বাসের কাজে তাদেরই খাটতে হয়।

যত পশ্চিমে, প্রাগের দিকে, যাচ্ছি, বসতি তত ঘন দেখা যাচ্ছে; বড়ো-বড়ো গ্রাম—বা ছোটো ছোটো শহর—বাড়্‌ছে। নানারকম কারখানার সংখ্যাও বাড়্‌ছে। শেষে বিকাল পাঁচটায় প্রাগ্ নগরে এসে পৌছনো গেল। প্রাগের এই স্টেশনটীর নাম, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উড্‌রো উইলসনের নামে

"উইলসন্-স্টেশন"। প্রাগ-বিশ্ববিদ্যালয়ের চেখ্ বিভাগের সংস্কৃত-ভাষা আর তুলনামূলক-ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত V. Lesny ভি লেস্নি মহাশয়ের সঙ্গে পূর্বে থেকে পরিচয় আর হৃদ্যতা ছিল, আমি যে প্রাগে আস্‌ছি তাঁকে আগেই জানাই—তাতে তিনি বিশেষ সৌজন্য দেখিয়ে' আমাকে নিতে স্টেশনে এসেছিলেন।

চেখো-শ্লোবাকিয়া দেশটী, বোহেমিয়া, মোরাবিয়া আর শ্লোবাকিয়া নামে গত মহাযুদ্ধের পূর্বে অস্ট্রিয়া-হুঙ্গেরীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন জরমান-ভাষী অস্ট্রিয়ান জাতি ছিল রাজার জাতি; নিজেদের দেশেও চেখেরা বড় একটা পাত্তা পেত না। জরমানের সামনে তাদের মাতৃভাষা নিষ্প্রভ ছিল। কিন্তু চেখেরা এক সময়ে স্বাধীন ছিল। ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কার্ল্ বা চার্লস্, প্রাগ্-শহরে একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। চেখ-জাতীয় রাজারা "বোহেমিয়ার রাজা" ব'লে খ্যাত ছিলেন, তাঁদের হাতে চেখ-জাতির বিশিষ্ট সভ্যতা গ'ড়ে ওঠে। ভাষায় চেখেরা পোল আর রুষদের জ্ঞাতি—ভাষাটী আর্য্য-গোষ্ঠীর ভাষা বিধায়, ইংরিজি আর বাঙলা দুইয়েরই আত্মীয়। খ্রীষ্টীয় চোদ্দর শতক ছিল চেখ-জাতির খুব উন্নতির সময়, তখন মধ্য-ইউরোপে প্রাগ সর্বপ্রধান নগর হ'য়ে দাঁড়ায়। ক্রমে উত্তর, পশ্চিম, আর দক্ষিণের জরমানদের চাপে প'ড়ে, আর নিজেদের মধ্যে একতার অভাবে, চেখদের দেশ জরমানদের হাতে আসে। ১৫২৬ সালে চেখদের প্রধানেরা অস্ট্রিয়ার Hapsburg হাপ্‌স্‌বুর্গ বংশের জরমান-ভাষী রাজা আর রাজবংশেকে নিজেদের রাজা আর রাজবংশ ব'লে মেনে নেয়। কাজেই এইভাবে চেখেরা শেষে অস্ট্রিয়ার অধীন হয়। পরে, মহাযুদ্ধের শেষে, তারা আবার স্বাধীন হয়। ইতিমধ্যে চেখদের দেশে, বিশেষ ক'রে পশ্চিম-অংশে, জরমানরা এসে খুব ক'রে উপনিবেশ স্থাপন করে—পশ্চিম চেখো-শ্লোবাকিয়া যেন জরমানিরই অংশ হ'য়ে দাঁড়ায়। এখন চেখো-শ্লোবাকিয়া রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে চেখ আর

শ্লোবাক জাতীয় লোক হ'চ্ছে পঁচাশী লাখ, আর জরমান হবে পঁয়ত্রিশ লাখের উপর ; এই জারমানেরা এখন মহাযুদ্ধের পরে চেখদের শাসন মেনে নিয়েছে—তবে কতকগুলি শর্তে। যদিও এরা দেশের প্রধান ভাষা ব'লে চেখ শিখ্‌বে, তথাপি এদের জন্য পৃথক্ জরমান ইস্কুল থাক্‌বে, জরমান সংস্কৃতি-গত জীবন এরা ছাড়্‌বে না, এদেরকে পূরোপূরি ভাষায় আর অন্য বিষয়ে চেখ ক'রে নেবার কোনও চেষ্টা করা হবে না। প্রাগের বিশ্ববিদ্যালয়ে জরমানদের প্রাধান্য আগে ছিল, সেটা এরা ছাড়্‌তে চায় না ; অথচ চেখেরা চায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে চেখ প্রাধান্যই হবে। তাই আপস হ'য়েছে—প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইটী স্বতন্ত্র বিভাগ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে—প্রাগের জরমান বিশ্ববিদ্যালয়, আর চেখ বিশ্ববিদ্যালয়। তবে রাজা কার্লের নাম বিশেষ ভাবে এই চেখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেই যুক্ত করা হ'য়েছে। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভাষা যথাক্রমে জরমান আর চেখ। জরমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন বয়সে বৃদ্ধ আর জ্ঞানে প্রবীন বিখ্যাত পণ্ডিত Winternitz ভিন্‌ট্যর্‌-নিট্‌স্। ইনি প্রথম ভারতে আসেন বিশ্ব-ভারতীতে, রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ; বছর দুই ভারতে কাটিয়ে যান। ভিন্‌টারনিট্‌সের তিন খণ্ডে লেখা ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃত আর পালি-প্রাকৃত সাহিত্যের সম্বন্ধে এক প্রামাণিক বই। এদেশে অবস্থানকালে এঁর সঙ্গে আমার অল্প-স্বল্প পরিচয় হ'য়েছিল ; ইনি দেশে ফিরে যাবার পরে, বাঙলা-ভাষার ইতিহাস নিয়ে লেখা আমার বই বা'র হয়, সেই বই এঁর কাছে যায়, তখন ইনি আমার এই সামান্য কাজের সঙ্গে পরিচিত হন। অধ্যাপক লেস্‌নি হ'চ্ছেন চেখ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত, বাঙ্‌লা আর ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। অধ্যাপক লেস্‌নিও ভারতবর্ষে আসেন, শান্তি-নিকেতনে অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন করেন ; ইনি দুবার ভারতে আসেন। লেস্‌নির সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় হ'য়েছিল। লেস্‌নি শান্তি-নিকেতনে থাকবার সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে বাঙলা পাঠ আর অনুবাদ

শুন্‌তেন, সংস্কৃত জানা থাকায় বাঙলা অনেকটা আয়ত্ত ক'রে নিতে পেরেছিলেন। দেশে ফিরে গিয়ে, তিনি রবীন্দ্রনাথের "লিপিকা"-র একটী চেখ অনুবাদ মূল থেকে ক'রে প্রকাশ করেন ("লিপিকা"-র ইংরেজী অনুবাদ এখনও বা'র হয় নি)। লেস্‌নি খুব উচ্চ বংশের ছেলে, আর সৌজন্যের অবতার। প্রাগে যে দুটো দিন ছিলুম, যেন লেস্‌নিরই অতিথি হ'য়ে ছিলুম—এমনিই যত্ন ক'রেছিলেন।

ট্রেন প্রাগে পৌঁছতে, স্টেশনে লেস্‌নিকে দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল—যেন কত প্রিয় বন্ধু, বহুদিন পরে দেখা হ'ল, এইভাবে তিনি আমায় গ্রহণ ক'রলেন। কুশল-পরিপৃচ্ছা আর শান্তি-নিকেতনের বন্ধুদের, রবীন্দ্রনাথের, বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের খবর জিজ্ঞাসা ক'রলেন। আমার জন্য হোটেল ঠিক ক'রে রেখে-ছিলেন, সেখানে ট্যাক্সি ক'রে নিয়ে গেলেন। Vaclavske Namesti 'ভাৎস্লাভস্কে নামেস্তি' নামে বড়ো রাস্তায় এই হোটেলটী, নাম হোটেল য়ুলিশ্‌ Hotel Iulish ; খুব দামী হোটেল নয়—দৈনন্দিন ঘরের ভাড়া ৪০ ক্রাউন, ইংরেজী প্রায় সাত শিলিং। খাওয়া দাওয়া ইচ্ছা-মত হোটেলের রেস্তোরাঁয়, অথবা বাইরে।

প্রাগ্‌ শহর, চেখেরা ব'লে Praha প্রাহা ; চেখ ভাষার সুপ্‌-তিঙ্‌ বা প্রত্যয় যোগে ব্যঞ্জন-বর্ণের পরিবর্তন হয়—'প্রাহাতে' বা 'প্রাগে' (in Prague) অর্থে, অধিকরণ-কারকে সপ্তমী বিভক্তি হ'লে Praha শব্দ হ'য়ে যায় v Prazhe (উচ্চারণে f-prazhe')। বিকালে পড়ন্ত রোদ্দুরে—আর সারাদিন রেলে ভ্রমণের ক্লান্তির জন্যও বোধ হয়,—প্রথম দর্শনে শহরটা তেমন সুন্দর লাগ্‌ল না—বুদা-পেশ্‌ৎ-এর পরে একটু নিষ্প্রভ, একটু মলিন ব'লে মনে হ'ল। তবে প্রাগের বাস্তু-সৌন্দর্য্য সহজেই লক্ষণীয় ব'লে মনে হ'ল। নানা ধরণের বাড়ী—বিভিন্ন যুগের আর বিভিন্ন প্রকারের শিল্প-রীতি ধ'রে তৈরী ; বাস্তু-বিষয়ক বৈচিত্র্য প্রাগে যেন ভিয়েনা আর বুদা-পেশ্‌ৎ-এর চেয়ে বেশী ব'লে

মনে হ'ল। গথিক, রেনেসাঁস, বারোক—এই তিন রীতির পুরাতন বাড়ীর ছড়াছড়ি;—এ ছাড়া লক্ষণীয় হ'চ্ছে, আধুনিক পরিকল্পনার সব বাড়ী—কেবল কতকগুলি সরল রেখার আর প্রচুর কাচের সমাবেশ-ই এই সকল বাড়ীর সৌন্দর্য্যের বোধ হয় মূল কথা।

অধ্যাপক লেস্‌নি হোটেলে পৌঁছে দিয়ে, একটু গোছগাছ ক'রে নিয়ে ব'স্‌তে আর ঘরে বিশ্রাম ক'র্‌তে আমায় রেখে গেলেন। রাত্রে তিনি তাঁর ক্লাবে নিয়ে যাবেন—সেখানেই তাঁর অতিথি-স্বরূপ আমার সায়মাশ হবে। চারতলায় ঘর, লিফ্‌টে উঠ্‌তে হয়। প্রতি ঘরের লাগাও পৃথক্ স্নানের ঘর। গরম জলে বেশ ক'রে স্নান ক'রে, সমস্ত-দিন-ব্যাপী রেল-যাত্রার অবসাদ দূর ক'রে নেওয়া গেল। হোটেলের কামরা থেকে চারিদিকে কেবল বাড়ীর অরণ্য—বেশীর ভাগই হ'চ্ছে অষ্টাদশ শতকের বারোক-রীতির বাড়ী।

হোটেলের পোর্টার একখানা ছোটো গাইড-বই দিলে, তাতে দ্রষ্টব্য স্থানের বর্ণনা আছে, আর আছে, সব চেয়ে যেটা বেশী কাজের—শহরের একটী ম্যাপ। এইটী নিয়ে একটু টহল দিতে বেরিয়ে' পড়া গেল। শহরের মধ্যভাগে, ব্যাঙ্ক আর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে হোটেলটী। শহরটীতে জরমান সভ্যতার প্রভাব মজ্জায়-মজ্জায় ঢুকেছে। ভিয়েনা আর বুদা-পেশ্‌ৎ-এর ভাব—সেই সাবেক ধরণের গির্জা, রেনেসাঁস আর বারোক্ প্রাসাদ; উপরন্তু এখানে আধুনিক রীতিতে তৈরী, বাক্সর আকারের বহু বাড়ী—সরল রেখার মধ্যে কাচের চৌকো চৌকো জানালার বাহুল্য;—এই অভিনব বাস্তু-রীতি, চেখো-শ্লোবাকিয়ার বৈশিষ্ট্য ব'লে মনে হ'ল। আমাদের হোটেলের রাস্তাটী দোকানে ভর্‌তি, বড়ো-বড়ো বাড়ী, আপিস আর হোটেল; ট্রাম, মোটর; রাস্তাটী একদিকে শেষ হ'য়েছে একটী বিরাট গুম্বজওয়ালা ইমারতের সামনে; সেটী হ'চ্ছে চেখ-জাতির জাতীয় সংগ্রহশালা; বিরাট্ আকারের সুন্দর বাড়ীটী, তার সামনে রাস্তার তে-মাথায় চেখেদের বিখ্যাত রাজা Vaclav

ভাৎস্লাভ্ বা Wenceslaus-এর অশ্বারূঢ় মূর্তি। দোকানের বড়ো-বড়ো কাচের জানালার পিছনে যে-সব জিনিসের পসার সাজানো হ'য়েছে, তার মধ্যে চীনামাটি আর কাচের জিনিসের পসারই বেশী মনোহর লাগ্‌ল। চীনামাটির বাসন-কোসন তো আছেই; তা ছাড়া, তর-বেতর পুঁতুল, মূর্তি, মুখস। একটী চীনামাটির জিনিসের দোকানে, রঙীন চীনামাটিতে তৈরী মাহাত্মা গান্ধীর এক অতি সুন্দর মূর্তি দেখলুম—মাটির উপর আসনপিঁড়ি হ'য়ে মহাত্মা'জী উপবিষ্ট,—মূর্তিটী অতি সৌম্য, প্রশান্তভাব-ব্যঞ্জক; এটী চমৎকার লাগ্‌ল। চেখোস্লোবাকিয়া দেশের cut glass বা হাতে পল্-তোলা নক্‌শা-কাটা কাচের জিনিস—নানা রকমের পাত্র, ঝাড়, ফানুস, ফুলদানী প্রভৃতি—বিশ্ব-বিখ্যাত। এক একটা নক্‌শাকাটা কাচের জিনিসের দোকানে যেন কাচ-শিল্পের সংগ্রহ-শালা খুলে দিয়েছে,—রকমারি নক্‌শাওয়ালা কাচের উপর আর ভিতর থেকে আলো যেন ঠিকরে' প'ড়ছে; প্রত্যেক জিনিসটী যেন একটী ক'রে বাছাই করা জিনিস। কাপড়-চোপড়, লেস, জরি, কাচের আর ঝুটো পাথরের গয়না, রকমারি বোতাম, আর জুতো—এইগুলির দোকাও খুব; এ-সব তৈরী করা হ'চ্ছে চেখ-জাতির অন্যতম কতকগুলি জাতীয় শিল্প। জুতো তৈরী করার ব্যাপারে চেখ-জাতীয় জুতার কারখানাওয়ালা Bat'a বা-ত্যা বা বাচার শস্তার জুতোর দোকান পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে' প'ড়েছে (নামটী ক'লকাতায় আর অন্যত্র বিস্তর জুতার দোকানের উপর এখন দেখা যায়—মূল চেখ উচ্চারণ "বাটা" নয়—t' হ'চ্ছে তালব্যীকৃত বা য-ফলা যুক্ত t, বা ত্য); বাঙলা দেশেও এরা জুতোর কারখানা খুলেছে, এদেশ থেকে দু-চার জন বাঙালী ছেলেকে চেখোস্লোবাকিয়ায় ওদের বড়ো কারখানায় পাঠিয়ে দিয়ে, সেখানে চামড়া পাকানোর আর জুতো তৈরীর কাজ শিখিয়ে নিয়ে, এদের স্থাপিত কোননগরের কারখানায় তাদের কাজ দিচ্ছে; এই শিল্প-ব্যবসায়টীতে চেখ-জাতীয় লোকেরা খুব উন্নতি দেখিয়েছে।

ঘুরতে-ঘুরতে প্রাগ্-নগর যে নদীর ধারে অবস্থিত, সেই Vltava 'বল্তাবা' নদীর ধারে এসে প'ড়লুম। এই নদীকে জরমানরা বলে Moldau 'মোলদাউ'। নদীটী Elbe এল্‌ব্ নদীতে গিয়ে মিশেছে, প্রাগের উত্তরে। চেখ-ভাষায় এখন সংস্কৃতের 'ঋ, ঌ' এই দুই স্বরবর্ণের মূল ধ্বনি বিদ্যমান, এরা খালি r, l দিয়ে এই দুই ধ্বনি লেখে; Vltava 'ব্‌ল্‌তাবা' এই নামে, ঌ-র ধ্বনি শোনা যায়। Vltava নদী দেখলুম,—বর্ষার গঙ্গার মত, বাদামি ঘোলাটে' জল, স্রোত বিশেষ নেই। কাছাকাছি অনেকগুলি সাঁকো। নদী খুব চওড়া নয়। নদীর ধারের সড়কে বড়ো-বড়ো বাড়ী, বাগিচা, লোকের বসবার জায়গা। প্রাগের বিখ্যাত চেখ-জাতির জাতীয় নাট্যশালার বাড়ীটী নদীর ধারে, একটী সাঁকোর পাশে। নদীর ধারের রাস্তায় তেমন ভীড় দেখলুম না—যদিও তখন সন্ধ্যা হয়-হয়।

সন্ধ্যার পরে অধ্যাপক লেস্‌নি তাঁদের এক ক্লাবে নিয়ে গেলেন—ক্লাবটী আমাদের হোটেলের কাছেই। ক্লাবের নামটী ভুলে গিয়েছি—এটী হ'চ্ছে প্রাগের সামাজিকতার সবচেয়ে বড়ো আর প্রতিষ্ঠাপন্ন কেন্দ্র। সামাজিক জীবনে এই-সব ক্লাবের প্রবর্তন হ'চ্ছে ইংরেজ জাতের এক কৃতিত্ব বা বৈশিষ্ট্য। সন্ধ্যার পরে, সারাদিন খেটে-খুটে মানুষ যখন বিশ্রাম আর বিনোদ চায়, তখন কোনও একটী আড্ডায় গিয়ে সমধর্মা বা সম মনোভাবের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা, গল্প করা, তাস-পাশা খেলা, খাওয়া-দাওয়া করা—মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা ইংরেজের তৈরী ক্লাবে যুগোপযোগী মূর্তি ধ'রেছে। ক্লাব বা আড্ডাঘর অবশ্য সব দেশের সব জাতের লোকের মধ্যেই আছে; কিন্তু ইংরেজ সব বিষয়ে কায়দা-কানুন ক'রে একটা নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে চলে,—তাই আড্ডা দেওয়ার এই সাধারণ রীতি ইংরেজের হাতে একটা নোতুন রূপ নিয়েছে। আর এখন পৃথিবীর সর্বত্র এই ইংরেজ-মার্কা ক্লাবের চলতি। খেলা গল্প গান-বাজনা দ্বারা চিত্তবিনোদনের সঙ্গে-সঙ্গে, গভীর বিষয়ে আলাপ-

আলোচনা, একটু পড়াশুনা, প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের প্রণোদন বা প্রসাধনের চেষ্টাও থাকে; আর পান-ভোজনের দ্বারা দেহের পরিতৃপ্তির ব্যবস্থাও থাকে। প্রাগে ক্লাব-জীবন ইংলণ্ডের মত অতটা প্রসার লাভ ক'রে নি; ইংলাণ্ডের উচ্চ শ্রেণীর লোক, আর উচ্চ আর নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, প্রত্যেকেরই একটী ক'রে ক্লাব আছে। শিল্পী, লেখক, ডাক্তার, উকীল, ইঞ্জিনিয়ার, বিভিন্ন মতের রাজনৈতিক, ধর্মজীবী, এদের সব ভিন্ন-ভিন্ন ক্লাব। বাঙলা দেশেও ক্লাব-জীবন তেমন প্রসার লাভ করে নি; চাঁদা দিয়ে ভালো ক্লাব বাঙলা দেশে চালানো যায় না। ঢালা চায়ের আর পান-তামাকের যোগাড় যেখানে আছে, এমন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বৈঠকখানাই আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের প্রধান আড্ডা বা ক্লাব। নাট্যাভিনয় আর পাঠাগারকে কেন্দ্র ক'রে কখনও কখনও ক্লাব-জীবনের আভাস বাঙলা-দেশে কোথাও-কোথাও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মার্জিত-রুচি শিক্ষিত অর্থশালী ইংরেজের ক্লাবের মত জিনিস আমাদের মধ্যে গ'ড়ে ওঠা কঠিন। এই জিনিসটী বেশ রীতি-মত ভাবে গ'ড়ে তোল্‌বার চেষ্টা আমাদের দেশে অনেকেই ক'রেছেন, কিন্তু কোথাও তেমন জ'মে ওঠে নি। অর্থ-কষ্ট, অবসাদ, আলস্য, আর কুণো হ'য়ে থাক্‌বার প্রবৃত্তি, এইগুলি এদেশে সব কাজের অন্তরায় ব'লে মনে হয়। প্রাগে ক্লাব-জীবন শিক্ষিত আর অভিজাত লোকেদের মধ্যে আস্তে-আস্তে একটা স্থান ক'রে নিচ্ছে। অধ্যাপক লেস্‌নিদের ক্লাবটী শুনলুম প্রাগের অভিজাত আর উচ্চ-শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেদের দ্বারা স্থাপিত।

অধ্যাপক লেস্‌নিদের ক্লাবটী চমৎকার একটী প্রাসাদ নিয়ে অবস্থিত। মেয়েরাও এখানে আসেন। বড়ো-বড়ো ঘর—লেস্‌নি আমাকে নিয়ে ঘুরে সব দেখালেন। সভা-সমিতির ঘর, নাচের ঘর, চিঠি-পত্র লেখবার ঘর, পড়বার ঘর, বিলিয়ার্ড তাস প্রভৃতি লেখবার ঘর, ভোজনাগার। বাদ্‌শাহী ব্যাপার। অধ্যাপক লেস্‌নি অনেকগুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে' দিলেন।

ফারসী আর ইংরিজিতে আলাপ হ'ল। পরে দেখলুম, চেখেদের মধ্যে জরমান-ভাষার প্রতি বিশেষ একটা বিরোধিতা এসেছে—এটী মুখ্যতঃ সামাজিক জীবনে; শিক্ষা-দীক্ষার দিকে ততটা নয়, কারণ সেখানে জরমান না হ'লে চলে না। চেখেরা একটু অতিরিক্ত সামাজিক। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে, খুব ঘটা ক'রে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে' কুশল-প্রশ্ন করা আর নানা রকমের বাঁধা শিষ্টাচার করা এদের মধ্যে দস্তুর ব'লে মনে হ'ল। লেস্‌নির একটীমাত্র সন্তান—এক পুত্র। ছেলেটী বছর কুড়ি বয়সের হবে,—দীর্ঘকায় ছিপ্‌ছিপে চেহারার সুদর্শন যুবক, ডাক্তারী প'ড়ছে। এই ক্লাবের শান্ত আর উচ্চ-ভাবের আব-হাওয়ার মধে ব'সে অধ্যাপক লেস্‌নি আর তাঁর দু'চার জন বন্ধুর সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপ করা গেল। লেস্‌নি তার পরে ক্লাবের রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন। এইরূপে সন্ধ্যা আর প্রথম রাত্রি বেশ আনন্দে কাটিয়ে', প্রায় সাড়ে এগারোটায় হোটেলে ফিরলুম।

প্রাগে ছিলুম দু'দিন। তখন ইউনিভার্সিটি বন্ধ। শহরে রোমান-কাথলিক আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন হবে, তার জন্য একটা সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। প্রাগের লোক-সংখ্যা হ'চ্ছে প্রায় নয় লাখের কাছাকাছি। এর মধ্যে শত-করা ৬০-এর কাছাকাছি হ'চ্ছে রোমান-কাথলিক; শত-করা ৫ প্রটেস্টাণ্ট, শতকরা ১৬ চেখোস্লোবাক 'জাতীয়' সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টান, শত-করা ৪ ইহুদী, আর শত-করা প্রায় ১৫ নিজেদের ধর্মহীন বা অসম্প্রদায়িক ব'লে ঘোষণা করে। আগে চেখেদের মধ্যে শত-করা ৯২ জন রোমান-কাথলিক ছিল। প্রাগ্ শহরে যেখানে সেখানে গির্জার ছড়াছড়ি। প্রাগে মিউজিয়ম অনেকগুলি আছে, সাধারণের দর্শনের জন্য অনেকগুলি প্রাসাদও উন্মুক্ত থাকে। আমি দুদিনে আর কত দেখ্‌বো? এদের জাতীয় সংগ্রহশালা, আর শিল্পদ্রব্যের সংগ্রহশালা, এই দুটো বেশ ক'রে দেখা গেল। জাতীয় সংগ্রহশালায় চেখ-জাতীয় কীর্তিমান্ পুরুষদের প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে—আর প্রাচীন আর আধুনিক ঐতিহাসিক

দ্রব্য-সম্ভারে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, এটী খুবই লক্ষণীয়। এই দু'টী মিউজিয়ম দেখা ছাড়া, বাকী সময়টা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে শহর দেখে বেড়ানো গেল।

প্রাগ্-শহর বেশ প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে চেখ-জাতীয় স্লাবেরা এখানে প্রথম উপনিবিষ্ট হয়। দশম শতকে শহরের দুর্গটী নির্মিত হয়—ক্রমে-ক্রমে শহরের বৃদ্ধি হ'তে থাকে। চতুর্দশ শতক থেকে এর খুব ফালাও হয়— বহু গির্জা আর প্রাসাদ ক্রমে এই নগরকে মধ্য-ইউরোপের প্রধান নগর ক'রে তোলে। এই সময়ের মধ্যে শহরটী জরমান ছাঁচে তৈরী হয়। Vltava বল্‌তাবা-নদীর বাঁ ধারে, পাহাড়ে' অঞ্চলে, Hradcany 'হ্রাদ্‌চানি' অঞ্চলের গড় আর রাজবাটী, দক্ষিণ ধারে Stare Mesto 'স্তারে মেস্তো' বা পুরাতন শহর—এ সবে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে বেশ লাগ্‌ছিল। এই শহরের গলিতে আর রাস্তায় আর প্রাসাদে, গত হাজার বছরের মধ্য-ইউরোপের ইতিহাস জড়িত। সে ইতিহাস খুঁটি-নাটির সঙ্গে আমি পড়ি নি, তার মোট কথা দু'চারটে জানি মাত্র—সুতরাং শহরের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবু পুরাতন শহর, সুন্দর-সুন্দর বাড়ী, 'টাউন-হল', পার্লামেণ্ট, নানা প্রাসাদ,—বাস্তু-রীতির সৌন্দর্য্য দেখে মনটা খুবই খুশী হ'চ্ছিল। Vltava-নদীর ধারে দাঁড়িয়ে' বুদা-পেশ্‌ৎ-এর কথা মনে হয়; কিন্তু প্রাগের বল্‌তাবাতে, বুদা-পেশ্‌ৎ-এর দানুবের সে উদার বিস্তৃতি নেই, বুদা-পেশ্‌ৎ-এর সৌধ-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সে অপূর্ব সমাবেশ নেই। বল্‌তাবার উপরে প্রাগে গুটী সাতেক সাঁকো আছে। কতকগুলি সাঁকো হ'চ্ছে প্রাচীন; এর মধ্যে একটীর নাম—Most Karlov 'মোস্ত্‌ কার্লোভ' বা কার্ল-সাঁকো। এটীতে, এর আ'লুসের ধারে-ধারে, কতকগুলি বারোক-রীতির খ্রীষ্টান মূর্তি আছে। আর একটী নোতুন পোল—Most Hlavkuv-এর আ'লুসের গায়ে কতকগুলি সুন্দর আধুনিক ভাস্কর্য্যের নিদর্শন আছে। বল্‌তাবা নদীর মধ্যে

কতকগুলি দ্বীপ আছে—পারিসের Seine সেন-নদীর আর বুদা-পেশ্‌ৎ-এর দানুবের দ্বীপের মত—এগুলিতে শহরের সৌন্দর্য্য যথেষ্ট বেড়েছে।

প্রাগের মত শহর ভালো ক'রে দেখতে অনেক দিন লাগে, আর মধ্য-ইউরোপের ইতিহাস ভাল ক'রে জানতে হয়। তবুও, দুদিনে যতটা সম্ভব দেখেছি। আর অধ্যাপক লেস্‌নির সৌজন্যে, তাঁর বাড়ীতে আর অন্যত্র, দুই-চারি জন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'য়েছিল, চেখদের সংস্কৃতির সঙ্গে একটু-আধটু চাক্ষুষ পরিচয়ও ঘটেছিল।

অধ্যাপক লেস্‌নির সঙ্গে প্রাগের বিশ্ববিদ্যালয় দেখে এলুম। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক থেকে আরম্ভ ক'রে অনেকগুলি বাড়ীর সমাবেশে, অনেকটা জায়গা জুড়ে' এই বিশ্ববিদ্যালয়। কোনও বিশেষ প্লান ধ'রে তৈরী ব'লে মনে হ'ল না—যেমন-যেমন আবশ্যক হ'য়েছে, তেমনি-তেমনি বাড়িয়েছে। প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম দ্রষ্টব্য জিনিস হ'চ্ছে সপ্তদশ শতকের একটী গ্রন্থাগার। নামটী ভুলে যাচ্ছি—একজন উচ্চপদাভিষিক্ত ধর্মযাজক—রোমান-কাথলিক মহন্ত-বিশেষ—ঐ গ্রন্থাগারটী ক'রে যান। পালিশ-করা কাঠের পাটাতনওয়ালা মেঝে, দুধারে উঁচু আলমারী, সেকেলে সব বিরাট আকারের ছাপা বই, আকারে যেমন ভারিক্কে, বিষয়ও তেম্‌নি দুষ্পাচ্য—খ্রীষ্টান মতবাদ সংক্রান্ত বিচারের বই, লাতীন ভাষায় লেখা। হাতে লেখা বই, পুরাতন ম্যাপ, গ্লোব, আর টুকিটাকি জিনিস—এ-সবও এই সংগ্রহে আছে। এরা সব কেমন চমৎকার ক'রে রাখতে জানে,—জ্ঞান, রুচি, অর্থ,—তিনই এদের আছে। আর আমাদের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অমন চমৎকার সংগ্রহটী, যেটীকে বাঙালীর সংস্কৃতির এক প্রধান জাতীয় সংগ্রহ বলা যায়, সেটী পয়সা নেই ব'লে যত্নের অভাবে শ্রীহীন অবস্থায় প'ড়ে র'য়েছে—কত জিনিস নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী মহিলা কর্ত্রী আমাকে এই গ্রন্থাগার দেখালেন। এই গ্রন্থাগারটী যেন একটা মিউজিয়ম। ছেলেরা আর

অধ্যাপকেরা যেখানে ব’সে পড়াশুনা করেন, সেই বৃহৎ পুস্তাকাগার পরে দেখলুম। জরমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পৃথক পুস্তকাগার নেই, একই পুস্তকাগারে দুই বিভাগের ছেলেদের আর অধ্যাপকদের কাজ চালাতে হয়। চেখ্‌কে রাষ্ট্রভাষা ব’লে জরমানরা মেনে নিলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যেখানে চেখ আর জরমানরা অহরহঃ সমবেত হয়, সেখানে চেখ-ভাষার ডঙ্কা সব সময়ে মারা হয় না। দেখলুম, গ্রন্থাগার আর অন্য-অন্য সব বিভাগের নাম যথা-সম্ভব আন্তর্জাতিক ভাবে লেখা র’য়েছে - লাতীন ভাষায়; যেমন “গ্রন্থাগার” স্থলে, চেখ-ভাষার Knihovna বা জরমানের Bibliothek না লিখে, আন্তর্জাতিক লাতীন রূপে গ্রীক শব্দটী দেওয়া হ’য়েছে—Bibliotheca.

১৮১৭ সালে Kralove Dvor বা “রাণীর মহল” নামক স্থানে N. Hanka হাঙ্কা নামে এক চেখ সাহিত্যরসিক ও ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এখানি পুরাতন পুঁথির উদ্ধার করেন। এই পুঁথিতে চেখ-ভাষার অতি প্রাচীন কতকগুলি গাথা আর ছোটো কবিতা আছে। পুঁথিটীর লিখন-কাল তেরর কি চোদ্দর শতক হবে। হাঙ্কা জরমান আর আধুনিক চেখ অনুবাদের সঙ্গে এটী ১৮১৯ সালে প্রকাশিত করেন। প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই, এই বই নিয়ে চারিদিকে একটা সাড়া প’ড়ে যায়—একটা জাতির প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন ব’লে সকলে আগ্রহান্বিত হ’য়ে এর চর্চা শুরু করে। চেখ-জাতির ভাষা আর সাহিত্যের ইতিহাসে এই বইয়ের স্থান অতি উচ্চে; আর, কোনও-কোনও পণ্ডিত বইখানিকে জাল ব’ললেও, ইউরোপীয় সাহিত্যে এর একটা বিশেষ মর্য্যাদা আছে। এর ইংরিজি অনুবাদও হ’য়েছে। আমি সেই অনুবাদ বহু পূর্বে প’ড়েছিলুম। তারপর হাঙ্কার বইয়ের একটী পুরাতন সংস্করণ—এটী ১৮২৯ সালে ছাপা—লণ্ডনে ছাত্রাবস্থায় থাকতে-থাকতে একটী পুরানো বইয়ের দোকানে কিনি। সব জাতের নিজস্ব, স্বাধীনভাবে উদ্ভূত প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক টান আছে—আর বিশেষ যখন এই-সব চেখ

গাথা আর কবিতা প'ড়ে আমার ভালোই লেগেছিল। Josef Manesh যোসেফ মানেশ্ ব'লে একজন চেখ চিত্রকর বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়ে জীবিত ছিলেন, আধুনিক চেখ জাতীয় শিল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ব'লে তাঁকে ধরা হয়; ইনি নিজের আঁকা ছবি দিয়ে এই বইয়ের একটী সুন্দর সংস্করণ বা'র ক'রেছিলেন—এই বইখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে চেয়ে নিয়ে দেখলুম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের ভীড় তেমন দেখলুম না; বোধ হয় ছুটী আরম্ভ হ'য়েছে ব'লে। আর একটা জিনিস চোখে লাগ্‌ল—এবার ভিয়েনাতে, আর আগে লণ্ডনে পারিসে বের্লিনে, যেমন ছাত্র-মহলে যোড়-বাঁধা তরুণ-তরুণীর দল দেখেছি, প্রাগে সে রকম চোখে প'ড়্‌ল না। রাস্তায় রাস্তায় প্রেমিক-প্রেমিকার মেলা অন্য শহরগুলিতে একটু বেশী, একটু অধিক প্রগল্‌ভ ভাবের ব'লে মনে হ'য়েছিল; প্রাগের তরুণমণ্ডলী কি এ বিষয়ে ভিয়েনা বের্লিনের চেয়ে বেশী সংযত?

অধ্যাপক লেস্‌নি এঁদের Oriental Institute দেখতে নিয়ে গেলেন—লণ্ডনের Royal Asiatic Society, পারিসের Socie'te' Asiatique বা বের্লিনের Deutsche Morgenlaendische Gesellschaft-এর মতন। একটী চমৎকার পুরাতন প্রাসাদের খানিকটা অংশ নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটী। সংস্কৃত, আর ভারতীয় আর অন্য প্রাচ্য-দেশীয় বিদ্যার আলোচনা হয়, আর এঁরা চেখ ভাষায় একটী পত্রিকা বা'র করেন। অধ্যাপক লেস্‌নি বহু পূর্বে Modern Review পত্রিকায় একটী প্রবন্ধে দেখান, ইদানীং ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম সংস্কৃতবিৎ ছিলেন একজন চেখ-ভাষী রোমান-কাথলিক পাদ্রি। Institute-এর একজন ইংরিজি-বলিয়ে' সদস্য খুব শিষ্টালাপ ক'রলেন। আমাদের ক'ল্‌কাতার 'রয়াল-এশিয়াটিক-সোসাইটী-অভ-বেঙ্গল' পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় প্রাচ্য-বিদ্যা-অনুসন্ধান-সমিতি—'এশিয়াটিক-সোসাইটি-অভ-বেঙ্গল' স্যর উইলিয়ম জোন্স প্রতিষ্ঠিত করেন ১৭৮৪ সালে; আর তার ছয় বৎসর

আগে ১৭৭৮ সালে ওলন্দাজেরা যবদ্বীপে বাতাভিয়াতে তাদের 'বাতাভিয়া রাজকীয় সাহিত্য কলা ও বিজ্ঞান আলোচনা সমিতি' স্থাপন করে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাচ্যবিদ্যা-কেন্দ্রে আমাদের ক'লকাতার সোসাইটীর নাম-ডাক খুব —ঐ সোসাইটীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ আমি গৌরবের সঙ্গে এঁদের Visitors' Book-এ লিখে দিলুম।

লেস্‌নি তাঁর বাড়ীতে আমায় মধ্যাহ্ন-ভোজন ক'রতে আনলেন। Vltava নদীর বাঁ-ধারে, Most Jiraskov য়িরাস্কোভ সাঁকোর কাছে একটা বাড়ীতে ফ্ল্যাট নিয়ে তিনি থাকেন। বাড়ীর সামনে একটী ছোটো বাগিচা, তাতে একটী মূর্তি আছে, সেটী ভারী সুন্দর লাগ্‌ল। মূর্তিটী একটী বিবসনা স্ত্রীর, হাতে একরাশ ফুল, Jaro 'য়ারো' অর্থাৎ'বসন্ত-দেবীর মূর্তি; মানুষের চেয়ে বৃহৎ আকারের। চেথ শিল্পীর নামটী—Lada Benesh লাদা বেনেশ্‌—মূর্তির পাদপীঠে খোদা। মুখমণ্ডলে, শরীরের গঠনে, এমন একটী বৈশিষ্ট্যের—গ্রীক ও রেনেসাঁস যুগের শিল্প-রীতিতে তৈরী এই ধরণের যত সব নারী-মূর্তির থেকে এমন একটা অদ্ভুত সুন্দর স্বাতন্ত্র্যের ভাব এই মূর্তিতে আছে, যে তা শিল্প-রসিক মাত্রেরই চোখে লাগ্‌বে। এইরূপ মূর্তিতে, নিছক সৌকুমার্য্যের আবাহন করা হয় নি; আপাত-দৃষ্টিতে এইরূপ মূর্তি অত্যন্ত crude বা মোটা ধরণে গড়া ব'লে মনে হয়, কিন্তু এতে ক'রে একটা সরল, সবল শক্তির দ্যোতনা দেখা যায়, এতে কোনও ভাণ বা গতানুগতিকা নেই। আধুনিক চেথ শিল্পের একটী সুন্দর নিদর্শন হিসাবে মূর্তিটীর তারিফ না ক'রে পারা যায় না। অধ্যাপক লেস্‌নির বাড়ীতে দু' তিনবার গিয়েছিলুম, প্রত্যেকবার ঘুরে ফিরে মূর্তিটী না দেখে পারিনি।

লেস্‌নি-গৃহিণীর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। ইনি অভিজাত-বংশীয়া উচ্চ-শিক্ষিতা আধুনিক কালের ইউরোপীয় মহিলা। ইংরিজি জানেন, আমার সঙ্গে ইংরিজিতেই আলাপ ক'রলেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনে সেদিন এঁদের আরও

দুজন অতিথি ছিলেন, সুইডেনের ঔপন্যাসিক Gunnar Serner গুন্নার সের্নর্ আর তাঁর স্ত্রী। এঁরাও ইংরিজি জানেন, আর বেশ সজ্জন। অধ্যাপক লেস্নির শ্বশুর অস্ট্রিয়া-হঙ্গেরী সাম্রাজ্যের তরফ থেকে রাজদূত হ'য়ে ডেন্মার্কে বহুদিন ছিলেন, লেস্নি-গৃহিণী বালিকা বয়সে পিতামাতার সঙ্গে ডেন্মার্কেই কাটান, তাই তিনি ডেনীয় আর অন্য স্কান্দিনেভীয় ভাষা বেশ ক'রে শিখে নেন। সুইডেনের ঔপন্যাসিকটী Frank Heller এই ছদ্মনামে লেখেন। এঁর প্রায় ৪০ খানা বই আছে (দুঃখের বিষয়, আমি এর একখানার সঙ্গেও পরিচিত নই), লেস্নি-গৃহিণী তার খানকতকের চেখ ভাষায় অনুবাদ ক'রেছেন। সের্নর্-দম্পতী প্রাগে বেড়াতে এসেছিলেন, এঁদের আগমনের সংবাদ পেয়ে লেস্নিরা এঁদের মধ্যাহ্ন-ভোজনে নিমন্ত্রণ করেন।

অধ্যাপক লেস্নি তাঁর পড়বার ঘরে আমায় নিয়ে গিয়ে তাঁর বই আর সব টুকিটাকি জিনিস যা ভারতবর্ষ থেকে সংগ্রহ ক'রে এনেছেন আমায় দেখালেন। মামুলী হাতীর-দাঁতের খেলনা, পিতলের মূর্তি প্রভৃতি দু'চারটে। চেখ-ভাষায় ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পরিচয় দিয়ে, শান্তি-নিকেতনে লেস্নির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা ব'লে, একখানি বেশ বড়ো বই লিখেছেন, আমায় দেখালেন। লেস্নি ভারতীয়দের প্রতি বিশেষ অনুরাগী। এদেশে থাকবার সময়ে, ক'লকাতার সুবিখ্যাত হোমিওপাথিক ডাক্তার পরলোকগত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে লেস্নির প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। কোথায় ইউরোপের চেখ-দেশ, আর কোথায় ভারতবর্ষের বাঙ্‌লা!—এই দুই দূর দেশের দুইজন ভদ্রব্যক্তির এই অকৃত্রিম আর নিঃস্বার্থ সৌহার্দ্য অতি সুন্দর জিনিস। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র-বাবু আর তাঁর ভাইয়েরা, আর এঁদের ভাগনে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় (স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র—অধুনা পণ্ডিচেরীর অরবিন্দ-আশ্রমের অধিবাসী)—এঁরা সকলেই আমার পরিচিত, একথা শুনে লেস্নি খুব খুশী হ'লেন।

খগেন-বাবুর নাম ক'রতে ভদ্রলোকের গলার আওয়াজ যেন ভারী হ'য়ে যায়—পরস্পরের মধ্যে মিত্রতার যোগ-সূত্রের এম্‌নি বাঁধন। পরে যেদিন লেস্‌নির কাছ থেকে বিদায় নিই, তাঁর কুশল আর প্রীতি-নমস্কার খগেন-বাবুকে জানাবার জন্য লেস্‌নি আমায় বারবার অনুরোধ ক'রে দেন।

ঔপন্যাসিক Serner আর তাঁর স্ত্রী বেশ আলাপ ক'রলেন, তাঁদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষিত লোকের সৌজন্য বেশ পেলুম। তিনি লেখক, আমাদের গৃহস্বামিনী তাঁর বই কষ্ট ক'রে অনুবাদও করেছেন, অথচ আমি তার কিছুই জানি না—এতে আমার একটু অস্বস্তি বোধ হ'চ্ছিল, যেন আমি লেখকের কাছে অপরাধী, সাহিত্য বিষয়ে অজ্ঞ। তবে এঁদের হৃদ্যতায় সে ভাবটা কাটিয়ে' উঠ্‌লুম। মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা হ'ল—সাধারণ ইউরোপীয় রীতি, চেখ বৈশিষ্ট্য কিছু ছিল না। দু'জন কমবয়সী চেখ' ঝী—এদের দেখে মনে হ'চ্ছিল এরা পাড়াগেঁয়ে মেয়ে—পরিবেশন ক'রলে। নানা গল্প-গুজবের মধ্যে আহার আর তদনন্তর কফি-পান হ'ল। লেস্‌নি-দম্পতীর একটী মাত্র সন্তান,—একটী ছেলে, এর সঙ্গে আগেই আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল; ছেলেটীর বস্‌বার ঘরে আমরা খানিকক্ষণ ব'সেছিলুম। ইউরোপের অতি-আধুনিক পদ্ধতিতে এই ঘরটী সাজানো।

দুপুরে ভূরিভোজন করিয়েই খুশী নন, লেস্‌নিরা ব্যবস্থা ক'রলেন, রাত্রে তাঁদের সঙ্গে অপেরা দেখ্‌তে যেতে হবে। Serner আর তৎপত্নীও আস্‌বেন—পাঁচজনের জন্য একটী বক্স নিলেন। সেদিন ছিল চেখ Composer বা সঙ্গীত-রচক Smetana স্মেতানা কর্তৃক Hubicka 'হুবিচ্‌কা' বা 'চুমু' নামে চেখ পল্লী-সমাজের একটি সুন্দর প্রেম-কাহিনী অবলম্বনে রচিত গীতি-নাট্যের অভিনয়। অপেরার যা দস্তুর, সমস্ত অভিনয়টা গান গেয়ে-গেয়ে হ'ল, আর সঙ্গে-সঙ্গে পূরা অর্কেস্‌ট্রার বাদ্য। এই গীতি-নাট্যটীতে, চেখ গ্রাম্য-সঙ্গীতকে তার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়ে' নোতুন-ভাবে প্রকাশ করা হ'য়েছে। ইউরোপীয়

Composer বা ওস্তাদ কালোয়াৎদের রচনা আমি জানি না, বুঝি না,—কিন্তু এদের যন্ত্র-সঙ্গীতের অনেক জিনিসই ভালো লাগে; 'ছবিচ্কা' গীতি-নাট্যটী ভালোই লাগ্ল। অভিনীত গানগুলি সব চেখ-ভাষায়, কিন্তু লেস্নি আর লেস্নি-গৃহিণী ইংরিজিতে আখ্যান-বস্তু আর কোথাও বা কথোপকথনের সারটুকু বুঝিয়ে' দিচ্ছিলেন, কাজেই রস-গ্রহণে বাধা হয় নি।

ইউরোপের সংস্কৃতিতে অপেরা একটী বড় স্থান নিয়ে আছে। বিরাট্ যন্ত্র-সঙ্গীতের আয়োজন থাকে, তারই পট-ভূমিকার উপরে গান ক'রে পাত্র-পাত্রীরা অভিনয় করে—কণ্ঠ-সঙ্গীত, যন্ত্র-সঙ্গীত, অভিনয়, নৃত্য, আর দৃশ্যপট, এই সমস্তের একত্র সম্মেলন থাকে। ইটালিতে এই জিনিসের উদ্ভব হয়, রেনেসাঁস যুগে; 'অপেরা' নামটীও ইটালীয়। তারপর ফ্রান্সে, আর জরমানিতে এর প্রসার হয়; এ জিনিস স্পেনেও যায়, আর ইংলাণ্ড, রুষ প্রভৃতি দেশেও এর প্রতিষ্ঠা হয়। জরমানদের দেখাদেখি জরমানদের দ্বারা শাসিত বা প্রভাবান্বিত নানা জাতির মধ্যেও ক্রমে অপেরা দেখা দেয়; ভিয়েনার আদর্শে বুদা-পেশ্ৎ-এ মজরদের মধ্যে আর প্রাগে চেখদের মধ্যে অপেরা স্থাপিত হয়, এই দুই জাতির নিজস্ব সঙ্গীত আর গানের সুরের আধারে নোতুন করে মজর আর চেখ "জাতীয় অপেরা" গঠিত হয়। নানা যন্ত্রে বিভিন্ন সুরের 'সংবাদ' বা মিলনে যে Harmony বা ঐক্যতান-সঙ্গীত ইউরোপীয় বাদ্যের প্রাণ, তা আমাদের ভারতীয় সঙ্গীত বা বাজনায় এখনও আসে নি। তবে আন্‌বার বিশেষ চেষ্টা হ'চ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতে Harmony এলে তবে সত্যকার ভারতীয় অপেরা ভারতবর্ষে গ'ড়ে ওঠা সম্ভব হবে। Harmony সৃষ্টির যে চেষ্টা ভারতীয় সঙ্গীতে চ'লছে, আশা করা যায় শীঘ্রই এদিকে ভারতীয় সঙ্গীতের উন্নতি হবে।

অধ্যাপক Winternitz ভিণ্টের্নিট্স্ তাঁর বাড়ীতে চা খাবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রলেন। লেস্নির সঙ্গে ট্রামে ক'রে তাঁর বাড়ীতে গেলুম। বৃদ্ধ অধ্যাপক

বিনয়ের আর সৌজন্যের অবতার। তিনি এখন জরমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ ক’রেছেন, তাঁর স্থানে Otto Stein অটো শ্‌টাইন্‌ ব’লে এক ভদ্রলোক নিযুক্ত হ’য়েছেন। ভিণ্টেরনিট্‌স্‌-এর মতন ইনিও ইহুদী। ভিণ্টেরনিট্‌স্‌-এর ছেলের সঙ্গে পথে দেখা হ’ল, কতকগুলি শিশু নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন, লেস্‌নি পরিচয় করিয়ে’ দিলেন। ইনি বাপের মতই অধ্যাপক, প্রাগের জরমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপনা করেন। বৃদ্ধ ভিণ্টেরনিট্‌স্‌ এখন উঠে হেঁটে তেমন বেড়াতে পারেন না। তিনি স্মিত-মুখে আমার স্বাগত ক’রলেন, রবীন্দ্রনাথ, বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়, নন্দলাল বসু মহাশয়, ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়—এঁদের কুশল জিজ্ঞাসা ক’রলেন। আমার কাজ-কর্মের সম্বন্ধে, ইউরোপে সংস্কৃত-বিদ্যার চর্চার সম্বন্ধে আলাপ হ’ল। ঘণ্টাখানেক পরে বিদায় নিলুম। অধ্যাপক শ্‌টাইন্‌-এর সঙ্গে এই প্রথম আলাপ, তবে পরস্পরের নাম আমরা জান্‌তুম। শ্‌টাইন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নিয়ে বেশ ভাল কাজ ক’রেছেন। ভিন্‌টের্‌নিট্‌স্‌-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্‌বো, শ্‌টাইন আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে চ’ল্‌লেন। লেস্‌নির কাজ থাকায় তিনি চ’লে গেলেন। শ্‌টাইন একটী ফ্ল্যাট নিয়ে থাকেন। তাঁর লাইব্রেরীতে নিয়ে বসালেন। ব’ল্‌লেন যে তাঁর স্ত্রী সেদিন বাড়ী নেই, পিত্রালয়ে গিয়েছেন—তিনি নিজেই কফি ক’রে খাওয়ালেন। আমরা দুজনে ব’সে ঘণ্টাখানেক ধ’রে ভারতের ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রাচীন সমাজ প্রভৃতি নিয়ে “কচ্চায়ন” ক’রলুম। বেশ আনন্দে সন্ধ্যাটুকু কাটুল। পরে শ্‌টাইন আমাকে হোটেলে ফেরবার ট্রামে তুলে দিলেন।

প্রাগে ভারতবাসী দু’চার জন মাত্র আছেন। নাম্বিয়ার ব’লে একটী মালয়ালী ভদ্রলোক এক-রকম স্থায়ী বাশিন্দে হ’য়ে আছেন, তিনি নাকি journalist বা সাংবাদিক। ভিয়েনায় এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ’য়েছিল, প্রাগে আর হয় নি। কনুভাই পুরাণী ব’লে একটী গুজরাটী ছেলে আমার হোটেলে

এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রলেন। ইনি আমেদাবাদের গান্ধী-আশ্রমের সংশ্লিষ্ট "গুজরাত বিদ্যাপীঠ"-এর প্রাক্তন ছাত্র, লেস্‌নির কাছে আমার নাম আর পরিচয় পেয়ে দেখা ক'রতে আসেন।

২২শে জুন ১৯৩৫। আজ প্রাগ ত্যাগ ক'রবো, আড়াইটের দিকে। লেস্‌নির কাছে বিদায় নিতে গেলুম। এই কয়দিনে ভদ্রলোকের হৃদ্যতার আর সৌজন্যের অশেষ পরিচয় পেয়েছি। শেষদিনও ইনি আমার জন্য অনেকটা পরিশ্রম ক'রলেন। জরমান কন্‌সালের আপিসে নিয়ে গেলেন—ইংরিজি টাকা জরমান টাকায় ভাঙানো নিয়ে কতকগুলি নোতুন নিয়ম হ'য়েছে সে সম্বন্ধে ওয়াকিফ-হাল হ'তে। মনে হ'ল, চেখেরা আজকাল যতটা সম্ভব জরমানদের সংস্পর্শ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে' চ'লতে চেষ্টা করে, খালি বিদেশী বন্ধুর খাতিরে লেস্‌নি কন্‌সালের আপিসে এলেন। সেখানে এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি না হওয়ায়, আমায় এক চেখ ব্যাঙ্কে নিয়ে গেলেন। ব্যাঙ্কের কর্তাদের সঙ্গে লেস্‌নির খুব খাতির, সেখানে ঠিক সংবাদ যা চাচ্ছিলুম তা পাওয়া গেল। ব্যাঙ্কেই লেস্‌নির কাছ থেকে বিদায় নেওয়া গেল।

আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যাপারটা নিশ্চয়ই অতি জটিল, আমার মগজে ও জিনিস ঢোকে নি, ঢুকবে না; এই বিনিময়ের মার-পেঁচের মধ্যে, বিভিন্ন জাতির পরস্পরের লেন-দেন দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ সব কি ভাবে চ'লছে, সে এক আশ্চর্য গোরখ-ধাঁধা। গত মহাযুদ্ধের পর সন্ধির শর্ত অনুসারে জরমানিকে ইংলাণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতির কাছে ঋণী করা হয়। নানা উপায়ে জরমানি সে টাকা শোধ দিচ্ছে। জরমানি একটী ব্যবস্থা ক'রেছে, সেটাতে আমাদের কিছু সুবিধা হ'ল। ইংরিজি এক পাউণ্ডে জরমানির বারো রাইখ্-মার্ক—বিনিময়ের এই হার ধার্য্য হ'য়েছে। জরমানির মধ্যে কোনও শহরে ইংরিজি পাউণ্ড-নোট ভাঙাতে গেলে, কোনও ব্যাঙ্কে এক পাউণ্ডে বারো মার্কের বেশী দেবে না। কিন্তু জরমানিতে প্রবেশ করবার পূর্বে, ব্যাঙ্কের

মারফৎ registered mark কিন্‌তে পাওয়া যায়। আমি জরমানিতে যাবো, সেখানে একমাসে পঁচিশ পাউণ্ড খরচ ক’রবো, জরমানিতে গিয়ে এই পঁচিশ পাউণ্ড ভাঙালে, মাত্র ২৫ × ১২ = ৩০০ মার্ক পাবো; কিন্তু জরমানিতে যাবার আগে, কোনও ব্যাঙ্কে এই পঁচিশ পাউণ্ড দিলে, তারা আমাকে ১৮ কি ২০ হিসাবে রেজিস্টার্ড মার্ক দেবে—৪৫০।৫০০ মার্কের একটা ড্রাফ্‌ট্ আমাকে দেবে। জরমানিতে আবশ্যক-মত এই ড্রাফ্‌ট্ ভাঙিয়ে’ কাজ চালাতে পারা যাবে—তবে একটা নিয়ম ক’রে দিয়েছে, দিন পঞ্চাশ মার্কের বেশী জরমানির কোনও ব্যাঙ্ক একজন লোককে দেবে না। আগে-ভাগে জরমানিতে ঢোকবার পূর্বে এই ভাবে বিনিময় ক’রে নিলে, এতটা সুবিধা হয়। তারপরে জরমানিতে যদি আমার সব মার্ক খরচ না হয়, তা হ’লে জরমানির বাইরে এসে, আবার পুরাতন ব্যাঙ্কে ড্রাফ্‌ট্ পাঠিয়ে’ দিয়ে’ বাকী মার্ক জমা ক’রে দিলে, তারা সেদিনের registered-mark-এর যে হার সেই হারে আমায় ইংরিজি টাকা দেবে। Registered mark-এর রহস্য কি জানি না। তারপরে, বিদেশীরা যাতে জরমানিতে বেশী ক’রে এসে খুব খরচ করে, সেজন্য তাদের আকৃষ্ট করবার চেষ্টায় জরমান সরকার রেলের ভাড়া খুব কমিয়ে’ দিয়েছে। অন্যূন সাত দিন জরমানিতে থাক্‌তে হবে, এইভাবে জরমানিতে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করবার একটা টিকিট জরমানির বাইরেই কোনও Travel Agency-র মারফৎ কিন্‌তে হবে; তাতে প্রায় শতকরা ৬০ ক’রে সাশ্রয় হয়। কিন্তু এই টিকিট আগেই কিন্‌তে হবে, কোথায়-কোথায় যাবো তা আগেই ঠিক ক’রে নিতে হবে। আমি এক চেখ Travel Agency-র কাছ থেকে (বাঙলা কি হবে? ‘যাত্রী সহায়ক সমিতি’?) টিকিট কিনলুম—২৩০ চেখ-ক্রাউনে (প্রায় দু পাউণ্ডে) সরাসরি প্রাগ থেকে বের্লিন, আর বের্লিন থেকে ব্রুসেল পর্য্যন্ত; এতে জরমান সরকার যে সুবিধাটুকু দিচ্ছে সেটুকু পাওয়া গেল।

প্রাগ থেকে বেলা দুটো আঠারোতে গাড়ী ছাড়্‌ল, রাত্রি আটটা দশে

বের্লিনে পৌঁছনো গেল। প্রাগ থেকে বের্লিন সোজা উত্তর ধ'রে পথ। Vltava নদী, তার পরে Elbe এল্‌ব নদীর পাশ ধ'রে রেলের লাইন। জরমানি আর চেখোস্লোবাকিয়ার সীমানায় একটী নাতি-উচ্চ পর্বত-শ্রেণী আছে— Erzgebirge 'এৎস্‌গেবির্গে' পাহাড়। পাহাড়ের অঞ্চলটা পেরিয়েই জর্ম্মানি —আর ঘন বসতি, পর পর চষা ক্ষেত, গোচারণের মাঠ, ছোটো বড়ো গ্রাম, গ্রামে মাঠের মধ্যে চিমনিওয়ালা বড়ো-বড়ো কারখানা, আর ছোটো বড়ো বহু শহর। প'ড়ো জমি বা বাগানের অভাব ব'লে মনে হ'ল। মাঠে গোরু চ'রছে—বেশীর ভাগ সাদা আর কালো মিশানো রঙ, গোরুর গা খানিকটা ক'রে মিশ কালো, আর খানিকটা ক'রে সাদা ; ইংলাণ্ডে বোধ হয় লাল-রঙের গোরুর প্রাদুর্ভাব যেন বেশী। অনেক মাঠে বড়ো-বড়ো বাছুর বা বকনা চ'রছে—এগুলির মোটা-মোটা চেহারা দেখে, এদেশের রীতি-নীতি যারা জানে তাদের বুঝতে দেরী হয় না যে মাংসের জন্য এই জাতীয় গোরু পোষা হয়। দেশটীতে আবাদী খুব, খালি যায়গা বেশী নেই। ক্রমে ড্রেস্‌দেন শহর এল'; পূর্ব্বে জরমানিতে ভ্রমণকালে ড্রেস্‌দেন দেখা ছিল। খানিকটা পথ শহরের উপর দিয়ে টানা সাঁকো ধ'রে রেল লাইন চ'ল্‌ল। পথের স্টেশন-গুলিতে লক্ষণীয় কিছু নেই, আর সহযাত্রীদেরও তেমন আলাপ-প্রবণ পাওয়া গেল না। তবে ভীড় খুব, আর সকলেই ভদ্র। দু'একজন জিজ্ঞাসাও ক'রলে, কোন্ দেশের লোক আমি।

এইরূপে যখন রাত আটটার পরে বের্লিনে পৌঁছোলুম, তখনও বেশ আলো আছে। ১৯২২ সালের অগস্ট মাসে বের্লিনে ছিলুম, আবার তেরো বছর পরে সেই বের্লিনে আসা গেল॥

বেৰ্লিন

শ্রীযুক্ত নলিনী গুপ্ত ব'লে একটী ভদ্রলোক বের্লিন-প্রবাসী হ'য়ে আছেন—বের্লিনে একটী জরমান মহিলাকে বিবাহ ক'রেছেন, তিনি ওখানে একটী হোটেল আর রেস্তোরঁা খুলেছেন, তার নাম আর ঠিকানা হ'চ্ছে Hindustan Haus, 179 Uhlandstrasse, Charlottenburg*. হোটেলটী কতকটা পাসিঅঁ-র ধরণের, ঠিক হাল ফ্যাশানের হোটেল ব'ল্‌লে যা বোঝায় তা নয়; একটী বড়ো ফ্ল্যাট নিয়ে হোটেল, আর নীচের তলায় রেস্তোরঁা। এই হোটেল আর রেস্তোরঁাকে আশ্রয় ক'রে বের্লিনের ভারতীয় ছাত্র আর অন্য প্রবাসীদের একটী কেন্দ্র বা আড্ডা গ'ড়ে উঠেছে। আমি এই হিন্দুস্থান-হাউসের ঠিকানা আগে পেয়েছিলুম, সরাসরি Anhalter Bahnhof বা আন্‌হাল্ট্‌ স্টেশন থেকে ট্যাক্সি ক'রে এখানেই এসে পৌঁছোলুম, আর এইখানেই স্নান ক'রে নেওয়া গেল। শ্রীযুক্ত নলিনী গুপ্ত মহাশয় বেশ হৃদ্যতার সঙ্গে অভ্যর্থনা ক'রে, থাকবার জন্য একটী বড়ো ঘর ঠিক ক'রে দিলেন। ছ'ঘণ্টার রেল-ভ্রমণের পরে খিদেও পেয়েছে খুব, মুখ-হাত ধুয়ে রেস্তোরঁার 'সেবা' ক'রতে গেলুম—খুব তৃপ্তির সঙ্গে চাপাটী, দাল, মাংসের কারি, কোর্মা, আর মোহনভোগ খাওয়া গেল। দেশ ছাড়বার সময়ে, অর্থাৎ ঠিক এক মাস আগে সেই যা দেশী খাবার খাওয়া হ'য়েছিল। আহারের পরে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৃপ্ত হ'য়েছে বোধ হ'ল, তখন তাকিয়ে' দেখা গেল—হিন্দুস্থান-হাউস ভারতীয়দের কেন্দ্রই বটে। ভারতবর্ষের সব প্রদেশেরই লোক আছে। দু'চারজন জরমান মেয়ে পুরুষও আছে। জাহাজের সহযাত্রীও

* বলা বাহুল্য, এ কেন্দ্র এখন আর নেই। বিগত মহাযুদ্ধের পরে নলিনী বাবু দেশে ফিরে আসেন, তাঁর মাতৃহীনা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে।

জন কতককে পাওয়া গেল—তাঁরাও ঘুরতে ঘুরতে বের্লিনে এসেছেন। কতকগুলি ছাত্র জটলা ক'রছে, এঁরা বের্লিনে বিদ্যার্থী হ'য়ে আছেন; সপ্তাহখানেকের মধ্যে ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হ'বে বের্লিনে, এদের অতিথি হ'য়ে ইংলাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি, ডেনমার্ক, প্রভৃতি দেশ থেকে ভারতীয় ছাত্রেরা সব আস্‌বে, তারই তদ্‌বির আর ব্যবস্থা নিয়ে সকলে ব্যস্ত ;

বেলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতের সুবিখ্যাত অধ্যাপক Heinrich Lueders হাইনরিখ্‌ ল্যুডস্‌এর সঙ্গে তের বছর আগে যখন বের্লিনে আসি তখন পরিচয়হ'য়েছিল।—পরে ল্যুডর্স আমার বই পেয়ে খুশী হন, আর ভারতবর্ষে যখন আসেন তখন তাঁর সঙ্গে পুনঃপরিচয় হয়। এবার তাঁর সঙ্গে পুনরালাপ হবে, এটা বের্লিনে আসার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তার পর, বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য ভাষা-বিভাগে বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন শ্রীযুক্ত Reinhart Wagner রাইন্‌হার্ট ভাগ্‌নর—তাঁর সঙ্গে পত্র-মারফৎ আলাপ হয়, পরে পত্রদ্বারাই তাঁর সঙ্গে বিশেষ সৌহার্দ্য জন্মায়। ভাগ্‌নরের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের ইচ্ছাও ছিল। বের্লিনে পুনরাগমনের মুখ্য ইচ্ছা অবশ্য এইজন্য ছিল যে আবার বের্লিনের বিচিত্র জীবনলীলা একটু দেখি, জরমান জাতির প্রাণের স্পন্দন একটু পাই, হিট্‌লরের আমলের জরমানির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় একটু ঘটে—আর বের্লিনের অপূর্ব শিল্প-দ্রব্য আর অন্য সংস্কৃতিময় বস্তুর সংগ্রহশালাগুলি দেখে আবার নয়ন মন সার্থক করি।

এবার বের্লিনে ছিলুম দিন চোদ্দ। পূর্ব-পরিচিত হ'লেও, বের্লিনের মত শহরের পক্ষে একয়টা দিন কিছুই নয়। তবে আর একবার পূর্ব-পরিচয়কে ঝালিয়ে' নেওয়া গেল, এই যা। আগেই ডক্টর ভাগনরকে জানিয়েছিলুম, 'আনুমানিক অমুক তারিখে বের্লিনে পৌছোবো। তিনি আমার আগমন-সংবাদ শুনে, বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-বিদ্যা-বিভাগের তরফ থেকে আমার

একটী বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। Wissentschaftliche Vortrag অর্থাৎ গবেষণাত্মক বা বিজ্ঞান-মূলক বক্তৃতা। প্রাগ থেকে তারে আমায় জানাতে হয়, কি বিষয়ে বক্তৃতাটী হবে। বের্লিনে পৌছোবার দুদিন পরে আমার এই বক্তৃতা হয়—২৫শে জুন তারিখে। ইংরিজিতে আমি ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের কতকগুলির বিষয়ের অবতারণা করি। তার মধ্যে একটী বিষয় ছিল—ভারতীয় আর্য্য-ভাষায় Polyglottism বা 'বহুভাষিত্ব'। আধুনিক আর্য্য-ভাষায় একশ্রেণীর সমস্ত-পদ আছে, এগুলিতে সমার্থক দুইটী বিভিন্ন শব্দ পাওয়া যায়; এই বিভিন্ন শব্দ দুইটী, কখনও-কখনও বিদেশী ও ভারতীয়, বিভিন্ন দুইটী ভাষা থেকে নেওয়া হয়; আবার কখনও বা আর্য্য অনার্য্য, সংস্কৃত প্রাকৃত প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার বিভিন্ন শ্রেণীর অথচ সমার্থক শব্দ মিলিয়ে' এইরূপ সমস্ত-পদ হয়। যেমন "পাহাড়-পর্বত"—এখানে "পাহাড়" শব্দটী প্রাকৃত-বাঙলার, আর "পর্বত" শব্দটী শুদ্ধ-সংস্কৃত, দুই জড়িয়ে' বাঙলার বহুল ব্যবহৃত সমস্ত-পদ হ'ল "পাহাড়-পর্বত," যার মানে, সাধারণ ভাবে, 'পাহাড়, গিরি'; তেমনি, "ধন-দৌলত"—সংস্কৃত আর ফারসী; তদ্রূপ "শাক-সবজী," "হাট-বাজার," "ঝাণ্ডা-নিশান" প্রভৃতি; "বাক্স-পেঁড়া"—ইংরিজি আর বাঙলা; "চা-খড়ি"—"chalk চাক্ বা চক্"+"খড়ি"—ইংরিজি আর বাঙলা; "পাঁউ-রুটি"—পোর্তুগীস "পাঁউ" অর্থাৎ 'রুটি' আর বাঙলা "রুটী"; "কাজ-ঘর" (বোতামের ঘরকে "কাজ-ঘর" বলে)—পোর্তুগীস casa "কাজা" অর্থাৎ 'ঘর,' আর বাঙলা "ঘর"; "সীল-মোহর"—ইংরিজি seal আর ফারসী "মোহর"; "ছেলে-পিলে"—"ছেলে" (-"ছালিয়া-ছাবালিয়া বা ছাওয়ালিয়া"=সংস্কৃত "শাব" শব্দের উত্তর "আল+ইক+আক" প্রত্যয় জুড়ে গঠিত), এবং "পিলে," দ্রাবিড় শব্দ, তুলনীয় দ্রাবিড় (তমিল) "পিল্লৈ"-'সন্তান'—"ছেলে-পিলে" অতএব প্রাকৃত-বাঙলা আর দেশী বা অনার্য্য দ্রাবিড় মিলিয়ে' গঠিত; পূর্ব-বঙ্গের "পোলা-পান"—"পোলা" (সংস্কৃত "পোত+ল"), আর "পান"-কোল-

ভাষার (সাঁওতালী প্রভৃতির "হপন" - 'ছেলে'—"পোলা-পান," প্রাকৃত-বাঙলা আর দেশী-কোল .মিলিয়ে ; "লেলা-খেপা"—কোল (সাঁওতালী) আর আর্য্য প্রাকৃত ; ইত্যাদি। এই রকমের বহু বহু সমস্ত-পদ বাঙলায় আর অন্ত ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়। এ থেকে, দেশের মধ্যে নানা ভাষার প্রচার বা প্রচলনের অবস্থা জানা যায় ; আর্য্য-ভাষা বাঙলা প্রভৃতির মধ্যে খাঁটী বাঙলা (প্রাকৃত-জ), সংস্কৃত, দেশী বা অনার্য্য, বিদেশী (ফারসী পোর্তুগীস ইংরিজি প্রভৃতি) শব্দ দেখে, শব্দ-সম্ভার বিষয়ে আর্য্য-জগতে বহুভাষিত্বের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। এখন, এ রকমটা সংস্কৃত আর প্রাকৃত যুগেও ছিল কিনা ; —যদি "রাজা-বাদশা," "পাঁউ-রুটী," "বাক্স-পেঁড়া"-র মত সমস্ত-পদ, সংস্কৃত আর প্রাকৃতেও পাওয়া যায়, তাহ'লে প্রাচীন ভারতেও বহুভাষিত্ব বিদ্যমান ছিল, একথা ব'লতে হয়,—সংস্কৃতেও নানা অনার্য্য আর বিদেশী ভাষার প্রভাব মান্‌তে হয়, প্রাচীন ভারতের ভাষাবিষয়ক সংস্থানকে নোতুন দৃষ্টি-কোণ থেকে দেখা যায়। আমি গুটী দশেক এইরূপ Translation Compounds অর্থাৎ "অনুবাদময় বা প্রতিশব্দময় সমস্ত-পদ" সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে পেয়েছি। যেমন—"কার্ষাপণ" (এক প্রকার মুদ্রা) ; এই শব্দটীর বিশ্লেষে আমরা পাই দুইটী শব্দ,—"কার্ষা" (প্রাচীন পারসীক "কর্ষ," যার অর্থ মুদ্রা-বিশেষ, তা থেকে) আর "পণ," অর্থ সংখ্যা-বিশেষ, ৪ বা ২০ বা ৮০—এই "পণ" শব্দ অনার্য্য কোল-ভাষা থেকে সংস্কৃতে গৃহীত ; "শালি-হোত্র," অর্থ 'ঘোড়া'— "শালি" - প্রাচীন কোল ভাষার শব্দ, অর্থ 'অশ্ব' (এই "শালি" শব্দ 'শালিবাহন, সাতবাহন" নামে পাওয়া যায়, আর এর অন্ত রূপ *"সাদ" শব্দ, অশ্বারোহী অর্থে "সাদিন্‌—সাদী" শব্দে বিদ্যমান) এবং "হোত্র" বা *"ঘোত্র," "ঘোট" শব্দের পূর্ব রূপ, এটী অশ্ব-বাচক একটী অনার্য্য, খুব সম্ভব প্রাচীন দ্রাবিড় শব্দ (তামিল "কুতিরৈ," কানাড়ী "কুদুরে," তেলুগু "গুরুরমু," এই * "ঘোত্র" বা "হোত্র" শব্দ হ'তে উদ্ভূত) : "শালিহোত্র"—অনার্য্য কোল+অনার্য্য দ্রাবিড়,

এই দুই ভাষার শব্দ মিলিয়ে'—উভয়েরই অর্থ, 'ঘোড়া'; বৌদ্ধ সংস্কৃতে "ইক্ষু-গণ্ড" শব্দ আছে, অর্থ 'আখ'—"ইক্ষু"+"গণ্ড," "গণ্ড" শব্দ হিন্দী 'গণ্ডেরী, গন্না'তে বিদ্যমান; "গচ্ছ-পিণ্ড"–'গাছ+পেঁড়' (হিন্দীতে "পেঁড়–পিণ্ড"–'গাছ'); প্রাচীন বাঙলার প্রাকৃতে "জোগল্ল"–"জো" (–'জতু') আর "গল্ল" (='গালা'); ইত্যাদি। প্রাচীন ও মধ্য অবস্থার ভারতীয়-আর্য্য ভাষাতে, নব্য বা আধুনিক অবস্থার ভারতীয়-আর্য্য ভাষার-ই মতন যে বহুভাষিত্ব বিদ্যমান ছিল, এটা আমার প্রথম আলোচনার বিষয় ছিল। এ ছাড়া, আরও একটী বিষয় নিয়ে কিছু ব'লেছিলুম। সে বিষয়টী হ'চ্ছে—মূর্ধন্য, দন্তমূলীয় আর দন্ত্য ধ্বনির উচ্চারণ, ভারতের কতকগুলি ভাষায় দন্তমূলীয় ত, থ, দ, ধ-এর উচ্চারণের অস্তিত্ব, আর ইউরোপীয় ভাষায় দন্তমূলীয় ও দন্ত্য উচ্চারণের ভেদ। আমার এই বক্তৃতায় প্রায় জন চল্লিশ অধ্যাপক আর ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর Schaeder শেডর সভাপতি ছিলেন। তিনি, আর কতকগুলি বিশিষ্ট অধ্যাপক আর ভাষাতত্ত্ববিৎ উপস্থিত থেকে, সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আগত এই অধ্যাপককে তাঁদের সহধর্মী ও সহকর্ম্মী ব'লে গ্রহণ ক'রে, তার প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও মিত্রতা দেখিয়েছিলেন।

অধ্যাপক ল্যুডর্স্ প্রাচীন-ভারত-বিদ্যার একজন অগ্রণী, একপত্রী পণ্ডিত। এরূপ বিদ্বান্ জরমানিতেও দুর্লভ। ভারতের ভাষা, সাহিত্য আর সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বহু মূল্যবান্ অনুসন্ধান আর আলোচনা আছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের আর বৌদ্ধ ধর্ম আর সংস্কৃতির যে-সমস্ত নিদর্শন মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া গিয়েছে, সে-সকলের বিষয়ে অধ্যাপক ল্যুডর্স-এর গবেষণা অনেক নোতুন তথ্য-আবিষ্কার ক'রেছে। কতকগুলি তালপাতা চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় মধ্য-এশিয়া থেকে আসে, সেগুলি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা পুঁথির; এই গুঁড়িয়ে-যাওয়া তালপাতার টুকরোর নষ্ট-কোষ্ঠি উদ্ধার ক'রে,

লূ্যডর্স অশ্বঘোষ-রচিত কতকগুলি অজ্ঞাত-পূর্ব নাটকের সন্ধান করেন, তাতে কতকগুলি প্রাচীন প্রাকৃতের নিদর্শন পান, এই-সব প্রাকৃতের মূল্য ভারতের ভাষাতত্ত্বে খুবই বেশী। অধ্যাপক লূ্যডর্সকে ফোন ক'রে আমার আগমন-সংবাদ আমি জানাই, কখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'তে পারে, জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠাই। তিনি বের্লিনের কলা- ও বিজ্ঞান-পরিষদে উপস্থিত হ'তে ব'ল্লেন। সরকারী গ্রন্থাগারের এক অংশে এই পরিষদের কার্য্যালয়। অধ্যাপক Siegling জীগ্লিঙ্‌ মধ্য-এশিয়ার আবিষ্কৃত, অধুনালুপ্ত "তুষার" বা "তোখারীয়" নামে প্রাচীন আর্য্য-ভাষা নিয়ে কাজ ক'রছেন, এই ভাষার নিদর্শন সংগ্রহ ক'রে পাঠোদ্ধার ক'রে, তার এক বৃহৎ ব্যাকরণ Sieg জীগ্‌ ব'লে আর এক পণ্ডিতের সঙ্গে মিলে ইনি রচনা ক'রেছেন। লূ্যডর্স অধ্যাপক জীগ্লিঙ-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে' দিলেন, মধ্য-এশিয়ার পুঁথিপাটা দুই-চারখানা দেখালেন। ২৭শে জুন তারিখে ছিল বের্লিনের উক্ত পরিষদে Leibnitz লাইব্‌নিট্‌স্‌-এর স্মারক সভা, মনীষী লাইব্‌নিট্‌স্‌-এর কৃতিত্ব বিষয়ে বক্তৃতা হবে, পরিষদের প্রধান সভ্যেরা, সরকারী প্রতিনিধিরা, সবাই আসবেন—এই সভায় আসবার জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র লূ্যডর্স আমাকে দিলেন। পরে তিনি একদিন তাঁর বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। সেদিন লূ্যডর্স-এর সঙ্গে একটু বেশ অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ হ'য়েছিল। লূ্যডর্স যেমন জ্ঞানে বিরাট্‌, দেহেও তেমনি দীর্ঘায়তন, দেখেই ব'লতে হয়, হাঁ, মানুষের মত মানুষ বটে। লূ্যডর্স-গৃহিণীও খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আলাপ ক'রলেন। আর দুটী ভদ্রলোক সেদিন নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন, দুজনেই স্পেন-দেশীয়, সংস্কৃতের বিদ্যার্থী, একজন আবার জেসুইট পাদ্রি, ভারতবর্ষে কিছুকাল কাটিয়ে' এসেছেন, "মহানাটক" ব'লে বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের পাঠ নিয়ে' কাজ ক'রছেন। লূ্যডর্স আমার মুখে বলিদ্বীপে আমার অভিজ্ঞতার গল্প শুনে ভারী খুশী হ'লেন, বিশেষতঃ Besakkik বেসাকৃকিঃ মন্দির দেখ্‌তে গিয়ে আমাদের যে বিপদ্‌ হ'য়েছিল সেকথা

শুনে। এঁর সঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিদ্যা সম্পর্কেও কিছু কথা হ'ল। ইনি এখন বেদের ব্যাখ্যা নিয়ে প'ড়েছেন ; ভারতের ভাষাতত্ত্বের আলোচনার পক্ষে এটা দুঃখের কথা, কারণ এর জন্যে ল্যুডর্স পালি আর প্রাকৃত ভাষাতত্ত্বের চর্চা আপাততঃ মুলতুবি রেখেছেন ; অথচ এই দিকেই তাঁর কাজ, বেদের আলোচনার চেয়ে বেশী ফলপ্রসূ হ'য়েছে। দুপুরের ঘণ্টা দুই আড়াই পরম আনন্দে এঁর এখানে কাটল। বিদায়ের সময় এঁর প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর একরাশ চটী বই আমায় উপহার দিলেন।

আমার কাছে বের্লিনের প্রধান আকর্ষণ—এর মিউজিয়মগুলি। বের্লিনের প্রাচীন শিল্পের সংগ্রহশালা ; মধ্যযুগের আর আধুনিক কালের ভাস্কর্য্য আর চিত্রের সংগ্রহশালা ; আমেরিকা ও আফ্রিকা এবং মধ্য-এশিয়া চীন জাপান তিব্বত প্রভৃতির প্রাচীন আর আধুনিক শিল্প-দ্রব্যের সমাবেশে অতুলনীয়, নৃতত্ত্ব ও প্রাগৈতিহাসিক সংগ্রহাবলী ; বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক ভাস্কর্য্যের সমস্ত নিদর্শন-অনুকৃতির সংগ্রহ ;—এই রকম গোটা দশেক মিউজিয়ম আছে, সেগুলি আধুনিক সভ্যজগতের অতি মূল্যবান্ সম্পদ্। ভূতপূর্ব কাইসার ও তৎপুত্রের প্রাসাদ দুটী এখন শিল্প-দ্রব্য আর প্রাচীন আসবাব-পত্রের মিউজিয়মে রূপান্তরিত হ'য়েছে। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম আর সাউথ-কেন্‌সিঙ্‌টন মিউজিয়ম ; পারিসের লুভ্র্, চের্নুস্কি মিউজিয়ম, গীমে মিউজিয়ম, আর ল্যুক্সাঁবুর্গ মিউজিয়ম ; ইটালির কতকগুলি মিউজিয়ম ; আর সেই সঙ্গে বের্লিনের এই মিউজিয়মগুলি,—এগুলির আর তুলনা হয় না।

বের্লিনের সংগ্রহের বর্ণনা করবার চেষ্টা ক'রবো না। প্রাচীন মিসরের কতকগুলি অসাধারণ সুন্দর ভাস্কর্য্য এখানে আছে, তার মধ্যে সব চেয়ে লক্ষণীয়, মিসরীয় শিল্পের চরম বিকাশ-স্বরূপ, রাজা রাণী আর অভিজাতবর্গের কতকগুলি মুখ। মিসরীয়েরা পাথরের বড়ো-বড়ো শবাধার তৈরী ক'রত, আর তার ঢাকনীতে নানা ছবি খুঁদে দিত। এই রকম একটা ঢাকনীর

উপরের খোদাই ছবির ছাপ নিয়েছে, সেটী আমাকে খুবই মুগ্ধ করে। আকাশের দেবী Nut 'নূৎ' নক্ষত্র-খচিত আকাশ ব্যেপে দাঁড়িয়ে' র'য়েছেন—উর্ধ্ববাহু হ'য়ে ; সুদীর্ঘ, সুঠাম, ঋজু ও তনু দেহ ; শক্তিশালী রচনা। গ্রীক ভাস্কর্য্যের বিভাগে অনেকগুলি সুন্দর মূর্তি আর প্রস্তর-ফলক আছে, তার মধ্যে লক্ষণীয় হ'চ্ছে কতকগুলি সমাধির উপরে প্রোথিত, খোদিত ফলক। একটী নারী-মূর্তি আমার বড় চমৎকার লাগে, মূর্তি মানে খালি মুণ্ড—মুণ্ডটী একটী পাথরের অসম্পূর্ণ দেহের উপরে বসানো—প্রাচীন গ্রীক যুগের শিল্পের ছাঁদে তৈরী, খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকের—ঈষৎ চিন্তাশীল মুখে অপূর্ব বিষাদ-মিশ্র স্নেহের ভাব মাখানো—দেবী-মূর্তির মহনীয় কল্পনা বটে। প্রাচীন গ্রীক চিত্র-আঁকা মাটীর পাত্র, তানাগ্রা আর অন্য জায়গার পোড়ামাটীর পুতুল আর অন্য মূর্তি, ছোট-ছোট ব্রঞ্জের মূর্তি,—কত আর নাম করা যায়? বের্লিনের মিউজিয়মে পূরো বাড়ী-কে-বাড়ী এনে জমা ক'রেছে ; পের্গামসের গ্রীক মন্দির প্রায় সবটা, তার বিরাট্ ভাস্কর্য্য সমেত ; বাবিলনের সিংহদ্বার ; মশাত্তার আরব প্রাসাদ। ইটালি, হলাণ্ড, বেলজিয়ম, জরমানি প্রভৃতি দেশের মধ্য-যুগের আর রেনেসাঁস-যুগের শিল্প,—চিত্র, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি—এরও প্রচুর সংগ্রহ। নৃতত্ত্ববিষয়ক মিউজিয়মে মধ্য-এশিয়া আর চীন জাপানের সংগ্রহ লক্ষণীয়। প্রাচীন বা আধুনিক ভারতের জিনিস তেমন বেশী নেই। নৃতত্ত্ব-বিদ্যার মিউজিয়মের অন্যতম কর্মচারী ডাক্তার Waldschmidt ভাল্ট্‌শ্‌মিট আর ডাক্তার Meinhard মাইন্‌হার্ট—এঁদের সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছিল ; এঁরা খুবই সৌজন্য দেখান,—আর ডাক্তার ভাল্ট্‌শ্‌মিট আমায় মধ্য-এশিয়া আর ভারতের সংগ্রহ যা আছে তা বেশ ভালো ক'রে দেখান। আমেরিকা আর এশিয়ার সংগ্রহ ছাড়া, মেক্সিকোর প্রাচীন মূর্তি ভাস্কর্য্য প্রভৃতির, আর নিগ্রো শিল্পের, খুব বড়ো আর সুন্দর সংগ্রহ আছে। এগুলিও আমার পূর্ব-পরিচিত প্রিয় বস্তু, আবার দেখবার ঝোঁক অনেকদিন ধ'রেছিল,

এবার এগুলি বেশ তারিয়ে-তারিয়ে দেখলুম। পশ্চিম আফ্রিকার সুবিখ্যাত বেনিন্-শহরের লোকেরা আফ্রিকার মহাদেশে শিল্প বিষয়ে সবচেয়ে অগ্রণী ছিল, এই নগরে তৈরী ব্রঞ্জের মূর্তি আর ঢালাই-করা চিত্র-ফলক, আর হাতীর-দাঁতের কাজ, বের্লিনে এসে ভালো ক'রে দেখবার ইচ্ছা অনেক দিন থেকেই ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঠিক এই সংগ্রহটী থেকে প্রায় সব মূল্যবান্ বা শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি সরিয়ে' রাখা হ'য়েছে, কে এই সব নিয়ে আলোচনা ক'রছেন, তাঁর জন্য। লণ্ডনে বেনিন্-নগর থেকে আনা একটী নিগ্রো মেয়ের জীবন্ত আকারের ব্রঞ্জে ঢালা মুণ্ড আছে, সেটী ৩০০।৪০০ বছর আগেকার কীর্তি, নিগ্রো শিল্পের এক চরম প্রকাশ হ'য়েছে এই কন্যা-মূর্তিটীতে। লণ্ডনের এই মূর্তিটীর ঠিক একটী জুড়িদার—অন্য ঢালাই-করা অনুকৃতি—বের্লিনের বেনিন্-সংগ্রহে আছে জানতুম, তার ছবিও দেখেছি—এবার সেটী চাক্ষুষ দেখবো আশা ছিল, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হ'ল না। এই মূর্তির (অন্য পাঁচটী শ্রেষ্ঠ মূর্তির সঙ্গে) ছাঁচে-ঢালা প্লাস্টর-অফ-পারিসের ব্রঞ্জের রঙে রঙীন নকল, যন্ত্র-সাহায্যে তৈরী ক'রে মিউজিয়মেই বিক্রী হ'চ্ছে, যাঁরা এই নকল রাখতে চান তাঁরা কিনতে পারেন। দুধের সাধ ঘোলে মেটালুম,—ছাঁচে-ঢালা-রঙ করা প্লাস্টরের এই নকলটীই দেখা গেল। নিগ্রো জাতির মেয়েদের মধ্যে যে কমনীয়তা, আমাদের চোখে অপ্রকটিত যে একটা সৌন্দর্য্য আছে, নিগ্রো মুখের সত্যকার আদলের সঙ্গে-সঙ্গে সেই সৌন্দর্য্য আর কমনীয়তাটুকু এই অখ্যাত অজ্ঞাত বেনিনের নিগ্রো শিল্পী ফুটিয়ে' তুলেছে। মেয়েটীর গলায় একরাশ পলার কণ্ঠী, মাথায় পলার মালার টুপী, তা থেকে ঝুলছে কানের পাশে পলার মালা। ঐ শহরের রাজবংশীয়দের প্রাচীন অলঙ্কার এই রকম হ'ত। জগতের ভাস্কর্য্য-শিল্পের মধ্যে এক অতি উচ্চ স্থান দিতে হয় এই মূর্তিটীকে।

এ ছাড়া আছে আধুনিক শিল্প—ছবি প্রভৃতির—সংগ্রহ। মাসখানেক

ধ'রে এই-সব মিউজিয়ম ঘুরলেও বোধ হয় আমার তৃপ্তি হয় না। যে চোদ্দ দিন ছিলুম, সময় পেলেই একটা-না-একটা মিউজিয়মে চ'লে যেতুম, আর যতক্ষণ পারা যেত, খুব ঘুরে-ঘুরে দেখতুম॥

[১০]

বের্লিন

ইউরোপের যে-সব বড়ো-বড়ো শহরে নানা শিল্প-দ্রব্য তৈরী হয় কিংবা নানা স্থান থেকে শিল্প-দ্রব্য এনে যেখানে বিক্রী করা হয়, সে-সব শহরের দোকানগুলির রাস্তার ধারের জানালা আজকাল যে-ভাবে সাজিয়ে' রাখে, তাতে ক'রে মনে হয়, অনেক স্থলে যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিনা, বিরাট্ সংগ্রহ-শালার ভিতর দিয়েই চ'লেছি। লণ্ডন, পারিস, ভেনিস, ভিয়েনা—এই সব শহরের মতন বের্লিনের দোকানের বাহারও খুব। দোকানগুলির বড়ো-বড়ো জানালা, তাতে দেয়াল-জোড়া প্লেট গ্লাস, তার পিছনে রকমারি জিনিসের পসরা দেওয়া র'য়েছে। বের্লিনে একটী জিনিসের কাজ খুব হয়—সেটী হ'চ্ছে amber আম্বর। উত্তর-ইউরোপে—বাল্‌টিক-সাগরের আশ-পাশের দেশে—এই জিনিস খুব পাওয়া যায়। এটী হ'চ্ছে pine বা সরল-জাতীয় গাছের fossilised অর্থাৎ অশ্মীভূত নির্য্যাস, রজন বা গঁদ জাতীয় বস্তু, অশ্মীভূত। রঙ্‌টা হ'চ্ছে ফিকে হ'লুদে কিংবা গাঢ় বাদামী; জিনিসটা স্বচ্ছ, কঠিন; ডেলা-ডেলা অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রবাল, হাতীর-দাঁত, কচ্ছপের-খোলা, ঝিনুক, আর নানা রঙের পাথরের মতন আম্বর ব্যবহৃত হয়। আম্বর কেটে, মালার দানা, মূর্ত্তি, কৌটা, নল, নানা টুকিটাকি জিনিস তৈরী হয়; রত্ন-হিসাবে আম্বর

ব্যবহৃত হয়। এক সময়ে দক্ষিণ-ইউরোপের গ্রীস-রোমের লোকেরা উত্তর-ইউরোপের দেশে এই আম্বরের খোঁজে যেত। চীন জাপানেও আম্বরের চাহিদা আছে, সেখানেও শিল্পীর: মূর্তি আর নানা মণিহারী জিনিস আম্বর দিয়ে তৈরী করে। বের্লিনের রাস্তায় এই রকম আম্বরের কতকগুলি দোকান দেখি—স্বচ্ছ পীতবর্ণ আম্বর বেশ নয়নপ্রীতিকর লাগ্‌ত। কখনও কখনও আম্বরের টুক্‌রোর মধ্যে একটা মাছি র'য়ে গিয়েছে দেখা যায়; এই রকম ছোটো টুক্‌রো, ভিতরে কালো মাছি স্বচ্ছ আম্বরের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে—এরা লকেট করিয়ে, ব্যবহার করে। বের্লিনে হাতীর-দাঁতের কারিগর আছে দেখলুম—তবে মনে হ'ল, চীন, জাপান আর আমাদের ভারতবর্ষের (বিশেষ ক'রে ত্রিবাঙ্কুরের) কারিগরদের মতন হাতীর-দাঁত কাটায় পাকা হাত এদের নয়। চীনামাটীর মূর্তি-শিল্প, মধ্য-ইউরোপে কেন, ফ্রান্সে; ডেনমার্কে আর ইংলাণ্ডেও—খুব লোকপ্রিয় শিল্প; চীনামাটীর জিনিসের, মূর্তি প্রভৃতির, দোকানও খুব। ব্রঞ্জ আর অন্য ধাতুর মেডাল আর চতুষ্কোণ পদকের দোকান; আর দু'-চারটী গহনা আর মীনার দোকান;—আর এ ছাড়া, রকমারি সাবেক কালের জিনিসের দোকান;—এসবের জানালার ধারে দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' আমার অনেক সময় কাট্‌ত।

পারিসের সৌধ-সৌন্দর্য্য, আর পারিসের বাগান-বাগিচায় রাস্তার ধারে যেখানে সেখানে সুন্দর-সুন্দর মূর্তি আর ভাস্কর্য্যের প্রাচুর্য্য বের্লিনে নেই, তবুও বের্লিন এত বড়ো জরমান জাতের রাজধানী ব'লে বের্লিনের লোকেরা মূর্তি ইত্যাদি দিয়ে নিজেদের নগরকে সাজাতে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু সব জায়গায় এরা সৌন্দর্য্য আন্‌তে পারে নি। Schloss 'শ্লস্' বা কাইসারদের প্রাসাদের সামনে, সম্রাট্ প্রথম ভিল্‌হেল্‌ম্ বা উইলিয়ামের স্মারক যে বিরাট মূর্তি-সমূহ খাড়া করা হ'য়েছে, সেগুলিতে সৌন্দর্য্যের চেয়ে চমকপ্রদতাই বেশী বিদ্যমান; গ্রানাইট্ পাথরের খুব উঁচু এক বেদীর উপরে, ঘোড়ায়-চড়া সম্রাটের ৩০ ফুট

উঁচু বিশালাকার ব্রঞ্জে তৈরী মূর্ত্তি; ঘোড়ার মুখ ধ'রে চ'লেছেন শান্তি দেবী; বেদির চার কোণে চারটী জয়া-দেবীর মূর্তি; আর দুই দিকে দুটী বিরাট্ মূর্তি—একটী যুদ্ধের, অন্যটী শান্তির। বিশালাকার সব কয়টা মূর্তি ব্রঞ্জে ঢালা, একটা বিরাট্ ব্যাপার—কিন্তু মোটেই ভালো লাগেনা।

ইউরোপে রেনেসাঁস-যুগে, গ্রীসের বাস্তু-রীতি এবং গ্রীক আর রোমান ভাস্কর্য্যের প্রভাবে প'ড়ে, ইউরোপীয় শিল্পীরা মধ্য-যুগের বিজাতীয় ও গথিক শিল্প-ধারাকে বর্জন ক'রে, পঞ্চদশ শতকে যে নোতুন ধারার প্রবর্তন ক'রলে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের baroque 'বারক' আর rococo 'রোকাকো'-তে সেই রেনেসাঁস শিল্প-ধারার পর্য্যবসান হ'ল। সুপ্রাচীন আর শ্রেষ্ঠ যুগের গ্রীক ভাস্কর্য্য হ'চ্ছে নিছক ধ্রুপদ; সে ধ্রুপদকে রেনেসাঁস যুগের ইউরোপ ঠিক আয়ত্ত ক'রতে পারলে না—এই ধ্রুপদ রেনেসাঁসের শিল্পীদের হাতে হ'য়ে দাঁড়াল' খেয়াল; অলঙ্করণ-বাহুল্যে এই খেয়াল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের শিল্পে বারক আর রোকোকোর টপ্পা-ঠুমরী হ'য়ে প'ড়ল। তখন ইউরোপীয় শিল্পে আবার চেষ্টা হ'ল, গ্রীকের গুরুগম্ভীর ধ্রুপদকে নোতুন ক'রে আনা যায় কিনা। অষ্টাদশ শতকের শেষ-ভাগে আর উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে—বিশেষ ক'রে ফরাসী সম্রাট নাপোলেওন-এর আমলে—শুদ্ধ গ্রীক শিল্পের রূপটুকু আবার ফিরিয়ে' আন্‌বার চেষ্টা হয়। আরও গভীর-ভাবে গ্রীক আর লাতীন সংস্কৃতির রস-ধারার মধ্যে নিমজ্জিত হ'য়ে যাবার একটা আকাঙ্ক্ষা ইউরোপের —বিশেষ ক'রে জরমানির—পণ্ডিতদের মধ্যে দেখা দেয়; তারই ফলে এটা হয়। জরমানিতে গ্রীক আর লাতীন ভাষা আর সাহিত্যের চর্চা আগের চেয়ে অন্তরঙ্গ-ভাবে আরম্ভ হয়। গ্রীক-লাতীন-প্রেমী অনেক জরমান এমন কি নিজেদের বংশ-পদবীও গ্রীকে বা লাতীনে অনুবাদ ক'রে নেন—Neumann হ'য়ে যান Neander, Holtmann হন Xylander বা Dryander, Goldnagel হ'লেন Chryselius, Hering হ'লেন Alexis; এগুলি জরমান

পদবীর গ্রীক অনুবাদ—আরও গুটিকতক এরকম অনুবাদ আছে; আবার লাতীনও ক’রে নেওয়া হয়—Schmidt হ’লেন Faber, Goldschmidt হ’লেন Aurifaber, Weber হ’লেন Textor, Schneider হ’লন Sartorius, আর Bauer হ’লেন Agricola। নিজেদের ব্যক্তি-গত জীবনে যারা এইভাবে গ্রীক-রোমান জগতের স্পর্শ পাবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিল, তাদের বাহ্য জীবনেও যে গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির ছাপ আরও গভীর-ভাবে প’ড়বে, তার আর আশ্চর্য্য কি? ফ্রান্সের মতন, ইংলাণ্ডের মতন, জরমানিতেও শুদ্ধ গ্রীক বাস্তু-রীতি আর শুদ্ধ গ্রীক ভাস্কর্য্য দেখা দিলে, নোতুন ভাবে এসে লোকের শিল্প-চেতনাকে জয় ক’রলে। দোরীয়, ইওনীয়, কোরিন্থীয় রীতির ইমারত চারিদিকে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ইটালীর ভাস্কর Canova কানোভা, ডেনমার্কের Thorvaldsen টর্‌ভাল্‌ড্‌সেন, ইংলাণ্ডের Flaxman ফ্লাক্সমান, আর ফ্রান্সের চিত্রকর David দাভিদ—এঁদের মত নামী শিল্পী জরমানিতে কেউ উদ্ভূত না হ’লেও, বহু সুযোগ্য শিল্পী এসে জরমানির বাস্তু-রীতিতে আর ভাস্কর্য্যে গ্রীক দেবলোকের হাওয়া বহালে। পারিসের Madelaine মাদ্‌লেন গির্জা আর Arc de Triomphe আর্ক-দ্য-ত্রিঅঁফ্‌-এর তোরণ—এগুলির মত বিরাট্ ব্যাপার (পারিসের এই দুটী ইমারত রোমান ধাঁজে তৈরী) বেলিনে গ’ড়ে ওঠেনি; তবে Unter den Linden উন্তের্ দেন-লিন্দেন্ সড়কে শুদ্ধ গ্রীক রীতির দুটী জিনিস দেখে চোখ জুড়িয়ে’ যায়,—একটী হ’চ্ছে এই রাস্তার পশ্চিমের মোড়ে বিখ্যাত Brandenburg Tor বা ব্রান্দেন্‌বুর্গ তোরণ—এটী আথেন্স-এর আক্রোপলিস্-গড়ের তোরণের নকলে তৈরী; আর অন্যটী হ’চ্ছে, এই রাস্তার পূব-মোড়ে একটী ছোটো বাড়ী—আগে সেটী রাজার পাহারাদার সেপাইদের আড্ডা ছিল (Koenigswache), এখন বাড়ীটীকে জরমান্ জাতীয়তার বা Germania গের্‌মানিয়া-মাতার মন্দির-রূপে ব্যবহার করা হয়; এই বাড়ীটী ছোটো, আর

শুদ্ধ দোরীয় রীতির স্থাপত্যের একটী অতি চমৎকার নিদর্শন। আরও পূর্বে গিয়ে, প্রাচীন সংগ্রহশালার বাড়ীটীও গ্রীক রীতিতে তৈরী দেখা যায়। এ ছাড়া, বের্লিনের এখানে ওখানে পুনরুজ্জীবিত গ্রীক বাস্তু-রীতির নিদর্শন আরও কতকগুলি আছে। বিগত মহাযুদ্ধের পরে, ইংলাণ্ডে, ফ্রান্সে, ইটালিতে আর অন্য দেশে, জাতীয়তা-বোধকে জন-সাধারণের মধ্যে সুদৃঢ় ক'রে রাখবার জন্য নানা রকমে চেষ্টা হ'চ্ছে; তার মধ্যে একটা হ'চ্ছে Cult of the Unknown Soldier, অর্থাৎ 'অজ্ঞাত, মৃত সৈনিকের পূজা।' সমগ্র জাতির মধ্যে থেকে উদ্ভূত দেশ-রক্ষা আর জাতির গৌরব-বর্ধনের স্পৃহায় যারা প্রাণ দিয়েছে আর দেবে, তাদের প্রতীক-স্বরূপ, এক অজ্ঞাত-নামা অজ্ঞাত-পরিচয় মৃত সৈনিকের দেহ এনে কোনও বিশেষ স্থানে সমাহিত করা হয়, আর বছর বছর তার স্মৃতির উদ্দেশে—অর্থাৎ যারা দেশের জন্য আর জাতের গৌরব-বৃদ্ধির জন্য প্রাণ দিয়েছে সেই জ্ঞাত আর অজ্ঞাত বীরদের স্মৃতির উদ্দেশে, এই সমাধিতে ফুলের মালা আর তোড়া দেওয়া হয়, দেশাত্মবোধের আগুন এই ভাবে জ্বালিয়ে' রাখ্‌তে সাহায্য করা হয়। কোনও নামী বিদেশী এলে, তাঁকে তাঁর রাষ্ট্রের তরফ থেকে একদিন গিয়ে, এই অজ্ঞাত সৈনিকের সমাধিতে ফুল চড়িয়ে' আস্‌তে হয়, এই রকম একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে' গিয়েছে। জরমানিতে দেশাত্ম-বোধ আর জরমান জাতির গৌরব-বোধকে সদা-জাগ্রত ক'রে রাখ্‌বার জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। Unknown Soldier-এর দেহ এনে সমাধিস্থ করা হয় নি; জরমানির অন্য কোথাও এই "অজ্ঞাত-পরিচয় মৃত যোদ্ধা"র পূজা প্রবর্তিত হ'য়েছে কি জানি না; তবে Unknown Soldier-এর গোরস্থানের পরিবর্তে, দেশমাতৃকার একটী বেদি প্রতিষ্ঠিত করা হ'য়েছে, পুরাতন Kœnigswache-এর বাড়ী এই সুন্দর গ্রীক মন্দিরটীতে। মন্দিরের ভিতরকার বেদীর উপরে জরমান জাতির স্বার্থত্যাগ আর জরমান জাতির মহত্ত্ব আর গৌরবের উদ্দেশ্যে বড়ো-বড়ো মালা সকলে

দিয়ে যাচ্ছে—স্বদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ; আর বিদেশের বিশিষ্ট আর প্রতিভূ-স্বরূপ ব্যক্তিরা কেউ বের্লিনে এলে জরমান-জাতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে' এই ভাবে মালা দিয়ে যায় (আমাদের ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রেরা বের্লিনে তাদের সাংবৎসরিক সভা করবার জন্য জমা হ'য়েছিল, তারাও একদিন দলবদ্ধ হ'য়ে এসে একটা মালা দিয়ে যায়)। নানান্ লোকে—জরমান আর বিদেশী মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো—এই মন্দিরে ঢুকে দেখে যাচ্ছে ; দেশমাতৃকার, Germania গের্মানিয়া-দেবীর মন্দির, কোনও মূর্তি নেই, খালি বেদি—মহান্ জরমান জনগণের অশরীর আত্মা যেন এই মন্দিরের মধ্যে বিদ্যমান ; মাঝখানে বেদির দুপাশে আরও দুটী সু-উচ্চ স্তম্ভাকার বেদি, তার উপরে একটী ক'রে ব্রঞ্জের অগ্ন্যাধার, তাতে সারাক্ষণ অগ্নিশিখা জ্ব'লছে—বোধ হয় গ্যাসের শিখা জ্বালিয়ে' রাখা হ'য়েছে। সমস্তটা আমার বেশ লাগ্ল, বেশ একটা গাম্ভীর্য্য আছে ; কালচে ধূসর বর্ণের পাথরে সরল নিরাভরণ দোরীয় রীতির বাড়ীর থাম আর দেয়ালের ঋজু রেখা-সুষমা, মন্দির-ঘরে ভিতরের আলো আঁধারের মধ্যে শূন্য বেদি, আর বেদির পাদপীঠে রাশি রাশি ফুল—বেশির ভাগই সাদা ফুল, আর সবুজ পাতা, আর মালার গায়ে জড়ানো রঙীন রেশম বা সাটিনের ফিতে ; বেদির দুধারে ধ্বকধ্বকায়মান দুই অগ্নিশিখা ; সারা ব্যাপারটীতে বেশ একটা সম্ভ্রম জাগে মনে। বাইরে থামওয়ালা মন্দির-পুরোভাগে, প্রবেশ-দ্বারের দুধারে, দুজন সিপাহী কাঁধে বন্দুক চড়িয়ে' দাঁড়িয়ে—বেছে বেছে দীর্ঘাকার প্রিয়দর্শন দুজন ক'রে যুবককে এখানে খাড়া রাখা হয় ; এরা দশটা- পাঁচটা সারা দিন ধ'রে রাজার বাড়ীর বা আমাদের দেশের লাটের বাড়ীর পাহারার মতন খাড়া থাকে ; যতক্ষণ ধরে এদের পাহারায় খাড়া থাক্বার পালা, ততক্ষণ এরা দাঁড়িয়ে' থাকে, যেন পাথরের মূর্তি—একটুও নড়ে না—প্রচণ্ড শক্তির দ্যোতনা নিয়ে, জরমান যুবশক্তির জীবন্ত মূর্তি-স্বরূপ এরা বিরাজমান থাকে। দেশাত্মবোধের বা জাতীয় গৌরবের

মন্দিরে পরিণত হ'য়ে, রাজার প্রহরী-নিবাস এই দোরীয় মন্দিরের নোতুন নাম হ'য়েছে Ehrenmal বা "গৌরব-স্মারক মন্দির"।

Unter den Linden-এর এইখানটা কতকগুলি অতি চমৎকার বাড়ীতে আর কতকগুলি মূর্তিতে অপূর্ব সুন্দর। জাতীয় পুস্তকাগার, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রহরী-নিবাস (অধুনা দেশাত্মবোধ-মন্দির), তারপরে অস্ত্রশস্ত্র-সম্বন্ধীয় সংগ্রহশালা (Zeughaus), এগুলি রাস্তার উত্তর দিকে; রাস্তার দক্ষিণ দিকে পর পর সম্রাট্ প্রথম ভিল্‌হেল্ম্-এর প্রাসাদ, জাতীয় অপেরা বা নাট্যমন্দির, আর তার পিছনে সিদ্ধা Hedwig হেড্‌ভিগ্-এর গির্জা, তার পরে ভূতপূর্ব যুবরাজের প্রাসাদ—এগুলি রাস্তার দক্ষিণ দিকে। তার পর কতকগুলি গ্রীক ধরণের মূর্তি সম্বলিত একটী পোল দিয়ে Kupfergraben-এর ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পেরিয়ে, আরও কতকগুলি বিরাট প্রাসাদের সমাবেশ—প্রাচীন আর নবীন সংগ্রহশালা, জাতীয় চিত্রাগার, সম্রাটের প্রাসাদ। ভেনিসের সান-মার্কো গির্জার সাম্‌নেকার চত্বর, ব্রাসেল্‌স্-এর গ্রাঁৎ-প্লাস্ বা প্রাচীন পৌরজন-সভাগৃহের নগর-চত্বর, দিল্লী আর আগ্‌রার কেল্লা, ফতেপুর-সিক্‌রী, কাশীর ঘাটের শ্রেণী, নেপালের কাঠ-মাড়ো পাটন আর ভাতগাঁওয়ের দরবার-চত্বর—সৌধশ্রীমণ্ডিত এই রকম সব জায়গার কথা এখানে এলে স্বতঃ মনে হয়। এখানটায় আবার মূর্তি অনেকগুলি আছে—Unter den Linden রাস্তার মাঝখানেই প্রুষিয়ার গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মহান্ ফ্রীড্‌রিখ-এর অশ্বসাদী মূর্তি, নানা অন্য মূর্তি আর ফলক্-চিত্রের সমাবেশে এটী বের্লিনের বিশেষ লক্ষণীয় একটী স্মারক-বস্তু; তার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ীর সামনের বাগানে কতকগুলি বিশ্ববিখ্যাত জরমান মনস্বী আর পণ্ডিতের মূর্তি আছে; আর তা ছাড়া আছে কতকগুলি সেনাপতির মূর্তি। প্রহরী-নিবাস (বা দেশাত্মবোধ-মন্দির)-এর দুপাশে Buelow ব্যূলভ্ আর Scharnhorst শার্ন্‌হর্স্ট্—এ দুই সেনাপতির মূর্তি আছে, Rauch রাউখ্ ব'লে এক

জরমান্ ভাস্কর এগুলি রচনা করেন। মূর্তি দুটী ১৮২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই মূর্তির পাদপীঠে তিনটী তিনটী ছয়টী মার্বল-পাথরে খোদাই-করা চিত্র-ফলক আছে—এগুলি জরমানির অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে পুনরুজ্জীবিত গ্রীক-ধাঁজের ভাস্কর্য্যের অতি সুন্দর নিদর্শন। চিত্রের বিষয়গুলি রূপকাত্মক—সর্বত্রই দেশের গৌরব, দেশমাতৃকা বা দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দেশের বিজয়িনী দেবী—এঁদের নিয়ে;—কেমন ভাবে এঁরা দেশ রক্ষা ক'রছেন, তরুণদের মানুষ ক'রে তুল্‌ছেন বিদ্যায় শ্রমে আর শৌর্য্যে, কেমন ক'রে সদা-জাগ্রত ভাবে দেশের লোকের প্রাণে উৎসাহ জীইয়ে' রাখ্‌ছেন। এই ফলক-চিত্রগুলি গতবার যখন বের্লিনে আসি তখনই আমায় মুগ্ধ ক'রেছিল; এক যুগের স্মৃতি মুছে যায় নি। তখন এর ছবি সংগ্রহ ক'রতে পারি নি। এবার কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধে, বন্ধুবর রাইন্‌হার্ট্ ভাগ্‌নর্ আর প্রীতিভাজন বের্লিন-প্রবাসী শ্রীযুক্ত সুধীর সেন—এঁরা এই মূর্তি দুটীর পাদপীঠের ফলক কয়খানির ছবি আমায় তুলিয়ে' পাঠিয়ে' দেন, এঁদের এই সৌজন্যপূর্ণ অনুগ্রহে এই ছয়খানি ফলক-চিত্র বাঙালী পাঠকদের সামনে ভেট দিতে পারা গেল।

বের্লিনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে, তের বছরের স্মৃতি আবার জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—বহু স্থানের সঙ্গে যে পূর্ব-পরিচয় হ'য়েছিল তা স্মরণ-পথে আবার অস্‌তে লাগ্‌ল। মনে হ'ল, কই না, বের্লিন বেশী তো বদলায় নি। কিন্তু বাহ্যতঃ এই শহরের রূপে কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য না ক'রলেও, কতকগুলি বিষয়ে এর আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন—বের্লিনের লোকেদের মনোভাবের আর অংশতঃ রীতি-নীতির পরিবর্তন—খুবই লক্ষণীয়।

হিন্দুস্থান-হাউস্-এ থাক্‌তে হয় স্বদেশীয়দের সঙ্গে; দিন-রাত একত্র অবস্থান খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা, বাঙালী পাঞ্জাবী হিন্দুস্থানী আর মাদ্রাজীদের সঙ্গে। এতে ক'রে জরমান-ভাষার ব্যবহার সারাদিনে হয় তো একবারও ক'রতে

হ'ল না। বের্লিনে আস্‌বার অন্যতম উদ্দেশ্য, যতটা পারা যায় জরমানদের সঙ্গে মেলা-মেশা ক'রে জরমান ভাষাটা একটু ষড়গত ক'রে নেওয়া। হিন্দুস্থান-হাউসে ৩।৪ দিন থাকবার পরে আমি বাসা ব'দলে একটী pension পাঁসিওঁতে উঠলুম। বাড়ীউলী এক বৃদ্ধা জরমান মহিলা, বাড়ীর ঝী-চাকর জরমান ছাড়া আর কিছু জানে না।

এইবার বের্লিনে এসে অধ্যাপক Reinhard Wagner রাইনহার্ট্ ভাগ্‌নর-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় ক'রে বিশেষ প্রীত হ'লুম—এবারকার ইউরোপ-ভ্রমণে এই বন্ধুত্ব একটী পরম লাভ। অধ্যাপক ভাগ্‌নর-এর বয়স পঞ্চাশের উপর হবে—চেহারাখানা একেবারে নিছক জরমান-পণ্ডিত-মার্কা ; একটু হৃষ্ট-পুষ্ট, চোখে চশমা, ধীরগতিতে চলাফেরা, ধীরভাবে কথাবার্তা, প্রায়ই একটু অন্যমনস্ক ভাব—ভদ্রলোক যেন বাস্তব রাজ্য ছেড়ে মানসিক জগতেরই অধিবাসী ; আর ব্যবহার, অসাধারণ হৃদ্যতা আর সৌজন্যে ভরা ; সরল নিষ্কপট ব্যবহার সকলেই মুগ্ধ করে। ইনি একটী সরকারী ইস্কুলে জরমান ভাষা আর সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। মাতৃভাষা আর তার সাহিত্য আজীবন চর্চা ক'রে এসেছেন—আর এই চর্চার আনুষঙ্গিক আলোচনা হিসেবে এঁকে ভাষাতত্ত্ব আর তার সঙ্গে-সঙ্গে কিছু সংস্কৃত ভাষাও প'ড়তে হয়। তিনি লাতীন গ্রীক তো জানেনই। পঠদ্দশায় সংস্কৃত আর ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন ; মনে মনে এই আগ্রহ নিয়ে ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলির চর্চায় আত্মনিয়োজিত হন যে, বেদ থেকে আরম্ভ ক'রে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত—বৈদিক, সংস্কৃত, পালি প্রাকৃত আর আধুনিক আর্য্য ভাষায় লেখা ভারতের সমগ্র সাহিত্য—যেন মূল ভাষায় প'ড়ে তার রস-গ্রহণে সমর্থ হন। এই আগ্রহ জীবনে অনেকখানি ফলিয়ে' তুলেছেন ; বৈদিক, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত বেশ শিখে নিয়েছেন, আর জরমানিতে ব'সে-ব'সেই বিশেষ ক'রে বাঙলা-ভাষারও পণ্ডিত হ'য়েছেন। বাঙল-ভাষা ইনি যে অবস্থায় প'ড়ে

দখল ক'রেছেন, তাতে তড়-বড় ক'রে বাঙলা ব'লে যেতে পারেন না ;— কোনও ভাষা ভালো ক'রে ব'ল্‌তে শিখ্‌তে হ'লে, সেই ভাষা যারা সহজ ভাবে বলে বা ব'ল্‌তে শিখেছে এমন কতকগুলি লোকের মধ্যে বাস করা আবশ্যক হয়। অধ্যাপক ভাগ্‌নর দুঃখ ক'রে আমায় চিঠি লিখেছিলেন, আর মুখেও আমায় ব'লেছিলেন, বের্লিনে বাঙালী অনেকেই আসনে বটে, বাঙ্‌লাভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ দেখে অনেকে খুশীও হন আর তাঁকে সাহায্য ক'রবেন স্বীকারও করেন, কিন্তু অনেক সময়ে তাঁদের ধৈর্য্য বেশী দিন স্থায়ী হয় না, তাঁরাও পাঁচ কাজে ফেরেন—ফলে, বঙ্গভাষীর সাহচর্য্য বের্লিনে ব'সে-ব'সে তাঁর ভাগ্যে আশা বা ইচ্ছার অনুরূপ ঘটে না। তবে শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিলীপকুমার রায় আর অন্য কয়েকজন বাঙালীর সাহায্য আর সাহচর্য্য তাঁর বাঙলা সাহিত্য আর ভাষা আলোচনায় যে বিশেষ কার্য্যকর হ'য়েছিল, তা' তিনি খুবই স্বীকার করেন। কিন্তু ভাগ্‌নর্ বাঙলা ভাষার নাড়ী-নক্ষত্রের সঙ্গে ঘরে ব'সে ব'সে সুপরিচিত হ'য়ে নিয়েছেন— বাঙলা ব্যাকরণ আর বাঙলা ভাষাতত্ত্বের কিছুই তাঁর কাছে অজ্ঞাত বা অপরিচিত নেই। ঘরে ব'সে ব'সে বিস্তর মূল বাঙলা বই প'ড়ে নিয়েছেন, জরমান-ভাষায় অনেক অনুবাদও ক'রেছেন; বিভিন্ন লেখকের লেখা থেকে বাঙলা ছোটো গল্পের একটী সঙ্কলন ক'রে, সেটীকে জরমানে অনুবাদ ক'রেছেন; এইভাবে জরমান ভাষী জগতের সমক্ষে বাঙলা ছোটো গল্পের একটু পরিচয় দিয়েছেন। এই রকম ছোটো গল্পের একটী সংগ্রহ মূল বাঙলা অক্ষরে আর রোমান বর্ণান্তরীকরণে, বাঙলা প'ড়তে চায় এমন জরমান ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত ক'রেছেন; বইখানি বিখ্যাত জরমান সংস্কৃত বিৎ পণ্ডিত Heinrich Lueders হাইন্‌রিখ লূডর্স্‌কে আর আমাকে মিলিত ভাবে সমর্পণ ক'রেছেন। বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-ভাষা-বিভাগ থেকে এই বই ১৯৩০ সালে বেরিয়েছে। এঁর বাড়ীতে গিয়ে খুব ঘনিষ্ঠ-ভাবে ক'দিন

এঁদের সঙ্গে আমি মিশি। এঁর বাঙলা ভাষায় দখল আর খুঁটিনাটির জ্ঞান দেখে সাধুবাদ না দিয়ে পারিনি। শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের "ঠাকুরমার ঝুলি"-র এক জরমান অনুবাদ ক'রেছেন। দক্ষিণা-বাবুর গল্পগুলি পূর্ব-বঙ্গে সংগৃহীত, তার মূল ভাষাকে মোটামুটি ক'লকাতার ভাষায় রূপান্তরিত ক'রে দেবার চেষ্টা হ'য়েছে; কিন্তু ক'লকাতার ভাষার উচ্চারণ-অনুসারী বানান আর শব্দ আর ধাতু-রূপের অন্তরালে, বহু স্থলে মূল পূর্ব-বঙ্গীয় ভাষার রূপগুলি উঁকি মারছে। আমি ভদ্রলোকের অভিনিবেশ আর ভাষা-বিষয়ে কুশাগ্র বোধ বা বিচারশক্তি দেখে অবাক্ হ'য়ে গেলুম—পশ্চিম আর পূর্ব-বঙ্গের ভাষার যে-সব ছোটো-খাটো পার্থক্য ক'লকাতার তিন পুরুষের বাশিন্দে আমরা মাত্র ঠিক-মত ধ'রতে পারি, সেগুলি তিনিও বহু স্থলে ধ'রে ফেলেছেন। এই বইখানির অনুবাদের কাজে যে-সব জায়গায় অর্থ তাঁর কাছে কঠিন, দুরূহ বা অগাধ্য ঠেকেছিল, তার একটা তালিকা তিনি ক'রে রেখেছিলেন, আর আমাকে ক'দিন ধ'রে তাঁর সঙ্গে একত্র বসিয়ে', তার যথা-সম্ভব সমাধান ক'রে নিলেন। কতকগুলি জায়গা আবার আমার কাছেও ব্যাসকূট র'য়ে গেল—ক'লকাতায় ফিরে এসে দক্ষিণা-বাবুর শরণাপন্ন হ'য়ে, সেগুলির সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা গ্রহণ ক'রে, পরে ভাগ্‌নরকে পাঠিয়ে' দিই—আর সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষিণা-বাবুর সঙ্গে ভাগ্‌নরের পত্রযোগে আলাপের বন্দোবস্ত ক'রে দিই। "সূতার পরণ সিলি-সিলি, কোন্ ফোঁড়ন দি?"—"সিলি-সিলি" এই পদের অর্থ কি, আর বাক্যের মধ্যে এর অন্বয়ই বা কি? "নাতী-নাত্‌-কুড়"—"কুড়" শব্দের অর্থ কি? "সার-সার করিয়া" —এই পদাংশ নৌকার পাল তুলে' দেবার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হ'য়েছে, আর রোগ সম্বন্ধেও ব্যবহৃত হ'য়েছে—এদের পরস্পরের সম্বন্ধে কি? "নাগন-দাসী কাঁকণ-মালার চোখ-মুখটি"—"হাতের কাঁকণের নাগন-দাসী"—অর্থ কি? "পিট-কুড়ুলীর ব্রত"—"পিট-কুড়ুলী" শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? ইত্যাদি,

ইত্যাদি। বিদেশী হ'য়েও, আর আমাদের বাঙলা ভাষার বাক্যরীতিতে অভ্যস্ত না হ'য়েও ইনি আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বন্যাত্মক শব্দাবলীর সূক্ষ্ম দ্যোতনা সম্বন্ধে আশ্চর্য্য রকমে সচেতন হ'য়েছেন।

ভাগ্‌নার এইভাবে বাঙলা ভাষা শিখেছেন। একখানা বাঙলা বই পেলে, তিনি তার অনুবাদ ক'রে তার নাড়ী-নক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু সন্ধান দিতে পারেন। সাবেক কালে যেমন গভীর আর অন্তরঙ্গ ভাবে কোনও বইয়ের অধ্যয়ন হ'ত, এ যেন সেই ভাবের পড়া। ভাষা-তত্ত্ব, উচ্চারণ-তত্ত্ব, বাঙলা-ভাষার ইতিহাস—এ সব তাঁর করায়ত্ত; বাঙলা বই অনেক প'ড়েছেন, ভাষাটাও বেশ দখল ক'রেছেন; এখন যদি ইনি বাঙালীদের মধ্যে মাস কতক থেকে বাঙলা ভাষায় কথাবার্তা চালান, চল্‌তি বাঙলা তাড়াতাড়ি ব'ল্‌তে শেখেন, তা হ'লে ইনি অবাঙালীদের মধ্যে বাঙলার অদ্বিতীয় পণ্ডিত হবেন। যা হ'ক, বাঙলা-ভাষায় ভাগ্‌নরের পাণ্ডিত্য বের্লিনের পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে স্বীকৃত হ'য়েছে; তাঁকে বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-বিভাগে বাঙলা ভাষা আর সাহিত্যের অধ্যাপক করা হ'য়েছে। ছাত্র-ছাত্রী অবশ্য বেশী হয় না—বের্লিনে কেই বা শখ ক'রে বাঙলা প'ড়্‌বে! তবে বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন এত বড় একটা জ্ঞানের কেন্দ্রে ভাগ্‌নরের প্রতিষ্ঠা হওয়ায়, তাঁর গুণের কতকটা সম্মান করা হ'য়েছে।

ভাগ্‌নরের প্রতি আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার একটী বিশেষ কারণ আছে। বাঙলাভাষার উৎপত্তি আর বিকাশ বিষয়ক আমার বড়ো বইখানির যত সমালোচনা বেরিয়েছে, তার মধ্যে ভাগ্‌নরের সমালোচনাটী হ'চ্ছে সব চেয়ে বড়ো, আর সব চেয়ে খুঁটিয়ে' লেখা।

খালি বাঙলা-ভাষা-তত্ত্ব-ঘটিত "কচ্চায়ন" নয়, অন্য নানা সদালাপে ভাগ্‌নরের সঙ্গে কয় সন্ধ্যা সানন্দে কাটিয়ে' এসেছি। ভাগ্‌নর বের্লিনের দক্ষিণ অঞ্চলে Tempelhof পল্লীতে ফ্লাট নিয়ে থাকেন; তিনি আর তাঁর স্ত্রী,

এই দুজনে থাকেন, এঁদের নিয়ে সংসার, সন্তানাদি নেই। যখন আমি বের্লিনে ছিলুম, তখন ভাগ্‌নরের বৃদ্ধা মাতা সপ্তাহ কয়েকের জন্য ছেলে-বৌয়ের কাছে এসে ছিলেন। ভাগ্‌নরের মা সাধারণতঃ দেশে ওঁদের পৈতৃক বাড়ীতে থাকেন। ইউরোপে বুড়ো হ'লেও বাপ-মায়ের সংসার বা ঘর আলাদা থাকে; খুব কম ক্ষেত্রেই ছেলের অন্নে এক বাড়ীতে বুড়ো বাপ-মা বাস করে। ভাগ্‌নরের মায়ের মনে ছেলের জন্য বেশ একটু গর্ব আছে—আর ছেলের বিদেশী বন্ধু ব'লে একেবারে ঘরের-ছেলের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার ক'রতেন। তিনি আমায় স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, বাড়ীতে আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এদেরও খবর নিতেন। আমার জরমানের দৌড় তেমন নেই, অধ্যাপক ভাগ্‌নর দোভাষীর কাজ ক'রতেন। ভাগ্‌নরের স্ত্রীকে দেখে প্রতি পদে আমাদের বাঙালী গৃহস্থ-ঘরের গৃহিণীর কথা মনে হ'ত। এঁরা নিঃসন্তান—ভাগ্‌নর-গৃহিণী স্বামীর আর শাশুড়ীর যত্ন নিয়েই আছেন। এই সরল দম্পতীকে আমার বড়োই ভালো লেগেছিল। ভাগ্‌নর-গৃহিণী দুই-একটী ইংরিজি কথা বুঝতেন, তবে তিনি ধীরে-ধীরে জরমানেই আমার সঙ্গে কথা কইতেন—আর বেশীর ভাগ তাঁর স্বামীকে দোভাষী হ'তে হ'ত। সাধারণতঃ বিকালে চা-খাবার সময়ে উপস্থিত হ'য়ে, রাত্রের-আহারও ওঁদের বাড়ীতে সেরে আস্‌তে হ'ত। কখনও বা খালি ভাগ্‌নর-দম্পতীর সঙ্গে সন্ধ্যার দিকে পাড়ায় একটু বেড়িয়ে' আসা যেত। এই মধ্যবিত্ত জরমান পরিবারে দেখতুম, রাত্রের খাবারট' একটু হাল্‌কা রকমের হ'ত—হালকা ব'ল্‌লুম, দুপুরের লাঞ্চ-এর তুলনায়; আমাদের দেশে এই "হালকা" সান্ধ্য আহারও গুরুপাক বিবেচিত হবে। রকমারি সসেজ—'বরাহ'-মাংসময়; ডিম-সিদ্ধ; পনীর; কাঁচা মূলো আর অন্য শবজী; আর তদুপরি প্রচুর রুটি মাখন, চা। দেশভেদে আহারের বিভিন্ন ব্যবস্থা; স্কটলাণ্ডে দেখেছি, ৪॥০টে-৫টার সময় স্কচ গৃহস্থ ভর-পেট High Tea খেয়ে নেয়, এই High Tea হ'চ্ছে পেটভরা জলখাবার

শ্রেণীর—তার পর রাত্রে রুচি-মত সামান্য একটু কফি আর দু'খানা বিস্কুট কেউ হয় তো খেলে।

এইরূপে সারা বিকাল আর সন্ধ্যা জুড়ে ভাগ্‌নরের জিজ্ঞাস্যের আলোচনার ফাঁকে-ফাঁকে, তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে হিট্‌লরীয় জর্‌মানির পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনেক খবর পেতুম। ভাগ্‌নর-দম্পতী প্রাণে মনে হিট্‌লরের অনুরাগী। ভাগ্‌নর বলেন—"Der Fuehrer (অর্থাৎ "আমাদের রাষ্ট্রনেতা",—এই ব'লেই হিট্‌লরের অনুরক্ত জনগণ তাঁর উল্লেখ ক'রে থাকেন—আমাদের মধ্যে যেমন গান্ধীজীর নাম না ব'লে অনেকে কেবল "মহাত্মাজী" বলেন) জর্‌মান জা'তের এক দেবদত্ত নেতা, এঁর মত মহান্ নেতা জর্‌মানি নিতান্ত সৌভাগ্য-বলে পেয়েছে। আমরা জর্‌মান জাতির লোকেরা চিন্তায় আর কর্মে যা চাই, আমরা এঁর মধ্যে তাই পেয়েছি। ইনি তো মানুষ-হিসাবে সকলের চেয়ে বড়ো জর্‌মান, আর জর্‌মান জা'তের ইতিহাসে এঁর জোড়া নেতা বোধ হয় আর কখনও হয় নি।" ভাগ্‌নর একজন সাধারণ অধ্যাপক—ইস্কুল-মাষ্টার; কিন্তু হিট্‌লরের ব্যক্তিত্ব দ্বারা যে-ভাবে এঁর মন নাড়া পেয়েছে, তা দেখে আমি একটু বিস্মিত হ'লুম। ভাগ্‌নর-পত্নীও হিট্‌লরের কার্য্য-কলাপ যে জর্‌মান জা'তের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক হবে, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ আস্থাশীল। এঁরা বিশ্বাসী; আমি তাই সব সময়ে এঁদের বিশ্বাসের কারণ টেনে বিচার করি নি। তবে মোটামুটি ভাবে এঁদের সঙ্গে আলাপ এইটুকু বুঝলুম যে, হিট্‌লর এসে জর্‌মান জা'তকে তার বহুদিন-পোষিত রক্ষণ-শীলতার প্রতিষ্ঠায় আবার খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে উপদেশ দিয়েছেন, তাতে বিভ্রান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় জর্‌মান জা'ত একটা দিশা পেয়েছে। লড়াইয়ের পরে পরাজিত জর্‌মানি, বাইরের অপমানে আর ভিতরকার অভাব অনটনে ম্রিয়মাণ হ'য়ে-প'ড়েছিল। সবচেয়ে জরমানির পক্ষে দরকারী ছিল আভ্যন্তরীণ একতা, আর জাতীয় আদর্শ ঠিক ক'রে নিয়ে, স্থির, অবিচলিত-ভাবে আভ্যন্তরীণ

সংগঠন। কিন্তু আন্তর্জাতিকতার নামে নানা ভাব-সম্ভার এসে জরমান জাতিকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিতে আরম্ভ ক'রলে। এর মধ্যে ইহুদীদেরও হাত ছিল অনেকটা। ইহুদীরা নানা দেশে বাস করে, কিন্তু কোনও দেশকে পুরোপুরি নিজের ক'রে নিতে পারে নি, সর্বত্রই নিজেদের পৃথক্ ঐতিহ্য আর জাতীয়তা-বোধ নিয়ে র'য়েছে। জরমানদের একটা বিশেষ সংস্কৃতি আছে,—একটা বিশেষ মনোভাব আছে, একটা "জাতীয়তা" আছে। ইহুদীরা সে জিনিসকে নিজের ব'লে মেনে নিতে পারে না; তাদের মনে, এ সকলের ঊর্ধ্বে ইহুদী সত্তা, ইহুদী ঐতিহ্য, ইহুদী আন্তর্জাতিকতা বিদ্যমান। আবার এদিকে ধীরে-ধীরে ইহুদীরা জরমানির বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের অধ্যাপনার কার্য্য আর পুস্তক-প্রকাশ, সংবাদপত্র-পরিচালন প্রভৃতি লোকমত-গঠনকারী ব্যবসায় একচেটে ক'রে নিয়েছে; সুতরাং, সাহিত্যে আর পত্র-পত্রিকায় তারা আন্তর্জাতিকতারই প্রচার ক'রে আসৃছে—জরমান জাতীয়তার লাঘব তাদের হাতে হ'য়েছে। এই সব কারণে, আদর্শ-বিপর্য্যয় বা আদর্শ-বিভ্রাটে জরমান জাতি দিশাহারা হ'য়ে পড়ে। এমন সময়ে প্রকট হ'লেন হিট্‌লর। তিনি বিদেশীদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ালেন—বাইরের পাঁচটা জাতির সভায় জরমানির লুপ্ত মান ফিরে এল'। ঘরে তিনি জোর-জবরদস্তি ক'রে ঐক্য আন্‌লেন। ইহুদীদের উপরে দেশবাসীদের নানা কারণে রাগ ছিল। একটা জিনিস সাধারণতঃ অনেক জরমানের চোখে লাগ্‌ত যে, যদিও বহু ক্ষেত্রে ইহুদীরা জরমানির হ'য়ে লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছে, যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার ক'রেছে, খ্রীষ্টান জরমানদের মতই বহু কষ্ট স্বীকার ক'রেছে, তবুও সাধারণতঃ ইহুদীরা লড়াইয়ের বাজারে নানা দিক্ দিয়ে বেশ একটু গুছিয়েই নিয়েছে। ইহুদীরা টাকা পয়সা ক'রছিল এতদিন ধ'রে, তাতে কেউ আপত্তি করে নি; কিন্তু তারা জরমান জা'তের চিত্তের আর রাজনীতি-বিষয়ক গতির নিয়ন্ত্রণের কাজে হাত দেওয়াতেই লোকে চ'টে উঠেছে। হিট্‌লর দেখলেন, এই ইহুদীরা

জরমানির লোক-সংখ্যার অনুপাতে শতকরা একের বেশী নয়, কিন্তু জীবনের নানা বিভাগে ওদের প্রভাব শতকরা ৫০ থেকে ৮০-র কাছাকাছি। ইহুদীদের প্রভাব, জরমান জাতির discipline বা রীতিনীতি-সংরক্ষণের পক্ষে, জাতির চরিত্র বা চর্য্যা বজায় রাখার পক্ষে হানিকর হ'য়েছে—অতএব ইহুদীদের হঠাও; আর তার সঙ্গে-সঙ্গে খাঁটী জরমান হও। এই দুই ধারায় এখন জরমানদের জাতীয় জীবনের গতির প্রবাহকে চালানো হ'য়েছে, তাতে জরমান জাতি এখন আগের চেয়ে আত্মসমাহিত হ'য়েছে; তারা নিজেদের কৌলিক প্রবৃত্তি বা মৌলিক প্রকৃতি অনুসারে নিজেদের ভবিষ্যৎ এখন গ'ড়ে নিতে পারবে।

ইহুদীদের উপরে বহুস্থলে অত্যন্ত বেশী অত্যাচার করা হ'য়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। জাতির মধ্যকার সব শ্রেণীর লোককে মিলিয়ে এক ক'রতে হ'ল, তাদের সামনে একটা সাধারণ শত্রুর বিভীষিকা খাড়া করার দরকার অনেক সময়ে হয়। এইজন্য হাতের কাছে ইহুদীদের পাওয়া গেল, হিট্‌লরের দল সোৎসাহে ইহুদী-দলনের অবতীর্ণ হ'ল। কিন্তু জরমানিতে ইহুদিদেরউপর দেশবাসীর রাগের কারণ কিছু-না-কিছু যে আছে, তা বোঝা যায়। হিট্‌লরের রাজ্যে জরমানরা আগেকার মত "কোথায় ভেসে চ'ললুম তার ঠিকানা নেই", এভাবে এখন আর চল্‌ছে না; তারা সামনে জাতির উন্নতির আদর্শকে রেখে, সুনিয়ন্ত্রিত হ'য়ে অগ্রসর হ'চ্ছে। জীবনের সব দিকেই এখন একটা সামাজিক আদর্শ বা উদ্দেশ্য রেখে এরা চ'ল্‌ছে। আমি নিজে একটা জিনিস যা তের বছর আগে দেখেছিলুম, এবার জরমানিতে তার অস্তিত্বের অভাব দেখে প্রীত হ'লুম। ১৯২২ সালে বের্লিনে আর জরমানির অন্য শহরে বইয়ের দোকানে, খবরের-কাগজের দোকানে, সর্বত্র, উলঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের ছবির ছড়াছড়ি দেখ্‌তুম—কোনও লজ্জা-সঙ্কোচ না ক'রে এই সব ছবি—ফোটোগ্রাফ প্রভৃতি—সকলের চোখের সামনে বিক্রীর জন্য খুলে রাখা হ'ত। জরমানিতে

তখন স্বাস্থ্যের আর শরীরের উৎকর্ষ-বিধানের দোহাই পেড়ে, চারিদিকে Nudist বা নগ্নতাবাদীদের সমিতি আর ক্লাবের ধূম লেগে গিয়েছিল। একটু পল্লীগ্রামে কোনও একটা ঘেরা বাগান নিয়ে এই-সব Nudist Club-এ মেয়ে পুরুষ সদস্যেরা একেবারে উলঙ্গ হ'য়ে একত্র বাস ক'রত, চলাফেরা ক'রত। Nudism বা নগ্নতাবাদের প্রচারের জন্য সচিত্র পত্রিকা বা'র হ'ত—তাতে বিবসন মেয়ে পুরুষের প্রচুর ছবি থাক্‌ত। আমি তখন ভাব্‌তুম—তাইতো, জর্‌মানির হ'ল কি? এই নগ্নতাবাদ কতক্ষণ স্বাস্থ্যরক্ষা আর দেহের উৎকর্ষ-সাধনের উচ্চ আদর্শের গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকে? ছেলে মেয়েরা চোখের সামনে এই-সব ছবি দেখ্‌ছে, তাদের মনে এর কী প্রভাব প'ড়ছে? নগ্নতাবাদের প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে, নগ্ননারী-চিত্রের প্রচার দেশময় বেড়ে যায়, এই-সব ছবি, আর এগুলিকে বড়ো ক'রে দেখবার যন্ত্রাপাতির চাহিদাও বেড়ে যায়—জরমানি থেকে আবার বিদেশেও এই-সব ছবি রপ্তানি হ'তে থাকে। আমি এই Nudist পত্রিকা দু'চার-খানা তখন প'ড়ে দেখি—সম্পাদকীয় লেখায় বা প্রবন্ধ-মুখে বড়ো-বড়ো কথা প্রচার করা হ'লেও, এই-সব পত্রিকায় প্রকাশিত বহু বিজ্ঞাপন ইত্যাদি দেখে বুঝতে দেরী হয় না যে, এগুলি সামাজিক দুর্নীতি আর অবাধ মেলামেশার সহায়ক মাত্র। জর্‌মানির তরুণদের মনে এই প্রকারের সমিতি আর নগ্নতাবাদী পত্রিকা আর ছবির প্রভাব একটা এসেইছে। এবার কিন্তু বের্লিনে পৌঁছে দেখলুম—এই-জাতীয় সাহিত্য আর ছবি কোথাও আর নেই, আর Nudism এখন জরমানিতে অজ্ঞাত। আমি অধ্যাপক ভাগ্‌নর্‌কে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—ব্যাপারটা কি। ভাগ্‌নর্‌ ব'ললেন, "দেখুন, আমরা জর্‌মানরা একটু ঘর-মুখো রুচি-বাগীশ জাতি, Nudism-জাতীয় জিনিস আমাদের ধাতে সয় না। ও-সব ছিল ইহুদীদের কারোয়াই। বড়ো বড়ো আদর্শের কথা, প্রাচীন গ্রীক্‌ জীবনে নগ্নতার কথা, দেহের সম্পূর্ণ উন্নতির জন্য নগ্ন হ'য়ে চলাফের' করার

আবশ্যকতা—এই সব ব'লে, আমাদের সামাজিক জীবনের শ্লীলতার বিরুদ্ধে ওরা চড়াও হয়; তারপরে হ'ল সব Nudist Club; আর ওদের হাতে খবরের-কাগজ আর ছাপাখানার সংখ্যা বেশী, নগ্নতার জয়গান ক'রে ছবি ছাপানো আর ছবি ছড়ানো ওদের পক্ষে কঠিন হয় নি। এসব বিক্রী হ'চ্ছিল বেশ, ওরা তো তাই চায়—ছেলে-মেয়েরা সহজেই এই-সব ভাবের মোহে প'ড়ছিল। আমরা চ'টুছিলুম—আমাদের জাতীয় জীবনে এতে ক'রে ঘুণ ধ'রছিল তা আমরা বুঝতে পারছিলুম, কিন্তু উপায় কি? আইন-মোতাবেক কোনও কিছু করবার উপায় ছিল না। কিন্তু হিট্‌লরের আগমনে এ-সব অনাচার একেবারে বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে—আমরাও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।"

ইংলাণ্ডেও ইহুদীদের সম্বন্ধে অনুরূপ অভিযোগ শুনেছি।

হিট্‌লর রাষ্ট্রনেতা হওয়ার পর থেকে জরমানি-ময় একটা মনোভাব সর্বত্র প্রকট হ'য়েছে দেখা যাচ্ছে—"আত্মসমাহিত হও, জাতির মঙ্গলের জন্য আত্ম-বলিদানে প্রস্তুত থাকো।" হিট্‌লরের মন্ত্র—Du bist nichts, dein Volk ist alles "তুই কিছুই নয়, তোর জা'তই সব"—জরমান তরুণেরা মেনে নিয়েছে। জরমান জাতি তার জাতীয় আত্মাকে খুঁজে বা'র ক'রে পুনরায় জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে চাচ্ছে। জরমানির জাতীয় আত্মার স্বরূপ কি? জরমান মানুষের মানসিক বৈশিষ্ট্য কি? তার কল্পনা, তার বিচার-শক্তি, তার দেহ-শক্তি কি ভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে? অতি প্রাচীন কাল থেকে জরমান ভাষাকে অবলম্বন ক'রে কি প্রকারের ভাব-ধারা গ'ড়ে উঠেছে? বাইরের জগতের প্রভাব—রোমান সভ্যতা, মধ্য-যুগের রোমান খ্রীষ্টানী, রেনেসাঁসের গ্রীক প্রভাব, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের রোমান্টিক ভাব এবং প্রাচীন সাহিত্যের চর্চা—এসবে কেমন ক'রে—কতটা ভালো আর কতটা মন্দর দিকে—জরমানদের এগিয়ে দিয়েছে? এরা এখন এই-সব বিষয় নিয়ে speculation বা আলোচনা ক'রছে। আর একটা কথা আমি ব'লতে বাধ্য

—race বা মৌলিক বর্ণ বিষয়ে কতকগুলি অবৈজ্ঞানিক ধারণার প্রচার নিজেদের মধ্যে এরা ক'রে তুল্‌ছে। জগতে কোনও জাতি অবিমিশ্র নেই। পাঁচটা বিভিন্ন মৌলিক জাতির মিশ্রণ তেমনি জরমানদের মধ্যেও দেখা যায়। বহু জর্‌মান রক্তে শ্লাব বা কেল্‌ট্ জাতীয়, আসলে জর্‌মান-ই নয়। কিন্তু এই সত্য কথাটার দিকে চোখ বুজে, এরা অর্থাৎ এদের শাসকবর্গ আর তাদের অনুগৃহীত একদল পণ্ডিত, নিজেদের বোঝাতে চাচ্ছে যে এরা শুদ্ধ Nordic বা 'উদীচ্য' জাতীয়; অর্থাৎ দীর্ঘ-দেহ, দীর্ঘ-কপাল, সরল-নাসিক, নীল-চক্ষু, হিরণ্য-কেশ উত্তর-ইউরোপের অধিবাসী "আদি-আর্য্য-জাতি"-ই হ'চ্ছে সমস্ত জর্‌মানদের পূর্বপুরুষ। অথচ জর্‌মানদের মধ্যে খর্ব-দেহ হ্রস্ব-কপাল Alpine আল্পীয় জাতির লোক প্রচুর আছে; অন্য জা'ত, এমন কি মোঙ্গোল হূণ জাতিরও আমেজ এদের মধ্যে আছে। আমাদের ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক যেমন এই বিশ্বাস পোষণ ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে তাঁরা হ'চ্ছেন আরব, পারস্য ও তুর্কীস্থানের লোকেদের বংশধর। যা হ'ক, জর্‌মান-জাতির মধ্যে এখন নোতুন রকমের একটা রক্তের আভিজাত্য-বোধ এসে গিয়েছে; এটা অনৈতিহাসিক, এটা অসত্য, আর এ থেকে জর্‌মান জাতি যে শক্তি পাচ্ছে বা পাবার প্রয়াস ক'রছে, তার কার্য্য-কারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ হয়—কারণ এ জিনিস মিথ্যা আর ভ্রান্তির উপরে দাঁড়িয়ে' আছে।

এই জর্‌মান বা Nordic আভিজাত্য বোধের একটা সদ্য ফল দেখা যাচ্ছে —ধর্ম-বিষয়েও জর্‌মানেরা আবার পূরো স্বদেশী বা Nordic হ'তে চাচ্ছে; খ্রীষ্টান ধর্ম, যীশুর আদর্শ, জর্‌মানদের মত 'রাজ-প্রকৃতিক' জাতির পক্ষে উপযোগী নয়, একথা জর্‌মান দার্শনিক Nietzsche নীচে খুব জোরের সঙ্গে শুনিয়ে এসেছেন। এখন জর্‌মানদের অনেকের মধ্যে এই ধারণা এসেছে —ইহুদী-জাতীয় ধর্মনেতা যীশুর ধর্ম পৃথিবীর মধ্যে সর্ব-শ্রেষ্ঠ জাতির মানুষ

জর্‌মানরা নিয়ে ভালো ক'রেনি—নিজেদের পুরাণ আর দেবতাবাদ, নিজেদের নৈতিক আদর্শ আর আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা বিচার—প্রাচীন জর্‌মানদের যা ছিল, তা ছেড়ে দিয়ে—ইহুদীদের পুরাণ হিব্রু বাইবেলের গল্প, যীশুর জীবন-চরিত আর মধ্য-যুগের ইটালীয় জগতে উদ্ভূত খ্রীষ্টান দেবতাবাদ আর পূজা-অনুষ্ঠান, ইহুদী-গ্রীক-ইটালীয় মিশ্র নৈতিক আদর্শ—আর আধ্যাত্মিক অনুভূতি—এসব নিয়ে জর্‌মানরা ভুল ক'রেছে। তাই এখন জর্‌মানদের মধ্যে খুব জোরের সঙ্গে খ্রীষ্টান-ধর্ম-বিরোধী আন্দোলন চ'লেছে। অধ্যাপক ভাগ্‌নরের সঙ্গে কথা ক'য়ে, আর তাঁর সৌজন্যে লব্ধ দু-চারখানা বই আর প্রবন্ধ দেখে, এ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা গেল।

[১১]

বের্লিন

খ্রীষ্টান ধর্ম প্রথমতা ইহুদীদের ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও, পৃথিবীর অন্য সমস্ত ধর্মের মত এটাও একটা পাঁচ-মেশালী ব্যাপার। ইহুদী একেশ্বরবাদিতা আর ইহুদীদের সব পৌরাণিক গল্প খ্রীষ্টান ধর্মের প্রধান আধার (আবার ইহুদীদের কতকগুলি পৌরাণিক গল্প মূলতঃ বাবিলনের পুরাণ থেকে নেওয়া); তার উপরে এল' গ্রীকদের দর্শন, logos বা শব্দব্রহ্ম-বাদ, অবতার-বাদ, আর ইরানীয়দের মিত্র-দেবতার পূজার অঙ্গীভূত কতকগুলি মতবাদ আর অনুষ্ঠান (যীশুর রক্তে মানুষের পাপ ধুয়ে যায়, মানুষ নিষ্পাপ হ'য়ে যায়—এই ভাবটী ইরানীদের মিত্র-পূজা থেকে নেওয়া); এগুলি মিলে হ'ল আদিম খ্রীষ্টানী, বা প্রথম-যুগের খ্রীষ্টানী। কেউ-কেউ অনুমান করেন, বৌদ্ধ ভিক্ষু-

ভিক্ষুণীদের আদর্শও এই প্রথম-যুগের খ্রীষ্টানীতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে, তাতে খ্রীষ্টান ধর্মেও ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের একটা বড়ো স্থান হয়। ধীরে-ধীরে রোমক-সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার লাভ ক'রতে লাগ্‌ল; যেমন-যেমন মিসর, সিরিয়া, এশিয়া-মাইনর, গ্রীস, ইটালি প্রভৃতি দেশের লোকেরা নিজেদের পৈতৃক ধর্ম ছেড়ে এই নোতুন ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে এটীকে গ্রহণ ক'রতে লাগ্‌ল, তেমন-তেমন তাদের পূজিত দেবতাদের স্থানও ছদ্ম-রূপে খ্রীষ্টান-ধর্মে হ'তে লাগ্‌ল; ইহুদীদের হিব্রুপুরাণ বা শাস্ত্র-প্রোক্ত একেশ্বরবাদ, কার্য্যতঃ একটা কথার কথা হ'য়ে দাঁড়াল'। সমগ্র পূর্ব ভূমধ্য-সাগরের দেশগুলিতে এক জগন্মাতা আদ্যাশক্তির পূজা প্রচলিত ছিল; মিসরে তিনি Ist ইস্‌ত্‌ বা Isis ইসিস্‌ নামে খ্যাত ছিলেন, সিরিয়ায় Ashtoreth অশ্‌তোরেথ্‌ নামে, বাবিলনে Innanna ইন্নান্না বা Ishtar ইশ্‌তার নামে, আর এশিয়া-মাইনর ও গ্রীক জগতে Ma মা বা Cybele (Kubele) কুবেলে নামে তিনি পরিচিত ছিলেন; ইটালিতে আর রোমান জগতেও তাঁর পূজা, খ্রীষ্টান ধর্মে, যীশুর মা দেব-মাতা মারিয়া বা মেরীর পূজা রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। মিসরীয়, সিরীয়, এশিয়া-মাইনরীয়, গ্রীক ও রোমান অন্য-অন্য বহু দেবতা নূতন রূপ গ্রহণ ক'রে খ্রীষ্টান ধমের নানা angel বা ফেরেশ্‌তা অর্থাৎ দেবদূত আর নানা সন্ত বা সিদ্ধ-পুরুষ হ'য়ে দেখা দিলেন—নামে-মাত্র একেশ্বরবাদী গ্রীক ও রোমান খ্রীষ্টানীতে এঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে গেলেন। ইহুদীদের কল্পিত অজ্ঞাত-রূপ ব্রহ্ম-স্বরূপ Yahweh যাহ্‌বে্‌হ্‌ বা Jehova যেহোব্‌া-রও রূপ-কল্পনা হ'ল—খ্রীষ্টানী Trinity বা ঈশ্বরের ত্রিত্ব-স্বরূপ God the Father, God the Son ও God the Holy Ghost—এদের তিনজনের মূর্তি, মধ্য-যুগের খ্রীষ্টান জগতে কল্পিত হ'ত। মূর্তিপূজা পূর্ববৎ বহাল রইল, গ্রীক জগতে চিত্র-পূজা নোতুন ক'রে এল'। এহেন খ্রীষ্টান ধর্ম-ভাব, নাম-মাত্র একেশ্বরবাদিতা আর তার কার্য্যতঃ বহুদেব-পূজা নিয়ে, দক্ষিণ-ইউরোপের গ্রীক ও লাতীনসভ্যতার

সহায়তায়, উত্তর-ইউরোপ জয় ক’রলে। জরমান জা’তের ধর্ম আর দেবজগৎকে যখন দক্ষিণ-ইউরোপের খ্রীষ্টান ধর্ম আর দেবজগৎ এসে হঠিয়ে’ দিলে’, তখন এক রোমান-জগতের সভ্যতার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ ছাড়া, যথার্থ আধ্যাত্মিক লাভ উত্তর-ইউরোপের জরমানদের কতটা হ’য়েছিল তা বিচার-সাপেক্ষ। জরমানরা তাদের নিজেদের দেবতাদের স্থানে খ্রীষ্টান মতবাদ আর খ্রীষ্টান দেবতাদের জগৎ স্থাপিত ক’রলে; ইটালির খ্রীষ্টানদের প্রভাবের ফলে, আর প্রাচীন রোমের নামের জোরে, রোমের প্রধান পাদরি বা ধর্মযাজক “পাপা” বা পোপ হ’য়ে দাঁড়ালেন পশ্চিম-ইউরোপের ধর্ম-জগতের একচ্ছত্র সম্রাট্। ক্রমে এঁদের সাহস বা স্পর্ধা বেড়ে গেল, সারা পৃথিবীর বা মানব-জাতির ধর্ম-জগতের উপরও এই একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের দাবী এঁরা ক’রতে লাগ্‌লেন। আমাদের মধ্যেও যেমন “জগৎগুরু” উপাধি নেওয়া হয়। রোম থেকে আগত খ্রীষ্টান উপদেশকেরা কয় শতাব্দী ধ’রে প্রাণপণ চেষ্টা ক’রে, জরমানদের মধ্যে থেকে তাদের পূর্বপুরুষদের নিকটে প্রকটিত বা তাদের দ্বারা কল্পিত দেবতাদের ভুলিয়ে’ দিয়ে, তাদের স্থানে খ্রীষ্টান দেবতাদের আসন পাকা ক’রে তোলবার চেষ্টা ক’রলে—আর এ কাজে তারা প্রায় পূর্ণ-রূপে সমর্থও হ’ল। Nerthus, Woden, Friyo, Thunor, Tiw, Baldr প্রভৃতি দেবতাদের জায়গা Jehova, Maria ও Christ, আর Michael, Raphael, Gabriel প্রভৃতি দেবদূতেরা, আর এ সিদ্ধ-পুরুষ আর ও সিদ্ধ-পুরুষ, এ সিদ্ধা-রমণী আর ও সিদ্ধা-রমণী দখল ক’রে নিলেন; Loki-র স্থান নিলে শয়তান, Jotun বা রাক্ষসদের স্থান নিলে শয়তানের অনুচরেরা; জরমান বীর Weland, Sigurd বা Siegfried, Gundahari বা Gunnar, Hagen প্রভৃতি, আর বীরাঙ্গনা Gudrun, Brynhild প্রভৃতি—এঁদের স্থানে ইহুদী পুরাণোক্ত Joseph, Moses, David প্রমুখ ব্যক্তিগণ প্রতিষ্ঠিত হলেন। সারা ইউরোপ-ময় যে রোমান সভ্যতার জয়-জয়কার হ’য়েছিল, খ্রীষ্টান ধর্ম সেই রোমান সভ্যতার

সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে, প্রায় সমস্ত ইউরোপকে মধ্য-যুগে যেন এক ছাঁচে ঢেলে ফেল্‌লে; জরমান জাতিও সে ছাঁচের বাইরে থাক্‌তে পার্‌লে না। তারপরে, রোমান-খ্রীষ্টানী সভ্যতাকে অবলম্বন ক'রে, জরমান জাতি মধ্য-যুগে ফরাসী, ডচ্, ইটালীয় প্রভৃতিদের মতন নিজেদের একটা বড়ো শিল্প আর সাহিত্য গ'ড়ে তুল্‌লে—গথিক বাস্তুরীতি আর ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা আর অন্য শিল্প। এই নোতুন শিল্প-রীতিতে সবটুকুই রোমানদের দেওয়া উপাদান ছিল না—জরমান জাতির নিজস্ব উপাদানও অনেকটা ছিল; সেটুকুকে "গথিক" উপাদান বলা হয়। রোমান-খ্রীষ্টান সভ্যতায় অন্ধ-বিশ্বাস আর গোঁড়ামি ছিলও যথেষ্ট। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য আর শিল্পের সঙ্গে পঞ্চদশ শতকে পশ্চিম-ইউরোপের পুনঃপরিচয় হ'ল, তাতে ইউরোপের চিত্তের পুনর্জাগৃতি ঘ'ট্‌ল; এই পুনর্জাগৃতির ফলে, খ্রীষ্টানী অন্ধ-বিশ্বাস আর গোঁড়ামির প্রকোপ অনেকটা ক'মে গেল। বিশেষতঃ, জরমান-জাতি আর জরমানদের জ্ঞাতি ডচ্, ইংরেজ আর স্কান্দিনেভীয়দের মধ্যে। উত্তর-ইউরোপের এই সব 'জরমানীয়' শ্রেণীর জাতির মধ্যে, রোমের ধর্মগুরু পোপের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আরম্ভ হ'ল। Protestant বা রোমের বিরুদ্ধে "প্রতিবাদী" খ্রীষ্টান মতের উদ্ভব হ'ল, জরমান ধর্মোপদেশক Martin Luther মার্টিন লূটরের শিক্ষায়। খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে রোমের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যকে—আর রোমান-খ্রীষ্টানীর অনেক মতবাদ আর অনুষ্ঠানকে দূর ক'রে দিয়ে, মাত্র যীশুর শিক্ষার আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত এক 'বিশুদ্ধ খ্রীষ্টান' মতবাদের প্রচারের চেষ্টা হ'ল।

লূটরের পরে জরমান-জাতি, রোমান-কাথলিক আর প্রটেস্‌টাণ্ট এই দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে; কিন্তু খ্রীষ্টান ধর্মের তাতে কোনও ক্ষতি হয় নি। এখন কিন্তু জরমান জাতির লোকেরা, জাতীয়তা-বোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধেই তাদের সহস্র বৎসর ধ'রে লব্ধ সংস্কার থেকে মুক্ত হবার জন্য চেষ্টা ক'র্‌ছে; জরমান জা'তের সব লোক এটা না করুক, খুব

প্রভাবশালী আর আমার মনে হয় বিশেষ প্রবর্ধমান একটী দলের লোকেরা ক'রছে। অধ্যাপক ভাগ্‌নর আমায় ব'লুলেন, এই খ্রীষ্টান-মত-বিরোধী দলের প্রকট হবার ফলে, জরমানিতে খ্রীষ্টান ধর্মের পক্ষে এক নোতুন আর বিশেষ গুরুতর সমস্যা এসে উপস্থিত হ'য়েছে—রোমান-কাথলিক আর প্রটেস্‌টাণ্টের ঝগড়া এর কাছে কিছুই নয়। খ্রীষ্টান ধর্মটাকেই এরা এখন জরমান-জাতির পক্ষে জাতীয়তা-বিরোধী আর অনাবশ্যক, এমন কি হানিকর ব'লে, জরমান-জাতিকে এর প্রভাব থেকে মুক্ত ক'রে, আবার তাদের প্রাচীন "আর্য্য-ধর্ম"কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে চাচ্ছে।

জরমানিতে এখন ধর্ম সম্বন্ধে তিনটী মতের লোক দেখা যায়: [১] Bekenntnis-Christen অর্থাৎ বিশ্বাসী খ্রীষ্টান—এরা হ'চ্ছে সাবেক চালের খ্রীষ্টান—এদের গোঁড়া খ্রীষ্টান বলা যায়, অবশ্য গোঁড়া মানে মার-মুখো বা অসহিষ্ণু নয়; যীশুতে বিশ্বাস না আন্‌লে মনুষ্যের মুক্তি হয় না, খালি খ্রীষ্টানেরাই স্বর্গে যায়, অখ্রীষ্টান সকলের জন্যই নরক, ইত্যাদি প্রচলিত খ্রীষ্টান মতে এরা বিশ্বাস করে। এরা হ'চ্ছে, "আগে-খ্রীষ্টান-পরে-জরমান"। এদের মনে কোনও ধর্ম-জিজ্ঞাসা নেই; বেশীর ভাগ জরমান এখনও এই দলের, তবে এখন নানা ঘাত-প্রতিঘাতে এদের বিশ্বাসের গোড়ায় কুড়ুল মারা হ'চ্ছে। [২] দ্বিতীয় মতের লোক হ'চ্ছে Deutsche-Christen, অর্থাৎ জরমান-খ্রীষ্টানরা; এরা খ্রীষ্টান ধর্মকে ছেঁটে-কেটে বাদ-সাদ দিয়ে, যুগোপযোগী আর বিশেষ ক'রে জরমান জাতির উপযোগী ক'রে নিতে চায়; এদের দল বাড়্‌ছে, তবে এরা মধ্য-পন্থী ব'লে এই চরম-পন্থীর যুগে তেমন প্রভাবশালী নয়। এরা হ'চ্ছে "আগে-জরমান-পরে-খ্রীষ্টান" মতের। তার পরে আসে, [৩] তৃতীয় শ্রেণীর ধর্ম-মতের লোকেরা—এরা হ'চ্ছে Die Deutsche Glaubens Bewegung অর্থাৎ জরমান ধর্মমার্গ-আন্দোলনের দল। Tuebingen টুবিঙ্গেন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত Willhelm Hauer

ভিল্‌হেল্‌ম্ হাউঅর্ হ'চ্ছেন এই আন্দোলনের নেতা। এই দল মনে-প্রাণে হ'তে চায় "কেবল-শুদ্ধ-আর্য্য-জরমান"। অধ্যাপক হাউঅর আর তাঁর সহযোগীরা নিজেদের মত প্রকাশ ক'রে বই আর প্রবন্ধ লিখ্‌ছেন, পত্রিকা প্রকাশ ক'রছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন। "শুদ্ধ-জরমান" মনোভাব, তার ধর্ম-জগৎ, ধর্ম-প্রেরণা, ধর্ম-দেশনা কী, আর কেমন ক'রে এগুলিকে আধুনিক জরমান জগতে পুনরুজ্জীবিত ক'রে জরমান-জাতিকে শক্তিশালী ক'রে তোলা যায়—এ-সব বিষয়ে এঁরা আলোচনা ক'রছেন। উপস্থিত এই আন্দোলন জরমানদের মধ্যে বিশেষ প্রবল। এদের বড়ো-বড়ো সব সম্মেলন হ'চ্ছে; এর পরিচালকেরা—বিশেষ ক'রে অধ্যাপক হাউঅর্—মতটী প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার জন্য আর মতের প্রচার-কল্পে বই লিখ্‌ছেন খুব। এঁদের বিশ্বাস—পশ্চিম-এশিয়ায় আর শেমীয় জাতির মধ্যে উদ্ভূত ধর্মের সঙ্গে, আর্য্য-জাতির মনোধর্মের একটা বিশেষ বিরোধ আছে,—শেমীয় ধর্ম, আর্য্য মনের উপযোগী নয়; এরা বিশ্বাস করে, শেমীয় মনের চেয়ে অনেক উঁচু স্তরে আর্য্য মন অবস্থান করে; খ্রীষ্টানী প্রভৃতি শেমীয় ধর্ম গ্রহণ করা, আর্য্য মনের পক্ষে হানিকর। প্রাচীন জরমানীয় ধর্ম আর দেবজগৎ থেকে, আর মধ্য-যুগের বিশিষ্ট জরমান চেতনা থেকে, এঁরা আর্য্য জরমান মনের, জরমান-আর্য্য-ধর্মের আর নীতির স্বরূপটীকে বা'র ক'রে, আবার জরমান-জীবনে সেগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে চাচ্ছেন। অখ্রীষ্টান জরমানীয় সাহিত্যের যে-সব ভগ্নাংশ খ্রীষ্টান প্রচারকদের হাত এড়িয়ে' কোনও রকমে এ যুগ পর্য্যন্ত বেঁচে এসেছে—সেই প্রাচীন স্কান্দিনেভীয় ভাষায় এড্ডা Edda গ্রন্থদ্বয়ে, আর কতকগুলি Saga সাগা বা বীর-কাহিনীতে, প্রাচীন ইংরিজি ভাষায় রচিত Beowulf বেওবুল্‌ফ্ প্রভৃতি কাব্যে আর কাব্যখণ্ডে প্রাপ্ত মানুষের কর্তব্য আর মানুষের নৈতিক চরিত্রের আদর্শ-স্বরূপ Sigurd সিগুর্ড, Hoegni হ্যোগ্নি, Weland বেলাণ্ড, Beowulf বেওবুল্‌ফ্, Finn ফিন্ প্রভৃতি বীরগণের চরিত্রকে, আর রোমান-বিজয়ী Arminius আর্মিনিউস বা

Hermann হের্‌মান্ প্রভৃতি ঐতিহাসিক জরমান বীরগণের আদর্শকে, হিন্দুর জীবনে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ভরত ভীষ্ম ভীম অর্জুন অভিমন্যু কর্ণ পৃথ্বীরাজ প্রতাপ শিবাজী প্রভৃতির যে স্থান, সেই স্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর্‌বার চেষ্টা হ'চ্ছে। মানুষের কর্তব্যনিষ্ঠা, সত্যাচার, নির্ভীকতা, আত্মবলিদান প্রভৃতি গুণের সাধনার জন্য জরমানির এই-সমস্ত বীর-চরিত্র যে খুবই উপযোগী, যাঁদের প্রাচীন খ্রীষ্টান-পূর্ব যুগের জরমানীয় সাহিত্যের সঙ্গে স্বল্প পরিচয়ও হ'য়েছে তাঁরা সবাই সে কথা স্বীকার ক'রবেন। মানুষকে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে ল'ড়ে, সেই অবস্থার উপরে জয়ী হবার আদর্শ—"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন", গীতার এই নীতি জীবনে পালন করবার আদর্শ, জরমানীয় জাতির মধ্যে উজ্জ্বল-ভাবে প্রকটিত হ'য়ে আছে। কিন্তু জীবন-সংগ্রামে বা অসত্যের বিরুদ্ধে অবিচলিত ভাবে পৌরুষের সঙ্গে লড়ার আদর্শ ছাড়া, গভীর অনুভূতির বা তত্ত্বানুসন্ধানের দিকে, কর্মপ্রাণ প্রাচীন জরমান জাতির মধ্যে বিশেষ কোনও চেষ্টার নিদর্শন দেখা যায় না; সে দিক্‌টা অপূর্ণ ছিল ব'লেই, খ্রীষ্টান ধর্মের রহস্যবাদ আর তার তথা-কথিত দর্শন জয়ী হ'তে পেরেছিল। জরমানীয় ধর্ম-চেতনায় আর সাধনায় কর্মযোগ আছে—কিন্তু জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগ নাই ব'ললেও চলে। ভক্তিযোগ কতকটা খ্রীষ্টান ধর্ম এনে দিয়েছিল; কিন্তু খ্রীষ্টানী-মার্কা ভক্তি-সাধনকে জরমান মন তার প্রকৃতির বিরোধী ব'লে এখন অস্বীকার ক'রতে, বর্জন ক'রতে চাচ্ছে। অপরা-বিদ্যা আধুনিক Science বা বিজ্ঞান এনে দিয়েছে—কিন্তু এ জিনিস বাহ্য-জগৎকে অবলম্বন ক'রে;—গূঢ় বা আধ্যাত্মিক পরা-বিদ্যা এ নয়। আমি অস্‌ট্রিয়া আর জরমানিতে এ কথা শুনে বিশেষ আগ্রহান্বিত হ'য়েছিলুম যে, জরমান-ধর্মমার্গ-আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক হাউঅর্, অধ্যয়ন আর অধ্যাপনা এই দুইয়েতেই ভারত-বিদ্যা-বিৎ ব'লে, প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে এই আধ্যাত্মিক আর অনুভূতি-মূলক দর্শন আর সাধনা নিয়ে, তাকে জরমান জাতির অনুকূল ক'রে জরমান কর্মযোগের সঙ্গে

সম্মিলিত ক'রে দিতে চান। উপনিষদ্ আর গীতা—এই দুইয়ের মধ্যে নিহিত দর্শনই জরমান-জাতির পক্ষে পারমার্থিক সাধনার পথে সহায়ক হবে, এটা তাঁর বিশ্বাস। বের্লিনে অধ্যাপক হাউঅর-এর এক ভারতীয় ছাত্রের কাছেও অনুরূপ কথা শুনি। তবে হাউঅর্ এখন স্পষ্ট-ভাবে প্রাচীন ভারতের আর্য্য জাতির মধ্যে (আর্য্য জরমান-ভাষার জ্ঞাতি সংস্কৃত-ভাষায় প্রচারিত) এই দর্শন ও সাধনের কথা জরমান-জাতির সমক্ষে অনুমোদন ক'রে ধ'রে দিচ্ছেন না; কারণ, জরমান-জাতির মনে এখন ইহুদীর ছোঁয়াচের ভয় এত বেশী যে, বাইরেকার, বিশেষতঃ এশিয়ার, কোনও কিছু তারা অত্যন্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে দেখ্‌বে; যথাকালে সু-অবসর এলে, তিনি ভারতের দর্শন ও সাধনার আধারের উপরে গঠিত তাঁর প্রকল্পিত আধ্যাত্মিক দর্শন ও সাধনা পুনরুজ্জীবিত জরমান-ধর্মমার্গের সঙ্গে সমন্বিত ক'রে দেবেন। এটা অবশ্য ভারতের হিন্দুর পক্ষে একটা সুসংবাদ; কারণ প্রচণ্ড কর্মশক্তিযুক্ত, নব-জাগরিত জরমান জাতের মধ্যে গীতার ধর্ম, উপনিষদের আধ্যাত্মিক বাণী, সমগ্র মানব-জাতির পক্ষে নিশ্চয়ই নোতুন কোনও সময়োপযোগী কল্যাণাবহ মূর্তিতে দেখা দিয়ে' নোতুন-ভাবে তাদের মধ্যে নিহিত অমর আর বিরাট্ ভাব-ধারাকে সার্থক ক'রে তুল্‌বে।

Deutsche Glaubens Bewegung আন্দোলন তার লাঞ্ছন বা প্রতীক স্বরূপ Nazi নাৎসী-রাষ্ট্রের মতনই স্বস্তিক-চিহ্নকে গ্রহণ ক'রেছে; তবে নাৎসীদের স্বস্তিকের বাহুগুলি হ'চ্ছে চতুষ্কোণের মধ্যে অবস্থিত, আর জরমান ধর্ম-মার্গ-আন্দোলনের স্বস্তিক-চিহ্নের বাহু হ'চ্ছে চক্রের মধ্যে অধিষ্ঠিত।

আমি যখন এবার (১৯৩৫-এ) জরমানিতে ছিলুম, তখন এই আন্দোলন মাত্র দেড় বছর ধ'রে চ'লছে, তখনও এর পূরো দু বছর হয় নি। এখন এই আন্দোলন কি অবস্থায় আছে জানি না; তবে ওদিকে মাঝে-মাঝে কাগজে দেখা যেত, খ্রীষ্টান ধর্মের অনুষ্ঠানের প্রতি জরমান জনগণ আর নাৎসী সরকার

দুই-ই অত্যন্ত স্পষ্ট-ভাবে বিরূপ হ'য়ে উঠ্ছে। এই বৎসরটা (১৯৩৬ সাল) জরমানরা বোধ হয় ওলিম্পিক ব্যায়াম-ক্রীড়া নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিল। জরমানিতে কেউ-কেউ আবার Woden, Friyo, Thunor প্রভৃতি দেবতাদের নামে দোহাই পড়্তে আরম্ভ ক'রেছে, এমন কি দুই-এক জায়গায় বিবাহও হ'য়েছে এই-সব দেব-দেবীর নাম নিয়ে। জরমান জা'ত যে এখন আবার মন্দিরে মন্দিরে এই-সব দেবতাদের মূর্তি খাড়া ক'রে পূজো আরম্ভ ক'র্বে, সেটা সম্ভবপর ব'লে মনে হয় না; তবে সজ্ঞানে, আর খুব "জোশ"-এর সঙ্গে যে এই-সব দেবতাদের আর জরমান বীর আর বীরাঙ্গনাদের আদর্শ নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রবে, আর আস্তে-আস্তে বাইবেলের পুরাণকে ছেড়ে দেবে, সেটা বিশেষ সম্ভবপর ব'লে মনে হয়। এখন এই ব্যাপারের পরিণতি কি দাঁড়ায় তা দেখবার জন্য আমরা আর অন্য জাতির লোকেরাও ঔৎসুক্যের সঙ্গে প্রতীক্ষা ক'র্বো।

এ রকম ব্যাপার পৃথিবীতে এই প্রথম নয়। ১৮৫০ সালের পরে যখন জাপানের নব-জাগরণ আরম্ভ হ'ল, Mikado Mutsu-Hito Meiji মিকাদো মুৎসু-হিতো মেইজি-র আমলে, তখন স্বয়ং সম্রাট্ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় সমস্ত অভিজাতবর্গ জাপানকে মনে-প্রাণে-আত্মায় "স্বদেশী" করবার চেষ্টায়, তার ধর্ম-জীবনে আর রাষ্ট্র-জীবনে Kami-no-michi খামি-নো- মিচি বা Shin-to শিন্-তো অর্থাৎ "দেব-পথ" নামে শুদ্ধ জাপানী ধর্ম-মার্গকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা ক'রলে—চীন আর ভারতের প্রভাবে, জাপানের সঙ্গে নাড়ীর যোগ ঘ'টে গিয়েছিল যে চীনা কন্ফুশীয় ও লাও-ৎসীয় দর্শনের আর ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের, সেগুলিকে রাজ-দরবারে আমল না দিয়ে; তবে শিন্-তো ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ফলে বৌদ্ধধর্মের বা চীনাধর্মের বিশেষ কোনও হানি জাপানে হয় নি—বরঞ্চ আধ্যাত্মিকতার দিক্ বিচার ক'রলে ব'লতে হয়, উপস্থিত ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবই জাপানের ধর্ম-জীবনে গভীরতম

ভাবে কার্য্য ক'রছে। চীনা ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম জাপানে গিয়ে দেশের দেবতাবাদ শিন্-তোকে অস্বীকার করে নি, তার উচ্ছেদ ক'রতে চেষ্টা করে নি, বরঞ্চ তার পরিপুষ্টি বা সম্পূর্ণতা ক'রতেই সাহায্য ক'রেছে—সে রকমটা খ্রীষ্টান-ধর্ম প্রকাশ্য ভাবে করে নি ; কাজেই বিদেশী হ'লেও খুঙ্-ফু-ৎসে, লাউ-ৎসে আর বুদ্ধের ধর্মের বিরুদ্ধে জাপানের মনে কোনও বিপরীত ভাব বা শত্রুতা নেই। হালে তুর্কী জাতি আট ন' শ' বছর ধ'রে মনে প্রাণে মুসলমান থাক্‌বার পরে, এখন আরবের ধর্ম ব'লে মোহম্মদীয় ধর্ম-মতের বিপক্ষে নিজের মত প্রকট ক'রেছে—Yeni-Turan য়েঞি-তুরান বা নব্য-তুরানীয় মতের প্রচারকেরা তো স্পষ্ট ভাষায় তুর্কীদের আদিম ধর্মে ফিরে যেতে তুর্কী জাতিকে আহ্বান ক'রেছিল। মুসলমান তুর্কীরা, ধর্মের অনুষ্ঠান নমাজ প্রভৃতিতেও এখন আরবীর বদলে মাতৃভাষা তুর্কী ব্যবহার ক'রছে। মিসরের মধ্য-যুগের ইস্লামীয় বিদ্যার কেন্দ্র আল্-আজ্.হার্ থেকে বেকার মোল্লার দল যেমন এক দিকে স্যর মোহম্মদ এক্‌বালের আমন্ত্রণে ভারতের হরিজন-বিজয়ের জন্য ধাওয়া ক'রে আস্‌ছেন, তেমনি আবার অন্য দিকে মিসরের শিক্ষিত জনগণ Pharaoh বা ফিরৌন-রাজাদের যুগের সু-প্রাচীন মিসরীয় জগতের জন্য সগৌরব আকাঙ্ক্ষার ভাব পোষণ ক'রছেন—এঁরা প্রাচীন মিসরের শিল্পের স্পর্শের দ্বারা নবীন মিসরে এক নূতন ভাস্কর্য্য-শিল্পের পত্তন ক'রেছেন। ইরানেও এই ভাব দেখা যাচ্ছে—"শুদ্ধ ইরানী হও—ভাষায়, মনোভাবে, সর্ববিধ সংস্কৃতিতে"; আর কেউ-কেউ এ ধুয়াও ধ'রছে—"ধর্ম-মতেও শুদ্ধ ইরানী হও, জ.রথুশ্.ত্রীয় হও।" ওদিকে সুদূর মেক্সিকোর নব-মুক্তি-প্রাপ্ত আদিম আমেরিকান জনগণ, যারা Aztec আস্তেক, Maya মায়া প্রভৃতি প্রাচীন সুসভ্য জাতির বংশধর, তারা আবার তাদের পিতৃ-পুরুষদের সংস্কৃতির আব-হাওয়ার মধ্যে পূর্ণভাবে নিজেদের উপলব্ধি ক'রতে, প্রকাশ ক'রতে চেষ্টা ক'র্‌ছে ;—দেশ থেকে রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান পাদরিদের বিতাড়িত ক'রে, এই চার শ' বৎসর ধ'রে যে খ্রীষ্টানী শাসন

দেশের আদিম জনগণের বুকের উপর চেপে ব'সেছিল, তা থেকে নিজেদের মুক্ত ক'রতে চাচ্ছে। আমার মনে হয়, এখন চারিদিকেই একটা সাম্রাজ্য-তন্ত্রের বিরোধী হাওয়া বইছে—তা সে সাম্রাজ্য-তন্ত্র রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই হোক, আর আনুষ্ঠানিক ধর্মের ক্ষেত্রেই হোক; প্রায় সব সভ্য দেশেই, নিজের জাতীয় আধ্যাত্মিক সত্তাকে বিলুপ্ত ক'রে দিয়ে কোনও বিদেশী ধর্মকে তার জায়গায় বসিয়ে' দেওয়া, এখন যেন একটা লজ্জার বা জাতীয় অমর্য্যাদার ব্যাপার—এমন কি কলঙ্কের কথা ব'লে পরিগণিত হ'চ্ছে।

হিট্‌লরের লোকপ্রিয়তা জরমানিতে এত বেশি যে, দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। একটা জিনিস খুব বেশি ক'রে চোখে লাগে। জাতীয়তাবাদী জরমানরা—অর্থাৎ প্রায় সব শ্রেণীর জরমান—পরস্পরের সঙ্গে দেখা হ'লেই Heil Hitler "হাইল্ হিট্‌লর্" ব'লে অভিবাদন করেন। Heil শব্দটার ইংরিজি প্রতিরূপ হ'চ্ছে hail—এর মৌলিক অর্থ, 'স্বাস্থ্য বা স্বস্তি'; কতকটা আধুনিক ভারতবর্ষের "জয়" শব্দের মত ব্যবহৃত হয়—"হাইল্ হিট্‌লর্"কে "জয় হিট্‌লর্" ব'লে অনুবাদ করা যায়। পথে ঘাটে, দোকানে আপিসে, যেখানে সেখানে, দুই জরমানের দেখা হ'লে, যিনি প্রথম কথা ব'লবেন তিনি ডান হাত উঁচুতে তুলে ব'লবেন—"হাইল্ হিট্‌লর্!" তার পরে তাঁর বক্তব্য ব'লবেন। যিনি উত্তর দেবেন, তিনিও হাত তুলে "হাইল্ হিট্‌লর্!" ব'লে জিজ্ঞাস্যের জবাব দেবেন। আবার বিদায়ের সময়ে উভয়ের মুখে একবার ক'রে "হাইল্ হিট্‌লর্।" রাস্তা দিয়ে ভদ্রলোক যাচ্ছেন; ডাক-পিয়নের সঙ্গে দেখা—হাত তুলে, "হাইল্ হিট্‌লর্! কিহে, আমার চিঠি-পত্র কিছু আছে?"—"হাইল্ হিট্‌লর্! আজ্ঞে ছিল, বাড়ীতে দিয়ে এসেছি!"—"বেশ! হাইল্ হিট্‌লর্।" এই ভাব সারা দিন, যেখানে সেখানে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বা রাষ্ট্রীয় কেতাবখানায়, থিয়েটারে, সরকারী অপিসে—সর্বত্র এই "হাইল্ হিট্‌লর্"-এর ছড়াছড়ি। আমাদের দেশের কংগ্রেসের সভ্য বা কর্মীরা যদি দেখা হ'লেই

ক্রমাগত "জয় গান্ধীজী! জয় গান্ধীজী!" ক'রত, তা হ'লে অবস্থাটা এই রকম হ'ত। উত্তর-ভারতের হিন্দুদের মধ্যে সাক্ষাৎ হ'লে বা বিদায়ের কালে যেমন "রাম, রাম!" বা "জয় রামজী!" বলার রীতি আছে—শ্রীরামচন্দ্র-প্রীতির ফলেই এটা হ'য়েছে—নবীন জরমানির এই "হাইল্ হিট্লর্!" তেমনি। হিট্লরের নাম এখন জরমান জা'তের নমস্কার-বাচক শব্দ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বলা যায় যে, "জয় জরমান-জা'তের জয়!" এই ভাবটা "হাইল্ হিট্লর!" এই বচনের দ্বারায় সংক্ষেপে প্রকাশিত হ'চ্ছে।

আমি থাকতে-থাকতে, ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয় আর সিংহলী ছাত্রদের সমিতির বার্ষিক সম্মেলন বের্লিনে হ'ল—৩।৪।৫।৬ জুলাই, এই চার দিন ধ'রে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবার জন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের ভূত-পূর্ব সেক্রেটারি মিত্রবর শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী অক্সফোর্ড থেকে এলেন। ক'দিন ধ'রে হিন্দুস্থান-হাউস্-এর বৈঠকখানায় এই সম্মেলন নিয়ে খুব জল্পনা-কল্পনা চ'লছিল। সব ব্যাপারেই যেমন হ'য়ে থাকে—দু তিন জন পাণ্ডা, তাদের উৎসাহের আর অন্ত নেই; বাকী সব নিষ্ক্রিয়। ব্যক্তি-গত আর প্রদেশ-গত মতান্তর প্রকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র হ'চ্ছে এই-সব সম্মেলন প্রভৃতির আয়োজন। এখানেও দলাদলি ভাবের অবস্থিতি কিছু-কিছু টের পাই—তবে মোটের উপরে বাঙালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী সকলে মিলে সম্মেলনটাকে সাফল্য-মণ্ডিত ক'রে তোলেন। ছাত্র-প্রতিনিধি বেশী আসে নি—আমার মনে হয়, সব-শুদ্ধ দশ-বারো জন মাত্র হবে। বের্লিনের ছেলেরা এঁদের আতিথ্য দেখান, Unter den Linden-এর কাছে Dom Hotel ব'লে একটা হোটেলে এঁদের থাকবার ব্যবস্থা করেন। এই সম্মিলন-ব্যাপারে জরমান নাৎসী সরকারের সহানুভূতিও ছিল যথেষ্ট। প্রথম দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের aula বা প্রধান হল-ঘরে অধিবেশনের উদ্বোধন হ'ল। বের্লিন-প্রবাসী ছাত্র আর কতকগুলি অন্য লোক—বয়ঃস্থ লোক—আর ভারতপ্রেমী কতকগুলি জরমান ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত

ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুধীর সেন—ছন্দোবিৎ ও ঐতিহাসিক, দৌলতপুর-হিন্দু-আকাডেমির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের ভ্রাতা—জরমানিতে অর্থ-তত্ত্ব বিষয়ে পাঠ সাঙ্গ ক'রেছেন, উচ্চ গবেষণায় এখন ব্যাপৃত, জরমান-ভাষায় প্রবন্ধ ইত্যাদি খুব লেখেন—তিনি জরমান শ্রোতৃবর্গের বোঝবার জন্য জরমান-ভাষায় বের্লিন-প্রবাসী ছাত্রদের হ'য়ে তাঁর বক্তব্য ব'ললেন। আর একটী ভারতীয় ছাত্রও বক্তৃতা দিলেন। অমিয়-বাবু আন্তর্জাতিকতা আর বিভিন্ন জাতির মধ্যে মিলনের আবশ্যকতা নিয়ে ইংরিজিতে ব'ল্‌লেন। জরমান সরকারের তথা জরমান ছাত্রদের পক্ষ থেকে, ফৌজী উর্দী পরা একটী জরমান ছাত্র বক্তৃতা দিলেন—ভারতীয় ছাত্রদের স্বাগত ক'রে, নাৎসী আদর্শ-বাদের দু-চারটে কথা ব'ললেন। উদ্বোধন-পর্ব এই ভাবে সমাপ্ত হ'ল। আমি এঁদের অন্যান্য বক্তৃতার অধিবেশনে বা কার্য্যকরী সভায় উপস্থিত থাক্‌তে পারি নি। এঁদের অনুরোধে আমি ৩রা জুলাই তারিখে ভারতীয় চিত্র-কলা বিষয়ে আমার চিত্রময় বক্তৃতাটী আবার দিই। Humboldt-Haus-এ বের্লিনের কতকগুলি অধ্যাপক আর অন্য শিক্ষিত লোকেদের সাম্‌নে এই বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়—বহু জরমান অধ্যাপক আর পণ্ডিত বন্ধু এই বক্তৃতায় উপস্থিত থেকে, আমায় সম্মানিত ক'রেছিলেন। জরমান সরকার থেকে, নাৎসীদের স্থাপিত এক শ্রমিকদের বাস-গ্রাম দেখাতে, মোটরে ক'রে প্রতিনিধি আর অন্য ভারতীয় লোক যাঁরা বের্লিনে তখন উপস্থিত ছিলেন আর ছাত্র-সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে গিয়েছিল—দুপুরে সেখানে তাঁদের খাইয়েছিল; এঁদের সঙ্গে আমার যাওয়া হয় নি—তবে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের মুখে নাৎসী সরকারের শ্রমিকদের জন্য ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছিলুম। এ-ছাড়া, একদিন রাষ্ট্রীয়-অপেরা-হাউসে Wagner ভাগ্‌নর-রচিত Lohengrin গীতি-নাট্যের প্রযোজনা বিনামূল্যে সরকারের তরফ থেকে ভারতীয় ছাত্র-প্রতিনিধিদের দেখানো হয়—এতে আমিও নিমন্ত্রণ পাই, আর সানন্দে এই

নিমন্ত্রণ রক্ষা করি ; আর শেষ দিন "জরমান-প্রাচ্যদেশীয় সমিতি" আর "জরমান-বিদ্যাবিষয়ক-আদান-প্রদান-বিধায়ক-বিভাগ" (Deutsche-Orient-Verein, und Deutsche Akademische Austauschdienst) এই দুই আধা-সরকারী আর সরকারী বিভাগ থেকে, ভারতীয় প্রতিনিধিদের সান্ধ্য চা-পান সম্মেলনে আপ্যায়িত করা হয়। এই চায়ের মজলিশে কতকগুলি জরমান পণ্ডিত আর নাৎসী সরকারের প্রচার-বিভাগের কর্মচারীর সঙ্গে বেশ সদালাপ হয়।

মোটের উপরে, ভারতের ছাত্র যারা জরমানিতে আর ইউরোপে গুরুকুল-বাস ক'রছে, তাদের এই সম্মেলনের প্রতি জরমান সরকার খুবই হৃদ্যতা আর সহানুভূতির সহিত ব্যবহার করেন। ইংলাণ্ডে ইংরেজ সরকারও এতটা করে কি সন্দেহ। হিট্লর্ ইংরেজকে খুশী রাখবার জন্য (আর এখন বোধ হয় ইটালিকেও খুশী রাখবার জন্য) ভারতবাসী প্রভৃতি অশ্বেত জাতিদের সম্বন্ধে দুটো চড়া কথা ব'লেছিলেন—অবস্থা-গতিকে সে-সব কথা আমাদের নীরবে স'য়ে যাওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। তবে মোটের উপর, জিজ্ঞাসা-বাদ ক'রে আমি যা জেনেছি—ভারতীয় ছাত্রেরা ব্যাপক-ভাবে কোনও দুর্ব্যবহার জরমান জন-সাধারণের কাছে পায় নি।

আমি জরমানিতে পৌঁছুবার পূর্বে হিট্লর্ নাকি এক প্রকাশ্য সভায় ব'লেছিলেন যে, আর্য্য জরমান জাতীয় স্ত্রী বা পুরুষের উচিত নয় যে ইহুদী, চীনা, জাপানী, ভারতীয় প্রভৃতি জাতির পুরুষ বা মেয়ের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধে বদ্ধ হয়। এই মন্তব্যে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে নাকি খুব বিক্ষোভ আর চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। কারণ এ রকম উক্তিতে একটী সম্পূর্ণ জাতির প্রতি অবজ্ঞা স্পষ্ট। জাপানীরা সরকারী-ভাবে এই উক্তির প্রতিবাদ করে, তাতে নাকি জাপান-সম্বন্ধে হিট্লর্ তাঁর এই উক্তির প্রত্যাহার করেন। জাপানের যুদ্ধ-জাহাজ আছে, ফৌজ আছে, হাওয়াই-জাহাজ আছে, কামান আছে—

জাপানের কোমরে বল আছে—জাপানের আপত্তি সাজে। চীনারা এ কথার কোনও প্রতিবাদ করা আবশ্যক মনে করে নি—চীনাদের কাণ্ডজ্ঞান বা রসবোধ আছে। ভারতের কবি তুলসীদাস লিখেছেন—

জদ্যপি জগ দারুন, দুখ নানা।
সব-তেঁ কঠিন—জাতি-অপমানা॥
(যদিও পৃথিবী দারুণ স্থান, এতে নানা প্রকারের দুঃখ;
কিন্তু সবচেয়ে দুঃসহ হ'চ্ছে—জাতির অপমান।)

আমাদের ছেলেদের প্রাণে যে হিট্‌লরের এই কথা লাগ্‌বে, তা স্বাভাবিক। তবে আমার মনে হয়, তাদের চুপ ক'রে যাওয়াই উচিত ছিল। তা না ক'রে, তাদের মাতব্বরেরা এই উক্তির প্রতিবাদ ক'রে পাঠালেন। জরমান পররাষ্ট্র-বিভাগ অতি মোলায়েম ভাষায় জিনিসটার অন্য ব্যাখ্যা ক'রে, এদের মনঃকষ্ট দূর করবার প্রয়াস দেখিয়ে' একটু ভদ্রতা দেখালে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই ধরণের প্রতিবাদে নিজেকেই খেলো করা হয়। মূল মহাভারতে আছে—দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে লক্ষ্যবেধের সময়ে,

দৃষ্ট্বা তু সূতপুত্রং, দ্রৌপদী বাক্যম্ উচ্চৈর্ জগাদ—"নাহং বরয়ামি সূতম্।"
(সূতপুত্র কর্ণকে লক্ষ্যবেধ ক'রতে উদ্যত দেখে দ্রৌপদী চেঁচিয়ে ব'লে উঠ্‌লেন,—"আমি সূতকে পতি ব'লে স্বীকার ক'রবো না!")

আর তাতে কর্ণ কি ক'রলেন?—

সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্যং তত্যাজ কর্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্তৎ॥
(একটু ক্রোধের সঙ্গে হেসে, সূর্যের দিকে তাকিয়ে', কম্পিত-হস্তে কর্ণ ধনুক ত্যাগ ক'রলেন।)

মহাভারত-কার কি চমৎকার-ভাবে বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণের উপযোগী ব্যবহার দেখিয়েছেন—যে কর্ণ এই কথা ব'লে জগতের নিপীড়িত অথচ পৌরুষ-যুক্ত সমগ্র অনভিজাতবর্গের মনের কথা প্রকাশ ক'রেছেন—

সূতোঽহং সূতপুত্রোঽহং—যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং হি পৌরুষম্॥

(সূত-ই হই, আর সূতপুত্র-ই হই, আমি যে-কেউই হই,—উচ্চ কুলে জন্ম দেবতার হাতে, কিন্তু পৌরুষ-প্রকাশ আমারই হাতে।)

কিন্তু মহাভারতের এই বাক্-সংক্ষেপকে বাঙালী নাট্যকার ফালাও ক'রে তুলে, এখানে কর্ণের মুখে দুটী লম্বা বক্তৃতা দিয়েছেন—জাতিভেদের বিরুদ্ধে হরিজন-নেতার ঢঙে প্রতিবাদ, আর নিজের বাহুবলের বড়াই। ভাবখানা এই রকম—"দেখছেন মশায়রা, এই ভদ্রমহিলা কি অন্যায় কথা ব'লছেন! এদিকে ব'লছেন যে, লক্ষ্যবেধ যে ক'রবে তাকেই বিয়ে ক'রবেন—আবার ওদিকে জা'তের কথা তুলে যোগ্য লোককে দূর ক'রে দিচ্ছেন।" তারপর বাঙলা নাটকে কর্ণ দ্রৌপদীকে ব'ললেন, "সুন্দরি! যদি তোমাকে বাহুবলে জয় ক'রে নিয়ে যাই, তা হ'লে কি ক'রতে পারো?" তার জবাবে যখন দ্রৌপদী ব'ললেন, "আমি সূতপুত্রকে বিয়ে করার চেয়ে বরং অগ্নিপ্রবেশ ক'রবো", তখন কর্ণ হেসে ব'ললেন, "সুন্দরি! তোমায় অগ্নিপ্রবেশ ক'রতে হ'বে না—এই আমি ধনুক ফেলে দিলুম।"

যাক্। জরমান-নেতা হিট্‌লর্ ব'ললেন, আমরা চাই না যে আমাদের মেয়েরা বে-জাতে বিয়ে করে। ভারতীয় ছেলেরা আর্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল—"সত্যি ব'লছি মশাই, আমরা ছোটো জা'ত নই—আমরাই খাঁটি আর্য্য"—অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের কথায়, এ যেন জগতের সামনে ডোমের আত্মগৌরব-প্রকাশ—"আমরা কি কম্—আমরা হ'চ্ছি ডমম্ম্!"

ব্যাপারটা এতটা ফালাও ক'রে ব'লছি এই জন্য যে, এই প্রতিবাদের মধ্যে ভারতীয় ছাত্রদের যে মনোভাব দেখ্‌ছি সেটা আমার কাছে ভালো লাগে না। সব মানুষের মধ্যে এক সাধারণ মানবিকতা থাকলেও, সব মানুষ কিছু সমান নয়—নৈতিক গুণে, বুদ্ধি-বৃত্তিতে, কর্মশক্তিতে। কিন্তু তা ব'লে

এক জা'ত অন্য জা'তের উপর অভদ্র-ভাবে চাল দেবে কেন? যদি দেয়, তাহ'লে তার সঙ্গে Sinn Fein ভাবে ব্যবহার করা উচিত: "আমরা নিজেরা—আমরা যা তাই"। স্কটলাণ্ডের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নীতি-বচন তার ঝাণ্ডায় দম্ভের সঙ্গে লিখিত আছে—They say? What do they say? Let them say—এইভাব অবলম্বন করা উচিত। "অপনে ঘরমেঁ হর আদমী বাদ্‌শাহ্ হৈ"—নিজের ঘরে সকলেই রাজা। আমাদের ছেলেদের মধ্যে সে আত্মবিশ্বাস যাচ্ছে—জাতীয়তা-ভাবের বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে, যেন ইউরোপের সামনে একটা inferiority complex এসে যাচ্ছে। নইলে এরকম দম্ভের উত্তর সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কাছে, এমন কি গোঁড়া-মতের সেকালের সব হিন্দুর কাছেই মিল্‌ত। সাহেব রাজার জা'ত, বিজেতার জা'ত ব'লে নিজের আভিজাত্যের ঢাক পিটিয়ে' ব্রাহ্মণের উপর আস্ফালন ক'রলে—ব্রাহ্মণ আর কিছু না ব'লে, সাহেবের সঙ্গে করস্পর্শ হ'য়েছিল ব'লে স্নান ক'রে শুচি হ'লেন—সাহেব তা দেখে থ' ব'নে গেলেন, খুশী আর থাক্‌তে পারলেন না। এই ইঙ্গিতের অন্তর্নিহিত ভাব আমি পছন্দ করি না; কিন্তু বুনো ওলের মার হ'চ্ছে বাঘা তেঁতুলে। বাঙ্‌লার শিক্ষা-বিভাগের এক উচ্চ কর্মচারী আমায় একবার ব'লেছিলেন যে, ঐ শিক্ষা-বিভাগেরই কোনও ইংরেজ এই রকম জা'তের বড়াই ক'রে, ভারতবাসীরা ইংরেজের চেয়ে নিম্ন-শ্রেণীর জীব, এই ভাবের অশিষ্ট উক্তি করায়, তিনি তাঁকে বলেন—"মিস্টার অমুক, আপনি যা ভাবেন তা ভাবেন; কিন্তু এটাও আপনার জেনে রাখা উচিত যে, এই গরীব শক্তিহীন ভারতবাসীদের মধ্যে এমন হাজার হাজার লোক আছে, যারা মনে করে যে তোমাদের ছুঁলে শরীর কলুষিত হয়।" তাতে সাহেব লাল হ'য়ে একেবারে চুপ হ'য়ে যান। ইউরোপের ঘরের কর্তারা আমাদের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ ক'রতে চায় না—জবাব হ'চ্ছে—আমরাও চাই না; তোমাদের মেয়ে আমাদের ছেলেরা মাঝে-মাঝে আনে

বটে, কিন্তু আমাদের মেয়ে তোমাদের ঘরে যদি কখনও যায়, এখনও আমরা সেটাকে আমাদের পক্ষে অপমানেরই কথা ব'লে মনে করি—তোমাদের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধে আমাদের জাতিপাত হয়। "যেচে মান, আর কেঁদে সোহাগ" হয় না; এ রকম স্থলে তুষ্ণীভাব অবলম্বন ক'রে থাক্‌লেই মান বাঁচে—যখন অন্য কোনও ক্ষমতা আমাদের নেই। আত্ম-সম্মান-জ্ঞান-যুক্ত ভারত-সন্তান, নিজের দেশের গৌরব-সম্বন্ধে যার বোধ আছে, তা সে হিন্দুঘরের ছেলেই হোক্, আর মুসলমান ঘরের ছেলে হোক্, সে জানে যে সে বড়ো ঘরের ছেলে, হীন অবস্থায় প'ড়লেও তার জাতীয় আভিজাত্য-বোধ যায় নি—নিজেকে কোনও ইউরোপীয় জা'তের মানুষের চেয়ে ছোটো মনে ক'রতে পারে না—আর খুঁড়িয়ে' বড়ো হ'তেও সে চায় না।

এই সম্বন্ধে আর একটী সামাজিক প্রসঙ্গ—প্রসঙ্গ কেন, সামাজিক সমস্যার কথা এসে যাচ্ছে—ইউরোপ-প্রবাসী ভারতীয় ছেলেদের সঙ্গে ইউরোপীয় মেয়েদের বিয়ে। এই ব্যাপারটী আজকাল একটু বহুল পরিমাণেই হ'চ্ছে ব'লে মনে হয়। এ সম্বন্ধে দুই-একটী কথা যা আমার মনে হয় তা' ব'লবো—বাইরে গিয়ে যা দেখেছি তাই অবলম্বন ক'রে॥

[১২]

বের্লিন

'গতবার বাঙালী আর অন্য ভারতীয় ছেলের সঙ্গে ইউরোপীয় মেয়েদের বিয়ের প্রসঙ্গে কিছু ব'লেছিলুম। আজকাল বোধ হয় এ রকম বিয়ে একটু বেশী ক'রে হ'চ্ছে। আমাদের সমাজের যাঁদের চোখের সামনে বা যাঁদের আত্মীয়-

বন্ধুদের মধ্যে এই রকম আন্তর্জাতিক বিবাহ হ'চ্ছে, তাঁদের মধ্যে অনেকে এতে বিশেষ একটু আশঙ্কিত হ'য়ে প'ড়েছেন। আবার দু-চারজন এই রকম বিয়েতে বেশ উৎসাহ প্রকাশ ক'রছেনও, দেখা যায়। এই রকম বিয়ে আমাদের সমাজের পক্ষে ভালো কি মন্দ, তার বিচার আমরা কিছুতেই নিরপেক্ষ-ভাবে ক'রতে পারবো না। আমাদের শিক্ষা, রুচি, দেশাত্মবোধ, মনোভাব, দেশের অবস্থা সম্বন্ধে মানসিক স্পর্শকারকতা—এই সমস্ত ধ'রে, আমরা ইস্-পার কি উস্-পার একটা মত ঠিক ক'রে ফেলি। তবে আমার মনে হয়, বিষয়টীর গুরুত্ব বুঝে, সমাজের হিতকামী প্রত্যেক দায়িত্ববোধ-যুক্ত ব্যক্তির মত ঠিক করা উচিত।

পৃথিবীতে এমন জিনিস অতি বিরল, যা নিছক খারাপ। ভালো মন্দ-দু'টো দিক্‌ই সব বিষয়ের আছে। অবস্থা-অনুসারে ভালো জিনিস মন্দ হয়, মন্দ জিনিস ভালো হয়। এইরূপ আন্তর্জাতিক একাধিক বিবাহের অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত থেকেছি; এবং এরূপ দু-চারটী বিবাহের কথা আমি জানি যে বিবাহ খুবই সুখের হ'য়েছে। পরাধীন জা'তের মানুষ ব'লে, আমার মনে কিন্তু বরাবর-ই একটা খট্‌কা লেগে আছে; এরূপ বিবাহ, সাধারণ-ভাবে ব'ল্‌তে গেলে, উপস্থিত অবস্থায় আমাদের মধ্যে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ, প্রথমতঃ. ও-দিকে স্বাধীন জা'তের মেয়ে, যারা গায়ের সাদা রঙের দরুন এক হিসেবে পৃথিবীর আর সব জা'তের মানুষদের চেয়ে নিজেদের যথেষ্ট পরিমাণে উঁচু পর্য্যায়ের ব'লে মনে ক'রতে অভ্যস্ত, কালো রঙের ভারতবাসীকে তাদের বিয়ে করা আর এই গরম দেশ ভারতবর্ষে ঘর-বসত ক'রতে আসা; আর এ-দিকে প্রাচীন জা'ত সুসভ্য জা'ত ব'লে যার মনে একটু-আধটু আভিজাত্য-বোধ থাকবেই এমন হিন্দু ঘরের (অবশ্য যে ক্ষেত্রে বাপ-মায়ের চেষ্টায় বা নিজের চেষ্টায় ছেলেটী এই আভিজাত্য-বোধ খুইয়ে' ব'সেছে, সে ক্ষেত্রের কথা আলাদা), তার দ্বারা, কখনও-কখনও চোখের

নেশায়, কখনও-কখনও কারে প’ড়ে, আর কচিৎ বা সত্যকার ভালো-বাসার ফলে—নিজের সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বহির্ভূত, ভাব আচার-ব্যবহার চাল-চলন ধরণ-ধারণ সব বিষয়ে আলাদা (আর বহু স্থলে, দেশে তার নিজের যে সমাজ তার তুলনায় নীচু ঘরের) মেয়ে বিয়ে ক’রে ফেলা, আর সেই মেয়েকে তার এই দুঃখময় দেশে নিয়ে আসা ;—দু-দিকেই, গোড়া থেকে একটা লাঘব স্বীকার ক’রতে হয়। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-চরণে আত্মনিবেদিতা ভগিনী নিবেদিতার মত, ভারতবর্ষের প্রতি টান নিয়ে খুব কম মেয়েই এদেশে আসে ; মাঝে-মাঝে নিবেদিতার মতন মনোভাবের ইউরোপীয় মেয়ে দু-একটী এখনও, এই মিস্-মেয়োর যুগেও, যে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না তা নয়—আমার নিজের মনে হয়, এ রকম মেয়ে দু-একটী দেখেওছি। কিন্তু বেশীর ভাগ—আমার নিজের ধারণার কথা ব’লছি—দেশে নিজের জা’তের মধ্যে বর আর ঘর হ’ল না ব’লেই, কালো মানুষ কালো মানুষই সই, তবুও তো সুখে রাখবে—এই রকম ভাব নিয়ে আসে। আবার অনেক মেয়ের মনে একটু adventure অর্থাৎ সাহসিকতার ভাব থাকে। লড়াইয়ের পর ইউরোপে নাকি পুরুষের অনুপাতে মেয়েদের সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছে। যে-সব মেয়ের মধ্যে নারী-প্রকৃতি বিলুপ্ত বা পরিবর্তিত হয়নি, তারা বর চায়, ঘর চায়, সন্তান চায়। এখনও বেশীর ভাগ মেয়েই এই প্রকৃতির। বিবাহকে মেয়েদের পক্ষে সব-চেয়ে ভাল career বা জীবিকা আর প্রতিষ্ঠার উপায় ব’লে বলে। যদি ব্যক্তি-গত পছন্দ-অপছন্দ বা সংস্কারকে একটু দমন ক’রলে এই career উন্মুক্ত হয়, তাকে মন্দের ভালো ব’ল্‌তে হবে। তা-ছাড়া, ও দেশের বিস্তর মেয়ের ধারণা এই যে, ভারতবর্ষ থেকে যারা এত পয়সা খরচ ক’রে ইউরোপে প’ড়তে যায়, তারা নিশ্চয়ই রাজা-রাজড়া ঘরের ছেলে ; আর ওদেশের পোকা-মাকড়টা পর্য্যন্ত জানে যে, ভারতের রাজারা হীরে-মুক্তো প’রে থাকে, হাতী চ’ড়ে বেড়ায়, আর দু-হাতে পয়সা ছড়ায়।

আজকাল ইউরোপের সামাজিক উলট-পালটের ফলে, আমাদের ভারতীয় ছেলেরা অনেক সময়ে ওদেশে গিয়ে তাল ঠিক রাখতে পারে না। বাপ-মা, আত্মীয়-বন্ধু, সমাজ—এদের নজরের বাইরে, স্বাধীন দেশে গিয়ে প'ড়ে, নিরঙ্কুশ ভাবে চলাফেরা করে; অবস্থাটা দড়ি-ছেঁড়া গোরুর মত হয়। বয়সের ধর্মে যে কৌতূহল নিয়ে তারা যায়, সেই কৌতূহলই তাদের নানা গোলমালের মধ্যে ফেলে; আর বিবাহ-ই সেই-সমস্ত গোলমালের একটা সহজ সমাধান-রূপে দেখা দিয়ে, অনেক সময়ে অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়ে। আমার মনে হয়, বহুক্ষেত্রে আমাদের ছেলেরা, বিশেষতঃ সদ্বংশীয় আর একটু দায়িত্বজ্ঞান-যুক্ত হ'লে সহজাত ভদ্রতার বশে, সারা জীবনের মত নিজেদের বাঁধনের মধ্যে ফেলে দেয়। আমি নিজে যা দেখেছি, তাতে কোনও পক্ষকে, বিশেষতঃ আমাদের গোবেচারী বাছাদের, দোষ দিতে পারি না। এইরূপ বিয়ে যদি আমাদের সমাজের পক্ষে কল্যাণকর না হয়—ছেলে যদি বোঝে যে তার নিজের অবস্থা, আর সঙ্গে-সঙ্গে নিজের পরিবারের নিজের সমাজের আর নিজের পারিপার্শ্বিক ধ'রে বিচার ক'রলে এরূপ বিবাহ করা তার পক্ষে উচিত হবে না, তা হ'লে গোড়া থেকেই তার সাবধান হওয়া উচিত। সাধরণতঃ বিবাহ জিনিসটা পূরোপূরি সমাজকে নিয়ে—যাদের মধ্যে বাস ক'রবো, তাদের নিয়ে; মাত্র দু'জনের সুখ-সুবিধা ধ'রে বিবাহ সুখের হয় না; আরও পাঁচ জনের, আর যারা পরে আসবে তাদেরও সুখ-সুবিধা এতে জড়িত—এই কথাগুলি অনুধাবন ক'রে বুঝ্‌লে পরে, ছেলেদের মধ্যে অনেকটা নিজেদের প্রবৃত্তিকে লাগাম দিয়ে টেনে রাখবার জন্য একটা চেষ্টা আস্‌তে পারে।

কিন্তু বিলেতে গিয়ে—বিশেষতঃ ইউরোপের কন্টিনেণ্টে, ফ্রান্সে আর অন্যত্র, যেখানে ভারতীয়দের প্রজার জা'ত আর নিজেদের রাজার জা'ত মনে ক'রে, সাধারণ মেয়েদের মনে একটা 'ঠেকারে' ভাব নেই—বেচারী

ভদ্রসন্তান করে কি? ঐ যে চমৎকার দেখ্‌তে ছিপ্‌ছিপে গড়নের মেয়েটী, ভারত থেকে প্রত্যাগত মাদাম অমুক বা ফ্রাউ অমুকের বাড়ীতে চায়ের মজলিসে যার সঙ্গে আলাপ হ'ল—ও মেয়েটী উর্দূ বা সংস্কৃত প'ড়ছে; মেয়েটীর পাঠ্য-বিষয় অবলম্বন ক'রে কতকগুলি ভারতীয় ছেলে দেখ্‌ছি দিব্যি ওর সঙ্গে জমিয়ে' নিয়েছে—বেশ একটু-আধটু আড্ডা দিচ্ছে, রসিকতা ক'রছে, flirt ক'রছে; করুক্। কিন্তু মেয়েটীর সঙ্গে কথা ক'য়ে, ওর মনে ভারতের প্রতি কোন গভীর টান বা জিজ্ঞাসার ভাব আছে তা তো বোঝা গেল না; কিংবা ইউরোপে ব'সে উর্দূ বা সংস্কৃত পড়া যতটা বুদ্ধির বা গভীরতার পরিচায়ক ব'লে মনে করা যেতে পারে, মেয়েটীর সঙ্গে আলাপে তার তো কিছু আভাস পাওয়া গেল না। "ম'সিয়ো আঁ্যতেল্, আপনি তো উর্দূ পড়ান: হের্ জে.াউস্তুজে.া, আপনি তো সংস্কৃত পড়ান; বলুন তো, মেয়েটী বুদ্ধিমতীও নয়, ভারত-সম্বন্ধে ওর কোনও সত্যকার আগ্রহও নেই, তবে কেন ও উর্দূ বা সংস্কৃত প'ড়তে এসেছে?"—"আ, উই, ম'সিয়ো শাতেয়ার্‌ঝী; আখ্.—আবর্ য়া, হের্ খ.াটর্‌য়ি—ওঃ, হাঁ, তা বটে, চাটুর্জ্যে মশাই, আপনি যা অনুমান ক'রছেন, এটাও খুব সম্ভব; বিয়ের যোগ্য ভারতীয় ছেলে যদি কেউ ওর সঙ্গে প্রেমে পড়ে সেই আশায়, ভারতীয় ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা কর্‌বার সুবিধা হবে ব'লে, হয়তো মেয়েটী ভারতীয় ভাষা প'ড়তে এসেছে।" অবাধ মেলামেশার ফলে, তরুণ বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কোনও-কোনও ক্ষেত্রে একটা সত্যকার আকর্ষণ দাঁড়িয়েও যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে ছেলের তরফে প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া হয়, মানসিক সংস্কৃতির বা অন্য কিছুর কথা তখন থাকে না; ফলে, আন্তর্জাতিক বিবাহ ক'রে তাদের প্রগতিশীলতা প্রকট ক'রতে হয়।

বিলেতের মেয়ে আমাদের ছেলের সঙ্গে বিবাহিত হ'লে, আমাদের সমাজের বা জা'তের লাভ কতটা? শিক্ষিত মেয়ে হয় তো কোনও-কোনও

স্থলে আমাদের মধ্যে এল’; কিন্তু আমাদের হিন্দু-সমাজ তার সংস্কার তার বিধি-নিষেধ তার আভ্যন্তরীণ মর্য্যাদাবোধ, এ-সব নিয়ে, এই শিক্ষিত মেয়ের সাহচর্য্য পেয়েও তা থেকে উপকৃত হ’তে পারলে না। আর যে শিক্ষিত মেয়ে এলেন, তাঁর গৃহিণী-জীবন আদর্শ-স্বরূপ হ’লেও, তাঁর ইউরোপীয় জাতিত্ব, আর আমাদের অবস্থাটা ঠিক-মত তাঁর বুঝতে না পারার দরুন, সাধারণতঃ সমাজের সঙ্গে তাঁর মনে-প্রাণে মিল ঘ’টুল না। তার পরে, বিভিন্ন জা’তের সঙ্গে মিশ্রণ ঘ’টলে তবে একটা জা’ত বড়ো হয়, এই মতবাদ ধ’রে কেউ-কেউ ব’লে থাকেন, এ-ভাবে ইউরোপের আমেজ বাঙালী হিন্দু-সমাজে এলে পরে, তাতে সমাজের কল্যাণ হবে। কিন্তু এরূপ মিলন সমানে-সমানে হ’লেই তবে ঠিক মিলন হয়। পূর্বে আমাদের দেশে এরূপ মিলন হ’য়েছে—অতি অপকৃষ্ট-ভাবে; ফলে, মেটে-ফিরিঙ্গীদের উৎপত্তি; জা’ত হিসাবে আদর্শ জা’ত এদের কেউ ব’লবে না। আড়াই কোটি বাঙালী হিন্দুর মধ্যে এই leaven বা খামীর কতটা কাজ ক’রবে? বিশেষতঃ যখন সব সময়ে দুই জা’তেরই শ্রেষ্ঠ উপাদানের মধ্যে মিল হ’চ্ছে না। যে-সব মেয়ে এদেশে আসে, তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, মাঝামাঝি শিক্ষিত ঘরের মেয়ে, আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়েও শিক্ষিত—আমাদের মেয়েদের কেন, আমাদের ছেলেদের চেয়েও অনেক সময়ে বেশী শিক্ষিত—মেয়ে যে না আসে, তা নয়। কিন্তু তাদের দেশে তারা যে স্তরের, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের ছেলেরা আমাদের দেশে তার চেয়ে উঁচু স্তরেরই হ’য়ে থাকে। আজকালকার যুগে সামাজিক স্তর-বিচার চলে না, তা জানি; কিন্তু ব্যবহারিক জগতে আমরা একটা ভেদ অনেক স্থলেই পেয়ে থাকি। এটা হয় তো ব্যক্তি-গত মতামতের কথা। অবুও, এখনও noblesse oblige নীতি দেখা যায়—যেখানে আভিজাত্য-বোধ, দায়িত্ব-বোধকে এড়িয়ে’ চলে না। জাতিকে-জাতি সম্বন্ধেও এ রকম কথা চলে; একজন ইংরেজ সহজে

যা ক'রবে না, ইউরোপের একটা ছোটো বা হঠাৎ বড়ো জা'তের লোক তা' ক'রতে সঙ্কোচ-বোধ ক'রবে না। মোটামুটি-ভাবে বলা যায়, আমাদের ছেলেরা যারা বিলেতে যায়, বিদ্যা-বুদ্ধিতে আর অর্থে, এই দুইয়ের একে বা দুটোতেই, তাদের অনেকেই প্রথম শ্রেণীর; ওদেশের প্রথম শ্রেণীর মেয়েদের এই-সব ছেলের হাতে পড়া উচিত। কিন্তু তারা বিলেত থেকে প্রথম শ্রেণীর মেয়ে আন্‌তে পারে না। এ-দিকে আমাদের ভালো ছেলেগুলি বিদেশী মেয়ে নিয়ে এলে, আমাদের ভালো মেয়েদের আর একটু নিরেস পাত্রে প'ড়তে হয়। উপরি-উপরি কতকগুলি ভালো উপার্জন-ক্ষম ছেলের ইউরোপ থেকে মেম-বউ আনার কথা শুনে, একটী বিবাহিতা মহিলা আমায় ব'লেছিলেন—"তোমরা তো দেশ উদ্ধার ক'রবে, নিজেদের চাকরী-বাকরী ব্যবসা-বাণিজ্য এ-সবে বিদেশী প্রতিযোগিতা তোমাদের চক্ষু-শূল,—কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছ, বিদেশিনীদের সঙ্গে কতটা অন্যায় প্রতিযোগিতায় ঘরের মেয়েদের ফেল্‌ছ? ফরসা রঙ, লেখাপড়া, বিলেতের মোহ, এ-সবের সঙ্গে আমাদের মেয়েরা পারবে কেন? বাঙালী ভদ্রঘরের মেয়েদের এই এক নোতুন বিপদ উপস্থিত হ'ল—এইবার থেকে তাদের আঁতুড়-ঘরেই নুন খাইয়ে' মেরে ফেল্‌বার ব্যবস্থা করো।" টীকা নিষ্প্রয়োজন—কিন্তু এই কথা-কয়টীর মধ্যে নিহিত আমাদের কুমারী মেয়েদের অনেকেরই জীবনের ট্রাজেডির ইঙ্গিত আমাদের ছেলেদের ভেবে দেখা উচিত। রবীন্দ্রনাথের "সে যে আমার জননী রে" গানে যে দরদ অনাদৃতা দেশমাতৃকা সম্বন্ধে ফুটে উঠেছে, আমাদের ঘরের মেয়েরা যারা মালা গেঁথে বরের প্রতীক্ষায় র'য়েছে (কোথাও-কোথাও হয়তো ভালো বরের আশায় শিব-পূজোও ক'রছে)—তাদের সম্বন্ধে সে ভাবের দরদ আমাদের প্রবাস-গত বিদেশিনী-কৌতূহলী ভাবী বরেদের মনকে বিচলিত ক'রবে না?

আমাদের ছেলে আর ইউরোপের মেয়ে—এদের নিয়ে যে-সমস্ত সামাজিক

সমস্যার উদ্ভব হয়, কোনও ইউরোপীয় তা ভালো চোখে দেখে না; জরমান সরকার তো খোলসা ক'রে মানা ক'রেই দিয়েছে—জরমান মেয়ে, ওদিকে তুমি ঝুঁকো না। Coloured man-এর বিরুদ্ধে একটা মনোভাব সর্বত্রই আছে। উপদেশ দিয়ে নিষিদ্ধ ফলের দিকে আকর্ষণ কমানো কঠিন কাজ। ছেলের সহজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই—যদি কম বয়সে বিয়ে না দিয়ে, বা বিয়ের পরে স্ত্রীর প্রতি টান হবার আগেই ছেলেকে বিলেতে পাঠানো হয়। এখানেও—বাড়ীর শিক্ষা আর আব-হাওয়া, আর ছেলের মনে কি ভাবে তার সমাজ আর দেশের প্রতি টান কাজ করে, তা বিশেষ কার্য্যকর হয়। আজকাল স্পৃশ্যাস্পৃশ্যবোধ আর নেই, সংস্কার যতটুকু টেনে রাখ্‌ত ততটুকু টেনে রাখতে আর পারছে না, কারণ আমরা বড্ড তাড়াতাড়ি সংস্কারমুক্ত হয়ে প'ড়ছি। অভিভাবকদের এ-সব কথা বোঝা উচিত।

বিয়েতে ছেলে পাঠালে তার ঝক্কি নিতেই হবে। কি রকমের ঝক্কি, আর কত রকমের, তা আমার খুঁটিয়ে' বল্‌বার প্রবৃত্তি নেই, সময় নেই, শক্তিও নেই; আর আমার অভিজ্ঞতাও খুব বেশী নয়। ইউরোপে এ বিষয়ে ভূয়োদর্শন যাঁদের ঘ'টেছে, এমন একাধিক সাহিত্যিক, কোনও-কোনও বিষয়ে রঙটা একটু চড়িয়ে' আঁকলেও, অবস্থাটার যথাযথ চিত্র অনেকটা দিয়েছেন। এই অবস্থায়, ছেলেদের সদ্‌বুদ্ধির উপায় নির্ভর ক'রে, "বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু" এই মন্ত্র জপ করা ছাড়া অভিভাবকদের আর ছেলেদের বাগ্‌দত্তা বা নবোঢ়া বধূদের অন্য উপায় নেই। আবার মেয়েদের সম্বন্ধেও অবস্থাটা গোলমেলে হ'য়ে আসছে। এবার দেখলুম, একটী দক্ষিণী ব্রাহ্মণ-কন্যা, ইংলাণ্ডে উচ্চ শিক্ষা পাবার পরে, খুব স্নেহশীল পিতার কাছে আবদার করায়, তিনি তাকে কন্টিনেন্টের কোনও দেশে কেরানীর কাজ ক'রে স্বাধীন-ভাবে অর্থোপার্জন করার ব্যবস্থা ক'রে দেন; তার পরে মেয়েটী

কিছুদিন পরে একটী রুষ যুবককে বিয়ে করে। এদিকে ভারতবর্ষে মেয়ের বাপকে তাঁর এক বন্ধু ইউরোপ-প্রবাসিনী কন্যার খবর জিজ্ঞাসা করায় তিনি ব'ললেন—"জানো না, মেয়ে আমার একজন রুষকে বিয়ে ক'রেছে!" ব'লেই হা হা করে অট্টহাস্য ক'রে উঠ্‌লেন।

প্রত্যেক নিয়মের অথবা প্রত্যেক পদ্ধতির ব্যত্যয় আছে। এ কথা মানি যে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, জাতি ধর্ম ভাষা অতিক্রম ক'রে, বড়ো আর সত্য হ'য়ে দাঁড়াতে পারে—বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সত্যকার মিলন হ'তে পারে। কারণ মানবজাতি এক এবং অখণ্ড। সেরূপ মিলন বা বিবাহ দেবতার আশীর্বাদ-স্বরূপ, আর তার দ্বারা সমাজেরও কল্যাণ হ'তে পারে। কিন্তু তার স্থিরতা যখন কম, একটু সাবধানতা অবলম্বন ক'রলেই ভালো হয়। ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি প্রাণের টান অনুভব ক'রতে শিখেছে, এমন ক'জন বিদেশী মেয়ে পওয়া যায়?

প্রসঙ্গান্তরে আসা যাক্। আজকাল সমগ্র ইউরোপীয় সভ্যতাকে অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতাকে ব্যবসায়-বাণিজ্যে আর হিন্দীতে যাকে ব'লে 'উদ্যোগ', সেদিকে, আমেরিকার ছাঁচেই ঢালা হ'চ্ছে। Departmental Stores—বড়ো-বড়ো দোকানে বিভিন্ন বিভাগে ঘর-গৃহস্থালীর সব জিনিস-পত্র, ছুঁচ থেকে আরম্ভ ক'রে লোহা-লক্কড়ের সব জিনিস, যন্ত্র-পাতি, কাপড়-চোপড়, খাবার জিনিস, এটা-ওটা-সেটা, মায় হীরে-জহরত পর্য্যন্ত, সব নির্দিষ্ট দামে বিক্রী করার ব্যবস্থা, আমেরিকায় খুব উৎকর্ষ লাভ ক'রেছে। বিক্রীর টেবিলের উপরে পসার-সাজানো জিনিস-পত্র যেন উজোড় ক'রে ঢেলে রেখে দেওয়া হ'য়েছে। যা খুশী বেছে নাও, বিভিন্ন জিনিসের স্তূপের মধ্যে একটা কাঠিতে দামের টিকিট লাগানো, কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। আবার এই সব দোকানে খুব শস্তায় ভাল রেস্তোর'াও আছে। Woolworth নামে এক আমেরিকান কোম্পানি এইরূপ এক বিরাট দোকান বের্লিনে ক'রেছে। বুদাপেশ্‌ৎ-তে

হুঙ্গেরীয়ানদের এইরূপ এক বিরাট দোকান দেখেছিলুম, আমাদের হোটেলের কাছেই—Corvinus-এর দোকান। আমার কতকগুলি জিনিস-পত্র কেনবার ছিল, তার মধ্যে ruecksack বা পিঠে-বাঁধবার-ঝুলি ছিল একটা। জরমানিতে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আর স্কুলের বড়ো-বড়ো ছেলে-মেয়েরা গরমের ছুটীর সময়ে দল বেঁধে নিজেদের দেশ দেখ্‌তে বা'র হয়—যতটা সম্ভব তারা পায়ে হেঁটেই যায়। ছেলেদের সকলের হাফ-প্যান্ট বা জাঙিয়া-পাজামা পরা, মেয়েদের মধ্যেও অনেকে এই পোষাক প'রে বেরোয়; সকলেরই কাঁধের পাশ দিয়ে, চামড়ার ফিতা দিয়া বাঁধা একটা ক'রে এই ruecksack—সাধারণতঃ খাকী রঙের—পিঠের উপরে থাকে—(ভারতবর্ষের কাছ থেকে আধুনিক জগৎ, বাস্তব সভ্যতার এই কয়টী জিনিস খুব বেশী ক'রে নিয়েছে—কারী; চাটনী; জাঙিয়া-পাজামা—শিখদের "কচ্ছ্‌"-এর আদর্শে;—আর ফৌজে আর পরিশ্রম-সাধ্য বা ধূলোমাটি-মাখার কাজে পরবার জন্য কাপড়ের খাকী রঙ; ঘোড়ায় চড়বার জন্য যোধপুরী পাজামা; আর পোলো খেলা;—যেমন চীনের কাছ থেকে নিয়েছে কাগজ, চা আর চীনামাটির বাসন, আরব-তুর্কী-ইরানীর কাছ থেকে নিয়েছে কাফি আর গালিচা;—এই থলিতে তাদের দুই-একটা পরিধেয় জামা-টামা, আর দৈনন্দিন জীবনে দরকারী জিনিস রাখে; আর অনেকেরই হাতে একটী ক'রে লাঠি। আটজন দশজনে মিলে একটা দল করে' বেরোয়, সঙ্গে গিটার-যন্ত্র নিয়ে দলে দুই একজন বাজিয়ে' থাকে—বাজনার আর গানের সঙ্গে-সঙ্গে তালে-তালে পা ফেলে এরা কুচ ক'রে যায়; "ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে" গোছ অবস্থা ক'রে, শস্তার হোটেল যত আছে সে সমস্তে গিয়ে রাত্রে আস্তানা গড়ে; এইভাবে এরা স্বদেশের সঙ্গে পরিচিত হয়। জরমানিতে এইসব "ভ্রাম্যমাণ" তরুণ-তরুণীদের Wander-vogel "ভাণ্ডর-ফোগ্‌ল্‌" বা "ঘুরে-বেড়ানো পাখী" বলে। এরা হ'চ্ছে উৎসাহশীল তরুণ জরমানির প্রতিনিধি-স্বরূপ, এরা শ্রমকাতর নয়, কষ্টসহিষ্ণু—

দেশের মধ্যে ঘুরে ফিরে দেখে, এরা এইভাবে দেশকে সত্য-সত্য ভাল-বাসতে শেখে। জরমানির Wandervogel-দের দেখাদেখি ইউরোপের অন্য দেশে অনুরূপ ভ্রমণের রীতি তরুণ-তরুণীদের মধ্যে প্রবর্তিত হ'চ্ছে। ইংলাণ্ডে এই জিনিসটী খুব দেখা যায়—আর ইংলাণ্ডের লোকেরা একটু খোলা হাওয়ায় খেলাধূলা করার পক্ষপাতী ব'লে, খালি ছাত্র-ছাত্রী নয়, সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে এই রীতি প্রিয় হ'য়ে উঠেছে—ইংলাণ্ডে এইরকম হাল্কা-বোঝা হ'য়ে বেড়ানোকে hiking বলে। জাপানেও Wandervogel-এর দল দেখা যায়। এর হাওয়া ভারতবর্ষেও এসেছে—আমাদের পুরাতন তীর্থ-যাত্রার রীতি থেকেও আমাদের দেশে এ জিনিস বেস একটু সমর্থন পাচ্ছে; তবে আমাদের এই গরম দেশ, বছরের মধ্যে ৮।১০ মাস ঘুরে বেড়াবার উপযোগী নয়, এক পাহাড়ে' অঞ্চল ছাড়া; তা না হ'লে আশা করা যেত এই hiking বা Wandervogel-এর মত ব্যাপার আমাদের দেশেও, ছাত্রদের মধ্যে অন্ততঃ খুব সাধারণ হ'য়ে উঠ্‌ত। যাক্, এই Wandervogel-দের পিঠের ঝোলা, গতবার জরমানি থেকে একটা এনেছিলুম; সেটাকে পিঠে বেঁধে বেড়াবার কোনও সুযোগ হয় নি বটে, তবে রেলে বা স্টীমারে ভ্রমণের সময় তার দ্বারা গৃহস্থের অনেক উপকার হ'য়েছিল। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সতীর্থ স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার আর শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার বহুকাল ধ'রে আমেরিকা আর জরমানিতে প্রবাস ক'রেছেন, তাঁর সঙ্গে বের্লিনে আলাপ হ'ল। খুব মিশুক হৃদ্যতাপূর্ণ ভদ্রলোক; তিনি আমাকে এই Woolworth-এর দোকানের খবর দিলেন, সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন। ক'লকাতা শহরের হোয়াইটওয়ে-লেড্‌ল'র ফ্রান্সিস-হারিসন-হাথাওয়ে'র দোকান এই ধরণের, তবে এগুলি আরও বিরাট্ ব্যাপার। আমাদের দেশে কেবল ভারতবর্ষ-জাত জিনিস দিয়ে এই ধরণের departmental stores

করবার প্রথম চেষ্টা হ’য়েছিল, স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ক’লকাতার বিখ্যাত বাঙালীর প্রতিষ্ঠান “ইণ্ডিয়ান্ স্টোরস্”-এ; “ইণ্ডিয়ান্-স্টোরস্” এখন লুপ্ত, কিন্তু ক’লকাতার বিড়্লা কোম্পানির “বেঙ্গল স্টোরস্”-এ এই ভাবের সব রকমের ভারতবর্ষ-জাত জিনিসের দোকান ক’রে, জাতীয় সম্মান বজায় রাখতে সাহায্য ক’রছে; ক’লকাতার বাঙালী অছেল মোল্লার দোকানও এইরূপ একটী বড়ো departmental stores, কিন্তু এখানকার জিনিস-পত্রের মধ্যে দেশী আর বিদেশী দুই-ই আছে—তাই ভারতবাসীর চালিত এতো বড়ো দোকান দেখেও মনটা তত খুশী হয় না। দেশী জিনিস খুব বেশী ক’রে রেখে, এই ধরণের বড়ো একটা দোকান চালানো আজকালকার বাঙালী খ’দ্দেরের চটক-প্রিয়তার যুগে কঠিন হবে ব’লে মনে হয়। কিন্তু তিরিশ বছর পূর্বেকার প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের যুগে খাঁটী স্বদেশজাত্ জিনিস কেনবার দিকে যে-ভাবে আমরা অনুপ্রাণিত হ’য়েছিলুম, সে ভাবটী এখনও যদি বজায় থাকৃত, যদি সে ভাবটী উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ’ত, তাহ’লে খাদি-প্রতিষ্ঠানের মত দোকান রাস্তায়-রাস্তায় হ’ত, শস্তা আর ভালো আর খাঁটী দেশী জিনিসের একটী বিরাট departmental stores ক’লকাতায় গ’ড়ে উঠে আমাদের আত্মসম্মান-বোধ, আত্মবিশ্বাস আর আত্ম-প্রতিষ্ঠার একটা কেন্দ্র হ’য়ে উঠ্‌ত—হৃদয়বান্ বিদেশী তা দেখে তারিফ না ক’রে পারৃত না, আর আমাদের জাতীয় কর্মশক্তি আর গৌরব এতে বাড়্‌ত; বিলেতের সব বড়ো-বড়ো দোকান, আর আমাদের দেশেও এই রকম সব বিলিতি জিনিসের বড়ো-বড়ো আড়ত দেখে, মনে এ রকমের চিন্তা না এসে যায় না।

ধীরেন-বাবু অনেক বছর আমেরিকায় কাটিয়েছেন, জরমানিতেও তাঁর বছর কতক কেটেছে। এখন তিনি জরমানিতে ব’সে ব্যবসায় ক’রছেন—জরমান জিনিস ভারতবর্ষে রপ্তানি, আর ভারতের জিনিস জরমানিতে আমদানির কাজ। তাঁর বাসায় একদিন আমায় নিয়ে যান, আমার বাসায়ও

তিনি আসেন দুদিন। একরাশ স্ট্রবেরী ফল নিয়ে চিনি দিয়ে মিশিয়ে একসঙ্গে খাওয়ার স্মৃতি মনে থাক্‌বে। ইনি বেশ নির্ভীক্ স্পষ্টবাদী লোক। তিনি যে শার্লোটন্‌বর্গ পল্লীতে থাকেন সেই পল্লীতে, জরমানরা কি ভাবে ইহুদীদের প্রহার ক'রেছিল, তার বর্ণনা দিলেন। একদল গুণ্ডা-প্রকৃতির জরমান ছোকরার সামনে তিনি প্রতিবাদ করেন, তখন তারা তাঁকেই ধ'রে মারে। ধীরেন-বাবু মনে করেন, তাঁকে বিদেশী ইহুদী ভেবেই মেরেছিল। গুণ্ডারা তাঁকে প্রহার ক'রে স'রে প'ড়্‌ল,—আর পুলিশ অবশ্য কোনও প্রতীকার ক'রতে পার্‌ল না।

অধ্যাপক ভাগনর-এর বাড়ীতে একদিন মাধ্যাহ্নিক আহার হ'ল। সেদিন আমি-ছাড়া আর একজন অতিথি ছিলেন। ইনি খ্রীষ্টান মিশনারি হ'য়ে দক্ষিণ-ভারতে তামিলদেশে অনেক কাল কাটিয়ে' গিয়েছিলেন, তমিল-ভাষাটা বেশ ভালো ক'রে শিখেছেন, এঁর নাম ডাক্তার Beythan বাইটান্। এখন বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-বিভাগে তমিল-ভাষা আর সাহিত্য পড়ান। বোধ হয় profession বা পেশা-হিসাবে ধর্ম-প্রচারের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। মানুষটী বেশ সজ্জন, মিশুক প্রকৃতির। অধ্যাপক ভাগনর-এর মত ইনিও হিট্‌লর্‌-এর অনুরাগী ভক্ত। আমায় এঁর লেখা তমিল গল্পের জরমান অনুবাদ একখানি দিলেন। আর ব'ল্‌লেন যে, তমিল-ভাষায় হিট্‌লরের সম্বন্ধে তিনি এক-খানি বই লিখেছেন, সে বই ছাপা হ'চ্ছে, প্রকাশিত হ'লে আমায় পাঠিয়ে' দেবেন। (পরে সেই বই আমার কাছে এসে গিয়েছে, আমি একজন তমিল লেখককে দিয়ে সেই বইয়ের এক সমালোচনা লিখিয়ে' প্রকাশ করিয়ে' দিয়েছি)। ডাক্তার বাইটান্ মোটের উপরে ভারতবাসীদের সম্বন্ধে বেশ দরদ দেখিয়েই কথাবার্তা ক'রলেন।

শ্রীযুক্ত তারাচন্দ রায় ব'লে একটী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বহুদিন ধ'রে জরমানিতে বাস ক'রছেন। তিনি বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী ভাষা

(হিন্দী আর উর্দু) পড়ান। তাঁর বাসায় একদিন তিনি নিমন্ত্রণ ক'রলেন। Hohenzollern Damm নামে একটী নোতুন পল্লীতে এক ফ্ল্যাট নিয়ে তিনি থাকেন। ভদ্রলোক বেলিনের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-বিদ্যা-বিভাগে প্রদত্ত আমার বক্তৃতায় ছিলেন। চা খাওয়ালেন, গল্প-গুজব ক'রলেন। তিনি ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জরমানির বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। ভারতবর্ষের আহ্‌মদিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা তাঁর বাসার কাছেই একটী মসজিদ বানিয়েছে। এটী বোধ হয় জর্‌মানি-দেশের মধ্যে একমাত্র মসজিদ। এর গুম্বজ আর মিনার তারাচন্দজীর ফ্ল্যাট থেকে দেখা যায়। সাড়ে-ছটা বাজে, বেশ পরিষ্কার আলো আছে—তারাচন্দজী আমায় নিয়ে গেলেন এই Moschee 'মোশে' বা মসজিদ্‌ দেখাতে। Wilmersdorf পল্লীতে মসজিদটী প্রতিষ্ঠিত। পরিষ্কার নির্জন রাস্তা, দুধারে গাছের সারি; ইমারতটী ছোটো, ভিতরে গিয়ে দেখ্‌লে মনে লাগে যে মসজিদ নয়, যেন একটী ছোটো সভা-সমিতির ঘর। তবে সব পরিষ্কার, সাফ-সুথরা অবস্থায় রাখা। বাড়ীটী ভারতীয় মোগল-রীতি অনুসারে তৈরী—দিল্লী-আগরার ইমারত-গুলির ঢঙে। গুম্বজওয়ালা একটী ঘর, সামনেটায় একটু হল মতন, আর মুখ্য ইমারতের দুধারে দুটী মিনার। মসজিদের সঙ্গে একটী ছোটো বাড়ী আছে, সেখানে একজন জরমান দরোয়ান সস্ত্রীক থাকে। বেলিনপ্রবাসী একটী মুসলমান ছেলে মসজিদের ইমামের কাজ করেন। তিনিও ঐ মসজিদের সংলগ্ন বাড়ীতেই থাকেন। আমি যখন অধ্যাপক তারাচন্দের সঙ্গে গেলুম, তখন ইমাম-সাহেব বাড়ীতে ছিলেন না; জরমান দরোয়ান মসজিদ-ঘর দেখালে। ভিতরটায় গালচে পাতা, আর তার উপরে চেয়ার সাজানো। মিহরাব মিম্বার আছে। একটা টেবিলে মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে জরমান ভাষায় লেখা কতকগুলি বিভিন্ন পুস্তিকা আর পত্র-পত্রিকা রাখা দেখলুম, কতকগুলি বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, কতকগুলি নামমাত্র মূল্যে। আমরা একটু থেকে দেখে-শুনে চ'লে এলুম।

বিদেশে ভারতীয় ধর্মাগ্রহ আর কর্মশক্তির একত্র প্রকাশ এই ধর্ম-মন্দির দেখে বাস্তবিকই মনে আনন্দ হ'ল; এই সুদূর জরমানিতে দিল্লী-আগরার ঢঙের বাড়ী দেখে, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সব ভারতবাসীই পুলকিত হবেন; আর এই মসজিদের পিছনে যে একটী ক্ষুদ্র ভারতীয় মুসলমান-সঙ্ঘের সাধনা বিদ্যমান, তারও প্রশংসাবাদ ক'রবেন।

এইরূপে বের্লিনে দিন চোদ্দ হ'য়ে গেল। আর সপ্তাহ দুই থাকবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু পারিস থেকে পত্র পেলুম, আমার শিক্ষক অধ্যাপক Jules Bloch ঝ্যুল ব্লক প্রমুখ, যাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রতে চাই, তাঁদের সকলেই গরমের ছুটীতে শহরের বাইরে যাবেন, ১০ই জুলাইয়ের পরে আর কাউকে পারিসে পাওয়া যাবে না। সুতরাং ৭ই জুলাইয়ের পরে আর বের্লিনে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হ'ল না। কারণ মাঝে দু দিন ব্র্যাসেলে থাক্‌বার মতলব ক'রেছি। সুতরাং বের্লিনে অবস্থান সংক্ষেপ ক'রতে হ'ল ব'লে ক্ষুণ্ণমনে বের্লিন থেকে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হ'লুম।

৭ই জুলাই সকালে Zoogarten ৎসো-গার্টেন স্টেশনে পূর্বাভিমুখী মেল-ট্রেন ধ'রলুম। এই ট্রেন পোল-দেশ থেকে ফ্রান্সে যাচ্ছে, এতে ব্র্যাসেল যাবারও গাড়ী থাকে। অধ্যাপক ভাগনর-এর বাড়ী দূরে, তবুও এতদূর স্টেশনে এসে আমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে তিনি বিদায় নিয়ে গেলেন। অধ্যাপক ভাগনেরর হৃদ্যতা ভোলবার নয়॥

[১৩]

ব্র্যাসেল

সকাল এগারোটার সময়ে বের্লিন ত্যাগ ক'রে সারাদিন ধ'রে চ'লে, রাত্রি প্রায় সাড়ে-বারোটায় ব্র্যাসেল পৌছলুম। প্রায় সমস্ত জরমানিটার ভিতর দিয়ে যাওয়া গেল; বের্লিন, হানোভর, কলোন, আখেন—এই পথ

ধ'রে। আমাদের ভারতবর্ষের তুলনায় ইউরোপের দেশগুলির ক্ষুদ্রত্ব এ থেকে অনুমান করা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী; আমি যে কামরায় ছিলুম, তাতে পারিস-যাত্রী কতকগুলি পোল-দেশের লোক ছিল। এরা বেশ মিশুক; ফরাসীতে এদের সঙ্গে কথাবার্তা হ'ল। এদের কাছে স্বাধীন পোল-দেশের মুদ্রা দেখলুম—বেশ সুন্দর লাগ্‌ল, একটী রৌপ্য মুদ্রায় 'পোলোনিয়া' বা পোল-দেশমাতার আবক্ষ মূর্তি, অন্যটীতে পোলীয় স্বাধীনতা-যুদ্ধের বীর মার্শাল পিলসুদ্‌স্কির মুখ। Aachen আখেনের পরে পারিস-যাত্রী গাড়ী থেকে ব্র্যাসেল্‌-অভিমুখী আমাদের গাড়ী আলাদা ক'রে দিলে। পোলীয় সহযাত্রীরা তার পূর্বেই অন্য গাড়ীতে গিয়েছিল।

ইউরোপের অন্য সাধারণ যাত্রীদের মত সঙ্গে খাবার নিয়ে এসেছিলুম—রুটী, পনীর, কেক, ফল; তাই দিয়ে দুপুরের আর রাত্রের খাওয়া গাড়ীতেই সেরে নেওয়া গেল। স্টেশনে কাগজের গ্লাসে ক'রে গরম কফি কেনা গেল। পানীয় জল সব জায়গায় মেলা দুর্ঘট, এরা তেষ্টা পেলে জল খায় না। তেষ্টা পেলে জল খাওয়া যেন ফ্রান্স আর জরমানির রেওয়াজ নয়। রেস্তোরাঁয় জল চাইলে 'মিনেরাল-ওয়াটার' এনে দেয়; তাই সাদা জল দরকার হ'লে, ফ্রান্সের হোটেলে অনেক সময় ব'লে দিতে হয়, eau naturel 'ও নাত্যুরেল' অর্থাৎ 'স্বাভাবিক জল' চাই, আর জরমানিতে ব'লতে হয় kaltes wasser 'খাল্‌টেস্‌ ভাসর' বা 'ঠাণ্ডা জল'। অগত্যা এক বোতল মিনারেল-ওয়াটার—উষ্ণ প্রস্রবণের জল—কিনে তৃষ্ণা নিবারণ ক'রলুম। দেখেছি, যারা রেলে ভ্রমণ করে তারা বিয়ার কিনেই খায়। কচিৎ বা কেউ সঙ্গে একটা বোতলে ক'রে জল নিয়ে যায়।

আখেন্‌-এর পরে বেলজিয়মে প'ড়তে, গাড়ীতে ভীড় বাড়তে লাগ্‌ল। বেল্‌জিয়মের সীমা পার হ'তেই বেলজিয়ান পুলিস কর্মচারী এসে পাস-পোর্ট দেখে গেল। ঘন-বসতি এই বেলজিয়ম দেশ; পদে-পদে ছোটো-বড়ো গ্রাম।

আমাদের গাড়ী যেন সব স্টেশনেই থামতে-থামতে যাচ্ছিল। এদিকে রাত্রিও বাড়ছে; বড়ো বিরক্তিকর লাগ্‌ছিল। শেষে যখন রাত সাড়ে-বারোটা আন্দাজ ব্র্যাসেল্‌-এ পৌঁছলুম, তখন আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

জরমানিতে কিছু বই কিনেছিলুম। বই বেশ ভারী-ই হয়, তাতে আমার স্যুট্‌কেসটা বড্ড ভারী হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু এদেশে লগেজের জন্য বেশী কড়াক্কড় করে না। কুলীরা মালটাকে রেলের কামরায় তুলে দিলেই হ'ল। ব্র্যাসেল্‌-এ গাড়ী থেকে কুলী আমার মাল নামালে, কোথায় গিয়ে উঠ্‌বো তার ঠিক না থাকায় তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম, স্টেশনের কাছে-পিঠে আমায় একটা শস্তা হোটেলে নিয়ে যেতে পারে কি না। ফরাসী ভাষায় কথা হ'ল। বেলজিয়ম দেশটায় দুটো ভাষা চলে, ফরাসী আর ফ্লেমিশ—এই ফ্লেমিশ হ'চ্ছে ডচ্‌-ভাষারই এক প্রাদেশিক রূপ। কুলী আমায় ব'ললে, তার জানা এক হোটেল কাছেই আছে, খুব বড়ো-মানষী চালের নয়, তবে ভদ্রলোকের উপযুক্ত ঘর সেখানে পাওয়া যাবে। তার সঙ্গেই চ'ল্‌লুম। স্টেশনের পাশেই একটা বাড়ীতে নিয়ে গেল। তলায় একটা public house বা মদ-খাবার আর আড্ডা দেবার রেস্তোরাঁ—বিস্তর নিম্ন-শ্রেণীর লোক যেখানে জড়ো হ'য়েছে, মদ খাচ্ছে, তাস আর অন্য খেলা নিয়ে জনকতক কতকগুলি টেবিলের চারি ধারে জটলা ক'রছে। এটা ফ্লেমিশ-বলিয়ে' নিম্ন শ্রেণীর লোকের আড্ডা ব'লে বোঝা গেল। সকলে ফ্লেমিশ ভাষায় কলরব ক'রে আড্ডা জমিয়েছে, তাদের কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারলুম না। লম্বা টেবিলের উপরে খাবার-দাবার আর মদের বোতল আর পান-পাত্রের পসরা নিয়ে হোটেলের মালিকানী, একটী আধা-বয়সী মোটা-সোটা স্ত্রীলোক, আহ্লাদী-পুঁতুলের মত ভাব ('যেমন ফরাসীদেশের হোটেল বা রেস্তোরাঁউলীদের চেহারা হ'য়ে থাকে) জেঁকে ব'সে আছে। ঘরটায় খুব উজ্জ্বল কতকগুলি বিজলীর বাতি জ্ব'ল্‌ছে, কিন্তু সেগুলির আলোকে পাইপের ধোঁয়ায় যেন মেঘের মত ঢেকে দিয়েছে।

আমার কুলী মাল-পত্র রেখে হোটেলউলীর সঙ্গে ফ্লেমিশ ভাষায় কি ব'ল্লে। হোটেলউলী আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে ফরাসীতে ব'ললে, "ঘর আছে, কিন্তু এই শহরে একজিবিশন হ'চ্ছে, সেই জন্য ভাড়া একটু বেশী লাগ্‌বে মশাই।" উপরের তিন তলায় একটা ঘর দেখালে—ছোট কামরা, তবে সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব'লে মনে হওয়ায়, সেই রাত্রি একটায় আর কোথায় যাবো ভেবে তখনই ঘরটা নিয়ে নিলুম। কুলী মাল-পত্র তুলে দিয়ে গেল, তাকে বিদেয় ক'রলুম।

ব্র্যাসেল্‌-তে ছিলুম দু রাত্রি আর দু দিন। এই শহরে আগে কখনও আসিনি। ব্র্যাসেল্‌ ইউরোপের সাহিত্য, শিল্প আর কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম আর কলার অন্যতম পীঠস্থান, মধ্য-যুগের ও আধুনিক ইউরোপের সভ্যতায় এর স্থান খুব উচ্চে। ব্র্যাসেল্‌-শহর তো দেখ্‌বো, তা-ছাড়া এই শহরে একটা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হ'চ্ছে সেটাও দেখবার উদ্দেশ্য ছিল। ৮ই জুলাই সকালে ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরুনো গেল। একটা রেস্তোরাঁয় প্রাতরাশ সেরে নিয়ে একটা ভালো হোটেলের সন্ধানে প্রদর্শনীর আপিসে গেলুম—জানতুম, এখান থেকে শস্তা আর ভালো হোটেলের ঠিকানা পাবো। একটু ঘুরে-ফিরে, একটা হোটেল ঠিক ক'রে নিলুম, গত রাত্রি যেখানে ছিলুম সেখান থেকে জিনিস-পত্র উঠিয়ে' নিয়ে এলুম। তার পরে সারা দিন ধ'রে শহর দেখলুম।

শহরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে সব চেয়ে লক্ষণীয় হ'চ্ছে কতকগুলি প্রাচীন মধ্য-যুগের বাড়ী। ব্র্যাসেল্‌-এর প্রধান গির্জা, Saint Michael দেবদূত মিখাইল ও Saint Gudule সিদ্ধা গুড্যুল-এর নামে উৎসর্গীকৃত—এটা পশ্চিম-ইউরোপের গথিক-রীতির দেবায়তন-সমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর মন্দির। তার পরে, Grand' Place 'গ্রাঁৎ-প্লাস' নামক চত্বরের চারিদিকে কতকগুলি অতি সুন্দর গথিক প্রাসাদের সমাবেশ ব্র্যাসেল-কে ইউরোপের

প্রাচীন শহরগুলির মধ্যে একটী বৈশিষ্ট্য দিয়েছে, সেই গ্রাঁৎ-প্লাস দেখ্‌তে গেলুম। এই গ্রাঁৎ-প্লাসে Hotel de Ville বা Town Hall অর্থাৎ পৌর-জনসভা-গৃহ আর Maison du Roi অর্থাৎ 'রাজার বাড়ী' ব'লে দুটী ইমারত, শুদ্ধ গথিক রীতির প্রাসাদের অতি মনোহর নিদর্শন। একটা বড়ো বাড়ী, একখানা বড়ো ছবি বা একটী শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের মতন উপভোগ্য। এই গ্রাঁৎ-প্লাসে অনেকক্ষণ কাটল। তার পরে অন্য অন্য লক্ষণীয় স্থানগুলিও দেখে এলুম। নূতন রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি কতকগুলি ইমারত অতি সুন্দর। ব্র্যাসেল্-শহরটী লণ্ডন পারিস বের্লিন ভিয়েনা রোম প্রভৃতির তুলনায় ছোটো, কিন্তু সৌধ-সৌন্দর্য্যে অন্যগুলির সমকক্ষ। শহরের মধ্যে Palais des Beaux Arts অর্থাৎ সুকুমার-শিল্প-সৌধ দুইটীতে শিল্পপ্রদর্শনী হ'চ্ছিল—একটী বেলজিয়ান বাস্তু-শিল্পের; আর একটী ফরাসী Impressionist ঢঙের চিত্র-শিল্পের। দ্বিতীয় প্রদর্শনীতে Gauguin গোগ্যাঁ, Monet মোনে, Renoir রেনোয়ার, Cezanne সেজান, Manet মানে, Degas দেগাস্, Van Gogh ফান্-খোখ্ প্রমুখ শিল্পীদের আঁকা ছবি দেখা গেল। এদের ছবির প্রতিলিপি আগে অনেক দেখেছি, কিন্তু শিল্পে impressionism মতবাদটা আমি বুঝি না, আর এক Gauguin গোগ্যাঁ ছাড়া আর কারো ছবি আমার ভালো লাগে না—তাও বোধ হয় গোগ্যাঁর ছবির বিষয়-বস্তুর জন্য, আর রঙের জন্য। গোগ্যাঁ প্রশান্ত-মহাসাগরের পলিনেসিয়ার দ্বীপপুঞ্জে Tahiti তাহিতি-তে গিয়ে বাস ক'রে, সেখানকার আদিম অধিবাসীদের জীবন অবলম্বন ক'রে ছবি এঁকে গিয়েছেন—রঙের সমাবেশে আর আঁকবার ভঙ্গীতে তাঁর এই-সব ছবিতে আমার কাছে শিল্পের প্রকাশের একটী নূতন দিক্ খুলে দিয়েছে।

ব্র্যাসেল্-শহরে পূরো একটা দিন ছিলুম—আর একটা দিনের বেশীর ভাগই কাটে প্রদর্শনীতে। ব্র্যাসেল্-সম্বন্ধে বেশী কিছু জানি না—এক দিনের দেখায় কিছু ব'লতে যাওয়াও ধৃষ্টতা। ব্র্যাসেল্ রোমান-কাথলিক ধর্ম্মের আর রোমান-

কাথলিক শিল্পের একটা বড়ো কেন্দ্র। বেলজিয়মে লোকসংখ্যা দেশের আয়তনের অনুপাতে বোধ হয় পৃথিবীর সব চেয়ে বেশী। এখানকার অনেক লোক—পুরুষ আর মেয়ে—ধর্মকেই জীবিকা বা জীবনের আশ্রয়-রূপে গ্রহণ করে। আমাদের দেশে জেসুইট আর অন্য কাথলিক পাদরি বেলজিয়ম থেকে যত বেশী আসেন, তত বোধ হয় ইউরোপের অন্য দেশ থেকে নয়। ভারতবর্ষের পূর্ব-হিন্দুস্থান যেমন ভবঘুরে' সন্ন্যাসী আর সাধুদের আড়ত ; পূর্ব-হিন্দুস্থান খুব ঘন-বসতি স্থান, বেলজিয়মেরই মতন।

বেলজিয়মে দুটো ভাষা চলে ; সরকারের সব কাজে দুটোরই প্রায় তুল্য আসন—ফরাসী আর ফ্লেমিশ। জরমান জানা থাক্‌লে ইংরেজি-জানা লোকে ডচ আর ফ্লেমিশ অনেকটা, শুনে না বুঝুক, প'ড়ে বুঝতে পারে। তবে বেলজিয়মের এই দুই ভাষার মধ্যে ফরাসীর-ই প্রতিষ্ঠা বা মর্য্যাদা একটু বেশী। ফ্লেমিশ জাতির লোকেরা ইংরেজ জরমান আর ডচের আত্মীয়, ডচেদের সাক্ষাৎ ভাই ; কিন্তু ধর্মে এরা রোমান-কাথলিক ব'লে, প্রটেস্‌টাণ্ট ডচেদের সঙ্গে মেলেনি, এরা কাথলিক ফরাসীদের সঙ্গে মিলে আলাদা রাজ্য ক'রেছে। সরকারী ইস্তাহারে, বিজ্ঞাপনে, পথে-ঘাটে সর্বত্র দুই ভাষার ব্যবহার। রাস্তার নামগুলি সর্বত্র দুই ভাষায় লোহার নাম-পত্রে লেখা। রেলের নোটিস, আদালতের নোটিস, ট্রামের টিকিটের লেখা—সব দুই ভাষায়। অনেক সময়ে রাস্তার নামগুলি একেবারে আলাদা শোনায় ; কিন্তু তাতে এরা ভয় না পেয়ে, দুই ভাষারই তুল্য স্থান দিয়েছে। ফরাসীতে হ'ল Place Royale যে চত্বরের নাম, ফ্লেমিশে তার নাম হ'ল Koningsplaatje ; 'দক্ষিণ-স্টেশন' হ'ল ফরাসীতে Gare du Midi, ফ্লেমিশে Zuid Station ; ফরাসী Petite-ile অঞ্চলকে ফ্লেমিশে লিখতে হবে Klein Eiland ; Bois-কে Bosch ; ফরাসীতে Avenue Astrid লেখা যেখানে, তার পাশে সে রাস্তার নাম ফ্লেমিশে লেখা Astridlaan ; ফরাসীতে Place des Bienfaiteurs, ফ্লেমিশে

Weldoenersplaatje ; তদ্রূপ, ফরাসীতে Rue de Louvain, ফ্লেমিশে Leuvensche Weg ; Rue de la Charite—Liefdadigheid Straat ; Avenue des Arts—Kunsten-laan ; Rue de Bois-Sauvage—Wildewoud-Straat (অর্থাৎ ইংরিজিতে Wildwold Street) ; ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ শত শত নাম পাশাপাশি দুই ভাষায় বিরাজ ক'রছে। একই রোমান লিপিতে লেখা ; কিন্তু শব্দগুলো, আর উচ্চারণের রীতি, অনেকটা আলাদা।

বহু পূর্বে ক'লকাতা কর্পোরেশন যখন বাঙ্‌লায় আমাদের শহরের রাস্তার নামের নাম-পত্র দেওয়া ঠিক করেন, তখন আমি প্রস্তাব করেছিলুম যে বাঙলায় অনাবশ্যক "ষ্ট্রীট, লেন, রোড, আভেনিউ, প্লেস, স্কোয়ার" এ-সব কথা না লিখে, এ-সব পথ এবং চত্বর-বাচক ইংরেজী শব্দের বাঙলা ক'রে দেওয়া হোক ; যেমন—Cornwallis Street—'কর্ণওয়ালিস সড়ক' ; Harrison Road—'হ্যারিসন রাস্তা' ; Chittaranjan Avenue—'চিত্তরঞ্জন বীথি' ; Narendranath Sen Square—'নরেন্দ্রনাথ সেন চত্বর' ; ইত্যাদি। আর তা ছাড়া আমি ব'লেছিলুম যে আমাদের শহরের সব পুরোনো বাঙলা নাম যথাসম্ভব বজায় রাখা উচিত ; যেমন—'লাল-দীঘি', 'হেদুয়া', 'হাতী-বাগান' ইত্যাদি ; সাইন-বোর্ডে এই সব নাম দিয়ে, এগুলিকে বজায় রাখবার চেষ্টা করা উচিত। যেখানে দরকার, সেখানে বিদেশী শব্দ অবশ্যই নেবো ; কিন্তু 'সড়ক, রাস্তা, পথ, বীথি, সরণি, চত্বর', প্রভৃতি পৌর-জীবনের উপযোগী বহু শব্দ আমাদের থাকতে, খামখা কতকগুলি বিদেশী শব্দ নিয়ে ভার বাড়ানো কেন ? আমি নজীর-স্বরূপে বেলজিয়ম, আয়র্‌দেশ, লিথুআনিয়া, ফিন্‌দেশ, প্রভৃতি দেশের কথা তুলেছিলুম। যে-সব দেশে দুটো ভাষার প্রচলন আছে, সে-সব দেশের শহরে একই রাস্তার দুটো নাম অনায়াসেই লোকের মধ্যে চলে, কোনও ভাষাকে খাটো করা হয় না। এ রকম ব্যাপারটা ভারতের কতকগুলি

শহরেও আছে। মির্জাপুরে দেখেছিলুম, একটা রাস্তার নাম ইংরিজিতে লেখা New City Road, আর তার দুপাশে নাগরী আর উর্দুতে লেখা 'নয়া শহর সড়ক'; বোম্বাইয়ে Hornby Road এই ইংরিজি নামের পাশেই নাগরীতে লেখা দেখেছি, 'হোর্‌নবি রস্তা'। মালাইদেশে দেখেছি, মালাই-ভাষার নামই চলে; Jalan Astana অর্থাৎ 'রাজবাড়ীর-পথ'। ক'লকাতার Upper Chitpur Road, Lower Circular Road, Duel Road, Old Post Office Street—এ-সবের তরজমা, যেমন 'উত্তর-চিতপুর-রাস্তা, দক্ষিণ-চক্রবেড়-রাস্তা, সাহেব-লড়াই-রাস্তা, পুরাতন-ডাকঘর-সড়ক,' চ'লবে না কেন —যদি বাইরের আর পাঁচটা সভ্য দেশে সহজ-ভাবেই এই রকম ব্যাপার হ'য়ে থাকে? এতে আমাদের জাতীয় আত্মসম্মান-বোধ বাড়্‌ত বই ক'ম্‌ত না; আর কালেকে হয় তো বাঙলা নামগুলিই থেকে যেত, কারণ এইগুলো আমাদের ঘরের কথা। আমি এই-সব কথা বেশ বিশদ ক'রে লিখে, ইংরিজির চলতি রাস্তা-পথ-ঘাট-বাচক শব্দগুলির একটা বাঙলা অনুবাদ সমেত বহুপূর্বে Calcutta Municipal Gazette-এ এক পত্র লিখেছিলুম। এতে দুই একজন বাঙালী City Father আমার এই আজগুবী প্রস্তাবকে philological prank—'ভাষাতত্ত্ব-ঘটিত পাগলামি'—ব'লে নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি আর দেশাত্মবোধকে সম্মানিত ক'রেছিলেন। আসল কথা, দাস-মনোভাব-জাত আত্ম-বিশ্বাসের অভাবে এই সহজ জিনিসটা নিতে সাহস হ'ল না। তাই ক'লকাতার রাস্তায়-রাস্তায় বাঙলা নাম-পত্রে 'চৌরিংঙ্গী' ('চৌরঙ্গী' স্থলে), 'মুখার্জি লেন' ('মুখুজ্যে গলি' স্থলে) প্রভৃতি নাম, তাদের বাঙলা হরফে লেখা ইংরেজি শব্দ-সম্ভার নিয়ে বাঙলা দেশের মাথা আর হৃদয় স্বরূপ ক'লকাতা শহরের অধিবাসী বাঙালীর আত্মমর্য্যাদা-বোধের আর মাতৃভাষা-প্রীতির জয়-জয়কার ক'রছে॥

ব্র্যাসেল্—আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী

ব্র্যাসেল্-এর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী দেখবার লোভ ছিল, ইউরোপে পৌঁছবার আগে থেকেই এই প্রদর্শনীর সম্বন্ধে খবরের কাগজে প'ড়ে এটা দেখে আস্‌বো স্থির ক'রেছিলুম। একটা বিকাল আর সন্ধ্যা ধ'রে প্রদর্শনীতে ঘুরে বেড়ালুম। এত দেখবার আছে, যে পাঁচ দিনও যথেষ্ট নয়। আজ-কাল প্রদর্শনীতে দুইটী জিনিসের জয়-জয়কার; কাচের, আর বিজলীর আলোর। মাটি চূন স্থরথি ইট কাঠ পলস্তারা দিয়ে প্রদর্শনীর সব বাড়ীর কাঠামো তৈরী হ'ল বটে, কিন্তু প্রচুর কাচের কাজে, রকমারি কাচের প্রয়োগে, তর-বেতর বিজলীর বাতির বাহারে, এই-সব বাড়ীর সৌষ্ঠব-সৌন্দর্য্য খুল্‌ল। আজ-কাল যে ভাবে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলি হ'চ্ছে, তাতে ক'রে এইরূপ একটী প্রদর্শনী থেকেই নানা জাতির সভ্যতা শিল্প-কলার, পোষাক-পরিচ্ছদ গান-বাজনা এমন কি রান্না-বান্নারও পরিচয় পাওয়া যায়। বেলজিয়মের রাজধানী ব্র্যাসেল্‌তে প্রদর্শনী হ'চ্ছে; বেলজিয়ান্ জাতির শিক্ষা সভ্যতা ধর্ম শিল্প চিত্র-কলা ব্যবসায়-বাণিজ্য সাম্রাজ্য প্রভৃতি সব বিষয়ের উন্নতির পরিচায়ক দ্রব্য-সম্ভার পৃথক্-পৃথক্ বাড়ীতে সজ্জিত। বিজলীর কাজ দেখানোর জন্য একটী পৃথক্ বাড়ী; রোমান-কাথলিক গির্জা আর তার মধ্যে রোমান-কাথলিক পূজার তৈজস-পত্র—এ নিয়ে একটী চমৎকার ছোটো বাড়ী; বেলজিয়মের চিত্র-শিল্প, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীত, লোহা-লক্কড়ের কাজ, কাচের কাজ, অন্য নানা শিল্প—এই-সব দেখাবার জন্য বহু বহু বাড়ী। তা ছাড়া, বিরাট্ প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের এক অংশে, অষ্টাদশ শতকের ব্র্যাসেল আর তখনকার দিনের ব্র্যাসেলের জীবন-যাত্রা দেখাবার ব্যবস্থা ক'রেছে, একটা ছোটো শহরকে-

শহরই বানিয়ে' ফেলেছে—সেকেলে' সব বাড়ী, দোকান-পাট, চত্বর ইত্যাদি নিয়ে; অষ্টাদশ শতকের পোষাক প'রে লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই-সব বাড়ীতে কোথাও বা অষ্টাদশ শতকের গান-বাজনা শোনানো হ'চ্ছে, কোথাও বা রেস্তোরাঁ হ'য়েছে সেখানে অষ্টাদশ শতকেরই খানা খাবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। এই পুরাতন ব্র্যাসেল দেখ্‌তে গেলে, আলাদা দর্শনী দিয়ে ঢুক্‌তে হয়। আফ্রিকায় কঙ্গোতে বেলজিয়মের যে সাম্রাজ্য আছে, সেখানকার জিনিস-পত্র, কাফরীদের জীবন-যাত্রা, তাদের শিল্প-কলা, ধর্ম, সব দেখাবার জন্য, আফ্রিকার ঐ অঞ্চলের সর্দারদের খ'ড়ো চালের বাড়ীর নকলে এক বিরাট্‌ বাড়ী ক'রেছে। এক বেলজিয়মের সংস্কৃতি-গত ঐশ্বর্য্য দেখাবার জন্য কত বাড়ী।

তারপর ফ্রান্স, ইটালি, অস্‌ট্রিয়া, সুইট্‌জর্‌লাণ্ড, ইংলাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ফিন্‌দেশ, গ্রীস, রুষ-দেশ, তুর্কীস্থান প্রভৃতি—এদের নিজ নিজ প্রাসাদ হ'য়েছে; ইংলাণ্ডের তরফ থেকে ভারতবর্ষেরও এক প্রাসাদ তৈরী হ'য়েছে, যেমন ফ্রান্স তার সাম্রাজ্যের অধীন দেশ আল্‌জিয়ার্স্‌ আর ইন্দোচীন (আনাম, কোচীন-চীন, কম্বোজ) প্রভৃতির জিনিস, শিল্প, কারুকার্য্য সব দেখাবার জন্য কতকগুলি বাড়ী ক'রে দিয়েছে। এই-সব বিভিন্ন জাতির প্রাসাদে বা বাড়ীতে তাদের বিশিষ্ট জিনিস-পত্র তো আছে-ই, আবার বহুস্থলে তাদের বিশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য নিয়ে রেস্তোরাঁ-ও আছে; সুতরাং, বেলজিয়মে ব'সে-ব'সে-ই, হঙ্গেরির রান্না মাংসের 'গুলাশ্‌' আর 'পাপ্‌রিকা', তুর্কীর 'পিলাফ্‌-কেভুর্‌মে' বা পোলাও-কোর্মা, গ্রীসের বিশেষ মদ, নরওয়ের রকমারি মাছ—এ-সব খাওয়া যায়। ফ্রান্সের প্রজা আল্‌জিয়র্সের আরবদের সভ্যতা দেখাবার জন্য একটী "সূক" বা বাজার বসানো হ'য়েছে; 'মগ্‌রবী' বা পশ্চিমা-আরবী বাস্তু-রীতির বাড়ী, তাতে নানা আরব জিনিসের পসরা—গাল্‌চে, পিতলের কাজ, চামড়ার কাজ, জরীর বা সুতোর কাজ; আর আছে আরবী কাফিখানা, সেখানে খরতালের সঙ্গে আরবী গান শুন্‌তে-শুন্‌তে আরবী কাফি আর মিঠাই খাওয়া

যায় ; আরবী প্রমোদাগার আছে, সেখানে আরব নাচুনী মেয়ের নাচ, আরব সাপুড়ের সাপ-খেলা, এ-সব দেখা যায়। আনাম আর কম্বোজের জিনিসেরও পসরা দেওয়া হ'য়েছে। ভারতীয় রেশম আর ভারতীয় মণিহারী জিনিসের দোকান খুলেছে।

ইটালির যে প্রাসাদটী তৈরী হ'য়েছে, সেখানে খুব ঘটা ক'রে বড়ো-বড়ো ছবি দিয়ে ফাশিস্ত সরকারের জয়-জয়কার তার-স্বরে ঘোষণা করা হ'চ্ছে। কি কি উপায়ে ফাশিস্ত সরকার ইটালির প্রজার জীবনকে উন্নত ক'রে তুলে ইটালি-দেশে একটী ভূ-স্বর্গ গ'ড়ে তুলেছে, তা গলা-ফাটা আর কানে-তালা-লাগানো চীৎকার ক'রে যেন জানানো হ'চ্ছে।

বিরাট্ সব প্রাসাদে, প্রাচীন আর আধুনিক বেলজিয়ান্ চিত্র-শিল্পের আর ভাস্কর্য্যের প্রদর্শনী করা হ'য়েছে। ঘুরে' ঘুরে' দেখতে দেখতে শ্রান্তি আসে—কিন্তু পান-ভোজন ক'রে চাঙ্গা হবার আয়োজনও প্রচুর র'য়েছে। আবার সমস্ত প্রদর্শনী-ক্ষেত্র ঘুরে ছোট্ট একটী রেল-লাইন পাতা হ'য়েছে, নাম-মাত্র মূল্যে টিকিট কিনে তাতে ক'রে চ'ড়ে, প্রদর্শনীর এক অংশ থেকে আর এক অংশে যাওয়া যায়।

প্রদর্শনীর বাড়ীগুলিতে আধুনিক ইউরোপের বাস্তু-রীতির উদ্দাম কল্পনা বেশ পরিস্ফুট। ইউরোপ আর সেই সাবেক গ্রীক আর রেনেসাঁস, গথিক আর বিজাতীয় পদ্ধতি আঁকড়ে' ব'সে নেই। এরা অদ্ভুত পরিকল্পনার বাড়ী সব বানিয়েছে—আর তাতে কাচের ছড়াছড়ি। মূর্ত্তিরও বাহুল্য খুব। যেখানে-সেখানে পুরুষ আর নারীর আধুনিক রীতির বিবস্ত্র মূর্তি। কতকগুলির পরিকল্পনা অতি মনোহর। এই-সব মূর্তি দেখে মনে হয়, ইউরোপের নবীন ভাস্কর্য্যে আর বাস্তবের অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা ততটা নেই, যতটা আছে মূর্তি-নিহিত ভাবের পরিস্ফুটনের। সুগঠিত তরুণ বা তরুণীর মূর্তি—কিন্তু হাত পা আঙুলগুলি অস্বাভাবিক লম্বা ক'রে দিয়েছে; এতে ক'রে, বস্তু-সাপেক্ষ বা

যথাযথ বস্তুর অনুকারী না হ'লেও, মূর্তি-সৃষ্টিতে রসের অভাব হয় না। কিন্তু ঘুরে' ফিরে' সেই প্রাচীন গ্রীসেরই প্রভাব। এহেন অতি-আধুনিক-গন্ধী মূর্তি-শিল্পে নর-নারী-দেহের পরিকল্পনার মধ্যে, দেখে মনে হয় যেন প্রাচীন গ্রীসের, খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ আর পঞ্চম শতকের গ্রীক black-figured vase বা কালো-রঙে-আঁকা ছবিওয়ালা মাটীর ঘট আর অন্য ছবিতে নর-নারী-দেহ-চিত্রণের যে আদর্শ পাই, সে আদর্শকেই আধুনিক শিল্পীরা এখন জ্ঞাত-সারে বা অজ্ঞাত-সারে গ্রহণ ক'রেছে। গ্রীসের অনুপ্রাণনা চিরকালের মত কার্য্যকরী হ'য়ে র'য়েছে। ফীদিয়াসের পরের যুগের, খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে (বিশেষ ক'রে খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতকে) গ্রীস যে শিল্প সৃষ্টি করে, সেই শিল্প এই গত পাঁচ শ' বছর ধ'রে ইউরোপের শিল্পের মুখ্য প্রেরণাস্থল ছিল; খ্রীষ্ট-পূর্ব সপ্তম, ষষ্ঠ আর পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধের গ্রীক শিল্প—Archaic Greek Art, তার সরল সবল ভঙ্গীর দ্বারা ইউরোপকে এখন অভিভূত ক'রে ফেলছে। আধুনিক ভাস্কর্য্যে আংশিক ভাবে এই Archaic Greek Art, এই black-figured vase-এর চিত্র-পদ্ধতির প্রভাব যে বিদ্যমান, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আধুনিক ইউরোপীয় ভাস্কর্য্যে কেবল-মাত্র যে সুপ্রাচীন গ্রীক শিল্পের প্রভাব বিদ্যমান, তা ব'ল্‌লে ঠিক হবে না। ইউরোপের পূর্বতন যুগের নানা শিল্পের ধারাও কার্য্য ক'রছে। আবার প্রাচ্য অর্থাৎ ভারতীয়, যবদ্বীপীয়, কম্বোজীয়, চীনা, জাপানী শিল্প, আর আফ্রিকার নিগ্রো শিল্প—এগুলির প্রভাবও ইউরোপীয় ভাস্কর্য্য গ্রহণ ক'রছে। মোট কথা, শিল্প-বিষয়ে ইউরোপ এখন বিশ্বগ্রাসী হ'য়ে প'ড়েছে। যেন সব কিছু নিয়ে, হজম ক'রে, ইউরোপ বিশ্বমানবের উপযোগী নোতুন একটা কিছু সৃষ্টি ক'রতে চায়। আভ্যন্তর অনুপ্রাণনা না হ'লে কিন্তু বড়ো শিল্প গ'ড়ে ওঠা সম্ভব হয় না—যদিও, বাইরের জগতের প্রভাবেই ভিতরে সাড়া প'ড়ে থাকে।

প্রদর্শনীর একটা বাড়ীতে টাটকা চকলেট-মিঠাই তৈরী ক'রে বিক্রী ক'রছে, তাই কিনে নিয়ে, দু-একটা মুখে ফেল্‌তে-ফেল্‌তে, ঘুরে-ফিরে চারিদিক দেখে বেড়ালুম। প্রদর্শনীর স্মারক—সচিত্র বই, পোস্ট-কার্ড, সব কিনলুম। বিজ্ঞাপনের কাগজ আর পুস্তিকায় একটা ছোটো-খাটো মোট হ'য়ে গেল।

পুরাতন ওলন্দাজ ধরণের গোলাপ-বাগান এক জায়গায় ক'রেছে; বড়ো-বড়ো গাছে গোলাপ ফুটে বাগান একেবারে আলো ক'রে দিয়েছে; ব'সে-ব'সে দেখবার জন্য বেঞ্চি পাতা; খানিকক্ষণ ধ'রে এই বাগানের শোভা দেখলুম। তারপরে আস্তে-আস্তে সন্ধ্যা ঘনিয়ে' এল। ইউরোপের উত্তরের দেশে Twilight বা আলো-আঁধারি অনেক ক্ষণ ধ'রে থাকে। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যাস্ত হ'ল সাতটায়, নটা পর্য্যন্ত বেশ আলো-আঁধারি; আমাদের দেশের মত And with one great stride came the Dark একেবারে হঠাৎ পা ফেলে অন্ধকার এসে প'ড়ে না। বেশ অন্ধকার হ'তে, সব বিজলীর-বাতীর সৌন্দর্য আত্মপ্রকাশ ক'রলে। কত অদ্ভুত বর্ণের সমাবেশ, ভিন্ন ভিন্ন রঙের কাচের মধ্যে দিয়ে, চারিদিকে সমস্ত বাড়ী আর বাগিচাগুলিকে একটা কল্পরাজ্যে পরিণত ক'রলে। বড়ো-বড়ো ফোয়ারা, নানা জটিল নক্‌শায় তাদের জল উঁচুতে উঠ্‌ছে, বেঁকছে; তাদের উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত শিকরকণা এমনিই রামধনুর সৃষ্টি ক'রেছে। এই সব ফোয়ারার ভিতর থেকে রঙীন বিজলীর-বাতী অন্ধকারে আত্মপ্রকাশ ক'রলে—সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য হ'ল।

রাত্রে দোকান-পাট আর বিভিন্ন প্রদর্শনীর বাড়ীগুলি বন্ধ হ'ল, কিন্তু পানভোজনশালাগুলি আর প্রমোদাগারগুলি খোলা রইল—অনেক রাত পর্য্যন্ত সেখানে ভীড়। কোথাও বা আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান একদল এসে, তাদের ঘোড়া-চড়ার কসরৎ দেখাচ্ছে; কোথাও বা বিখ্যাত গায়িকা গান শোনাচ্ছে; কোথাও কন্‌সার্ট হ'চ্ছে। এইরূপে সারা বিকাল, সন্ধ্যা আর

রাত্রির প্রথম অংশ ধ'রে, একটানা কয় ঘণ্টা ঘুরে, ক্লান্ত শরীর আর মন নিয়ে, লম্বা ট্রামের গাড়ী দিয়ে রাত্রি এগারোটায় হোটেলে ফিরলুম।

ব্র্যাসেল্-এর কাছে Tervueren ট্যারফুয়েরেন্ ব'লে একটী গাঁয়ে একটী বিখ্যাত মিউজিয়ম আছে—আফ্রিকার নিগ্রোদের শিল্প আর সংস্কৃতির খুব বড়ো আর বিখ্যাত একটী সংগ্রহ সেখানে আছে। বেশীর ভাগ বেলজিয়মের অধিকৃত কঙ্গো-দেশের। একটী চমৎকার প্রাসাদের মধ্যে এই সংগ্রহশালা অবস্থিত। বেলজিয়মের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড এই প্রাসাদটী তৈরী ক'রে, আফ্রিকার্ সংগ্রহ এতে এনে রাখবার জন্য বেলজিয়ান্ জাতিকে দান করেন। ১৯১০ সালে এই মিউজিয়ম খোলা হয়। প্রাসাদটী এক-তালা, বেশ বড়ো-বড়ো অনেকগুলি হল-ঘর আর অন্য কামরা আছে, তার প্রত্যেকটী, নিগ্রোদের হাতের কাজ, আর নানা দ্রব্যসম্ভারে ঠাসা সব আলমারী আর শো-কেসে ভরতী। ফ্লেমিশ আর ফরাসী ভাষায় কতকগুলি বিবরণী-পুস্তিকা আছে, ছবিওয়ালা পোস্ট-কার্ড আছে। বাড়ীটী একটী প্রকাণ্ড আর খুব সুন্দর বাগিচার মধ্যে অবস্থিত। ব্র্যাসেল থেকে ট্রামে ক'রে যেতে অনেকক্ষণ লাগে। আমি বেশ আনন্দের সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে সব জিনিস দেখলুম। কঙ্গোর নিগ্রোদের কাঠের মূর্তিগুলির বেশ একটু বৈশিষ্ট্য আছে। আমেরিকান শিল্পী Herbert Ward হর্বর্ট্ ওয়ার্ড আফ্রিকায় গিয়ে নিগ্রোদের অনেকগুলি মূর্তি গ'ড়েছিলেন, তার মধ্যে অনেকগুলি ব্রঞ্জ-ধাতুতে ঢালা হ'য়েছিল, এই মিউজিয়মে তার কতকগুলি আছে দেখ্‌লুম। মানুষের আকারের গ্রূপ বা মূর্তি-সমূহ গ'ড়ে, আফ্রিকার নিগ্রোদের জীবন-যাত্রার পরিচয় দেবার্ চেষ্টা হ'য়েছে। যাঁরা মানব-সভ্যতার আলোচনায় উৎসুক, পেছিয়ে'-পড়া জাতিদের সম্বন্ধে যাঁদের মনে দরদ আছে, আর যাঁরা সব রকমের শিল্প-রচনায় রস পান, তাঁদের পক্ষে Tervueren সংগ্রহশালা একটী দর্শনীয় স্থান॥

৯ই জুলাই ১৯৩৫—বিকালে ৫-৪০-এর গাড়ীতে ব্র্যাসেল থেকে রওনা হ'য়ে রাত এগারোটায় পারিসে পৌঁছলুম। বেলজিয়ম্ যে কত ঘন-বসতি দেশ, তার যথেষ্ট পরিচয় রেলের থেকেই পাওয়া গেল; ক্রমাগত বাড়ী আর ক্ষেত, বাগিচা আর কারখানা; বন-জঙ্গল কোথাও নেই। পারিসে ছাত্রাবস্থায় এক বছর কাটিয়ে' গিয়েছি, পারিসে কোনও ঝঞ্ঝাট হ'ল না। সরাসরি ট্যাক্সি ক'রে Rue de Sommerard র‍্যু-ত্থ-সোম্‌রার, যেথানে আগে বাস ক'রতুম, সেখানকার একটী বাসায় এসে উঠ্‌লুম। এই বাসায় কতকগুলি ভারতীয় ছাত্র ছিলেন; তাঁদের একজনকে—আমার পূর্ব-পরিচিত প্রয়াগ-বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র বর্মাকে চিঠি লিখেছিলুম, তিনি তাঁরই বাসায় আমার জন্য ঘর ঠিক ক'রে রেখেছিলেন।

ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র পারিস; ইউরোপের মুকুটমণি পারিস; শিক্ষা, সংস্কৃতি, নাগরিকতা, ভব্যতা এ-সবের পীঠস্থান Ville Lumiere বা 'আলোক-নগরী' পারিস; ছাত্রাবস্থায় এই নগরীশ্রেষ্ঠ পারিসে প্রায় পূরো এক বছর বাস করবার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল, মনে-প্রাণে এই শহরকেও ভালোবাস্‌তেও আরম্ভ ক'রেছিলুম। এই শহরের পথ-ঘাট, বাড়ী-ঘর, লক্ষণীয় অনেক কিছু এক সময়ে কত না পরিচিত হ'য়ে উঠেছিল! সেই পারিসে আবার এলুম। মনটা আনন্দে পূর্ণ হ'ল।

এবার পারিসে কিন্তু ছ দিন মাত্র ছিলুম। অধ্যাপক Jules Bloch ঝ্যুল্ ব্লক, যাঁর ছাত্র আমি ছিলুম, তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল, সুদীর্ঘ আলাপাদি হ'ল। অধ্যাপক Sylvain Levi সিল্‌ভ্যাঁ লেভি, পারিসের উত্তরে Andilly আঁদিয়ি

ব'লে একটী গ্রামে থাকেন, তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'রে এলুম। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র বর্মা আর আমি দুজনে গিয়েছিলুম। তিনি আঁদিয়িতে তাঁর পুরাতন (আর আমাদের পূর্বপরিচিত) বাড়ীখানি অনেক বাড়িয়েছেন, আধুনিক বাস্তু-রীতি অনুসারে বসবার ঘর. পড়ার ঘর, সব ক'রেছেন, আমাদের দেখালেন সব। আচার্য্য লেভি আর লেভি-গৃহিণী শান্তিনিকেতনে ছিলেন, "গুরুদেব" অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ, "শাস্ত্রী মহাশয়" অর্থাৎ মহোমহোপাধ্যায় বিধুশেখর শাস্ত্রী, নন্দলাল-বাবু, ক্ষিতিমোহন-বাবু, এঁদের সকলের কুশল জিজ্ঞাসা ক'রলেন। অধ্যাপক লেভির সঙ্গে আলাপ ক'রলুম; তখন কে জানত যে, প্রাচীন ভারত-বিদ্যার আধার, এশিয়ার সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান পণ্ডিত অধ্যাপক লেভি এত শীঘ্র দেহরক্ষা ক'রবেন! আমি ইউরোপ ত্যাগ ক'রে ফিরে আসবার মাস কতকের মধ্যেই অতি আকস্মিক-ভাবে আচার্য্য লেভির মৃত্যু হয়।

পারিস্ তের বছর আগে যেমনটী দেখেছিলুম, বাইরে থেকে দেখতে তেমনিই আছে—মোটা-মুটি-ভাবে কয়দিন ঘুরে-ফিরে তাই মনে হ'ল। আমার একটী প্রিয় ভ্রমণের স্থান ছিল Seine সেন্-নদীর দক্ষিণ তীরে; সেখানে রাস্তায় নদীর ধারের দিক্‌টায়, নদীর পাড়ে ইটের বুক-সমান পাঁচীলের উপরে পুরাতন বইওয়ালারা কাঠের বাক্সে ক'রে বইয়ের, ছবির, ধাতু-নির্মিত চিত্রময় পদকের, আর নানা রকমের curio বা মণিহারী জিনিসের, অদ্ভুত আর দুষ্প্রাপ্য শিল্প-দ্রব্যের, পসরা দিয়ে থাকে। সেখান থেকে সেন্-নদীর উত্তরের তীরে, দ্বীপের মধ্যে Notre Dame নোত্র্-দাম গিরজা, আর Louvre লুভ্র্-এর প্রাসাদ র'য়েছে; পাথরের দেওয়াল কয় শতাব্দী ধ'রে, বরফ, বৃষ্টি আর রোদে পাঁশুটে' বা কালো হ'য়ে গিয়েছে; সেন্-নদীর অপ্রশস্ত বুকে ছোটো-ছোটো লঞ্চ, গাধাবোট আর বাচ-খেলার নৌকো চ'লেছে; নদীর দুধারে প্লেন-গাছের সারি—আগের মতনই আছে। পারিসের ছাত্র-পল্লী Quartier Latin কার্তিয়ে-লাত্যাঁ-র বড়ো রাস্তা দুটী—বুল্‌ভার্-স্যাঁ-মিশেল

আর বুল্‌ভার্‌-স্‌াঁ-ঝে.য়ার্মঁ্যা—তেমনই আছে, সেই সব রেস্তোরাঁ, সেই সব দোকানপাট। ছাত্রদের ভীড় সেই রকমই—তবে এত নিগ্রো আর চীনে ছাত্র তো আগে আমাদের সময়ে ছিল না। বেঁটে চেহারার, চীনাদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মতো আনামীরা চ'লেছে—চেহারার অসৌষ্ঠব পোষাকের চটকে আর চুরুট ধরবার কায়দায় মানিয়ে দেবার চেষ্টায় আছে। লম্বা, ঢাঙা জবর-দস্ত চেহারার নিগ্রো—বিকট হাসির সঙ্গে ফরাসী "বান্ধবী"র হাত বগল-দাবায় ক'রে রাস্তা দিয়ে চ'লেছে, খুব লা-পরওয়া ভাব দেখিয়ে'। আমাদের সময়ে ১৪ বছর আগে, জন তিনচার চীনা ছাত্রকে জানতুম, নিগ্রোও ছিল অতি কম, চোখেই প'ড়ত না। ফরাসীদের অধিকৃত আফ্রিকা-খণ্ডে তা হ'লে "উচ্চ শিক্ষা"র প্রচলন হ'চ্ছে। ছেলেদের হুল্লোড়ে আগে কতকগুলি রেস্তোরাঁ সারা বিকাল আর সন্ধ্যায় মুখরিত থাকৃত, তাদের হল্লায় রাস্তাও মাত হ'ত—এখন সে জিনিস ততটা নেই—তার কারণ, কার্তিয়ে-লাত্যাঁ বা ইউনিভার্সিটি-পাড়া থেকে ছেলেদের বস-বাস দূরে সরিয়ে' নেবার চেষ্টায়, সরকার থেকে পারিসের দক্ষিণে, ট্রামের পথে প্রায় মিনিট কুড়ির মত দূরে, এক Cite' Universitaire 'সিতে-য়ুনিভেয়ার্সিতেয়ার্‌' বা "বিশ্ববিদ্যালয়-নগরী" বানিয়ে' দেওয়া হ'য়েছে। এখানে ছাত্রদের থাকবার জন্য বড়ো-বড়ো হস্টেল বা ছাত্রাবাস তৈরী হ'য়েছে; ফরাসী সরকার কতকগুলি বাড়ী ক'রে দিয়েছে, ফরাসী ছেলেদের থাকবার জন্য; আর তা ছাড়া, বিভিন্ন দেশের সরকার থেকে অথবা বিভিন্ন দেশের পয়সাওয়ালা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, নিজ-নিজ দেশের ছেলেদের থাকবার জন্য বাড়ী ক'রে দিয়েছে। এই-সব বিভিন্ন জা'তের Maison 'মেজ'.' বা প্রাসাদ বলা হয়; যেমন Maison Suisse, Maison Suedoise, Maison Grecque, Maison Chinoise, Maison Japonaise, ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের বাস্তু-রীতি অনুসারে এই সব বাড়ী তৈরী হ'য়েছে—Maison Chinoise 'মেজঁ. শিনোয়াজ্‌.' বা চীনাদের বাড়ী,

চীনা বাস্তু-রীতি অনুসারে তৈরী হ'য়েছে ; Maisou Suisse 'মেজ'. স্যুইস্' বা সুইট্জর্লাণ্ডের বাড়ী, ঐ দেশের বাড়ী করার রীতি ধ'রে হ'য়েছে। ভারতবর্ষের ছাত্রদের জন্য আচার্য্য লেভি আর অনেকে চেষ্টিত ছিলেন, যাতে ক'রে একটী Maison Indienne 'মেজঁ. আঁ্যাদিএন্' গ'ড়ে উঠে। শুনেছি, ফরাসী সরকার বিনা পয়সায় জমী দিতে রাজী আছেন—মাত্র বাড়ী ক'রে দেওয়া, আর তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা হ'লেই হ'ল। ভারতবর্ষ থেকে কত রাজা-রাজড়া পারিসে যান, দু-দশ লাখ এমনি ফুর্তি ক'রে ওড়ান, লোক-দেখানো খয়রাত করবার জন্য, পারিসের গরীব লোকদের সেবায় পাঁচ দশ হাজার টাকা দানও করেন, কিন্তু এই আবশ্যক আর উপযোগী জিনিসটার জন্য তাঁদের কোনও গা নেই।

শ্রীযুক্ত শিবসুন্দর দেব পারিসে ভূতত্ত্ব-বিদ্যা অধ্যয়ন ক'রছেন; তাঁর সঙ্গে আগে আমার পরিচয় ছিল (ইনি বাঙলা দেশের প্রথম যুগের জাপান-প্রত্যাগত মৃৎপাত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত সত্যসুন্দর দেবের ভাই), তিনি আমাকে 'সিতে-য়ুনিভের্সিতেয়ার্' দেখিয়ে' নিয়ে এলেন। জন পাঁচ ছয় ভারতীয় ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়-নগরীতে বাস করেন—ফরাসী সরবার সৌজন্য ক'রে, ফ্রান্সের মফঃসল থেকে আগত ফরাসী ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট একটী বাড়ীতে ঘর দিয়ে এঁদের থাকতে দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত শিবসুন্দর দেব ছাড়া আর যে কয়টী ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হ'ল, তাঁদের নাম হ'চ্ছে বজ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়, অমিয় সরকার, কৃষ্ণমাচার্য্য, আর গোয়া থেকে আগত ডিসুজা। এঁরা সমস্ত বাড়ী আমায় দেখালেন; আর ছাত্র আর অধ্যাপকদের জন্য কর্তৃপক্ষ থেকে যে রেস্তোরাঁ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে, সেখানে খেতে নিয়ে গেলেন। খুব চমৎকার ব্যবস্থা। খুব বড়ো এক খাবার হল-ঘর। যে যে জিনিস তৈরী হ'য়েছে, সেগুলির নাম আর পাশে দাম লেখা এক বিজ্ঞাপন-ফলক থেকে, ছাত্র ছাত্রীরা এসে দেখে নিলে, কি কি জিনিস পাবে; ধরুন, সুপ—তিরিশ

সাঁতীম, রোস্ট—পঞ্চাশ সাঁতীম, মিষ্টান্ন—পঁয়ত্রিশ সাঁতীম, পনীর—পঁচিশ সাঁতীম, ইত্যাদি। ছেলেরা এক একটী জিনিসের জন্য আগে থাকতেই দাম দিয়ে, পৃথক্ পৃথক্ টিকিট কিনে নিলে। তার পরে, যেখানে একটা লম্বা টেবিলের পিছনে খাদ্য-পরিবেষণকারিণীরা দাঁড়িয়ে' আছে, তার পাশে এক বাসনের গাদা থেকে ছেলেরা নিজেরাই ছোটো বড়ো প্লেট, গেলাস, আর ছুরি-কাঁটা আর সব জিনিস, খাবার রেকাবগুলির জন্য ট্রে বা পরাত, এই সব তুলে নিয়ে যায়। খাবার যারা দেয়, তাদের কাছে এসে, টিকিট দিয়ে, জিনিসের নাম ব'ল্‌লেই, সামনে-রাখা প্লেটে জিনিস তারা দিলে। তার পরে সব জিনিস নিয়ে, একটা টেবিলে গিয়ে ব'সে গেলেই হ'ল। খাওয়ার জিনিসগুলি উৎকৃষ্ট, আর প্রচুর দেয়; দামের অনুপাতে, এত ভালো খাবার বাইরের কোনও রেস্তোরাঁয় পাওয়া যায় না। আহারাদি সেরে, শিবসুন্দর-বাবুর ঘরে ব'সে, অনেকক্ষণ বেশ গল্প-স্বল্প করা গেল।

পারিসে কার্তিয়ে-লাত্যাঁ-তেও কতকগুলি ভারতীয় ছাত্র থাকেন; তাঁদের মধ্যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে আগত ধীরেন্দ্র বর্মা (এঁর আলোচ্য-বিষয় হিন্দী-ভাষা আর সাহিত্য), বিশ্বেশ্বর প্রসাদ (ইতিহাস), আর একটী ভদ্রলোক, এঁরা হিন্দুস্থানী, আর বিমলচন্দ্র বসু ব'লে একটী ভদ্রলোক, ডাক্তারী পড়েন—এঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র বর্মার মত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর প্রসাদের সঙ্গে পূর্বে দেশেই আমার পরিচয় ছিল।

পারিসে পৌঁছই ৯ই জুলাই রাত্রে, আর ১৪ই জুলাই ছিল ফরাসী-জাতির জাতীয় উৎসব; Bastille বাস্তীয়্ দুর্গের পতনের তারিখ; ফরাসী বিপ্লবের সূচনাকে চির-স্মরণীয় করবার জন্য, ফরাসী জাতি এই তারিখে সভা-সমিতি করে, আর সারা দিন ধ'রে নাচ-গান পান-ভোজন ক'রে ফুর্তি করে। ১৯২২ সালে পারিসে এই Quatorze Juillet 'ক্যাতর্জ্-ঝু্যইয়ে' বা চোদ্দই জুলাইয়ের উৎসব দেখেছিলুম; আর এইবার, ১৯৩৫ সালে, দেখলুম। এই

দুইবারের উৎসবের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখলুম ; আর এই প্রভেদ থেকে ফরাসী-জাতির তখনকার, আর উপস্থিত এখনকার রাজনৈতিক অবস্থা অনেকটা বোঝা গেল। ১৯২২ সালে উদ্দাম আনন্দের বান ছুটেছিল, চোদ্দই জুলাইয়ের দিন। মিউনিসিপালিটি থেকে, শহরের প্রায় প্রতি চৌমাথায়, বাজিয়েদের জন্য, জাতীয় পতাকা ফুলপাতা দিয়ে সাজানো মাচা বেঁধে দেওয়া হ'য়েছিল ; এই-সব চৌরাস্তার মাচায় বাজাবার জন্য, মিউনিসিপালিটি থেকে খরচ দিয়ে ৩।৪ জন ক'রে বাজিয়ে' মোতায়েন করা হ'য়েছিল; ২।৩ খানা ক'রে বেহালা আর পিয়ানো নিয়ে, বাজিয়েরা সারা বিকাল আর সারা রাত ধ'রে বাজাচ্ছিল, আর রাস্তায় মেয়ে পুরুষেরা (কখনও-কখনও পুরুষের অভাবে দুজন ক'রে মেয়ে) জোড় বেঁধে সারা বিকাল আর রাত ধ'রে নাচ্ছিল। জরমানদের সঙ্গে লড়াইয়ের পরে, নোতুন বিজয়ের মাদকতা ফরাসী জা'তকে বিশেষ ভাবে উল্লসিত ক'রে তুলেছিল, সেই উল্লাস চোদ্দই জুলাইয়ের উৎসবে খুবই দেখা গিয়েছিল। এবার কিন্তু সে ঢালাও আনন্দের হাওয়া নেই। ফরাসী জাতির মধ্যে লড়াইয়ের সময়কার সে একতা নেই ; মাস কতক পূর্বেই পারিসের মধ্যেই ছোট-খাটো আত্মবিগ্রহ ঘ'টে গিয়েছে। সাম্য-বাদ আর সাম্রাজ্য-বাদের ঝগড়া, ফরাসীদের জীবনে দেখা দিয়েছে। এবারও আগেকার মত নাচের আয়োজন রাস্তার মোড়ে-মোড়ে হ'য়েছে বটে, কিন্তু লোকের তেমন ফুর্তি নেই, ; নিম্ন মধ্যবিত্ত আর গরীব লোকেরাই এই নাচে আনন্দ করে, তারা যেন একটু মন-মরা। সকলেই একটু সন্ত্রস্ত। ওদিকে, পাছে শ্রমিকেরা গোলমাল লাগায়, সেই আশঙ্কায় পারিসের রাস্তায়-রাস্তায় সাঁজোয়া-গাড়ী ঘুরছে, শুনলুম সৈন্যও তৈরী আছে।

ইউরোপের অনেকগুলি দেশে যেমন, ফ্রান্সেও তেমনি আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহের হাওয়া বইছে। এবার চোদ্দই জুলাইয়ের উৎসব উপলক্ষে, সোসিয়ালিস্ট বা সাম্যবাদীর দল, আর হিট্লারিয়ান্ বা ফরাসী জাতীয়তার

আর সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক দল, এদের পরস্পর-বিরোধী ইস্তাহার পারিসের বাড়ীর দেওয়ালে পাশাপাশি লট্‌কানো দেখেছি। সাম্যবাদীরা ব'ল্‌ছে—১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই রাজশক্তির অত্যাচারের প্রতীক-স্বরূপ বাস্তীয়্-কারাগার ধ্বংস করা হ'য়েছিল; আর এখন ফরাসী জাতি আবার দল-বিশেষের প্রাধান্য স্বীকার ক'রবে—জাতীয়তার নামে আবার গরীবের পক্ষে সর্বনাশকার যুদ্ধ-বিগ্রহের পথে চ'লবে? অন্য জাতের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটী ক'রবে? জাতীয়তা-আর সাম্রাজ্য-বাদীরা ব'ল্‌ছে—জনকতক সাম্যবাদী আর ইহুদী এসে ফ্রান্স দেশটাকে নষ্ট ক'রলে, 'আন্তর্জাতিকতা', 'সাম্যবাদ' প্রভৃতি বড়ো-বড়ো বুলি আউড়ে, এরা ফরাসী জাতির গৌরবকে ভূ-লুণ্ঠিত ক'রলে; ফরাসী জাতিকে সব-চেয়ে বড়ো ক'রে তুল্‌তে হবে—ফ্রান্সে শুদ্ধ ফরাসী মনোভাবের ফরাসীরাই রাজত্ব করুক, আন্তর্জাতিক মনোভাবের ইহুদীরা পালেস্তীনে স'রে পড়ুক।

উৎকট জাতীয়তার ভাব আজকাল ইউরোপের অনেক দেশেই এই উৎকট ইহুদী-বিদ্বেষের ভিতর দিয়ে প্রকট হ'চ্ছে। ইহুদীরা সকলের সামনে বড্ড বেশী এসে প'ড়েছে—তাদের বুদ্ধি নিয়ে, তাদের আন্তর্জাতিকতা নিয়ে। জরমানির মত অন্যত্রও তাদের দুর্গতি কর্‌বার আয়োজন চ'লেছে। ফ্রান্সেও সেই মনোভাব দেখলুম। আমার অধ্যাপক ঝ্যুল্ ব্লক জাতিতে ফরাসী, ধর্মে বা রক্তে ইহুদী। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা কইবার চেষ্টা ক'রলুম; কিন্তু ভাবে মনে হ'ল, এই বিষয়ে আলোচনা করা তাঁর পক্ষে কষ্টদায়ক। জরমানির মতন উৎকট জাতীয়তাবাদী ফরাসীরা যে-কোনও দিন ইহুদীদের উপর অত্যাচার আরম্ভ ক'রে দিতে পারে। অস্ট্রিয়া আর অন্যত্র ইহুদীদের উপর ভিতরে-ভিতরে কি রকম অত্যাচার চ'লছে, তার কিছুটা ইঙ্গিত-আভাস তাঁর কাছ থেকে অনুমানে বুঝলুম।

অধ্যাপক ঝ্যুল ব্লকের সঙ্গে তিন দিন দেখা হ'ল। পারিসে পৌঁছবার

পরের দিনই সকালে টেলিফোনে আমার আগমনের সংবাদ তাঁকে জানালুম (তিনি পারিসের বাইরে Se'vres স্যাভ্র্-পল্লীতে থাকেন)—তিনি আমার বাসায় এলেন। বহুদিন পরে আমার এই অমায়িক, হৃদয়বান্, যথার্থ পণ্ডিত গুরুকে পুনর্দর্শনের সৌভাগ্য ঘ'টল। নানা বিষয়ে আমি আমার এই অধ্যাপকের কাছে ঋণী। গবেষণার কাজে একেবারে বিষয়-নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিক মনোভাবের আবশ্যকতা, আর এই মনোভাবে যে অপূর্ব একটা আনন্দ আছে, আমি প্রধানতঃ ব্লকের মত গুরুর কাছেই তার আভাস পাই। অধ্যাপক অধ্যাপক আমাকে দুদিন তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালেন। অধ্যাপক-পত্নী আগেকারই মতন, স্নেহশীলা অতিথি-পরায়ণা। ছাত্রাবস্থায় স্যাভ্র্-এ যখন এদের বাড়ীতে যেতুম, তখন এঁদের দুটী ছেলে আর একটী মেয়ে ছিল। বড়ো ছেলেটীর বয়স তখন সাত-আট বছর হবে, খুব বুদ্ধিমান্; ছোটোটী তখন পাঁচ বছরের সুন্দর বালক; মেয়েটী কোলের খুকী। বড়ো ছেলেটীর সঙ্গে তখন খুব ভাব ক'রে নিয়েছিলুম। তার পরে, দেশে ফিরে এসে বছর কয়েক পরে, অধ্যাপক ব্লকের কাছে নিদারুণ সংবাদ পাই—এই ছেলেটী জলে ডুবে মারা গিয়েছে। অধ্যাপকের আর দুটী ছেলে মেয়েকে এবার দেখলুম—তের বছরে যতটা ডাগর হবার হ'য়েছে—বাপের মতন ছেলেটীর ভাষা আর ভাষাতত্ত্বের দিকে ঝোঁক হ'য়েছে। অধ্যাপকের সঙ্গে অনেক পুরাতন বিষয়ে আলাপ হ'ল, অনুশীলন হ'ল, ভবিষ্যতের কাজ সম্বন্ধেও কথা হ'ল। একখানি অপ্রকাশিত প্রাকৃত ব্যাকরণ যদি আমি সম্পাদন ক'রে প্রকাশ করি, সেইজন্য বইখানির একটী নাগরী অনুলিখন অধ্যাপক আমাকে দিলেন। অধ্যাপক ব্লকের বাড়ীতে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছিলেন এক বিখ্যাত ফরাসী composer অর্থাৎ সঙ্গীত অথবা সঙ্গত-স্রষ্টা। তিনি অধ্যাপকের বৈঠকখানায়, যেখান থেকে তাঁর বাড়ীর বাগানের চমৎকার দৃশ্য পাওয়া যায়, সেখানে ব'সে-ব'সে পিয়ানোতে বাজাবার জন্য একটী কম্‌পোজিশন বা সংবাদনা

রচনা ক'রলেন, সেটা নিজে পিয়ানো বাজিয়ে' আমাদের শোনালেন, আর ব্লক-দম্পতীকে ঐ দিনটীর স্মৃতি-স্বরূপ রচনাটী উপহার দিয়ে গেলেন।

অধ্যাপক ব্লকের সঙ্গে এত দিন পরে আবার দেখা হ'ল—ইউরোপে আসার একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল; এই তিন দিন অধ্যাপক ব্লকের সঙ্গে দেখা ছাড়া, প্রাণ ভ'রে পারিসে খুব ঘুরে বেড়ালুম। Louvre লুভ্র্ থেকে আরম্ভ ক'রে, Muse'e Guimet ম্যুজে. গীমে, Muse'e Cernuschi ম্যুজে. চের্নুস্কি, Muse'e Trocadero ম্যুজে. ত্রোকাদেরো প্রভৃতি মিউজিয়মগুলি খুব ক'রে আবার দেখে নিলুম। ম্যুজে. চেরনুস্কিতে, বিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্য-শিল্পকলা-বিৎ আর প্রাচ্য সভ্যতার ঐতিহাসিক, চীন ও ভারতের একান্ত সুহৃৎ শ্রীযুক্ত Rene' Grousset র‍্যনে গ্রুসে-র সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রলুম। এঁর সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় পরিচয় হ'য়েছিল। র‍্যনে গ্রুসে-র ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের শিল্প-বিষয়ক বই অপূর্ব; প্রাচ্য দেশের, এশিয়া-খণ্ডের শিল্পের পরিচয়াত্মক তাঁর এই সুন্দর বইখানির চারিটী খণ্ড ফরাসী থেকে ইংরিজিতে হালে অনূদিত হ'য়েছে। শ্রীযুক্ত গ্রুসে মহাশয়ের কথা-মত ত্রোকাদেরো-মিউজিয়মের শ্রীযুক্ত Metraux মেত্রো-র সঙ্গে দেখা ক'রে আলাপ ক'রে এলুম—ইনি সম্প্রতি South Sea Islands অর্থাৎ দক্ষিণ-প্রশান্ত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ (পলিনেসিয়া) থেকে ফিরে এসেছেন। সেখানকার আদিম অধিবাসীদের সংস্কৃতির আলোচনা ক'রতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে অনেক জিনিসও এনেছেন। Easter Island ঈস্টার-দ্বীপেও গিয়েছিলেন, ঈস্টার-দ্বীপের প্রাচীন সংস্কৃতি ঘটিত কতকগুলি রহস্যের উদ্‌ঘাটনের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত মেত্রোর সঙ্গে আলাপে, ঈস্টার-দ্বীপের লিপির সঙ্গে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন মোহেন-জো-দড়োর লিপির যোগ কল্পনা ক'রে দুই একজন পণ্ডিত আর লেখক ইউরোপে যে একটা হৈ-চৈ আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলেন, যার ঢেউ ভারতেও পৌঁচেছিল, সেই

কল্পনার অসারত্ব তাঁর সঙ্গে এই সাক্ষাৎ আলোচনায় বুঝতে পারা গেল। ফিরে এসে এ সম্বন্ধে ইংরিজিতে আমি লিখেছি। ভারতীয় চিত্র-বিদ্যা আর অন্য শিল্পের একজন নামী জরমান আলোচক ডাক্তার শ্রীযুক্ত Hermann Goetz হেরমান্ গ্যোৎস্-এর সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হ'ল। ইনি ভারতবর্ষের আধুনিক জীবনের ধারা, তার রাজনীতি অর্থনীতি সংস্কৃতি এ-সব সম্বন্ধে খোঁজ ক'রছেন, শীঘ্রই সে বিষয়ে নিজের চোখে অবলোকন ক'রতে ভারতে আসবেন।

পারিসে আল্‌জিয়র্স্‌-এর আরব মুসলমানদের জন্য একটা মসজিদ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। আফ্রিকা থেকে, নিগ্রো ছাত্রদের মতন উত্তর-আফ্রিকার অনেক মুসলমান ছাত্রও পারিসে আস্‌ছে—ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্য মুসলমান প্রজাও অনেক পারিসে আসে, থাকে। এবার পারিসের রাস্তায়, বড়ো-বড়ো রেস্তোরাঁ আর কাফের ধারে, আরব ফেরিওলারা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার শিল্প-দ্রব্য ফেরি ক'রে বেড়াচ্ছে দেখলুম—গালচে (কতক আবার ইটালি আর ফ্রান্সের তৈরী !) পিতলের তৈজস, রূপোর গহনা প্রভৃতি। এদের জন্যও একটা মসজিদের মতন কেন্দ্রের দরকার ছিল। এই মসজিদটীর ভিতরে গিয়ে আমার দেখা হয় নি—সন্ধ্যের দিকে গিয়েছিলুম, তখন মসজিদে অ-মুসলমানদের 'প্রবেশ-নিষেধ', তাই অগত্যা ঘুরে ফিরে বাইরে থেকে দেখে নিলুম। মগরেবী বা উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার আরব ধরণের বাড়ি, একটু বাগানও আছে। মসজিদের সংলগ্ন এক আরব রেস্তোরাঁ আছে—ভিতর থেকে আরবী গানের আর বাজনার আওয়াজ শুনলুম, কিন্তু খাদ্য-দ্রব্যের নাম দেখে—বাইরে রাস্তার ধারে নোটিস-বোর্ডে নাম আর দাম লেখা আছে—খুব লোভনীয় না লাগ্‌তে, ভিতরে আর গেলুম না; মসজিদের ছবি সংগ্রহ ক'রে ফিরে এলুম॥

লণ্ডন

[১৬]

১৬ই জুলাই ১৯৩৫। আজ পারিস থেকে লণ্ডন যাত্রা। Gare Saint Lazare 'গার্ সাঁ্যা-লাজ.ার্' অর্থাৎ সেণ্ট্-লাজ.ারস্-স্টেশন থেকে দশটার দিকে গাড়ি ছাড়্ল। Dieppe দিয়েপ্-Newhaven নিউহাভ্ন্-এর পথে যাচ্ছি—এই পথ লণ্ডন-পারিস যাতায়াতের সব চেয়ে সোজা পথ। আমার পূর্ব-পরিচিত। পারিসে ট্রেনে চড়বার সময়ে এক আমেরিকান দম্পতী সহযাত্রী ছিল, কর্তাটী বিশেষ সৌজন্য দেখিয়ে' আমাকে বস্বার জায়গা দিলে আমাদের কামরায় নিম্নশ্রেণীর কতকগুলি ইংরেজ ছিল। তাদের উচ্চারণে h-এর বর্জন, আর day, say 'ডেয়্, সেয়্' প্রভৃতি শব্দকে 'ডাই, সাই'-রূপে শুনে কোনও সন্দেহ ছিল না যে এরা শিক্ষিত লোক নয়। কি কাজে এরা পারিসে থাকে তা বুঝতে পারা গেল না—তবে অনুমান ক'রলুম, এরা হয় তো কোনও ইংরেজের দোকানে চাকর দরওয়ান প্রভৃতির কাজ করে।

আমেরিকান যাত্রী দুটী প্রায় সারা রেল-পথ চুপ-চাপ রইল। আমিও হয় খবরের কাগজ প'ড়ে, না হয় জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে কাটালুম। পুরুষটী অতি কাটখোট্টা নীরস চেহারার, লম্বা, একহারা, চেহারায় কোনও সৌষ্ঠব নেই। দিয়েপ্-বন্দরে, রেল ছেড়ে জাহাজে চড়্বার পরে সে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে আলাপ আরম্ভ ক'রলে। প্রথমেই সে আরম্ভ ক'রলে, অনেক ভারতীয়ের সঙ্গে তার পরিচয় আছে; ভারতবর্ষের লোকেরা যীশুকে ত্রাণকর্তা ব'লে মান্‌ছে না কেন? বুঝলুম, লোকটী হ'চ্ছে খ্রীষ্টান পাদ্‌রি। আমি ব'ললুম, ভারতবর্ষের. লোকেদের মধ্যে খ্রীষ্টান কিছু-কিছু থাক্‌লেও, সাধারণ হিন্দু আর মুসলমান ভারতীয়, যে হিসাবে খ্রীষ্টানেরা যীশুর মতন

ত্রাণকর্তার আবশ্যকতা আছে ব'লে মনে করে, সে হিসাবে তারা এই আবশ্যকতা স্বীকার করে না। ও তখন জিজ্ঞাসা ক'রলে, আমি খ্রীষ্টান নই কেন। আমি ব'ললুম, ঈশ্বরের কৃপায় হিন্দু হ'য়ে জন্মেছি, এই ধর্মই আমার পক্ষে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহায়ক হবে ব'লে মনে হয়, আশা রাখি আর প্রার্থনা করি যেন হিন্দু থেকেই মরি ; যীশু একজন নমস্য মহাপুরুষ, কিন্তু ত্রাণকর্তা হিসাবে খ্রীষ্টান সাম্প্রদায়িক মত-বাদ যে ভাবে তাঁকে জগতের সামনে ধ'রেছে, সে ভাবে মানবার কারণ দেখি না। একটু কথা ক'য়ে দেখলুম, লোকটা অত্যন্ত গোঁড়া আর অসহিষ্ণু মতের খ্রীষ্টান। আফ্রিকায় কোথায় নিগ্রোদের মধ্যে মিশনারির কাজ করে। এর বিশ্বাস মতন, মানব-জাতি দুটো দলে বিভক্ত—খ্রীষ্টান, আর 'হীদেন্'; হীদেন্ ধর্মে বা জীবনে কোনও ভালো জিনিস থাকতে পারে না। যদি নিজেকে বাঁচাতে চাও, যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র ব'লে মানো—এ-কথা ভগবান্ স্বয়ং বাইবেলে ব'লেছেন। আমি ব'ললুম, 'বাইবেলে খোদ ভগবান্ই যে এ-সব উপদেশ দিচ্ছেন, তার প্রমাণ ? অন্য ধর্মের শাস্ত্রেও তো বলে যে, স্বয়ং ভগবান্ই সেই-সব ধর্মের শাস্ত্রের উপদেষ্টা। কার কথা সত্য ব'লে মান্‌বো ?' জবাব দিলে—'আমি খ্রীষ্টান, আমার অন্তরাত্মা সায় দিচ্ছে বা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে বাইবেল-ই সত্য ভগবানের উক্তি, আমি এই বিশ্বাস-মত প্রচার করি।' আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম, 'হিন্দু-হিসাবে যদি আমি বলি যে আমারও অন্তরাত্মা সায় দেয় যে ভগবদ্গীতাই ঈশ্বরের উক্তি, আর সেই বিশ্বাসেই যদি আমি বলি—তা হ'লে তাঁর বল্‌বার কি আছে ?' তখন সে খুব দৃঢ় স্বরে ব'ল্‌লে—'না, তা হ'তে পারে না একমাত্র—খ্রীষ্টান ধর্মই ধর্ম, আর সব হ'চ্ছে "হীদেন্"—অপধর্ম। সব হীদেন ধর্মই immoral, দুর্নীতিতে পূর্ণ। আপনি রাগ ক'রবেন না, আমি সত্য কথাই ব'ললুম।' বেশী বাক্য-ব্যয় অনাবশ্যক বুঝে, আমি তখন চোখ বুজে, দুটী হাত জোড় ক'রে, খ্রীষ্টানী পূজার বাক্য-ভঙ্গী অনুকরণ

ক'রে, মিশনারি-পুঙ্গবের প্রণিধানের জন্য একটী ইংরিজি প্রার্থনা ক'রলুম—'হে দয়াময় সদাপ্রভু!' তোমার অসীম করুণা, যে তুমি আমাকে এ জন্মে হিন্দু ক'রে পাঠিয়েছ। প্রভু, হিন্দুধর্মে হিন্দুর রীতি-নীতিতে হিন্দু মনোভাবে সারা জীবন ধ'রে যেন আমার আস্থা থাকে। হিন্দু ধর্ম ও চিন্তা তোমার সত্য স্বরূপকে যে-ভাবে বুঝেছে, তোমার সত্তার যে মহনীয় প্রকাশ ক'রেছে, দয়াময়, তুমি মানবজাতিকে তা বুঝতে দাও, সত্য-দর্শন সম্বন্ধে তাদের চোখ খুলে দাও, ভ্রান্তকে সত্য জ্যোতিতে নিয়ে এস'। তোমার নাম গৌরবান্বিত হোক্। আমেন্ (তথাস্তু)।' তার অভ্যস্ত ভাষায় আমার মনের আস্থা প্রকট করায়, লোকটা একটু ধাঁধায় প'ড়ে গেল। তখন আর কথাবার্তা ক'রলে না—খানিক পরে স'রে গিয়ে জাহাজের অন্য এক ধারে ব'স্‌ল। পাদরির স্ত্রী আমাদের কথা শুন্‌ছিল, কিন্তু কোনও কথা কয় নি। আমার মনে হ'চ্ছিল, তার এ তর্ক ভাল লাগ্‌ছিল না, কারণ এই-সব তর্কেই তাদের অভ্যস্ত ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে অপ্রিয় প্রশ্ন উঠে থাকে।

জাহাজে বেশ চমৎকার-ভাবেই পার হওয়া গেল। বেশ রোদ্দুর ছিল, তবে মেঘও অল্প-সল্প হ'চ্ছিল। এ জাহাজখানি ফরাসীদের। ইংলাণ্ড আর ফ্রান্সের মধ্যে, ইংলাণ্ড আর হলাণ্ডের মধ্যে, আর বেলজিয়ম্ আর ইংলাণ্ডের মধ্যে যে-সব জাহাজ গতায়াত করে, সেগুলি মনে হয় সমান-সমান সংখ্যায় ইংরেজদের আর ফরাসীদের, বেলজিয়ানদের আর ডচেদের হ'য়ে থাকে। নিউহাভ্‌ন্ পৌছলে, জাহাজের ফরাসী খালাসীরাই আমাদের মাল নামিয়ে' ট্রেনে তুলে দিলে, মজুরী নিলে।

জাহাজে একটী লোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। প্রথমটা একে দেখে মনে হ'য়েছিল যে এ ভারতবাসী। আধ-ময়লা রঙ্, মুখ চোখ ভারতবাসীরই মত। আমার অভ্যাস যেমন, ভারতবাসী-অনুমানে প্রথমটা হিন্দুস্থানীতেই জিজ্ঞাসা ক'রলুম, 'ক্যা জী, আপ হিন্দুস্থান-সে আতে হৈঁ?' জবাবে সে ইংরিজিতে

ব'ল্লে, What's that? অর্থাৎ, কি ক'ন মশায় বুঝি না। তখন ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা ক'রলুম;—ব'ললুম, চেহারায় তাকে Indian বা ভারতবাসী ব'লে মনে হয়েছিল—তাই দেশের ভাষায় কথা ক'য়েছিলুম। তখন সে এক-গাল হেসে ব'ল্লে—'আমি Indian বটি, কিন্তু East Indian নই, তোমাদের মত পূর্ব-দেশের ইণ্ডিয়ান নই, আমি হ'চ্ছি আমেরিকার ইণ্ডিয়ান।' নিজের পরিচয় দিলে। British Honduras -এ বাড়ী, মেক্সিকোদেশের Yucatan য়ুকাতান-উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের আর Guatemala উয়াতেমালা-দেশের লাগোয়া পূবে এই ইংরেজ অধিকৃত হণ্ডুরাস্-প্রদেশ। য়ুকাতান, উয়াতেমালা, হণ্ডুরাস—এই তিন অঞ্চলে যে আদিম আমেরিকান জাতি বাস করে, তার নাম হ'চ্ছে Maya মায়া। এই মায়া জা'ত এখন বড়ই শোচনীয় অবস্থায় প'ড়েছে, কিন্তু এক সময়ে এই জা'তের লোকেরা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ ক'রেছিল। মায়ারা য়ুকাতান, উয়াতেমালা আর দক্ষিণ-পূর্ব মেক্সিকোতে একটা বিরাট সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিল। খ্রীষ্ট-জন্মের কাছাকাছি সময় থেকে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত (যখন স্পেনীয় লোকেরা মেক্সিকো আর য়ুকাতান দখল করে), এই মায়ারা তাদের বিস্তর শহর, আর এই-সব শহরে বিরাট্ সব পাথরের দেব-মন্দির, প্রাসাদ, মান-মন্দির বানিয়েছিল। এখন এই-সব ইমারতের, আর মায়া জাতির ভাস্কর্য্য আর অন্য শিল্পের নিদর্শনের আলোচনা হ'চ্ছে। কলম্বস্ কর্তৃক আমেরিকা-আবিষ্কারের পূর্বে, লোহার ব্যবহার না জেনেও, কি ক'রে এই বুদ্ধিমান্ সুসভ্য জাতি এ-রকম একটা উঁচুদরের সংস্কৃতি গ'ড়ে তুলেছিল, তা চিন্তা ক'রে আধুনিক সুসভ্য জগৎ বিস্মিত হ'চ্ছে। মায়ারা জ্যোতিষ বিদ্যায় আর গণিতে অসাধারণ দক্ষ ছিল—এ বিষয়ে তারা পৃথিবীর তাবৎ প্রাচীন সুসভ্য জাতির সমকক্ষ বা তাদের চেয়ে আরও প্রবীণ ছিল। এরা এক-রকম চিত্রলিপির উদ্ভাবনা ক'রেছিল,—এই লিপিতে এদের পুথি-পত্র কিছু-কিছু পাওয়া যায়,

বহু শিলালেখও এই লিপিতে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু স্পেনীয় পাদরিরা এদের প্রাচীন পুঁথি-পত্র যত সংগ্রহ ক'রতে পেরেছিল, সব শয়তানের কারসাজি ব'লে পুড়িয়ে' ফেলায়, আর এদের প্রাচীন বিদ্যার আলোচনা নির্মম-ভাবে বন্ধ ক'রে দেওয়ায়, এদের মধ্যে উদ্ভূত লিপির জ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে এদের জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সাহিত্য লোপ পায়;—আমেরিকা আর ইউরোপের পণ্ডিতেরা এখন অনেক চেষ্টা ক'রেও, এদের দু-চারখানা পুঁথি যা বেঁচে গিয়েছে তার, আর এদের প্রাচীন শিলালিপির কোনও কিনারা ক'রতে পারছে না। প্রাচীন মায়া-জাতির বংশধরেরা এখন অখ্যাত, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত হ'য়ে রয়েছে—প্রাচীন গৌরববোধটুকুও তাদের মধ্য থেকে লোপ পেয়েছে। ব্রিটিশ হণ্ডুরাস থেকে আগত মায়া-জাতীয় এই লোকটীকে দেখে মনে ভারী আনন্দ হ'ল। কিন্তু হায়, লোকটী ইউরোপীয়-ভাবাপন্ন; এর নাম হ'চ্ছে Meighan—আইরীশ নাম ব'লে মনে হয়, আয়র্লাণ্ড থেকে আগত হণ্ডুরাসে উপনিবিষ্ট কোনও পাদরির কাছ থেকে নামটী নেওয়া হ'তে হ'তে পারে। তবে ইংরিজি জানে; লোকটী ব্যবসায়ী; ইংলাণ্ড থেকে হণ্ডুরাসে নানা জিনিস আমদানী করে, বাইরের জগতের একটু খবর রাখে, তাই ইংরিজি আর স্পানিশ প'ড়ে নিজের পূর্বপুরুষদের কীর্তি সম্বন্ধে কিছুটা কথা জানে। জাতীয় নাম ছাড়া বিদেশী নাম নিয়েছে কেন জিজ্ঞাসা করায়, একটু লজ্জিত হ'ল—ব'ল্‌লে, খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে বিদেশীয় অর্থাৎ স্পানিশ আর অন্য ইউরোপীয় নাম নেওয়ার রেওয়াজ, বহু দিন থেকে তাদের মধ্যে চ'লে এসেছে। সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আগত একজন লোকের মনে, তার নিজের জা'তের প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে এতটা আগ্রহ আর শ্রদ্ধা দেখে, লোকটীর যেমন আশ্চর্য্য লাগ্‌ল, তেমনি সে খুশীও হ'ল। লণ্ডনে কোথায় তার ঠিকানা, লিখে নিলুম। কিন্তু নানা কাজের ভীড়ে লণ্ডনে আর তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভবপর হয় নি।

লণ্ডনে পৌঁছে, গাওয়ার-স্ট্রীটে Y.M.C.A. ওয়াই-এম্-সী-এর ছাত্রাবাসে এসে ওঠা গেল। ছাত্রাবস্থায় এই ওয়াই-এম্-সী-এর ভারতীয় ছাত্রদের ক্লাবে আমার খুব গতায়াত ছিল। আমাদের আন্তর্জাতিক ধ্বনিতত্ত্ববিদ্‌গণের সম্মিলন হবার কথা ইউনিভার্সিটি-কলেজে, ইউনিভার্সিটি-কলেজ এই গাওয়ার-স্ট্রীটেই অবস্থিত, ওয়াই-এম্-সী-এ ভারতীয় ছাত্রাবাস আর ইউনিভার্সিটি-কলেজ খুব কাছাকাছি—পাশাপাশি বলাও চলে। এই ওয়াই-এম্-সী-এতে, বলা বাহুল্য, আমাদের কালের পরিচিত কাউকে পাওয়া গেল না। তবে জাহাজের সহযাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী ডাক্তার বর্ধনকে দেখলুম, তিনি এই হস্টেলে জমিয়ে' নিয়ে ব'সেছেন, এখানে থেকে রোজ ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞান-মন্দিরে গবেষণা ক'রতে যান। ক'লকাতার ইস্‌লামিয়া কলেজের ইংরিজির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তাহির জামিল আমার কাছে প'ড়েছিলেন, ঐ হস্টেলেই র'য়েছেন দেখলুম। হস্টেলে ভীড় বেশী, আলাদা কামরা পাওয়া গেল না, দুই বিছানাওয়ালা একটী ঘরে যেতে হ'ল,—শ্রীযুক্ত জামিলের ঘরে একটী "সীট" খালি ছিল, আগ্রহময় আমন্ত্রণে আপাততঃ সেইটেই দখল ক'রলুম।

এই ওয়াই-এম-সী-এ হস্টেলটী ছাত্রদের পক্ষে আর যাঁরা অল্প খরচে থাক্‌তে চান তাঁদের পক্ষে বড়ই সুবিধার। তের শিলিং ছয় পেনী দিয়ে ছয় মাসের জন্য সভ্য হওয়া গেল, তাতে হস্টেলে বাস করবার অধিকার লাভ হ'ল। হস্টেলের ঘরের ভাড়া, তুলনায় খুবই কম—স্নানের ব্যবস্থা খুব সুন্দর, সারা দিন রাত যখন ইচ্ছে প্রচুর গরম জল পাওয়া যায়; দাঁড়িয়ে' স্নান ক'রতে হয়, মাথার উপরে এক-ই ঝাঁঝরার ভিতর দিয়ে দুটো নল থেকে গরম জল আর ঠাণ্ডা জল পড়ে, হাতের কাছে পেঁচ-কল ঘুরিয়ে' ইচ্ছা-মত জল বেশী গরম বা বেশী ঠাণ্ডা ক'রে নেওয়া যায়। হস্টেলের সঙ্গেই ভোজনাগার আছে, সেখানে দু' তিন জন ভারতীয় রাঁধুনী দাল-ভাত চাপাটী-পরটা

ভাজী-তরকারী মাছ-মাংস মিঠাই-পায়স সব বানাচ্ছে; ইংরিজি রান্নার খাবারও পাওয়া যায়—সব জিনিস-ই টাটকা, সুস্বাদু, আর খুব শস্তা।

সন্ধ্যায় লণ্ডনে পৌঁছে, ওয়াই-এম্-সী-এ-তে আড্ডা নিয়ে, তার পরের দিন ব্যাঙ্কে গেলুম—দেশের চিঠি-পত্র আন্‌তে। বাড়ীর চিঠি-পত্রে ছেলে-মেয়েদের অসুখের কথা প'ড়লুম, আর পড়লুম যে, টাকাকড়ির যে বন্দোবস্ত ক'রে এসেছিলুম তার একটা গোলমাল হ'য়েছে। তাতে মনটা একটু বিচলিত হ'ল। সেই দিনই তার ক'রে এত দূর থেকে যা ব্যবস্থা করবার তা ক'রে পাঠালুম। বিচার ক'রে দেখা গেল, যতদিন ইউরোপে থাক্‌বো ভেবে এসেছিলুম, ততদিন থাকা আর হ'য়ে উঠ্‌বে না। যথাসম্ভব শীঘ্র ফির্‌বো স্থির ক'রলুম। তার উপরে, লণ্ডনে থাকৃতে-থাক্‌তে, প্রথম তিন-চার দিনের ভিতরেই আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক হাওয়া এমনি ভাবে বইতে লাগ্‌ল, যে মনে হ'ল আবিসিনিয়াকে উপলক্ষ্য ক'রে ইংরেজদের সঙ্গে ইটালির যুদ্ধ বাধে আর কি। জাহাজের খবর নিয়ে জান্‌লুম, ইটালিয়ান সরকার, ইটালি থেকে ভারতবর্ষে যে-সব জাহাজ যায়, তার দুখানিকে পর-পর দুই হপ্তা সৈন্য বইবার কাজে টেনে নিয়েছে, ভারতগামী যাত্রীরা তার ফলে মুস্কিলে প'ড়েছে। ইংরেজে-ইটালিতে তখন খবরের কাগজের মারফৎ চোখ-রাঙানী চ'লেছে, ইটালিয়ান্‌রা দলে-দলে রোমে ইংরেজ রাজদূতের প্রাসাদের সামনে এসে ইংরেজ-বিরোধী হল্লা ক'রেছে, ইটালিতে দু-চার জায়গায় ইংরেজদের অপমানও ক'রেছে। এই-সব খবর, আর কাগজে চড়া চড়া লেখা (অবশ্য ইটালিয়ান্‌দের তরফ থেকেই বেশী ক'রে), আর ইটালিয়ান্ যাত্রী-জাহাজকে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার কাজ থেকে সরিয়ে' নিয়ে ফৌজ নিয়ে যাবার কাজে লাগিয়ে' দেওয়া—এ সমস্ত দেখে, আনাড়ী আমাদের অনেকের মনে আশঙ্কা হ'ল, একটা যুদ্ধ বাধ্‌ল আর কি। আর এ যুদ্ধ একবার বাধ্‌লে, থাম্‌তে কয় বছর লাগ্‌বে তা কে জানে সুতরাং সময় থাক্‌তে-থাক্‌তে স'রে পড়াই

দরকার—বিশেষতঃ যখন বাড়ীতে আমার উপরে সব জিনিস নির্ভর ক'রছে। আমাকে আবার ইটালিয়ান্ জাহাজেই ফির্তে হবে, অন্যথা আমার কিছু লোক্সান হবে। সব ভেবে-চিন্তে স্থির ক'রলুম, লণ্ডনে আমার ধ্বনি-তত্ত্বের সম্মেলন শেষ হ'লেই, দেশের জন্য যাত্রা ক'র্বো। এই ভেবে, লণ্ডনে পৌছে তিন-চার দিনের মধ্যেই ফেরবার জাহাজের সন্ধান নেওয়া গেল। সে সম্বন্ধে যা খবর পেলুম, তাতে উদ্বেগ ক'মল না—আগামী দুই-তিন সপ্তাহের সব যাত্রী-জাহাজের টিকিট বিক্রী হয়ে গিয়েছে। যাক্, শেষটা, ভেনিস থেকে বোম্বাই যাবার জন্য ১০ই আগস্ট তারিখে ছাড়্বে Conte Rosso 'কন্তে-রস্সো' জাহাজ, তাতেই একটা বার্থ্ পাওয়া গেল।

লণ্ডনের পুরাতন বা আমার পূর্ব-পরিচিত স্থানগুলি—ব্রিটিশ-মিউজিয়ম, স্কুল-অভ-ওরিয়েণ্টাল-স্টডীজ্., সাউথ-কেনসিঙ্টন মিউজিয়ম প্রভৃতি দেখলুম। আমার অধ্যাপক লায়োনেল ডী বার্নেট, অধ্যাপক ডেনিয়েল জোন্স্, স্যর্ ঈ ডেনিসন্ রস্ প্রমুখ অধ্যাপকদের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হ'ল। ব্রিটিশ-মিউজিয়ম গ্রন্থশালায় গিয়ে পড়বার জন্য এক সপ্তাহের মেয়াদের প্রবেশ-পত্র সংগ্রহ ক'রে নিলুম।

আমাদের সম্মেলন ছিল, ২২শে থেকে ২৬শে জুলাই পর্য্যন্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় ২৫০ জন প্রতিনিধি এসে সম্মিলিত হ'য়েছিলেন। তা ছাড়া, দর্শক বা শ্রোতা কিছু-কিছু ছিলেন। এশিয়া-খণ্ড থেকে জাপানের তিন জন, কোরিয়ার একজন, চীনের একজন, আর ভারতবর্ষের দুজন প্রতিনিধি ছিলেন (ক'লকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত অমলেশচন্দ্র সেন, আর আমি)। প্রথম দিন, অর্থাৎ সোমবার ২২শে তারিখে দশটায় সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হ'ল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-Chancellor বা উপাধ্যক্ষ, আর ইউনিভার্সিটি-কলেজের অধ্যক্ষ—এঁরা স্বাগত ক'রলেন। আন্তর্জাতিক-উচ্চারণতত্ত্ববিৎ-পরিষদের সভাপতি বক্তৃতা দিলেন। প্রতিনিধিদের

তরফ থেকে, পারিসের অধ্যাপক Vendryes ভাঁদ্রিয়েস্, বের্লিনের অধ্যাপক Horn হর্ন্, কোপেন-হাগেনের অধ্যাপক Jespersen য়েস্‌পের্‌সেন্, চিলির সান্ত্-ইয়াগোর অধ্যাপক Ramirez রামিরেস্, আমেরিকার অধ্যাপক Stetson স্টেট্‌সন্, এবং ভারতবর্ষ থেকে আমি—এই কয়জনের উপর বক্তৃতা দেবার ভার ছিল। আমি সংক্ষেপে কিছু লিখে রেখেছিলুম, সেটী প'ড়ে দিলুম। তাতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই প্রকার আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আবশ্যকতা আর উপকারিতা, আর প্রাচীন "শিক্ষা" বা উচ্চারণ-তত্ত্বের আবিষ্কর্তা হিসাবে ভারতবর্ষের কৃতিত্ব—এই-সকল বিষয়ে দুটো কথা ছিল। তার পরে উপস্থিত প্রতিনিধিদের ছবি তোলা হ'ল—ইউনিভার্সিটি-কলেজের সামনে, দাঁড়িয়ে' ব'সে দেড়-শ'র উপর মানুষের এক বিরাট্ গ্রূপ্-ফোটো।

১১টা থেকে সম্মেলনের রীতি-মত কাজ চ'ল্‌ল। বিভিন্ন বিভাগে উচ্চারণ-তত্ত্বের নানা দিক্ অবলম্বন ক'রে প্রায় আশীটী প্রবন্ধ। ইংরিজি, ফরাসী, জর্‌মান—তিনটী ভাষার যে কোনও ভাষায় বক্তা ব'লবেন, বিচার চ'লবে তিনটী ভাষার যে কোনওটীতে। সকালে সাড়ে-নটা থেকে ১১টা পর্য্যন্ত আর ওদিকে ২টো থেকে ৪টে পর্য্যন্ত, বিভিন্ন শাখায় প্রবন্ধ—পাঠ আর আলোচনা। এ ছাড়া, নানা রকমের প্রদর্শনী আছে—সব উচ্চারণ-তত্ত্ব আর ধ্বনি-তত্ত্ব অবলম্বন ক'রে। বিকাল আর সন্ধ্যায় নানা স্থানে চায়ের মজলিসে নিমন্ত্রণ, রাত্রে ডিনার, বা নাটক দেখা। লণ্ডনে লর্ড মেয়র তাঁর বাড়ীতে একদিন আহ্বান ক'রলেন, ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে রাত্রে একদিন পার্টি হ'ল। এঁরা একদিন দুপুরে ছোটো জাহাজে ক'রে, প্রতিনিধিদের লণ্ডনের বিরাট্ বন্দর দেখিয়ে' আনলেন। সম্মিলনের কাজের সঙ্গে এই-সব অনুষ্ঠান থাকায়, চার পাঁচ দিনে শরীর আর মন দুইয়েরই উপর খুব ধকল প'ড়ছিল।

বুধবার ২৪শে জুলাই দুটো থেকে চারটে পর্য্যন্ত ছিল Indian Session বা ভারতীয় শাখার অধিবেশন—যার সভাপতিত্ব করবার সম্মান আমাকে দেওয়া হ'য়েছিল। আমার প্রবন্ধ নিয়ে এই অধিবেশনে পাঁচটী প্রবন্ধ পড়া হয়। দিল্লীর মূক-বধির-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়, পোষাপাখীর—যথা ময়নার, টিয়ার—উচ্চারণ সম্পর্কে তাঁর নিজের সমীক্ষা অবলম্বনে লিখিত একটী খুব সুন্দর বৈজ্ঞানিক আলোচনা পাঠিয়েছিলেন, অধ্যাপক ডেনিয়েল জোন্স (সম্মিলনের মূল সভাপতি) স্বয়ং সেইটী পাঠ ক'রলেন। কাশ্মীরীর ব্যঞ্জন-ধ্বনির কতকগুলি উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য নিয়ে অধ্যাপক Graham Bailey গ্রাহাম বেইলি ব'ললেন। অধ্যাপক Firth ফ্যর্থ্ আলোচনা ক'রলেন, ভারতবর্ষের ভাষাবলীর কতকগুলি সাধারণ উচ্চারণ-রীতি নিয়ে। শ্রীযুক্ত অমলেশচন্দ্র সেন আমেরিকায় একটী উচ্চারণ-তত্ত্ব-বিষয়ক লাবোরেটরিতে কাজ ক'রেছিলেন, তিনি যন্ত্র-পাঁতির সাহায্যে আবিষ্কৃত বাঙলা ভাষায় অল্পপ্রাণ আর মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির সম্বন্ধে একটী মূল্যবান্ নূতন তথ্য আমাদের জানালেন। আমার বক্তৃতায় বিষয় ছিল, প্রাচ্যখণ্ডে প্রাচীন ভাষা বা ধর্ম্মের ভাষার উচ্চারণ বজায় রাখবার জন্য যে-সমস্ত উপায় এই-সব ভাষার আলোচনা-কালে অবলম্বন করা হয়, তারই একটা বর্ণনা। ভারতবর্ষে বৈদিক সংস্কৃতের উদাত্তাদি স্বর-ধ্বনি ঠিক-মত করবার জন্য মাথা, হাত বা আঙুল নেড়ে যে স্বাধ্যায় অর্থাৎ পাঠ করা হয়, তার বর্ণনা; চীনদেশে আর জাপানে সংস্কৃতের উচ্চারণ ধ'রে রাখবার জন্য যে-সব চেষ্টা করা হ'য়েছিল, তার আলোচনা; আর কোরান-পাঠের সময়ে আরবীর শুদ্ধ উচ্চারণ শেখবার উদ্দেশ্যে, "তজ্‌রীদ্" ও "কিরা'আৎ" অর্থাৎ আরবী শিক্ষা-শাস্ত্রের বইয়ে, মুখাভ্যন্তরের চিত্র দিয়ে যে ভাবে উচ্চারণের আলোচনা করা হয়, তার একটু প্রকাশ ক'রেছিলুম। আমার বক্তৃতা বিশদ করবার জন্য আমি আটাশখানি লাণ্টারন্-স্লাইড দেখাই। আমার বক্তৃতা কালে একজন

জাপানী প্রতিনিধি, তাঁর নিজের আসনে ব'সে-ব'সেই পর্দার উপরে ফেলা আমার ছবি থেকে ছোটো পকেট-ক্যামেরা দিয়ে আবার ফোটো তুলে নিলেন।

মোটের উপরে, অল্প কয়টী প্রবন্ধ ছিল, তার কিছু আলোচনাও হ'য়েছিল—আমাদের এই ভারতীয় শাখায় অধিবেশনটী ভালোই হ'য়েছিল।

এইভাবে চার দিনে আমাদের সম্মেলন শেষ হ'ল। সম্মেলনের প্রবন্ধাবলী আর বক্তৃতার সারাংশ সম্প্রতি কেমব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বা'র হয়েছে।

উচ্চারণ-বিজ্ঞান নিয়ে নানা মূল্যবান্ প্রবন্ধ পঠিত হ'য়েছিল। নানা দেশের লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আর সৌহার্দ্য হ'ল। চীনের প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীযুক্ত Daw (বা Tao) Chyuan-Yu তাও চ্যুআন্-য়ু। ইনি নিজের পরিচয় দিলেন। পারিসে ব'সে গবেষণা ক'রছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন চীন-ভ্রমণে যান, তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন গিয়েছিলেন, ইনি ক্ষিতি-বাবুর কাছে প্রথম সংস্কৃত প'ড়তে আরম্ভ করেন। এখন তিব্বতীয় শিখে নিয়েছেন। স্বল্পভাষী চিন্তাশীল যুবক, এঁকে খুব ভালো লাগ্ল। ইনি এঁর প্রকাশিত একটী তিব্বতী দলিলের চীনা অনুবাদ সমেত সংস্করণ আমায় উপহার দিলেন; আমার লেখা প্রবন্ধ আমি দিলুম। শ্রীযুক্ত Sun-gi Kim সুন্-গী কিম্ কোরিয়া থেকে আগত। ইনিও পারিসে পড়াশোনা করেন। কোরিয়ার ভাষার বিশিষ্ট লিপি ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ার রাজা Sejong সেজোঙ্ কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়; এই রাজা, চীনা আর কোরিয়ান্ ভাষায় এই লিপি সম্বন্ধে Hunmin Jongum 'হুন্‌মিন জোঙ্গুম' অর্থাৎ 'সাধু উচ্চারণ' নামে একখানি বই রচনা ক'রে তার পৃষ্ঠগুলি কাঠের পাটায় খুঁদে ছাপান, শ্রীযুক্ত কিম্ সেই বইয়ের এক সংস্করণ বা'র ক'রেছেন, তাতে সমগ্র প্রাচীন বইখানির পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ছাপা হ'য়েছে, সেই বই আমায় একখণ্ড দিলেন। জাপানের অশীতিবর্ষীয় বৈজ্ঞানিক ডাক্তার Tanakadate তানাকাদাতে এসেছিলেন,

ইনি জাপান দেশে রোমান হরফ চালাবার জন্য একজন প্রধান উদ্যোগী। আরও অনেকের সঙ্গে এই কয় দিনে মেলামেশা হ'ল। উচ্চারণ-তত্ত্ব-বিষয়ায় নামী লোক অনেকে এসেছিলেন, আমার পূর্ব-পরিচিত এঁদের মধ্যে কেউ-কেউ ছিলেন—সবাইয়ের আর নাম ক'রবো না। Sir Richard Paget স্যর্ রিচার্ড প্যাজেট ইংলাণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—এক দিন একটী বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দেখালেন; একটী হাপর, কতকগুলি নল, আর নিজের দুই হাত, এই সব দিয়ে, ফুসফুস, কণ্ঠনালী, নাসারন্ধ্র আর মুখবিবর তৈরী ক'রে হাতের ভিতর থেকে গলার আওয়াজ বার ক'রে, হাত দিয়েই ইংরিজি-ভাষাতে উচ্চারণ বা'র ক'রে কথা কইলেন। তিনি মুখে কোনও কথা না ব'লে কেবল ইঙ্গিত-দ্বারা ভাব-প্রকাশের উপযোগিতা সম্বন্ধে অনুকূল মত-প্রকাশ ক'রে বক্তৃতা দিলেন; সভায় তাঁর শ্রোতাদের কতকগুলি ইঙ্গিতের অর্থ বুঝিয়ে' দিয়ে, কেবল ইঙ্গিতেরই সাহায্যে নাতিদীর্ঘ একটী বক্তৃতা দিলেন, শ্রোতৃবর্গ কৌতুক ও আশ্চর্য্য-ভাবের সঙ্গে তাঁর ইঙ্গিত ভাষায় তরজমা ক'রে-ক'রে তাঁর বক্তব্য বুঝে নিলে।

শেষ দিন সমস্ত প্রতিনিধি একসঙ্গে নৈশ-ভোজন সমাধা ক'রে, অনেকক্ষণ ধ'রে নানা বিষয়ে বক্তৃতা, গান আর আবৃত্তি দ্বারা, 'কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজ্জনৈঃ সহ' ক'রে, সম্মেলনটী মধুরের দ্বারা পরিসমাপ্ত ক'রলেন। এই নৈশ-ভোজনের মেনু বা ভোজ্য-তালিকা ছিল যথা রীতি ফরাসীতে, কিন্তু আন্তর্জাতিক উচ্চারণতত্ত্ব-সমিতির শুদ্ধ-ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণ-মালায় মুদ্রিত হওয়ায়, সকলের কৌতুককর হ'য়েছিল। ভোজনানন্তর আমরা একটী সভাগৃহে সমবেত হ'লুম। একজন ফরাসী প্রতিনিধি অধ্যাপক Grammont গ্রাম্ঁ, ফরাসী কবি Lafontaine লাফঁতেন্ রচিত শিয়াল আর পনীর-মুখে কাকের গল্প-বিষয়ক কবিতাটী, বিভিন্ন রসের অবতারণা ক'রে, পাঁচটী বিভিন্ন রীতিতে আবৃত্তি ক'রলেন; শেষটা হ'ল নীরব আবৃত্তি—কেবল মুখের ভাব দিয়ে,

আর হাত নেড়ে। বের্লিনের অধ্যাপক Horn হর্‌ন্‌, ইংরেজ কবি চসারের সময়ের ইংরিজি ভাষায় স্বরচিত এক ব্যঙ্গ-কবিতা চসারের সময়ের উচ্চারণে প'ড়ে শোনালেন; এই কবিতায় সম্মেলনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটু নির্দোষ রসিকতা ছিল। অধ্যাপক ডেনিয়েল জোন্স্‌ স্বয়ং চসারের রচিত তিনশ' লইনের এক সুদীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি ক'রলেন, চসারের সময়ের ইংরিজির উচ্চারণ ঠিক-মত বজায় রেখে—তাঁর আবৃত্তি অনুধাবন করবার জন্য আমাদের সকলকে ঐ কবিতার একটা ক'রে ছাপানো সংস্করণ দেওয়া হ'ল। অধ্যাপক Palmer পামার স্বরচিত এক ব্যঙ্গ-কবিতা গেয়ে শোনালেন—এতে নানা ছলে উচ্চারণ-তত্ত্ব আর উচ্চারণ-তত্ত্বের আলোচক কতকগুলি ব্যক্তিকে নিয়ে একটু প্রীতি-স্নিগ্ধ রসিকতা ছিল—এই কবিতায় ইংরিজি strategy শব্দের সঙ্গে মিল করবার জন্য আমার নাম Chatterji-ও ঢুকিয়ে' দেওয়া হ'য়েছিল। এই প্রকার আমোদে আমাদের শেষ দিনটা বেশ কেটে গেল।

মোটের উপরে, বিচারের দ্বারা বিজ্ঞানের উন্নতির দিক্‌ থেকে, আর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত একই বিদ্যার আলোচনাকারীদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর দিক্‌ থেকে, এই সম্মেলন বিশেষ-ভাবে সার্থক হ'য়েছিল।

২৫শে জুলাই প্রতিনিধিদের লণ্ডনের ডক বা জাহাজ-ঘাটা দেখবার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন Port of London Authority নামে লণ্ডন-বন্দরের পরিচালক-পরিষৎ। আমরা ৩।৪ খানা দোতলা বাসে ক'রে ইউনিভার্সিটি-কলেজ থেকে বেরিয়ে', Tower Bridge সেতুর কাছে এসে লঞ্চে চ'ড়লুম। সমুদ্রের মুখ থেকে লণ্ডন পর্য্যন্ত Thames টেম্‌স্‌ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ মাইল। এর মধ্যে দশটা ডক আছে। ১৯৩৩ সালে প্রায় ৫৬ হাজার জাহাজ লণ্ডনের এই-সব ডকে এসে মাল-খালাস ক'রেছে, মাল নিয়েছে। লণ্ডনে যত মালের আমদানী-রপ্তানী হয়, পৃথিবীর আর কোনও বন্দরে তত হয় না। আমাদের লঞ্চখানি King George V Dock আর Royal Albert Dock—এই

দুটোর ভিতরটা আমাদের দেখিয়ে’ আন্‌লে। যেন জাহাজের অরণ্য। বিরাট্ বিরাট্ সব গুদাম—রকমারি মাল, পৃথিবীর দূরতম সব দেশ থেকে এনে, এই সব বিরাট্ গুদাম-বাড়িতে জমা করা হ’চ্ছে, আবার রেলে ক’রে দূরে নীত হ’চ্ছে। এই সব ডকের মারফৎ, ইংরেজ জাতির বাণিজ্য-গত প্রভাব আর প্রতাপ দেখে স্তম্ভিত হ’য়ে যেতে হয়। আমাদের পক্ষে এই ডক-দর্শন বেশ একটা নোতুন অভিজ্ঞতা হ’ল। লণ্ডন বন্দরের কর্তৃপক্ষের আতিথ্য, খালি ডক দেখিয়ে’ আর লঞ্চে বৈকালী চা আর চায়ের অনুপান খাইয়েই হয় নি—এঁরা আমাদের দর্শনের স্মারক-স্বরূপ লণ্ডনের ডক সম্বন্ধে কতকগুলি সচিত্র পুস্তক-পুস্তিকা আর রঙীন মানচিত্রও দিলেন।

লণ্ডনের পুরাতন আর নূতন ইমারতগুলির মধ্যে, ওয়েস্টমিন্‌স্টরের রোমান-কাথলিক গির্জাটী আমার খুব ভাল লাগ্‌ত। এবারও এই গির্জা দেখ্‌তে যাই। বিজান্তীয় বাস্তু-রীতি অনুসারে গঠিত বিরাট্‌ বিশাল এই হালের দেবমন্দিরটী। এখনও এর ভিতরের অলঙ্করণ—রঙীন কাচে মর্মর প্রস্তরে মোসাইক বা পচ্চেকারী চিত্র—সব সম্পূর্ণ হয় নি, কিন্তু ধীরে-ধীরে হ’চ্ছে মন্দিরের বাইরের রূপের মত, এর ভিতরের সু-উচ্চ খিলান আর ছাত, আর উপর থেকে ঝোলানো যীশুর চিত্রযুক্ত পিতলের এক বিশাল ক্রুশ, মন্দিরের অভ্যন্তরের আলো-আঁধারি, লাল ইটের দেয়ালের নগ্ন নিরাভরণ সুষমা—এ-সবে চিত্তকে অভিভূত করে। এর উপরে, পূজার সময়ে ধূপ-ধুনার সৌরভ আর অর্গান-যন্ত্রের স্বর্গীয় স্বর-সঙ্গতি হ’লে তো কথাই নেই। দেশে ফিরে এসে, ইউরোপের অন্য জিনিসের মধ্যে এই রোমান-কাথলিক দেব-মন্দিরের আবেষ্টনীর স্মৃতি মাঝে-মাঝে আমাকে আকুল করে। ইউরোপের লোকেরা একদিকে যেমন লণ্ডনের ডক বানিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে শিল্প আর ধর্মভাবের নিকেতন এইরূপ মহনীয় দেউলও তুলেছে।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক, স্কুল-অভ্‌-ওরিয়েণ্টাল-স্টডীজ.-এ যিনি পড়ান, আধুনিক ভারতীয় ভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে অন্যতম একপত্রী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত R. L. Turner রালফ্‌ লিলে টর্‌নরের সঙ্গে, পত্রে আর প্রবন্ধ-বিনিময়ের দ্বারায় আমার আলাপ ছিল। এবার লণ্ডনে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হ'ল। অধ্যাপক টর্‌নর, লণ্ডন থেকে কেম্‌ব্রিজ যাবার লাইনে মাঝামাঝি-পথে পড়ে Bishop's Stortford বিশপ্‌স্‌-স্টর্টফোর্ড নামক ছোট্ট একটী শহর, সেখানে থাকেন, ট্রেনে লণ্ডনে যাওয়া-আসা করেন। তিনি তিনি তাঁর বাড়ীতে আমায় একদিন আমন্ত্রণ ক'রলেন। বিকালে লণ্ডন থেকে বেরিয়ে' ঘণ্টা খানেকের মধ্যে Bishop's Stortford বিশপ্‌স্‌-স্টর্টফোর্ড-এ পৌঁছুলুম। অধ্যাপক টর্‌নরের পত্নী তাঁর দুটী কন্যা নিয়ে লণ্ডনে এসেছিলেন, আমার সঙ্গে এক ট্রেনেই তিনি ফিরলেন। অধ্যাপকের বাড়ীতে সেদিন রাত্রি-বাস ক'রে, তার পরের দিন প্রাতরাশ সমাধা ক'রে দশটার দিকে লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন হ'ল। এইভাবে একটা বিকাল ও প্রায় অর্ধ রাত্রি, আর তার পরের দিনের প্রাতঃকাল ধ'রে, এঁদের সঙ্গ-লাভ করা গেল। সমধর্মীর সঙ্গে আলোচ্য বিদ্যা নিয়ে অনেক কিছু অন্তরঙ্গ আলাপ করা গেল। এই বিদ্যার বহির্ভূত অন্য নানা কথা নিয়েও আলাপ হ'ল—দু'চারটে ঘরোয়া সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও হ'ল। এই জন্য, একই তীর্থের উদ্দেশে যাত্রীদের এই রকম মেলামেশা বড়োই সুন্দর।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাশগুপ্তকে লণ্ডন-প্রবাসী প্রায় সব বাঙালী আর বহু অন্য ভারতবাসী চিন্‌বেন। ইনি বহুকাল ধ'রে ওদেশে বসবাস ক'রছেন। ছাত্রাবস্থায় ১৯২০ সালে এঁর সঙ্গে লণ্ডনে আলাপ হ'য়েছিল—ইনি রবীন্দ্রনাথের একজন অনুরাগী ভক্ত, কবির কাছে তখন খুব আসতেন। তখন ইনি Union of East and West নামে একটী সমিতি চালাচ্ছিলেন। এবার দেখলুম, তিনি Union of Faiths and Cultures কিংবা ঐ রকম নামে আর একটী সমিতি ক'রেছেন,

আমেরিকা আর ইংলাণ্ড দুই দেশেই তার কেন্দ্র হ'য়েছে। আমায় ইংলাণ্ডে দেখে তিনি আমাকে দিয়ে হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা বক্তৃতার ব্যবস্থা ক'রলেন। "দিল্লী রেস্তোরাঁ" ব'লে একটী ভারতীয়-দ্বারায় পরিচালিত ভোজনাগারে (এটী টটেনহাম-কোর্ট-রোডে বিদ্যমান) আমার বক্তৃতার ব্যবস্থা হ'ল, ৩১শে জুলাই তারিখে। জন চল্লিশেক শ্রোতা, তাঁরা এক সঙ্গে চা-কেক্-রুটী সেবা ক'রতে লাগ্‌লেন, আর বক্তৃতা শুনলেন। স্তর্ ফ্রান্সিস্ ইয়ঙ্‌হজ্‌.বাণ্ড যিনি বিগত মাসে (চৈত্র ১৩৪৩-এ) ক'লকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আহূত সর্বধর্ম-মহাসম্মেলনে এসেছিলেন, তিনি হ'য়েছিলেন সভাপতি। আমার বক্তৃতার শেষে দুই-চারিজন ইংরেজ প্রশ্ন ক'রলেন। আমার প্রসঙ্গ ছিল—হিন্দু সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, আর তার ঐতিহাসিক কারণ। দাশগুপ্ত-মহাশয় শ্রোতাদের কাছ থেকে চায়ের দাম এক শিলিঙ্‌ ক'রে চেয়ে নিলেন।

লণ্ডনে থাকবার কালে স্তর শ্রীযুক্ত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্-ও ওখানে আসেন। তাঁর হোটেলে গিয়ে ক'দিন খুব কাছাকাছি ভাবে তাঁর সঙ্গে মেশবার সুযোগ হ'য়েছিল। পরে এই মনীষীর সঙ্গে এক-ই জাহাজে দেশে ফিরি—এঁর সঙ্গে আমাদের ধর্ম আর সংস্কৃতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা আমার পক্ষে মস্ত বড়ো আনন্দ আর লাভের বিষয় হ'য়েছিল।

শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত-ও জুলাই-অগস্ট মাসে লণ্ডনে ছিলেন। তিনি ব্রতচারীর আদর্শ প্রচারকে জীবনের ব্রত ক'রে নিয়েছেন—লণ্ডনেও এ বিষয় তিনি সকলের গোচরে আন্‌তে উৎসুক ছিলেন—বিশেষতঃ তখন লণ্ডনে এক Folk Dance Congress হ'য়ে গিয়েছে, ইউরোপের প্রায় সব দেশ থেকে তত্তৎ দেশের লোক-নৃত্যের দল, লণ্ডনের সম্মেলনে গিয়ে নিজেদের নাচ দেখিয়েছে। শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় বাঙলা দেশের লোক-নৃত্য, ব্রতচারী আন্দোলন আর ব্রতচারীর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে লণ্ডনের একটী সভায় বক্তৃতা দেন—আমি তখন লণ্ডন থেকে চ'লে এসেছি।

ক'লকাতার গৌড়ীয়-মঠের দুজন সন্ন্যাসী লণ্ডনে গিয়েছিলেন, আমাদের দেশের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচার ক'রতে। এঁদের মধ্যে একজন, শ্রীযুক্ত ভক্তিহৃদয় বন, তখনে লণ্ডনে ছিলেন। (ইনি নিজ নামের 'বন' শব্দ সংস্কৃত উচ্চারণ ধ'রে Vana না লিখে, বাঙলা উচ্চারণ মোতাবেক ইউরোপীয় অক্ষরে Bon লেখেন—ইউরোপের আর ভারতের অন্য প্রদেশের সংস্কৃত-ভাষাবিদ্ দু-চারজন, এই Bon-টা কি শব্দ, তা বুঝতে না পেরে, আমায় এর অর্থ জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন)। আমার ছাত্রকল্প শ্রীযুক্ত সংবিদানন্দ দাস, এম-এ, পি-এচ্-ডি, গোড়ীয়-মঠের লণ্ডনস্থ বাসায় থেকে পড়াশুনা ক'রছিলেন, তিনি আমায় ওঁদের কেন্দ্রে আমন্ত্রণ করেন। স্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ দিল্লী রেস্তোর রায় আমার বক্তৃতা শুনতে আসেন, তিনি বিশেষ সৌজন্য ক'রে বক্তৃতার পরে সাউথ-কেন্সিঙ্টনে ওঁদের বাসায় আমায় নিয়ে যান। সেখানে সদালাপের সঙ্গে ওঁদের সহিত একত্রে ভোজন করি। বিশেষ তৃপ্তির সঙ্গে বাঙলাদেশের নিরামিষ রান্না খিচুড়ী বেগুনের তরকারী প্রভৃতি খাওয়া গেল। ওঁদের বাসায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যাকান্ত রায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়—পরে আমরা এক জাহাজেই ভেনিস থেকে ফিরি। কামাখ্যা-বাবু রেল বিভাগের হিসাব-পরিদর্শক, সদালাপী রসিক ব্যক্তি, স্টীমারে তাঁকে সহযাত্রী পেয়ে বিশেষ আনন্দের সঙ্গে আসা গিয়েছিল।

লণ্ডনের রাস্তায় একদিন একটী যুবকের সঙ্গে দেখা—এঁর নাম শ্রীযুক্ত অজিত চৌধুরী—আমায় প্রণাম ক'রে পরিচয় দিলেন যে, ক'লকাতায় আমার ছাত্র ছিলেন, পালি-ভাষায় এম-এ প'ড়তেন, আমার পালি-ভাষাতত্ত্বের ক্লাসে আসতেন। কথায়-কথায় তাঁহাদের পারিবারিক সংবাদ কিছু জানতে পারলুম। এঁদের নিবাস চট্টগ্রামে, চট্টগ্রামের বাঙালী বৌদ্ধ এঁরা; এঁর এক দাদা কলেজে-টলেজে পড়েন নি, পালিয়ে' বিলেতে আসেন, অনেক ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্যে দিয়ে, শেষে লণ্ডনে স্বাবলম্বী হ'তে পেরেছেন—

লণ্ডনে একটী ভারতীয় ভোজনাগার খুলেছেন—তাঁর ভাইয়ের এই Indo-Burma Restaurant-টী এখন বেশ ভালোই চ'লছে। আমি শুনে সত্য-সত্যই খুব খুশী হ'লুম। ছোকরার নাকি ইচ্ছে ছিল, যে লণ্ডনে থেকে ব্যারিষ্টারী প'ড়বে; কিন্তু আমি ব'ললুম, 'ব্যারিষ্টারী প'ড়ে কি হবে? ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, ভাইয়ের প্রদর্শিত পথে চলুন—তাতে যথেষ্ট অর্থ হবে; এইভাবে স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারলে, দেশেরও পাঁচটা যুবকের পক্ষে আশার আলো জ্ব'ল্‌বে।' একদিন তাঁর ভাইয়ের রেস্তোরাঁয় গিয়ে পোলাও-কারি-কোর্মা খেয়ে আস্‌তে হ'ল। ছাত্রের দাদা বিনীত ভাবে আলাপ ক'রলেন। আমার আন্তরিক শুভ কামনা জানিয়ে' এলুম।

লণ্ডনের ওয়াই-এম্‌-সী-এ ছাত্রাবাসে একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, নানা দিক্‌ থেকে তাঁর যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল, অন্ততঃ আমার চোখে। আমার ভূতপূর্ব ছাত্র অধ্যাপক তাহির জামিল, আর আমি—আমরা দুজনে একটী কামরায় দু-তিন দিন ছিলুম। জামিল পরে অন্যত্র চ'লে গেলেন—ঘরে আমি একাই রইলুম। তারপরে খালি সীটে আর একজন এলেন। রাত্রে ঘরে এসে, পোষাক-টোষাক ছেড়ে, নিদ্রা দেবার পূর্বে শুয়ে-শুয়ে একখানা বই প'ড়ছি, এমন সময়ে ছাত্রাবাসের দরওয়ান স্যুট্‌কেস-সমেত এক ভদ্রলোককে এনে, খালি সীটটীতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়ে গেল। যে ভদ্রলোকটী এলেন তিনি যুবক, বয়স ৩০।৩২ হবে, শ্যামবর্ণ, দোহারা নধর চেহারার মানুষ, বড়ো-বড়ো চোখ। অভারতীয় উচ্চারণে, কতকটা জাত্‌ ইংরিজি-বলিয়ে'র ঢঙে, ব্যাকরণ-বিষয়ে একটু-আধটু অশুদ্ধ, কিন্তু খাটী ইংরিজি-ভাষীর ইংরিজিতে তিনি আত্মপরিচয় দিলেন—'আমি হ'চ্ছি গঙ্গাবিষ্ণুন মহারাজ, আমি ত্রিনিদাদ থেকে আস্‌ছি।' এখন Trinidad ত্রিনিদাদ হ'চ্ছে দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তরেই, কলোম্বিয়া দেশের উপকূলের কাছে অবস্থিত একটী ছোটো দ্বীপ—ব্রিটিশ গায়েনা তার কাছেই। এই

দ্বীপে প্রায় লাখ-খানেক ভারতবাসী আছে। এরা অথবা এদের বাপ বা ঠাকুরদাদারা বেশীর ভাগ আখের ক্ষেতে কাজ করবার জন্য কুলী হ'য়ে ভারতবর্ষ থেকে গিয়েছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ত্রিনিদাদে ভারতীয় কুলী চালান যেতে আরম্ভ করে, এখন এরূপ কুলী-চালানো বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। বেশীর ভাগ কুলী গিয়েছিল বিহার আর পূর্ব সংযুক্ত-প্রদেশ থেকে। আহীর, কাহার, কুড়মী, চামার, দোসাধ প্রভৃতি কৃষিজীবী শ্রমিক জাতির লোকই ছিল বেশী। দু-দশজন 'মহারাজ' বা ব্রাহ্মণও গিয়েছিল। এই ব্রাহ্মণেরা কুলীদের কাছে তুলসীদাসী রামায়ণ প'ড়ত, তাদের পৌরোহিত্য ক'রত—সত্যনারায়ণ কথা, শ্রাদ্ধ-শান্তি এই-সব ব্রাহ্মণেরাই ক'রত, আর সুবিধা-মত সুদে টাকা ধার দিত। এইরূপ কতকগুলি 'মহারাজ' ত্রিনিদাদের হিন্দুদের মধ্যে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। গঙ্গাবিস্থন মহারাজের, অর্থাৎ গঙ্গাবিষ্ণু ব্রাহ্মণের পিতা মাতা, তাঁর জন্মের পূর্বে ত্রিনিদাদে গিয়ে উপনিবিষ্ট হন। গঙ্গাবিস্থনের জন্ম হয় ত্রিনিদাদে। ইনি এখন ত্রিনিদাদের সান্-ফের্নান্দো শহরের ব্যবসায়ী—চা'ল-দা'ল, ভারতীয় দ্রব্য পিতলের থালা-ঘটী প্রভৃতি তৈজস-পত্র, মশলা, কাপড়-চোপড়—মায় হারমোনিয়ম্ রুদ্রাক্ষ-কণ্ঠী-মালা, ঠাকুর-দেবতার ছবি, হিন্দী বই—সব বিক্রী করেন। চা'ল-দা'ল ঘী-আটা গুড়-চিনি মশলা প্রভৃতির বড়ো দোকানদার। ইনি লণ্ডন হ'য়ে, ইউরোপ ঘুরে, ভারতবর্ষে যাচ্ছেন। ভারতবর্ষে এঁর এই প্রথম যাত্রা। দুটী মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছেন। পিতৃভূমি ব'লে ভারতবর্ষ দর্শন;—আর ভারতবর্ষ থেকে সোজা রপ্তানী করবার জন্যে, ওখানকার ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করা—ভারতবর্ষ আর ত্রিনিদাদের ভারতীয়দের মধ্যে বাণিজ্যের দ্বারা যোগ-সূত্র দৃঢ়তর ক'রে যাওয়া। এ ছাড়া আরও উদ্দেশ্য ছিল, কতকগুলি 'তীরথ্' দেখে যাবেন, যথা কাশীজী (কাশীর যে আর একটা নাম হ'চ্ছে 'বনারস', তা আগে কখনও শোনেন নি), গয়াজী,

মথুরাজী, বিন্দ্রাবনজী, জগন্নাথজী ; আর গয়াজীতে তাঁর মৃত পিতার উদ্দেশে 'পিণ্ডা' চড়িয়ে যাবেন—এ কথা তাঁর মা বিশেষ ক'রে তাঁকে ব'লে দিয়েছেন ; 'আরে জিলা'য় এক গাঁয়ে তাঁর পিতৃব্য আর পিতৃব্যের বংশের কেউ থাক্‌লে, তাদের দেখে যাবেন। কাশীজীতে গঙ্গাস্নান ক'রবেন।

এঁকে পেয়ে আমি ভারী খুশী হ'লুম। এঁর কাছ থেকে এঁদের দেশে উপনিবিষ্ট হিন্দু আর অন্য ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু খবর পেলুম। এঁরা কনোজী ব্রাহ্মণ ; কিন্তু এখন ওদেশে ব্রাহ্মণ ঘরের সকলে আর উপবীত ধারণ করেন না—যারা একটু পূজা-পাঠ নিয়ে বেশী থাকে তারাই 'জনেউ' বা পইতে রাখে। আমি হিন্দীতে আলাপ আরম্ভ ক'রলুম—দেখলুম, শুদ্ধ কেতাবী হিন্দী ইনি ভালো জানেন না, ব'লতে পারেন না ; যা বলেন, তা হ'চ্ছে ভোজপুরিয়া ভাষা ; তাও আবার ইংরিজি উচ্চারণের ছাঁচে যেন ঢেলে নেওয়া হ'চ্ছে—'ত' আর 'ট'-এর পার্থক্য বিষয়ে গোলমাল ক'রে ফেলেন, এই দুই ভারতীয় ধ্বনির জায়গায় ইংরিজি দন্তমূলীয় t-র ধ্বনি করেন। আর যে ভোজপুরিয়া বলেন, সে ভাষা আমার পরিচিত, ক'লকাতার পথে ঘাটে আর কাশীতে শোনা আধুনিক ভোজপুরিয়া নয়, সে হ'চ্ছে দু-তিন পুরুষ পূর্বেকার অতি মিঠে সেকেলে ভাষা—একটু quaint বা অদ্ভুত ঠেক্‌লেও, বড়ো মিষ্টি লাগ্‌ছিল। আমি অবস্থা বুঝে, খাঁটী বা শুদ্ধ হিন্দী আর না ব'লে, এঁর সঙ্গে ভোজপুরিয়ার নকল মেশানো হিন্দী ব'লতে আরম্ভ ক'রলুম, তাইতেই দেখলুম, চট্ ক'রে এঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার একটা যোগ-সূত্র বেরিয়ে গেল, আর তার দ্বারা আমার প্রতি এঁর একটা শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস-ও এল'। একদিন বেচারী সারাদিন ধ'রে লণ্ডনের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে, কি কাজে বেরিয়েছিল—শ্রান্ত-দেহে ক্লান্ত-মনে বাসায় ফিরে কাপড় ছেড়ে শোবার ব্যবস্থা ক'রতে-ক'রতে আমায় ব'ল্‌লে—'আরে ভৈয়া, সমুচা দিন সড়ক-পর ঘুমত-ঘুমত হমার দেহিয়া ঐসন দুখাওঅত বা, তো-সে হম্ কা

কহী'—তাঁর এই সেকেলে দেহাতী ধরণের বুলী আমার বেশ লাগ্‌ত। গঙ্গাবিস্থন মহারাজ ফ্রান্স আর ইটালিতে একটু ঘুরে, ব্রিন্দিসিতে আমাদের-ই Conte Rosso জাহাজ ধ'রবেন ঠিক হ'ল—আমরা এক জাহাজেই দেশে ফিরবো। আমাকে জাহাজের সঙ্গী পাবেন জেনে গঙ্গাবিস্থন বিশেষ আশ্বস্ত হ'লেন। আমি জাহাজে গঙ্গাবিস্থনের ভারত-ভ্রমণের জন্য একটী প্রোগ্রাম ছ'কে দিলুম, যাতে বোম্বাইয়ে নেমে রাজপুতানা দিল্লী আগরা মথুরা লখ্‌নৌ প্রয়াগ কাশী গয়া প্রভৃতি হ'য়ে ক'লকাতায় আস্‌তে তাঁর কোনও গোলমাল না হয়। পরে ক'লকাতায় এসে, ভদ্রলোক আমার বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে দিন আট-নয় ছিলেন—বেশীর ভাগ সময় তাঁর কেটেছিল জিনিস-পত্র সওদা ক'রতে। আমার তৈরী ভ্রমণের প্রোগ্রামে তাঁর খুব কাজ হ'য়েছিল ব'লে কৃতজ্ঞতা জানালেন। গয়াতে বাপের পিণ্ড দিতে পেরেছিলেন ব'লে খুশী চা'ল, দা'ল, মশলা, পিতল-কাঁসার লোটা আর থালা, ধুতি, হারমোনিয়ম, এ-সব ক'লকাতায় বিস্তর কিনে নিয়ে, রেঙ্গুনে গেলেন। এক ইংরেজ আমদানীর ব্যাপারী ত্রিনিদাদে চা'লের ব্যবসা একচেটে' করবার চেষ্টায় আছে, গঙ্গাবিস্থন রেঙ্গুন থেকে সোজাসুজি চাল আমদানী ক'রবেন ত্রিনিদাদে—ইংরেজের অভীপ্সিত এই একচেটে' ব্যবসার অত্যাচার হ'তে দেবেন না। ভদ্রলোক হিন্দুসন্তান, ব্রাহ্মণ—কিন্তু ত্রিনিদাদে গিয়ে দেশের রীতি-নীতি ওরা সহজ ক'রে নিয়েছে, অনেক কিছু ভুলে গিয়েছে; তাই মনে হয়, পিতৃভূমিতে এসে, গোঁড়াদের মহলে থেকে ইনি তেমন স্বস্তি অনুভব ক'রতেন না। অভাবে প'ড়ে, ভারতবর্ষের অনেক সাধারণ লোক মনে আর ব্যবহারে ছোটো হ'য়ে প'ড়েছে—আর পাঁচজন উপনিবিষ্ট ভারতীয়ের মত গঙ্গাবিস্থন ত্রিনিদাদে সোনার ভারতের, দেবলোক ভারতের, বাপ-দাদার 'পুরানা মুলুক'-এর স্বপ্ন দেখতেন; এখানকার নানা ক্ষুদ্রতা এঁকে বহু মনঃকষ্ট দিয়েছিল ॥

প্রত্যাবর্তন

ইংলাণ্ডের কাজ চুকিয়ে' দেশে ফেরবার জন্য রওনা হ'লুম। পারিস হ'য়ে সোজা একদৌড়ে ভেনিস্। সেই পূর্ব-পরিচিত পথে, সুইট্জরলাণ্ড দিয়ে Simplon স্যাপ্ল স্থরঙ্গ হ'য়ে, ফ্রান্স থেকে ইটালি। ট্রেনে একজন বাঙালী সহযাত্রী পেলুম, শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রচন্দ্র বাড়রী। ইনি পারিসে ছিলেন, পরে আমেরিকায় যান, দন্ত-চিকিৎসক হ'য়ে দেশে ফিরুছিলেন। ভেনিসে এসে আমরা এক-ই পাঁসিওঁতে উঠলুম—আগে থাকতে সান্-মার্কো চত্বরের কাছে অবস্থিত এই পাঁসিওঁটার নাম একজন ইটালীয় সহযাত্রী আমায় ব'লে দিয়েছিল। দু-রাত্রি ভেনিসে কাটিয়ে' ১৮ই আগষ্ট জাহাজে চ'ড়লুম। এই দু'দিন ভেনিসের পথে-ঘাটে অনেকগুলি ভারতীয় পুরুষ আর মেয়ের দর্শন লাভ হ'ল—এরা আমাদের মত Conte Rosso জাহাজেরই যাত্রী। একটী দল পাঞ্জাবী মেয়ে ছিল, কলেজের ছাত্রী—পরে জানলুম, এরা ইউরোপ-ভ্রমণে এসেছিল, এদের সঙ্গে একটী প্রৌঢ়া ইংরেজ মহিলা অভিভাবিকা-রূপে ছিলেন।

এবারও জাহাজে বাঙালী সহযাত্রী কতকগুলি পাওয়া গেল। শ্রীযুক্ত কামাখ্যাকান্ত রায় মহাশয়ের নাম আগে ক'রেছি। আমার ক্যাবিনে ছিলেন বড়োদা কলেজের গণিতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্য মুখোপাধ্যায়, ইনি পারিস থেকে Statistics বিষয়ে গবেষণা ক'রে দেশে ফিরুছেন। চারজনের বার্থ ছিল আমাদের ক্যাবিনে; অমূল্য-বাবু, নাগপুরের মরিস-কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনগোপাল, আমি, আর নথু ব'লে একটী পাঞ্জাবী মুসলমান যুবক। অধ্যাপক মদনগোপাল গোঁড়া বৈষ্ণব ঘরের ছেলে, কিন্তু খুব বৈজ্ঞানিক, সংস্কার-মুক্ত মন এঁর; ধর্ম বিষয়ে ইনি মিস্টিক্ ভাবের বিরোধী; পূর্ণরূপে

জ্ঞানেরই আশ্রয় নিতে চান; এইজন্য হীনযান বা দক্ষিণী বৌদ্ধধর্ম এঁর প্রিয় ধর্মমত; এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে তর্ক ক'রে বেশ একটা আধিমানসিক ব্যায়াম হ'ত, এরূপ বুদ্ধিমান বিনয়ী সৌজন্যপূর্ণ লোককে এক ক্যাবিনে যাত্রী পেয়ে বেশ লেগেছিল। পাঞ্জাবী নথুর কথা অদ্ভুত। লাহোরে তার জরীর কাজের দোকান, সাড়ী আর কিংখাবের কারবার আছে; বংশানুক্রমে জরীকার। নিজের পেশায় উচ্চ শিক্ষার জন্য, বাইরের দুনিয়ার কি ভাবে এই সুকুমার শিল্পটী উন্নতি-লাভ ক'রছে তা স্বচক্ষে দেখে আসবার জন্য, নথু মাস কতক ধ'রে ইউরোপ ঘুরে এল'—জরমানি আর ফ্রান্স। ইংরিজিও জানে না, ফরাসী জরমান তো দূরের কথা। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার। বের্লিনে ইণ্ডিয়া হাউসে এর সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল। কোনও রকমে বের্লিনে গিয়ে পড়ে। তারপরে ভারতীয় বন্ধুদের সহায়তায় জরীর কাজের কারখানায় গিয়ে কাজ দেখে, কাজ শেখায়, আর নোতুন জিনিস শিখে নেয়। এইভাবে পারিসেও যায়। অতি ভদ্র, বিনয়ী, সবেতেই খুশী যুবক, হাসতে আর হাসাতে জানে। হিন্দূস্থানীতে এর সঙ্গে আলাপ হ'ত। নথু একটা যাকে বলে 'খাঁটী মানুষ'।

আরও জন তিনেক বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন। এঁরা ব্যবসায় আর খেলাধূলা উপলক্ষে ইউরোপে গিয়েছিলেন। একটী মহারাষ্ট্রীয় মহিলা ছিলেন, এক মেয়ে-ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। ইনি সপ্তাহ তিনেক রুষদেশে ঘুরে এসেছেন। Communism আর রুষদেশের প্রশংসায় শতমুখ; এঁর সঙ্গে দু-চার বার ইউরোপের আর আমাদের দেশের সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ে একটু আলাপ-আলোচনা হ'য়েছিল। একটী গুজরাটী মুসলমান তরুণী ছিলেন—ইউরোপে ছবি আঁকা শিখতে গিয়েছিলেন—যেমন অভিজাত বংশের উপযুক্ত সুন্দর চেহারা, তেমনি ভদ্রতার পরকাষ্ঠা-স্বরূপ ব্যবহার-মাধুর্য্য। অ-ভারতীয়দের মধ্যে চীনা কতকগুলি যাচ্ছিলেন, এঁদের মধ্যে মস্তিষ্কের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ,

জরমানিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত, নানকিঙ-এর এক ডাক্তারকে আমার বড়ো ভালো লেগেছিল। ডাক্তারটীর নামটী ভুলে যাচ্ছি—তাঁর কার্ডখানি সযত্নে কোথায় তুলে রেখে দিয়েছি—কিন্তু এরূপ হৃদয়বান্, সদাপ্রফুল্ল, বৈজ্ঞানিক-মনোভাব-যুক্ত অথচ আদর্শবাদী মানুষ খুব কম দেখা যায়। চীন আর ভারতের রকমারি সমস্যা নিয়ে, চীন আর ভারতের প্রাচীন আদর্শ নিয়ে, সমগ্র বিশ্বের ইউরোপীকরণ নিয়ে, জাহাজের ডেকে ব'সে বহু ঘণ্টা ধ'রে তাঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে বড়ো আনন্দ পাওয়া গিয়েছিল।

প্রথম শ্রেণীতে যাচ্ছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণন্। অনেক সময়ে তাঁর ক্যাবিনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়ে এসেছি। এঁর সঙ্গে আলাপ করাটা একটী উঁচুদরের মানসিক রসা[illegible]। আধুনিক হিন্দু জীবনের ধর্ম আর সমাজ-গত সমস্যা নিয়ে এঁর সঙ্গে অনেক কথা হ'ল। ইনি ব'ল্‌লেন, সাধারণ হিন্দুকে তার ধর্ম আর সংস্কৃতির উচ্চ আদর্শগুলিকে খালি বোঝালে চ'ল্‌বে না, এই ধর্ম আর সংস্কৃতিকে তার জীবনের সব দিকেই ফুটিয়ে' তুলতে হবে। সেজন্য চাই নূতন 'স্মৃতি'—যাতে ক'রে সংক্ষেপে সব হিন্দুর মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে আচার-অনুষ্ঠানে তার সংস্কৃতির আর তার ইতিহাসের যোগটুকু সে ভুল্‌তে না পারে। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ একখানি বই সঙ্কলন করার কথা ব'ললেন—তাতে প্রথম খণ্ডে থাক্‌বে এমন কতকগুলি শাস্ত্রীয় বচন, হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠা যে-সব বচনের উপরে; আর দ্বিতীয় খণ্ডে থাক্‌বে সংক্ষেপে যুগোপযোগী ক'রে নিয়ে কতকগুলি হিন্দু অনুষ্ঠান—যা সকল হিন্দুর পক্ষে পালন করা সহজ। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ চান যে হিন্দুমাত্র-ই যেন গায়ত্রী আর তার অনুরূপ অন্য কতকগুলি মন্ত্র বা মহাবাক্য অবলম্বন ক'রে তার দৈনন্দিন উপাসনা করে, আর এই গায়ত্রী আর অন্য মহাবাক্য আপামর সাধারণ সব হিন্দুর মধ্যে যেন সব চেয়ে বড়ো যোগ-সূত্র হয়।

আমাদের জাহাজে কতকগুলি বাঙালী মুসলমান আস্‌ছিলেন। এঁরা সব হুগলী জেলার লোক। আমি শুনে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম, হুগলী জেলার এই-সব অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত মুসলমান কেমন আস্তে-আস্তে মধ্য-আমেরিকায় আর দক্ষিণ-আমেরিকায় একটী বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা ক'রতে সাহায্য ক'রছে। হুগলী জেলার মুসলমান দরজী আর ফেরিওয়ালা চিকনের কাজ নিয়ে আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রে ঘুরে বেড়ায়, আমার তা জানা ছিল। এদের কাছে শুনলুম, পানামাকে কেন্দ্র ক'রে প্রায় ১৫০।২০০ বাঙালী মুসলমান, মধ্য-আমেরিকায় রেশমের কাপড়, শাল, চিকনের কাজ, কাপড়-চোপড়, এই-সবের ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। এরা প্রায় সবই হুগলী আর ক'লকাতার লোক। পানামা থেকে ওদিকে উত্তরে Costa Rica কস্তা-রিকা, Nicaragua নিকারাগুয়া, Honduras হণ্ডুরাস, Salvador সাল্‌ভাদোর, Guatemala গুআতেমালা, ইস্তক মেক্সিকো পর্য্যন্ত, আর এদিকে দক্ষিণে Colombia কলোম্বিয়া, Venezuela ভেনেজুয়েলা, Equador ইকোয়েডোর, ইস্তক Peru পেরু পর্য্যন্ত, এদের যাওয়া আসা আছে। কলোন, ক্রিস্তোবাল, পানামা—এই-সব জায়গায় এদের দোকান-পাট—ঐ অঞ্চলে এদের স্থায়ী বসতি। কাপড়-চোপড় ঘাড়ে ক'রে বা বাক্সে ক'রে নিয়ে, দেহাতী অঞ্চলে ঘুরে-ঘুরে, দূর দেশ পর্য্যন্ত যায়—আর লাভ-ও করে বেশ। বেশীর ভাগ জাপানী রেশম বিক্রী করে। দুই পাঁচ দশ বছর অন্তর দেশে আসে। বাধ্য হ'য়ে সকলেই স্পানিশ শেখে। আমাদের এই দল পানামা থেকে জেনোয়া আসে, তার পরে জেনোয়া থেকে ভেনিস পর্য্যন্ত রেলে এসে, ভেনিসে দেশের জন্য জাহাজ ধরে।

আমাদের জাহাজে স্বদেশীয় এই মুসলমান দলটীর মধ্যে শুকুর মিয়াঁ ব'লে একটী যুবক ছিল—সেটী, একটী যাকে বলে, character; বয়সে হবে ৩০।৩২ : দশ বছর পরে বাড়ী ফিরছে। কুড়ি বছর বয়সে বিদেশে যায়,

তার এক মামার কাছে, পানামায়। দেশে বিয়ে ক'রে বউ রেখে গিয়েছিল। ও দিকে পানামাতে একটী স্পানিশ মেয়েকে বিয়ে ক'রে, ছ-সাত বছর ধরে তার সঙ্গে বসবাস ক'রছিল। "কি করি মোসাই—মোচলমানের ছেলে হ'লেও, ওদের চরচে গিয়ে পাদরির সামনে দাঁড়িয়ে বিয়ে ক'রতে হ'ল—ওদের-ঘরে খ্রীষ্টানী কবুল না ক'রলে পরে, মেয়েরা বে-জাতে বিয়েই করে না।" অবশ্য শুকুর-মিয়াঁ তার 'চরচে গিয়ে' বিয়ে করাটাকে বিয়ে ব'লেই গণ্য করে না। আমি তাকে ব'ললুম, "মুসলমানের ছেলে—এমন ক'রে জা'ত-ধর্ম ভাঁড়িয়ে' বিয়ে না ক'রলেই নয়?"—জবাব হ'ল "কি ক'রি মোসাই, পুরুস মানুস, অত দিন বিদেসে আছি, তাই।" দেশে ফিরে আসবার সময় মনটা তার স্পানিশ বউয়ের জন্য বড়োই ব্যাকুল হ'য়েছিল, তাকে ফেলে আস্‌তে (বোধ হয় চিরতরে ফেলে আস্‌তে) মন স'র্‌ছিল না; কিন্তু তার সাথীরা বুঝিয়ে'-সুঝিয়ে', একরকম জোর ক'রেই, তাকে নিয়ে এসেছে। "ক'দিন খেতে-দেতে মন সরেনি মোসাই, ব'সে ব'সে কেঁদেওছি—তবে এখন আপনাদের-ঘরে পেয়ে, বাঙলায় কথা ব'লে মনটা একটু হাল্‌কা হ'চ্ছে—দেসের টানটা বোঝা যাচ্ছে।" দশ দিনের মধ্যেই কাপড় কিনে আবার পানামায় ফিরবে, স্পানিশ স্ত্রীকে এই আশ্বাস দিয়ে, তাকে ফেলে পালিয়ে' আস্‌ছে। সে এখন দেশের ছেলে-বয়সের বিয়ে-করা স্ত্রীর কথা মনে ক'রে, জেনোয়া থেকে তার সাড়ীর জন্য রেশমের কাপড় কিনেছে, আমায় শোনালে; যেন কত দরদী স্বামী। দেখা যাচ্ছে, শরৎ-বাবুর বর্ণিত সেই আকিয়াবের চাটগেঁয়ে হিন্দু ছেলেটী, যে তামাক কিনতে ভারতবর্ষে আস্‌ছে এই ভুজং দেখিয়ে' তার বর্মী স্ত্রীকে ছেড়ে জাহাজে চড়বার সময়ে তার স্ত্রীর হাতের দামী চুনীর আঙ্‌টীটা পর্যন্ত খুলে নিয়ে, দাদার সঙ্গে পালিয়ে' আসে—তার জুড়ি অন্য সমাজেও আছে। শুকুর-মিয়াঁ এ দিকে বেশ নিষ্ঠাবান্ মুসলমান। যে কয়জন বাঙালী মুসলমান ভেনিসে

জাহাজে উঠ্‌ল, তারা কেউই শূওর-গোরু খায় না; তাই তাদের অনুরোধ মতন নিরামিষাশীদের টেবিলে তাদের বসবার ব্যবস্থা জাহাজের স্টুয়ার্ডদের ব'লে আমরা ক'রে দিলুম। "ভাত, আলু, তরকারী, রুটী, তোস্, মাখন, আণ্ডা—এই হ'লেই মোসাই আমাদের চ'লবে, আমরা সোর-গোরু ওসব অখাদ্যি খাই না।" বোম্বাই পৌঁছুবার দুদিন আগে শুকুর-মিয়াঁ কামাখ্যা-বাবুকে বলে, "মোসাই, কাল রাতে লোভে প'ড়ে জা'ত-ধর্ম সব নষ্ট ক'রেছিলুম আর কী! খাবার সময়ে দেখি, পাসের টেবিলে খাসা রোষ্ট-ফাউল দিয়েছে; লোভ হ'ল; বয়কে আন্‌তে ব'লতে যাবো—কিন্তু আমাদের সঙ্গের আব্দুল-গফুর-মিয়াঁ [ইনি গম্ভীর প্রকৃতির ব্যক্তি, বেশ বড়ো দাড়ী, বয়স্থ ব্যক্তি, দলের মাঝে সম্মানিত] আমায় ব'ল্‌লে, কেন আর দুটো দিনের জন্য জা'ত-ধর্ম সব খোয়াবে—বোম্বাইয়ে নেমে মোচলমান হোটেলে যত পারো মুর্গী-পোলাও খেয়ো—জাহাজে খ্রীষ্টানের মারা মুর্গী, ওতো আর হালাল নয় তাই, মোসাই, একটু লোভ সাম্‌লে জা'তটা বাঁচিয়েছি।" বোম্বাই পৌঁছতে-পৌঁছতে বোধ হয় তার স্পানিশ বউয়ের স্মৃতি মন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছিল।

এইভাবে আমাদের জাহাজের মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র কিন্তু অতি বিচিত্র মানব-জগতের লীলা দর্শন ক'র্‌তে-ক'র্‌তে, আমরা ২২শে অগস্ট ১৯৩৫-এ বোম্বাইয়ে পৌঁছলুম। এবারের মত আমার পশ্চিম-ভ্রমণ সমাপ্ত হ'ল॥

সমাপ্ত